আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা

পূর্ব্বখণ্ড—প্রথম ভাগ।

শারীর-পরিচয়।

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

মহামহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম্-এ, এল্-এম্-এস্

প্রণীত।

কলিকাতা, ৯৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট,

"কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে

কবিরাজ শ্রীচারুচন্দ্র বিশারদ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

"গোবর্দ্ধন প্রেসে" শ্রীরসিকলাল পান দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা ও আশীর্ব্বাদের প্রভাবে পিতৃমাতৃহীন
দরিদ্র অসহায় বালক তৎকল্পিত নবীন আদর্শের
অনুসরণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-ক্ষীরসমুদ্রের
গণ্ডূষ পানে সমর্থ হইয়াছে,

সেই মহাগুরু
সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপক
ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ পূজ্যপাদ
স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম
পিতৃদেবের শ্রীচরণাম্বুজে
এই গ্রন্থ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ
সমর্পিত হইল।

সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপক কাশীর রাজবৈদ্য

কবিরাজ ৺বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম।

কৃপাকণামাত্রমবাপ্য যস্য প্রকাশমাপাদি মদপ্রকাশম্।

স বিশ্বনাথোপমবিশ্বনাথস্তাতো গুরুর্মে হৃদয়ে চকাস্তু ॥

(ইতি গ্রন্থকর্ত্তুঃ)

ওঁ নমো ব্রহ্মপ্রজাপত্যশ্বিবাসবধন্বন্তরিপ্রভৃতিভ্যঃ।

মুখবন্ধ।

আয়ুর্ব্বেদ অতি বিশাল ও গভীর শাস্ত্র,—ইহা একমাত্র অনন্ত রত্নাকরের সহিত তুলনীয়। এই শাস্ত্রের কতকগুলি অবশ্য-শিক্ষণীয় পূর্ব্বাঙ্গ আছে যথা—শারীর বিদ্যা (Anatomy and Physiology), দ্রব্যগুণ (Materia Medica) ও নিদান (বা রোগবিজ্ঞান)। এইগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। আয়ুর্ব্বেদের এই পূর্ব্বাঙ্গগুলির শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পরে চিকিৎসাবিদ্যায় প্রবেশাধিকার জন্মে। চিকিৎসা বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ মতে আটটী প্রধান অঙ্গে বিভক্ত, এই জন্য আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ' বলে। এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কায়চিকিৎসা (অর্থাৎ ঔষধসাধ্য রোগের চিকিৎসা বা Medicine) শল্যতন্ত্র (অর্থাৎ শস্ত্রবিদ্যা বা Surgery), শালাক্যতন্ত্র (চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতির চিকিৎসা) প্রভৃতি আটটী তন্ত্র সমন্বিত সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ চিকিৎসা-শাস্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একমাত্র "কায়চিকিৎসা" নামক অঙ্গেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। শল্যতন্ত্রাদি অন্যান্য অঙ্গ এক্ষণে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইদানীং শবচ্ছেদলব্ধ শারীর-জ্ঞান এবং কার্য্যোপদেশের অভাবে ঐ সকল তন্ত্রানুসারে চিকিৎসায় সুনিপুণ নহেন। জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদিভূমি এই ভারতবর্ষে এক্ষণে কোন বিপন্না গর্ভিণীকে প্রসব করাইতে হইলে, কোন ভগ্নাস্থির প্রতিসন্ধান করিতে হইলে কিংবা যে কোনরূপ শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে সমুদ্রপারাগত ভিন্ন-জাতীয় চিকিৎসক বা তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে?

বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব, বিদেশীয় জাতির আক্রমণ, বিধর্ম্মী রাজগণের অত্যাচার ও অবজ্ঞা এবং ধর্ম্মবিপ্লব প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। মৎপ্রণীত "প্রত্যক্ষ-শারীর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের উপোদ্ঘাত প্রকরণে এবং এই গ্রন্থের 'ইতিহাস' ভাগে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবনতির কারণ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে।

সুখের বিষয়, এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরুজ্জীবন ও অঙ্গপুষ্টির জন্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্যে এক্ষণে চারিদিকেই একটা জাগরণ দেখা যাইতেছে। এই শুভ জাগরণের দিনে যাহারা আয়ুর্ব্বেদ-ভারতীর মঙ্গলারতি করিতেছেন, আমি তাঁহাদের অন্যতমরূপে যথাশক্তি আয়ুর্ব্বেদ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছি; এবং সেই উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থীর সর্ব্বাগ্রে অনুশীলনীয় শাস্ত্র শারীরবিদ্যার উদ্ধারার্থ স্বয়ং শববাবচ্ছেদ করিয়া প্রাচীন শারীর-জ্ঞানের যথাশক্তি সঙ্কলন এবং বিলুপ্তাঙ্গের পূরণ করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে "**প্রত্যক্ষশারীর**" নামে একখানি শারীর-গ্রন্থ এবং রোগনির্ণয় বা নিদান সম্বন্ধে "**সিদ্ধান্তনিদান**" নামক একখানি নিদান-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় লিখিত বলিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয়—সমগ্র ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেও—অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রগণের পক্ষে সুগম হয় নাই। এইহেতু সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পব্যুৎপন্ন বাঙ্গালী ছাত্রগণের সুবিধার জন্য আয়ুর্ব্বেদের এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় লিখিত হইল।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই, আয়ুর্ব্বেদ পরিচয় ও আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের পর, শারীরবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, কেননা উহাই সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। শারীরবিদ্যায় জ্ঞান না থাকিলে শল্যতন্ত্র, প্রসূতিতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রানুসারে চিকিৎসা আদৌ চলিতে পারে না। শারীর বিদ্যার অভাবে কায়চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কায়-চিকিৎসাদি চিকিৎসাঙ্গ সমূহের বর্ণনার পূর্ব্বেই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতাগুলিতে "শারীরস্থান" বর্ণিত হইয়াছে আয়ুর্ব্বেদীয় কায়চিকিৎসা প্রকরণ গুলিতে জ্বর, গ্রহণী, হৃদ্রোগ প্রভৃতি অনেক রোগের সম্প্রাপ্তি (বিকৃতি-বিজ্ঞান বা Pathology) বর্ণনাতেও আমাশয়, পক্বাশয়, হৃদয় প্রভৃতির উল্লেখ পদে পদে দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদের ত্রিদোষতত্ত্ব বর্ণনেও শারীর-যন্ত্র গুলি ও তাহাদের ক্রিয়ার কথা প্রতি পদে আলোচিত হইয়াছে। এজন্য ত্রিদোষবিজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিতে হইলেও পূর্ব্বে শারীর-বিদ্যায় সম্যক জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক। যে যন্ত্রের স্থান ও নির্ম্মাণ বিষয়ে কিছুই জানা নাই,

সেই যন্ত্রের কার্য্য বুঝিতে বা উহার সংশোধন করিতে যাওয়া আর অন্ধের দৃশ্যবস্তু দর্শনের বা চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস—প্রায় একই কথা। ঋষিকল্পিত ভেষজ-সংযোগ-মহিমায় কোন কোন রোগের আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রতীকার শারীরবিদ্যায় অনভিজ্ঞের পক্ষে সম্ভব হইলেও, শারীর-বর্জ্জিত রোগবিজ্ঞান ও চিকিৎসায় প্রভূত অন্ধকার এবং অপূর্ণতা থাকে। প্রধানতঃ এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে বিদেশীয়শিক্ষা-লব্ধ চিকিৎসকগণের তুলনায় অনেকাংশে প্রতিপত্তিহীন ও অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

শারীরজ্ঞান যে সমগ্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ এবং শারীরজ্ঞান ব্যতীত যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না, তাহা সকল চিকিৎসা-শাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন—

"শরীরং সর্ব্বথা সর্ব্বং সর্ব্বদা বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্ন্যেন বেদ লোকসুখপ্রদম্॥"

(চরকসংহিতা, শারীর স্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

অর্থাৎ—"যে চিকিৎসক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পূর্ণ শারীর শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও উহা সর্ব্বদা সর্ব্বাংশে স্মরণ রাখেন, তিনিই লোকহিতকর সমগ্র আয়ুর্ব্বেদজ্ঞানের অধিকারী।" ভগবান্ ধন্বন্তরি বলেন :—

"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্ বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥
প্রত্যক্ষতশ্চ যদ্ দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম॥"

(সুশ্রুতসংহিতা, শারীর স্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

অর্থাৎ "শরীর ও শাস্ত্র—উভয় দেখিয়া শারীর-জ্ঞান বিষয়ে কুশলতা লাভ করিতে হয়। দৃষ্ট ও শ্রুত—উভয়ের সমন্বয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যাহা প্রত্যক্ষভাবে শবচ্ছেদাদিপূর্ব্বক দৃষ্ট এবং যাহা শাস্ত্রে অধীত, তদুভয়ের সমন্বয়ই বিশেষতঃ জ্ঞানবৃদ্ধিকর হইয়া থাকে।"

সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়েও প্রাচীন শারীর-বিদ্যার মূলতত্ত্বগুলির সন্ধান ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের স্থানে স্থানে শারীরবিদ্যার কথা বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্ত্তমান। আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে শারীরের কথা 'শারীর-স্থানে" অতি অল্পই দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে প্রসঙ্গক্রমে অনেক শারীরতত্ত্বই বর্ত্তমান। সেই সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ও সঙ্কলন করিয়া প্রাচীন নাম গুলির অর্থনিরূপণ করিতে হইলে শাস্ত্রপারদর্শিতা ও শবচ্ছেদমূলক শারীরজ্ঞান—উভয়ই আবশ্যক। এই পথে যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়াই এই গ্রন্থের শারীরাংশ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শারীরবিদ্যায় বর্ণিত নামগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন ও কতকগুলি নবীন। আমার স্বরচিত নামও অনেক আছে। তবে যেস্থলে প্রাচীন নাম পাওয়া যায়, সেস্থলে সাধ্যপক্ষে নবীন নাম ব্যবহার করি নাই।

শারীরের ন্যায় দুরূহশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে চিত্রাদি দ্বারা ও গুরূপদেশ সাহায্যে দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া, পরে শবচ্ছেদ সাহায্যে ঐ জ্ঞানের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে হয়। প্রথম হইতে বিষয়-জ্ঞান না থাকিলে কেবল শবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কোন ফল হয় না। প্রতিপাদ্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য শারীর-গ্রন্থের সহিত অনেক চিত্রেরও প্রয়োজন। এইরূপ চিত্র এই গ্রন্থের শারীরাংশে শবচ্ছেদের অনুকল্পস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে সংযোজিত হইয়াছে।

কথিত আছে, ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে লক্ষশ্লোকময় সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ "ব্রহ্ম সংহিতা" নামক আয়ুর্ব্বেদের আদি মহাগ্রন্থ রচনা করেন। এক্ষণে উক্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। উক্ত সংহিতায় সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ যেরূপে আটভাগে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হয়, তাহা এই গ্রন্থের আরম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম-সংহিতার প্রণালী অনুসরণ করিয়া

এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ স্থান পাইবে,—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই সর্ব্বজনপূজ্য মহাগ্রন্থের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এই গ্রন্থের—"আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা"—নাম রাখা হইল।

এই বৃহৎ গ্রন্থ দুই খণ্ডে সমাপ্ত হইবে এবং ইহার প্রত্যেক খণ্ড ছয় ভাগে বিভক্ত হইবে। সমগ্র গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও প্রত্যেক ভাগ এরূপ ভাবে রচিত হইতেছে যে, উহা আয়ুর্ব্বেদের বিষয় বিশেষের এক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে গণ্য হইতে পারিবে।

প্রত্যেক ভাগে অনেক নূতন বিষয় ও বহুসংখ্যক চিত্র থাকায় এই বিশাল গ্রন্থের রচনা ও মুদ্রণ কার্য্য অনেক সময়, বহু পরিশ্রম ও প্রভূত ব্যয় সাপেক্ষ। এই কারণেই ডাক্তারী চিকিৎসা-পুস্তকের মূল্য অত্যধিক হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দরিদ্র দেশে সাধারণের—বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী ছাত্রগণের—সুবিধার জন্য পরিশ্রম ও ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এই মহাগ্রন্থের মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করা হইয়াছে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে "আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা" প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ বা ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহের সঙ্কলিত অংশের বঙ্গানুবাদ নহে। শারীরজ্ঞান, রোগনির্ণয়, শস্ত্র-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে কালবশে আয়ুর্ব্বেদের যে সকল অংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু এখনও পরিশ্রম করিলে যে সকল বিষয়ের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, শাস্ত্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদ-সিদ্ধান্তগুলির সহিত সমন্বয় করিয়া সেই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

কালবশে দেশের জল-বায়ু এবং লোকের আহার-বিহারের পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ কারণ বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ রোগের লক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেক রোগ নূতন রূপ ও নাম ধারণ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কালোপযোগী রোগ-বিজ্ঞান গ্রন্থের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া আমি "সিদ্ধান্ত নিদান" নামে যে পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ই আয়ুর্ব্বেদ সংহিতায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিদ্বন্মণ্ডলী বহুশতাব্দীর চেষ্টা ও গবেষণার ফলে চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও যথাযোগ্য ও যথাপ্রয়োজন এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে "নব্যমত" নামে স্থান পাইয়াছে।

আরব্ধ কার্য্য অতি কঠিন এবং বিশেষ শ্রমসাধ্য। মনুষ্যের জীবন ক্ষণস্থায়ী কার্য্যশক্তি সীমাবদ্ধ। জানিনা—ইহ-এই কার্য্য শেষ জীবনে করিতে পারিব কি না। যদি না পারি, বিদ্বজ্জনসমীপে আমার প্রার্থনা—তাঁহারা যেন ইহা সমাপ্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপসংহারে উদারহৃদয় গুণগ্রাহী সুধীগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমার কার্য্যবাহুল্য এবং সময় ও শক্তির স্বল্পতা নিবন্ধন এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ত্রুটী ও ভ্রমপ্রমাদ থাকা বিশেষ সম্ভব। ফলতঃ এইরূপ গ্রন্থ প্রথম সংস্করণে নির্দ্দোষ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য অধ্যয়ন অধ্যাপনা কালে যেখানে যেখানে ত্রুটি বা দোষ দৃষ্ট হইবে, আমার নিকট জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত উহা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহার সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

৯৪নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শুভ বিজয়া দশমী, বাং ১৩৩১ শালাব্দ।

বিজ্ঞজনানুচরস্য
শ্রীগণনাথ সেন শর্ম্মণঃ।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

শারীর পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

চিত্র-সূচী।

(অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু ও পেশী খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা।

উপক্রমণিকা।

[১]

আয়ুর্ব্বেদ-পরিচয়।

আয়ুর্ব্বেদের অর্থ ও নিরুক্তি—মনুষ্যের জীবিতকালের নাম আয়ুঃ। অক্ষুণ্ণরূপে দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবার উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। অথবা—বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান; আয়ুঃ সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায় তাহাই আয়ুর্ব্বেদ *। চরক-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, যে আয়ুর হিত ও অহিত এবং রোগের কারণ ও প্রশমনের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ †।

আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন—যেরূপ নিয়মে আহার বিহারাদি করিলে মনুষ্য সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে এবং যেরূপ চিকিৎসা দ্বারা ব্যাধিত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আয়ুর্ব্বেদ আমাদের নিত্য এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখ লাভের উপায় স্বরূপ পরমায়ু যাঁহারা কামনা করেন, আয়ুর্ব্বেদের উপদেশগুলি তাঁহাদের যত্ন পূর্ব্বক পালন করা উচিত ‡।

আয়ুর্ব্বেদে বিভিন্ন শাস্ত্রের সমাবেশ—কেবল সুস্থ শরীর এবং দীর্ঘ আয়ুঃ লইয়াই মনুষ্য সুখী হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, সমাজ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সহিত মনুষ্যের সুখদুঃখের সম্বন্ধ। সেইজন্য ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ উপদেশ আয়ুর্ব্বেদে নিহিত আছে। অপিচ, আয়ুর্ব্বেদে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে দর্শনশাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ সাহায্য আবশ্যক। সেইজন্য দর্শন-শাস্ত্রের কয়েকটী মূলসূত্র আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। ফলতঃ মানবমঙ্গলকর সমস্ত শাস্ত্রেরই মূলসূত্র আয়ুর্ব্বেদে সন্নিবেশিত আছে। এক কথায় বলিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বশাস্ত্রময়।

আয়ুর্ব্বেদের বিশালতা—কেবল মনুষ্যজাতির আয়ুর বিষয়ই আয়ুর্ব্বেদের আলোচ্য নহে। ভাষাহীন ইতর প্রাণী এবং স্থাবর জীব বৃক্ষলতাদির § উপরেও

* আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতেঽনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।
সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

† আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে ॥
চরক, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

‡ আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থসুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ।
বাগ্ভট, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

§ বৃক্ষলতাদির যে প্রাণ আছে তাহা বহু প্রাচীনকাল হইতে মহর্ষিগণের বিদিত ছিল। অল্প দিন হইল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষা দ্বারা অধ্যাপক শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদকারগণের করুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। গজায়ুর্ব্বেদ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ, গবায়ুর্ব্বেদ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। পরে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস প্রসঙ্গে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ বিভাগ—আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গস্বরূপ। চরণ বৃহে ব্যাস আয়ুর্ব্বেদকে ঋগ্বেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আয়ুর্ব্বেদকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। বেদে যেরূপ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড আছে আয়ুর্ব্বেদেরও সেইরূপ দুইটী বিভাগ হইতে পারে। চরক-সংহিতার সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান ও ইন্দ্রিয়স্থান জ্ঞানাত্মক এবং চিকিৎসাস্থান, সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান কর্ম্মাত্মক। আয়ুর্ব্বেদের কোন কোন অংশকে জ্ঞান ও কর্ম্ম—উভয়াত্মকও বলা যাইতে পারে। পঠন পাঠনের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমে বিষয় সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

[১] পূর্ব্বাঙ্গ—বা পূর্ব্বখণ্ড

১। **শারীরবিদ্যা**—চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমেই শরীরের সমস্ত অবয়বের আকৃতি, গঠন, সংস্থান এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য শারীরবিদ্যাকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রধান পূর্ব্বাঙ্গ বলা যায়। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। যথা :—

(ক) **শারীরপরিচয়** (Anatomy—এনাটমি) —শরীরের অস্থি, পেশী, স্নায়ু, কণ্ডরা, সিরা, ধমনী, নাড়ী, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, মস্তিষ্ক, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির উপাদান, আকৃতি, সংখ্যা, সংস্থান, গঠনপ্রণালী—ইত্যাদি এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

(খ) **শারীরবিজ্ঞান**—(Physiology—ফিজিওলজি)—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাদির ক্রিয়া কিরূপ নিয়মে নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ রক্ত সর্ব্বশরীরে কিরূপভাবে সঞ্চারিত হয়, ভুক্তদ্রব্য কিরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীর পোষণ করে, শরীরস্থ মলমূত্রাদি কিরূপে বহির্গত হইয়া যায়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ প্রভৃতি কিরূপে অনুভূত হয় এবং অঙ্গচালনাদি কার্য্য কি উপায়ে ও কোন্ প্রণালীতে সম্পাদিত হয়—ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিজ্ঞান যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে শারীরবিজ্ঞান বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদের ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ)-তত্ত্ব এই বিদ্যারই চরম উৎকর্ষ।

২। **মনোবিজ্ঞান** (Psychology—সাইকোলজি) ও **দর্শন** (Philosophy—ফিলজফি)—মন কাহাকে বলে, মনের কার্য্য কিরূপ ভাবে সম্পাদিত হয়, জ্ঞানের ও চিন্তার উন্মেষ কোন্ প্রণালীতে হইয়া থাকে —ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার নাম মনোবিজ্ঞান। আমাদের দেশে এই বিদ্যা প্রধানতঃ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অন্তর্গত।

আত্মা কি, পরলোক আছে কি না, ঈশ্বর আছেন কি না, কি উপায়ে মানুষের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি করা যায়—ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা যে শাস্ত্রে আছে, তাহার নাম দর্শনশাস্ত্র।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মানস রোগের চিকিৎসার জন্য যে সকল উপায় বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলি বুঝিবার জন্য মনোবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন। এইজন্য চরক সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মানস রোগ সমূহের চিকিৎসায় নিপুণতা লাভ করিতে হইলে মনোবিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং যোগাভ্যাসাদি দ্বারা চিকিৎসকের মানসিক উৎকর্ষ সাধন নিতান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এই যে আয়ুর্ব্বেদের এই অংশ এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়। আমরা যথাস্থানে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব।

৩। **দ্রব্যগুণ**—(Materia Medica and Therapeutics—মেটিরিয়া মেডিকা এবং থেরাপিউটিক্স) —খাদ্য ও ঔষধ রূপে আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি তাহাদের গুণ নির্ণয় করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কোন্ খাদ্য কিরূপ পুষ্টিকর, কোন্ খাদ্য বা ঔষধ কোন দোষকে কুপিত বা প্রশমিত করে এবং কোন্ রোগ নষ্ট করে, কোন্ ঔষধ শরীরের কোন যন্ত্রের উপর কিরূপ কার্য্য করে এবং কোন্ রোগে কিরূপ বিশিষ্ট প্রভাব দেখায়—ইত্যাদি বিষয় এই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের

পরিচয় (Identification) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও এই শাস্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক।

দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়েও কিছু ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক।

(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা বস্তু-শক্তি বিজ্ঞান (Physics—ফিজিক্স)—জগতের সমস্ত জড় পদার্থের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে; যথা, গুরুত্ব (Specific gravity), বেগ (Velocity), স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) প্রভৃতি। নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ গুণ সমূহের তত্ত্ব নির্ণয় করা এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনের কিয়দংশকে এই বিজ্ঞানের মূল বলা যাইতে পারে।

(খ) বস্তু-তত্ত্ব বিজ্ঞান (Chemistry—কেমিষ্ট্রী *)—জগতের সমস্ত দ্রব্যের স্বরূপ বা পরমাণু সম্বন্ধে তত্ত্বনির্ণয় করা এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। দ্রব্য সমূহের বিশ্লেষণ দ্বারা মূল পদার্থের আবিষ্কার করা এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ দ্বারা স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট নূতন পদার্থের সৃষ্টি করা এই শাস্ত্রের সাহায্যেই হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার মধ্যে "সংযোগক্রিয়া বিজ্ঞান" নামক যে কলার উল্লেখ আছে, উহাকে বর্ত্তমান কেমিষ্ট্রীর সূচনা বলা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদীয় রসতন্ত্র এই বিদ্যারই প্রকৃষ্ট বিকাশ। ইহাতে পারদাদি নানা ধাতু উপধাতুর সংযোগ ও বিশ্লেষণাদি কর্ম্ম বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কেমিষ্ট্রী এই শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত বস্তুতত্ত্ব-বিজ্ঞানাত্মক শাস্ত্র—এই জন্য ইহা "বস্তুতত্ত্ববিজ্ঞান" নামে অভিহিত হইল।

(গ) উদ্ভিদ্ বিদ্যা (Botany—বটানি)—জগতের সমস্ত তৃণগুল্মলতাদির জাতি বিভাগ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামকরণ এবং উদ্ভিদ্ সমূহের উৎপত্তি, পোষণ প্রভৃতি কার্য্যের তত্ত্বনির্ণয় এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বনৌষধি বর্ণনের এবং পরিচয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। এই জন্য ইহা দ্রব্যগুণের অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে।

৪। **পরিভাষা**—মানপরিভাষা, দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম, দ্রব্য কল্পনা, ভাবনা বিধি, ঘৃত-তৈল-গুড়াদি পাকের নিয়ম, অরিষ্ট আসব সুরা শুক্ত চুক্র প্রভৃতি প্রস্তুতের নিয়ম এবং ঔষধ সেবনের নিয়ম, কাল প্রভৃতির বিষয় পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত।

৫। **রসতন্ত্র**—পারদের ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ সমূহের শোধন-জারণ-মারণ প্রভৃতি এবং দোষগুণাদি যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়, তাহার নাম রসতন্ত্র। ইহা আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই জন্য দ্রব্যগুণের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উহাদের গুণাদির বিষয় রসতন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইল।

৬। **স্বস্থবৃত্ত**—দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা, আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, স্নান প্রভৃতির নিয়ম, বেগধারণাদি নিষেধ, সদাচার বিধি—ইত্যাদি যে সকল বিষয় সুস্থের পক্ষে হিতকর এবং পরমায়ু রক্ষক সেই সমস্ত এই প্রসঙ্গে লিখিত হইবে।

৭। **ত্রিসূত্র বিজ্ঞান**—অর্থাৎ রোগ সমূহের হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান—এই ত্রিবিধ সূত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ ত্রিসূত্র নামে অভিহিত। রোগ সকল কি কারণে উৎপন্ন হয়, হইলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঔষধ প্রয়োগের কৌশল বা নিয়ম কিরূপ, ত্রিসূত্র বিজ্ঞানে তাহাই সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে ভিন্ন ভিন্ন রোগ বা ঔষধ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, অথচ সমস্ত রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

সূক্ষ্ম বীজ হইতে যেমন স্থূল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সমগ্র আয়ুর্ব্বেদও সেইরূপ এই সূক্ষ্ম ত্রিসূত্র বিজ্ঞানের বিকাশ মাত্র। ত্রিসূত্র,—যথা :—

* "কেমিষ্ট্রী" শব্দটী আরবী ভাষার "কিমিয়া" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আরবেরা এই বিদ্যা ভারতের রসশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক যোগীদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। অতএব মূল ধরিয়া নামকরণ করিলে এই শাস্ত্রকে রসবিদ্যা বা রসশাস্ত্রই বলা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে ভ্রমবশতঃ বঙ্গভাষায় "কেমিষ্ট্রী" অর্থে "রসায়ন" শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদে রসায়ন শব্দের অর্থ জরাব্যাধি নাশক ঔষধ বা চিকিৎসা। সুতরাং "কেমিষ্ট্রী" অর্থে "রসায়ন শাস্ত্র" এই পদের প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে কিছুতেই প্রয়োজ্য নহে। আমরা যথাস্থানে রসশাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিব।

(ক) **হেতু-সূত্র**—হেতুসূত্র অর্থে রোগের নিদান-তত্ত্ব (Etiology—ইটিওলজি) বুঝায়।

(খ) **লিঙ্গ-সূত্র**—লিঙ্গসূত্র বলিলে রোগ সকলের লক্ষণ তত্ত্ব (Symptomatology—সিমটোমেটোলজি) এবং রোগ জনিত শারীরিক বিকৃতি-তত্ত্ব (Pathology—প্যাথোলজি) বুঝায়।

(গ) **ঔষধ-সূত্র**—ঔষধসূত্র অর্থে ঔষধ সমূহের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিজ্ঞান বুঝায়।

রোগ বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ বলিয়া এই ত্রিসূত্রবিজ্ঞান প্রকরণে পঞ্চনিদান অর্থাৎ নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সংপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। রোগপরীক্ষা বিধিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ভিন্ন ভিন্ন রোগের হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা শেষখণ্ডে সেই সেই রোগের প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

[২] শেষাঙ্গ বা উত্তর খণ্ড—

১। **কায় চিকিৎসা তন্ত্র**—জ্বর, অতিসার, কাস, যক্ষ্মা, মেহ প্রভৃতি যে সকল রোগ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রশমিত হয়, তাহাদের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ প্রভৃতি এবং ঐ সকল রোগের পথ্য ও চিকিৎসা এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

২। **শল্য তন্ত্র**—দুইভাগে বিভক্ত যথা—

(ক) **সাধারণ শস্ত্র চিকিৎসা**—অর্থাৎ শস্ত্রসাধ্য সাধারণ ব্যাধির নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাবিধি। যন্ত্রশস্ত্র-সমূহের লক্ষণ, রক্তমোক্ষণ এবং অগ্নি, ক্ষার, জলৌকা ও শস্ত্রাদি প্রয়োগের নিয়ম শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) **প্রসূতি তন্ত্র**—গর্ভের উৎপত্তি, গর্ভিণীচর্য্যা, গর্ভিণীর রোগচিকিৎসা, গর্ভের রক্ষা বিধান, প্রসব করাইবার নিয়ম এবং মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা প্রভৃতি এই প্রকরণে লিখিত হইবে।

প্রসূতিতন্ত্রের কোন কোন বিষয় আয়ুর্ব্বেদের শারীরস্থান এবং শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বর্ণনার সুবিধার জন্য পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইবে।

৩। **শালাক্য তন্ত্র**—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, মুখ প্রভৃতি উর্দ্ধজত্রুগত রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৪। **ভূত বিদ্যা**—উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি যে সকল রোগে মনুষ্য ভূতাবিষ্টের ন্যায় বিকৃত চেষ্টাদি করে, সেই সকল রোগের তত্ত্বপরিজ্ঞান, লক্ষণ ও চিকিৎসা ভূতবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মনুষ্য যথার্থই ভূতাবিষ্ট হয় কি না, সে সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সুধীগণের নানারূপ মত আছে। এই প্রসঙ্গে সেই সকল মতেরও আলোচনা করা যাইবে।

৫। **কৌমারভৃত্য তন্ত্র**—শিশুপালন, বালরোগ বিজ্ঞান এবং বালরোগ চিকিৎসা এই তন্ত্রের আলোচ্য।

৬। **অগদ তন্ত্র**—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিষের বিবরণ, বিষপান ও সর্পাদি দংশনের লক্ষণ এবং চিকিৎসা অগদ তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৭। **রসায়ন তন্ত্র**—জরাব্যাধিবিনাশক ঔষধাদির বিবরণ এবং প্রয়োগের নিয়ম এই তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। **বাজীকরণ তন্ত্র**—শুক্র অল্প দুষ্ট শুষ্ক ও ক্ষীণ হইলে তাহার চিকিৎসা এবং সুস্থ ব্যক্তির সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপায় এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কালকে চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—দৈবকাল; দ্বিতীয়তঃ—আর্যকাল বা সংহিতা কাল; তৃতীয়তঃ—সংগ্রহ কাল; চতুর্থতঃ—অবনতি কাল। বর্ত্তমান সময়কে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের আরম্ভকালও বলা যাইতে পারে।

দৈবকাল—প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা নিখিল জীবের আরোগ্যপ্রদ শাশ্বত আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া লক্ষশ্লোকময়ী "ব্রহ্ম সংহিতা" রচনা করেন। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি দক্ষ, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইহার ফলে "ব্রহ্ম-সংহিতা"র পরে "প্রজাপতি সংহিতা" "অশ্বি সংহিতা" ও "বলভিৎ সংহিতা" বা "ঐন্দ্র সংহিতা" রচিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদ নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা হইতে সূর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া "সূর্য্য-সংহিতা" নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্য্যের বহু শিষ্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভগবান্ ধন্বন্তরি "চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান," দিবোদাস * 'চিকিৎসা দর্শন," কাশীরাজ "চিকিৎসা-কৌমুদী," অশ্বিনীকুমারদ্বয় "চিকিৎসাসার তন্ত্র ও ভ্রমঘ্ন," নকুল "বৈদ্যক সর্ব্বস্ব", সহদেব "ব্যাধিসিন্ধু বিমর্দ্দন," যমরাজ "জ্ঞানার্ণব," চ্যবন ঋষি "জীবদান," জনক "বৈদ্য-সন্দেহ ভঞ্জন," চন্দ্রসুত "সর্ব্বসার," জাবাল "তন্ত্রসার," জাজলি "বেদাঙ্গ সার," পৈল "নিদান," করথ "সর্ব্ব-ধর-তন্ত্র" ও অগস্ত্য "দ্বৈধনির্ণয় তন্ত্র" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মত আয়ুর্ব্বেদের প্রচলিত মত হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

* দিবোদাস ও ধন্বন্তরি সুশ্রুত মতে একই ব্যক্তি। পুরাণের মত স্বতন্ত্র।

আর্যকাল—(১) কথিত আছে ভগবান্ ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কাশিরাজ দিবোদাস রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিদিগকে শল্যতন্ত্রপ্রধান আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। দিবোদাসের শিষ্য এবং অনুশিষ্যগণ শল্যতন্ত্র প্রধান বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ স্ব স্ব নামে রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে সকল চিকিৎসক ধন্বন্তরির মতানুসারে চিকিৎসা করিতেন এবং করেন, তাঁহারা ধন্বন্তরি-সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

(২) কায়তন্ত্রপ্রধান চিকিৎসা ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। কোন সময়ে প্রাণীদিগের রোগ যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিত হইয়া করুণহৃদয় ঋষিগণ তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তার জন্য হিমাচলের সানুদেশে সমবেত হইয়াছিলেন। সেই মহাসম্মেলনে তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করাই ইহার একমাত্র উপায়। অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট গিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজ ঋষি আত্রেয়কে এবং আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি নামক ছয় জন শিষ্যকে কায়চিকিৎসা প্রধান আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আত্রেয় ঋষির এই ছয় জন শিষ্য স্ব স্ব নামে সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ও আত্রেয় ঋষির মতানুসারী চিকিৎসকগণ ভরদ্বাজ সম্প্রদায় বা আত্রেয় সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কায়চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Physicians—স্কুল অফ্ ফিজিসিয়ানস্) এবং শল্য-চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Surgeons—স্কুল অফ্ সর্জ্জনস্) নামে অভিহিত।

কিন্তু প্রথমে এইরূপ দুইটী সম্প্রদায় গঠিত হইলেও

কালক্রমে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের পৃথক্ ভাবেই পঠন পাঠন প্রচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেমন বিশেষজ্ঞ (Specialist) আছেন, পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশেরও সেইরূপ বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংহিতা ও সংগ্রহকারদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে পাঠক তাঁহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে অবগত হইতে পারিবেন।

এই দুই সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রসবৈদ্য-সম্প্রদায় নামে অভিহিত। চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে বিবিধ খনিজ দ্রব্যের অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকিলেও ব্যবহার নিতান্ত কম দেখা যায়। তান্ত্রিক চিকিৎসায় পারদ এবং বিবিধ ধাতু উপধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে তন্ত্রের বক্তা মহাদেব। আদিম, নিত্যনাথ, চন্দ্রসেন, সোমদেব, গোবিন্দ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি রসশাস্ত্রাচার্য্যগণ পারদের পরম রোগনাশকতা শক্তি দেখিয়া বিবিধ রসতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৌদ্ধযুগেই রসতন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ও প্রচলন ঘটিয়াছিল।

এক্ষণে আমরা আর্ষযুগের সংহিতা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। এই সকল সংহিতা অধুনা প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু টীকাকারদিগের উদ্ধৃত পাঠ দ্বারা প্রমাণিত হয় * যে এই সকল গ্রন্থ টীকাকারদিগের সময়ে —কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও—বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ ভারতব্যাপী অন্বেষণ হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে সকল বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের সংবাদ আমরা টীকাকারদিগের মুখে পাইয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* এই সকল পাঠ মদীয় "প্রত্যক্ষশারীর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

১। কায়চিকিৎসা তন্ত্র—(Works on the Practice of Medicine.)

১। অগ্নিবেশ সংহিতা। মহর্ষি আত্রেয়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্য অগ্নিবেশ এই সংহিতার প্রণেতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এক্ষণে যে গ্রন্থ চরক-সংহিতা নামে পরিচিত তাহাই অগ্নিবেশ সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চরক উহার প্রতিসংস্কর্ত্তা। কিন্তু বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকারগণ অগ্নিবেশের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্ত্তমান কালের চরকসংহিতায় পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে চরকসংহিতা অগ্নিবেশ-সংহিতা নহে অথবা প্রতিসংস্কৃত হইয়া অগ্নিবেশ-সংহিতার এত রূপান্তর ঘটিয়াছে, যে মূল গ্রন্থের সহিত অনেকস্থলে পাঠের সামঞ্জস্য নাই। মূল অগ্নিবেশসংহিতা চরক ঋষির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছিল, সেই জন্যই তখন তাহার প্রতিসংস্কার আবশ্যক হয়।

কেহ কেহ বলেন যে অঞ্জননিদান নামক গ্রন্থ অগ্নিবেশের রচিত। কিন্তু চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত প্রভৃতি কোন টীকাকারই অঞ্জননিদান হইতে পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই এবং উহার ভাষাও ঠিক প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় নহে। এই জন্য উহা অর্ব্বাচীন কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিবেশ প্রণীত না হইলেও অঞ্জননিদানে এরূপ সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে রোগের নিদান লিখিত হইয়াছে, যে অল্পমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ।

২। ভেল-সংহিতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সংহিতা। বিজয়রক্ষিত, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকার ভেল-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও তাঞ্জোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে খণ্ডিতাকারে বর্ত্তমান আছে। প্রথমে উহার প্রতিলিপি ও পরে মূলগ্রন্থ দর্শনের সৌভাগ্য গ্রন্থকারের ঘটিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীকার বার্ণেল নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে বাগ্ভট প্রধানতঃ ভেল-সংহিতা অবলম্বন

করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই মতের সার্থকতা বুঝা কঠিন।

কেহ কেহ বলেন যে ভেলসংহিতা এবং ভালুকি-সংহিতা একই গ্রন্থ। কিন্তু সে মত সমীচীন নহে। ডল্লনাচার্য্য সুশ্রুতের টীকায় "ভেল-ভালুকি" উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভালুকি-সংহিতা শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ। শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে উহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩। **জতুকর্ণ-সংহিতা।** আত্রেয় সম্প্রদায়ের আদৃত এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুর্লভ। চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় জতুকর্ণ-সংহিতা হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪—৫। **পরাশর-সংহিতা ও ক্ষারপাণি-সংহিতা।** কেবল বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত নহে—পরন্তু শিবদাসও এই গ্রন্থদ্বয় হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে শিবদাসের সময়েও উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুলভ ছিল।

৬। **হারীত-সংহিতা।** চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত এবং শিবদাসের সময়েও এই গ্রন্থ সুলভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুর্লভ। হারীত-সংহিতা বলিয়া অধুনা যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা মূল হারীত-সংহিতা নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় হারীতসংহিতা হইতে যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঠই মুদ্রিত হারীতসংহিতায় পাওয়া যায় না। অধিকন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ বহুস্থলেই লিপিকর প্রমাদে পূর্ণ।

৭। **খরনাদ-সংহিতা।** বিজয়রক্ষিত, হেমাদ্রি, অরুণদত্ত প্রভৃতি টীকাকারগণ খরনাদ সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি খারনাদি নাম দিয়া যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা খরনাদের অথবা খরনাদের পুত্রের বা অপর কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

৮। **বিশ্বামিত্র-সংহিতা।** ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক ও সুশ্রুতের টীকায় চক্রপাণি বিশ্বামিত্র-সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকাতেও বিশ্বামিত্র সংহিতার বচন দেখা যায়।

৯। **অত্রি-সংহিতা।** কাহারও মতে অত্রিসংহিতা অতি প্রাচীন, কাহারও মতে আধুনিক। প্রাচীনদিগের টীকায় অত্রিসংহিতা হইতে উদ্ধৃত পাঠ দেখা যায় না বলিয়া উহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ হয়। পঞ্চনদে অত্রিসংহিতা নামে বৃহৎ পুস্তক আছে, এইরূপ শুনা যায়।

১০—১১। **কপিলতন্ত্র ও গৌতমতন্ত্র** *—এই উভয় সংহিতার পাঠ সুশ্রুতের টীকায় ও নিদানের টীকায় উদ্ধৃত দেখা যায়।

২। শল্যতন্ত্র—
(Works on Surgery.)

১২—১৩। **ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্রতন্ত্র।** এই তন্ত্র দুই খানির কেবল নাম মাত্র দেখা যায়। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ডল্লন সুশ্রুতের ব্যাখ্যায় ঔপধেনব মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উহাদের সত্তা কেবল সুশ্রুতোক্ত পাঠ দ্বারাই অনুমিত হয়।

১৪। **সৌশ্রুত তন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত।** বৃদ্ধ সুশ্রুত বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতার মূলভূত। কেহ কেহ উভয় সুশ্রুতকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত কোন কোন পাঠ প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায় না। টীকাকার শিবদাসও বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যে শিবদাসের সময়েও বৃদ্ধ সুশ্রুত সুলভ ছিল।

১৫। **পৌষ্কলাবত তন্ত্র।** চক্রপাণি সুশ্রুতের টীকায় পৌষ্কলাবত তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৬। **বৈতরণ তন্ত্র।** ডল্লন ও চক্রপাণি স্ব স্ব টীকায় বৈতরণ তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতে অনুক্ত বহু বিষয়ের পাঠ টীকাকারেরা এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়, যে সুশ্রুত অপেক্ষা উক্ত তন্ত্র বৃহত্তর ছিল।

* ঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহ তন্ত্র এবং সংহিতা উভয় নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্র নামে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা স্বতন্ত্র।

১৭। **ভোজতন্ত্র** বা ভোজসংহিতা। টীকাকারগণ ভোজতন্ত্র হইতে অনেক নূতন বিষয়ের প্রচুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্য অনুমান হয়, যে ভোজতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় মহর্ষি ভোজ সুশ্রুতাদির সতীর্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্য ভোজতন্ত্র ধারেশ্বর ভোজরাজের রচিত নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভোজরাজের রচিত রাজমার্ত্তণ্ডাদি যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, সেগুলি ভোজসংহিতার অনেক পরবর্ত্তিকালে রচিত। ভোজরাজ অপেক্ষা ভোজমুনি বহু প্রাচীন, তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে বৃদ্ধ ভোজও বলিয়া থাকেন।

১৮। **করবীর্য্যতন্ত্র**। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে কদাচিৎ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই জন্য টীকাকারদিগের সময়ে করবীর্য্যতন্ত্র বড় প্রসিদ্ধ ছিল না বলিয়া প্রতীতি হয়।

১৯। **গোপুররক্ষিত তন্ত্র**। এই তন্ত্র আছে শুনা যায় মাত্র, তদুদ্ধৃত পাঠ প্রায় কোথায়ও দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন গোপুর ও রক্ষিত দুই জন ব্যক্তি এবং দুইজনের রচিত দুই খানি তন্ত্র ছিল।

২০। **ভালুকি তন্ত্র**। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভেলসংহিতা হইতে ভালুকিতন্ত্র স্বতন্ত্র। ডল্লন, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ ভালুকি তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণির উদ্ধৃত যন্ত্রশস্ত্রাদির লক্ষণ সমন্বিত অনেক বচন দেখিয়া বোধ হয় যে এই তন্ত্র শল্যতন্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ।

৩। শালাক্যতন্ত্র—
(Works on Diseases of Eye, Ear, Nose, Throat &c)

২১। **বিদেহতন্ত্র**। বিদেহাধিপতি নির্ম্মিত এই তন্ত্র শালাকীদিগের প্রধান গ্রন্থ। ইহা বর্ত্তমান সুশ্রুত গ্রন্থের শালাক্য তন্ত্রাংশের মূলভূত—একথা সুশ্রুতেই আছে। ডল্লন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকার এই তন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত জ্বর, অরোচক এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও বিদেহতন্ত্র হইতে কোন কোন পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় শালাক্যতন্ত্রপ্রধান হইলেও এই গ্রন্থ সুশ্রুতাদি গ্রন্থের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে নিমি এবং বিদেহাধিপতি একই ব্যক্তি। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। কারণ ডল্লন ও শ্রীকণ্ঠদত্ত স্ব স্ব টীকায় নিমি ও বিদেহ উভয়েরই পাঠ একই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরকে "জনকো বৈদেহঃ" পাঠ থাকায় বুঝা যায় যে পুণ্যশ্লোক ভগবান্ জনক রাজর্ষি এই তন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

২২। **নিমিতন্ত্র**। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই তন্ত্র বিদেহ তন্ত্র হইতে পৃথক্। শ্রীকণ্ঠ এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সময়েও বিদেহতন্ত্র সুলভ ছিল।

২৩। **কাঙ্কায়ন তন্ত্র**। চরকে এবং ডল্লনের টীকায় কাঙ্কায়নের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই তন্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ অদ্যাপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৪—২৫। **গার্গ্যতন্ত্র ও গালবতন্ত্র**। ডল্লনের টীকায় শালাক্যতন্ত্র প্রসঙ্গে গার্গ্য ও গালবতন্ত্রের উল্লেখ আছে মাত্র। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত কোন পাঠের পরিচয় আমরা পাই নাই।

২৬। **সাত্যকি তন্ত্র**। ইহা প্রাচীন শালাক্যতন্ত্র। ডল্লন এবং শ্রীকণ্ঠদত্ত এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৭। **শৌনক তন্ত্র**। ডল্লন ও চক্রপাণি শৌনক তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রুতেও শৌনক মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিষ্পত্তি বিষয়ে চরকোদ্ধৃত শৌনক মতের সহিত সুশ্রুতোদ্ধৃত শৌনক মতের স্পষ্ট বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয়, যে চরকোক্ত শৌনক সুশ্রুতোক্ত শৌনক হইতে বিভিন্ন। সম্ভবতঃ এই বিরোধ পরিহারের জন্য চরক মদ্রশৌনক অর্থাৎ মদ্রদেশীয় শৌনক এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ডল্লনের টীকায়ও মদ্রশৌনকের বচন উদ্ধৃত

হইয়াছে। ডল্লন এবং চক্রপাণির উদ্ধৃত পাঠহইতে জানা যায় যে শৌনকতন্ত্র কেবল শালাক্যতন্ত্র মাত্র ছিল না, পরন্তু শারীর ও ভেষজ কল্পনাদির বর্ণনাও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে অথর্ব্ব বেদের শৌনক-সংহিতাকার শৌনকই শৌনকতন্ত্রপ্রণেতা। কিন্তু আথর্ব্ব-সংহিতাকার অতি প্রাচীন, শৌনকতন্ত্রকার তদপেক্ষা নবীন। পূর্ব্বে এক নামের অনেক আচার্য্য তন্ত্রকার ছিলেন, কেবল নামের সাদৃশ্য দেখিয়া পরস্পরের অভেদ নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে।

২৮। **করালতন্ত্র**। এই তন্ত্রকার করালকে ডল্লন করালভট্ট আখ্যা দিয়াছেন। ইনি ঋষি ছিলেন কি না স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ কোন ঋষিরই ভট্ট পদবী দৃষ্ট হয় না। তথাপি ডল্লন-শ্রীকণ্ঠাদির নির্দ্দেশ দ্বারা জানা যায় যে এই তন্ত্রকারও বহু প্রাচীন কালের।

২৯। **চক্ষুষ্যতন্ত্র**। কেহ কেহ ইহাকে "চক্ষুষ্যেণ তন্ত্র" সংজ্ঞাও দিয়া থাকেন। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকায় এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। **কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র**। কেহ কেহ বলেন, এই তন্ত্র পুনর্ব্বসু আত্রেয় নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণের উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে শালাক্যতন্ত্রকার কৃষ্ণাত্রেয় কায়তন্ত্রকার আত্রেয় হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

৪। ভূতবিদ্যাতন্ত্র।
(Works on Mental Diseases)

আয়ুর্ব্বেদের ভূতবিদ্যা নামক অঙ্গ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূতবিদ্যা তন্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া দূরে থাকুক, তন্ত্রের নাম পর্য্যন্ত টীকাকারেরাও উদ্ধৃত করেন নাই।

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদে ভূতবিদ্যার বীজস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টী প্রসঙ্গ দেখা যায়। যথা—

(১) সুশ্রুতে অমানুষ প্রতিষেধাধ্যায় (উত্তরতন্ত্র, ৬ অঃ)

(২) চরকে উন্মাদ চিকিৎসাধ্যায় (চিঃ স্থা, ৯ অঃ)।

(৩) বাগ্‌ভটে ভূতবিজ্ঞানীয় ও ভূতপ্রতিষেধ অধ্যায় (উত্তর, ৪।৫ অঃ)।

সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে ভূতবিদ্যা পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইলেও চরকে উহা উন্মাদাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সহস্র বর্ষের পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণও ভূতবিদ্যাতন্ত্রের কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। সেইজন্য অনুমান করা যায় যে ভূতবিদ্যা বহুকাল পূর্ব্বে হইতেই লোপ পাইয়াছে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিপুরাণ ও গরুড় পুরাণাদিতে যথেষ্ট ভূতবিদ্যা প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয় যে পৌরাণিক যুগেও ভূতবিদ্যা বিলুপ্ত হয় নাই।

চরক যে ভূতাবেশকে শুধু উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, বাতোন্মাদ চিকিৎসা এবং ভূতাবেশ চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানস রোগাধিকারই ভূতবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ উন্মাদাদি রোগে ভূতাবিষ্টের ন্যায় নানা প্রকার বিকৃত অমানুষিক আচরণ করে, অথচ অনেক স্থলেই উপযুক্ত ঔষধ তৈলাদি ব্যবহারে আরোগ্য হয়, ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেবগ্রহাদি সম্বন্ধে সুশ্রুত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি"—তাহারা মানুষের সহিত থাকে না বা মানুষের স্কন্ধে চাপে না। কিন্তু মানুষের স্কন্ধে ভূত চাপার এবং বলিহোমাদির কথাও বর্ত্তমান সময়ের অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখা যায়। এইজন্য মনে হয়, শাস্ত্রের অবনতির সহিত অনেক কুসংস্কার এই ভূতবিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। এই ধারণার জন্য আমরা ভূতবিদ্যাকে মানস রোগাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছুক।

৫। কৌমারভৃত্য তন্ত্র।
(Works on Diseases of children).

৩১।৩২।৩৩। **জীবক তন্ত্র, পার্ব্বতকতন্ত্র ও বন্ধক তন্ত্র**।—কৌমারভৃত্য তন্ত্রেরও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল।

সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের ব্যাখ্যায় ডল্লন জীবক, পার্ব্বতক ও বন্ধক নামক কৌমারভৃত্য-তন্ত্রকারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

জীবক প্রভৃতি তন্ত্রকার বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে জীবক নামক বৌদ্ধভিষক্ জীবক "কোমারভচ্চ" (কৌমারভৃত্য ?) সংজ্ঞায় বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ভিক্ষু আত্রেয়ের শিষ্য এবং ভগবান বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধ রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্রেয়ই চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয়—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু চরকে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষির সহিত ভিক্ষু আত্রেয় হিমালয় সানুতে মিলিত হইয়াছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। ঐ সকল ঋষি বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্ব্বকালীন। সুতরাং চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্রেয় এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে।

চক্রপাণি সুশ্রুতের ভানুমতী-টীকায় কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কাহার রচিত নির্ণয় করা যায় না।

৩৪। **হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র।** শ্রীকণ্ঠ দত্তের উদ্ধৃত পাঠ দেখিয়া ইহা কুমারতন্ত্র প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে দ্বাদশটী অধ্যায়ে কৌমারভৃত্য-তন্ত্র প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় যে আয়ুর্ব্বেদের এই অঙ্গ পূর্ব্বকালে সুমহৎ ছিল, এক্ষণে নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে গর্ভিণীচর্য্যাদি বিষয় কৌমারভৃত্য তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা প্রাচীন বৈদ্যকে শারীরের অন্তর্ভুক্ত এবং মূঢ়গর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রসূতিতন্ত্র (Midwifery) কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু সুশ্রুতে যোনিব্যাপৎ-প্রতিষেধ অধ্যায়ের শেষে "ইতি সুশ্রুতাচার্য্য বিরচিতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তর তন্ত্রে কৌমার-ভৃত্যং সমাপ্তম্"—এইরূপ পাঠ আছে। সেই জন্য বোধ হয়, প্রাচীনকালে স্ত্রীরোগ কৌমারভৃত্য তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

*৬। অগদতন্ত্র—
(Works on Toxicology)

যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম বিষের পরিজ্ঞান এবং চিকিৎসা অগদ তন্ত্র নামে খ্যাত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অগদ তন্ত্র এবং তদ্বিষয়ক প্রাচীন সংহিতাগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। কেবল সুশ্রুতের কল্পস্থানে, এবং চরকের চিকিৎসা স্থানের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অগদতন্ত্রমূলক প্রসঙ্গ আছে। আমরা অগদতন্ত্র বিষয়ক নিম্নলিখিত কয়েক খানি সংহিতার পরিচয় পাইয়াছি।

৩৫। **কাশ্যপ সংহিতা।** মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে কাশ্যপ নামক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্য আসিতে ছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তক্ষক কর্ত্তৃক নিবারিত হয়েন। ডল্লন, চক্রপাণি এবং শ্রীকণ্ঠ কাশ্যপতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ কাশ্যপতন্ত্রকে কায়চিকিৎসা প্রধান, অপরে শল্যতন্ত্র প্রধান বলিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের কথিত সংবাদ, টীকাকার-দিগের বিষচিকিৎসা সম্বন্ধীয় পাঠোদ্ধার এবং বৃদ্ধ বৈদ্য-গণের প্রসিদ্ধি হেতু আমরা কাশ্যপ সংহিতাকে অগদতন্ত্র প্রধান বলিয়াই স্থির করিয়াছি।

৩৬। **অলম্বায়ন সংহিতা।** শ্রীকণ্ঠ-দত্ত বিষনিদানের টীকায় অলম্বায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩৭। **উশনঃ সংহিতা।** উশনঃ কৃত এই সংহিতা অগদতন্ত্রমূলক বলিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের নিকট পরিচয় পাওয়া যায়। উশনার পথ অনুসরণ করিয়া কৌটিল্য স্বকৃত অর্থশাস্ত্রে বিষাদির প্রতীকার এবং আশু-মৃতের পরীক্ষা * সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দারা এই সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮। **সনক সংহিতা** (বা শৌনক-সংহিতা)। এই অগদতন্ত্রমূলক প্রাচীন গ্রন্থ পূর্ব্বে যবনগণ

*আশুমৃতক পরীক্ষার ইংরাজী নাম Post Mortem Examination. অধুনা যাহা Medical Jurisprudence বলিয়া খ্যাত, তাহা বোধ হয় পূর্ব্বে ব্যবহারায়ুর্ব্বেদ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল বিষয় উশনঃ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে "কণ্টকশোধন" প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তৃক স্বভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ইহা জার্ম্মান পণ্ডিত মূলার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাসের (Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry ; Vol I. (Introduction) cx II.) ভূমিকা পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাইবেন।

৩৯। **লাট্যায়ন সংহিতা**। ডল্লন স্বীয় টীকায় লাট্যায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৭। রসায়ন তন্ত্র—
(Works on Methods of gaining Health and Longevity.)

জরাব্যাধি বিনাশের জন্য ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। আয়ুর্ব্বেদের আর্ষযুগে এবং বৌদ্ধযুগে এই তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে ঋষিগণ রসায়নের জন্য প্রায় বনৌষধি প্রয়োগেরই উপদেশ দিয়াছেন, লৌহাদি প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং রসতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। রসায়ন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে লৌহ, শিলাজতু, মাক্ষিক প্রভৃতির এবং চরকে পারদ লৌহাদি ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে আর্ষযুগে লৌহাদির কিছু কিছু প্রয়োগ থাকিলেও বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে পারদাদি খনিজ পদার্থ বহুলরূপে ঔষধার্থে এবং রসায়নের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহা "রসশাস্ত্র" নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ রসশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে পৃথক্ নহে। আর্ষ ও অনার্ষ ভেদে রসায়ন তন্ত্র দুই প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা আর্ষ রসায়ন তন্ত্রের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় পাইয়াছি।

৪০। **পাতঞ্জল তন্ত্র**। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি এই তন্ত্র হইতে লৌহপ্রয়োগবিধি স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪১।৪২।৪৩। **ব্যাড়ি তন্ত্র, বশিষ্ঠতন্ত্র ও মাণ্ডব্যতন্ত্র**। এই তিন খানি অতি প্রাচীন তন্ত্র রসতান্ত্রিকদিগের আশ্রয়ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত রসাচার্য্যগণের সূচীর মধ্যে ব্যাড়ি ও মাণ্ডব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাগার্জ্জুনকৃত রসরত্নাকরে বশিষ্ঠ ও মাণ্ডব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৪৪। **নাগার্জ্জুন তন্ত্র**। কেহ কেহ বলেন যে এই তন্ত্র নাগার্জ্জুন নামক মুনির রচিত, অপরে বলেন ইহা সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্যের রচিত। চক্রপাণিকৃত সংগ্রহ গ্রন্থে নাগার্জ্জুন মুনির এবং পাটলিপুত্রের স্তম্ভে আচার্য্য নাগার্জ্জুনের উল্লেখ আছে। পাটলিপুত্র বৌদ্ধগণের বিহারক্ষেত্র ছিল বলিয়া শেষোক্ত নাগার্জ্জুনকে বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়াই মনে হয়। নাগার্জ্জুন নামধারী অনেক আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। **কক্ষপুট তন্ত্র** এবং **আরোগ্যমঞ্জরী** নামক গ্রন্থদ্বয়ও নাগার্জ্জুনের রচিত। বিজয় রক্ষিত নিদানের টীকায় আরোগ্যমঞ্জরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৮। বাজীকরণ তন্ত্র—
(Works on Sexual Invigoration).

বাজীকরণ তন্ত্রের প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিশেষ পরিচয় এক্ষণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন টীকাকারগণ এতদ্বিষয়ক কোন সংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া মনে হয় যে সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বাজীকরণ তন্ত্রের আর্ষসংহিতাগুলি লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বাজীকরণ তন্ত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে "ঔপনিষদিক" অধিকারে নানাবিধ বাজীকরণ যোগের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়যুক্ত কামসূত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। অনন্তর বভ্রুর পুত্র পাঞ্চাল উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সাত ভাগে বিভক্ত করেন। পরে দত্তক,

চায়ায়ণ, সুবর্ণনাভ, ঘোটকমুখ, গোনর্দ্দ, গোণিকাপুত্র এবং কুচুমার এই সাতজন সাতটী বিভাগ পৃথক্‌রূপে প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে পূর্ব্বে কামসূত্রকার ঋষিদিগের প্রণীত ঔপনিষদিক নামক বিভাগ আয়ুর্ব্বেদে বাজীকরণ তন্ত্র নামে পৃথক্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

৪৩। **কুচুমার তন্ত্র**—বাজীকরণ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান গ্রন্থ। বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই প্রাচীন বাজীকরণ তন্ত্র এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু এবং বভ্রুর পুত্র পাঞ্চালের প্রণীত অতি বৃহৎ কামশাস্ত্রের ঔপনিষদিক অধিকারদ্বয়ও দুইটী পুরাতন বাজীকরণ তন্ত্র ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও চাণক্য বা আচার্য্য কৌটিল্যই বাৎস্যায়ন, অপরে ইঁহাকে মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে মতই গ্রহণ করা যাউক, বাৎস্যায়ন দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীনকালের। সুতরাং বাৎস্যায়ন কথিত ঔদ্দালকি, বাভ্রব্য এবং কুচুমার কৃত তন্ত্র যে আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাজীকরণ তন্ত্রের লুপ্তাবশেষ এক্ষণে চরকের চিকিৎসা স্থানে দ্বিতীয়াধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের চিকিৎসা স্থানে ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক) **অগস্ত্য সংহিতা**—মহর্ষি অগস্ত্য ইহার প্রণেতা বলিয়া কথিত। বঙ্গসেন বলেন, এই গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি তাঁহার সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার প্রসঙ্গেও অগস্ত্য সংহিতার বিষয় লিখিত হইবে।

(খ) **কৌপালিক তন্ত্র**—ইহা কৌপালিকের রচিত শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ।

অশ্ব, গজ ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন সংহিতা ছিল। তন্মধ্যে তিনখানির পরিচয় লিখিত হইতেছে।

(১) **শালিহোত্র সংহিতা**। ইহা অশ্বচিকিৎসার গ্রন্থ এবং এক্ষণে দুর্লভ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে আরবেরা এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া "শালাটোর" নাম দিয়াছিল। এই সংহিতা অবলম্বনে লিখিত নকুলকৃত এবং জয়দত্তসূরিকৃত "অশ্ববৈদ্যক" এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) **পালকাপ্য সংহিতা**। ইহা হস্তিচিকিৎসা বিষয়ক সুমহান্ গ্রন্থ। ইহা পুণ্যপত্তনের আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান্ পালকাপ্যমুনি অঙ্গাধিপ রোমপাদ নৃপতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) **গোতম সংহিতা**—ইহা গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে দুর্ল্লভ হইয়াছে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ—বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ এখন কিছুই পাওয়া যায় না। শার্ঙ্গধর কৃত সংগ্রহের "উপবন বিনোদ" নামক অংশ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বিষয়ক। তদ্ব্যতীত অগ্নিপুরাণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের অতি অসম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার—আর্য্যগণের বিহার ক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাপথেও আর্য্যগণ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান হয়, ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া মর্ত্ত্যে প্রচার করিবার পর আত্রেয় আর্য্যাবর্ত্তে এবং অগস্ত্য দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন। মতান্তরে অগস্ত্য ধন্বন্তরির শিষ্য বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। অগস্ত্যপ্রণীত অগস্ত্য সংহিতা এবং তদানুসারী 'অগস্ত্যসম্প্রদায়' নামক চিকিৎসকগণ এক সময়ে দক্ষিণাপথে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য কোনমতে ১৮ জন, কোনমতে ২২ জন এবং কোন মতে ৪৪ জন। ইঁহারা সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে এখনও পাওয়া যায়। পরে গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে উহাদের বিষয় লিখিত হইবে।

মহর্ষি অগস্ত্য কতকাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ ইঁহাকে রামায়ণে কথিত অগস্ত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন *।

* দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধে মান্দ্রাজ নিবাসী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সুহৃদ্বর বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত ডিঃ গোপালাচার্লু মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিষয়ে অনেক সংবাদ পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই আর্ষযুগ বা সংহিতা যুগকে আয়ুর্ব্বেদের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। এই সময়ে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অন্যান্য দেশ ভারতীয় জ্ঞানজ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়েই আর্য্যাবর্ত্ত বহিষ্কৃত অনেক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নানা দেশে গিয়া ভারতীয় জ্ঞানালোকচ্ছটা উন্মেষিত করিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংগ্রহকাল—কালক্রমে আর্ষজ্যোতিঃ ক্ষীণ হইলে আর্ষজ্ঞানাধিকারী নবাভ্যুদিত বৌদ্ধাচার্য্যগণ নূতন ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশের নানা দূর-দূরান্তর প্রদেশে ভারতীয় জ্ঞান সম্পদ্ বিতরণ করেন। এইরূপে আরবদেশ, মিশ্রদেশ (ইজিপ্ট), গ্রীস, রোম, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ক্রমে ভারতীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ যে য়ুরোপের গুরুস্থানীয় তাহা পাশ্চাত্যগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরাক্রমে ভারতের শিষ্য—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কি পরিতাপের বিষয় যে য়ুরোপের গুরুর গুরু সেই ভারতবর্ষ আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নানা বিষয়ে য়ুরোপের নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছে! কিন্তু আমরা পরে ইহাও দেখাইব যে আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব আজও পাশ্চাত্যগণের অবিদিত ও শিক্ষণীয়।

আরবদেশীয়গণ যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, "অলবরুণ" প্রণীত আরবদেশীয় ইতিহাসে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সম্রাট্ "হরুণ-উল-রসিদের" রাজত্বকালে 'শরক' (চরক), 'সস্রদ' (সুশ্রুত), "নেদান" (নিদান) এবং অগদতন্ত্র ও কৌমারভৃত্যাদি বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। "মঙ্খ" নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক উক্ত যবন সম্রাট্‌কে কঠিনরোগ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুর্ব্বেদের অনুগ্রহেই সৌশ্রুত মতানুযায়ী বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা, সিরাবেধ প্রণালী, সিরাবেধের বহুলপ্রচার, মরিচ, যষ্টিমধু, লাক্ষা, গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ভারতীয় ঔষধের বহুশঃ প্রয়োগ এখনও যাবনিক বা য়ুনানী চিকিৎসা-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চীনদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রেও আয়ুর্ব্বেদের বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। "ইৎসিঙ্গ" নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক বলেন আয়ুর্ব্বেদের বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায়, ভারতীয় বহু ভেষজও চীনদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচার হইবার পরে, সংগ্রহকালে কিরূপে আয়ুর্ব্বেদের অবনতি ঘটিয়াছিল এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা, সংগ্রহকার ও টীকাকারদিগের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে উহাঁদিগের বিস্তৃত পরিচয় লিখিত হইবে।

কালক্রমে দুর্দ্দৈববশে চিরন্তন বৈদিক আচার-গৌরব হীয়মান হইলে ভারতপ্রভাকর বৌদ্ধ-দুর্দ্দিনাচ্ছন্ন হইয়া ক্ষীণ-জ্যোতি হইয়াছিল। সেই সময়ে অকালবজ্রনির্ঘাতের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জনবিঘ্নভূত শক, হূণ এবং যবনাদি জাতির উৎপাত আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয় সম্রাট "অলিকসন্দর্" ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে দেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ এবং গৃহ দাহবশতঃ অসংখ্য প্রজা ও বহু গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। "অলিকসন্দর্" স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে "সেলুকস্" নামক গ্রাক্‌বীরকে বিজিত দেশ শাসন করিবার জন্য রাখিয়া যান। সেলুকস্ ভারত হইতে বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ বহু চিকিৎসা-গ্রন্থ স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার প্রভু অলিকসন্দর্ উভয়েই ভারতীয় চিকিৎসা-নৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেলুকস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে "মিগাস্থিনিস্" নামক গ্রীক্‌চিকিৎসককে ভারতীয় বিদ্যা শিক্ষার জন্য চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে গ্রীকগণ ভারত হইতেই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তৎপুত্র বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তদানীং ক্রূরপ্রকৃতি অশোক বহু রাজপুত্র এবং রাজবংশীয়-দিগকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ)। অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ভীষণ অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা

বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে শত শত অমূল্য গ্রন্থও নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনন্তর উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক পরম ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি চীন গ্রীসাদি বহু দূরদেশে বৌদ্ধ শ্রমণগণকে প্রেরণ করিয়া সেই সকল দেশে ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোক বিতরণ করেন। চিকিৎসা বৌদ্ধগণের একটী প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। অতএব সে সময়ে আয়ুর্ব্বেদ কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইলেও উহা যে পরহিতব্রত শ্রমণগণ কর্ত্তৃক যবনাদি দেশে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রাজাজ্ঞায়-শবব্যবচ্ছেদাদি নিষিদ্ধ হওয়ায় শারীর-শাস্ত্রেরও বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল।

অনন্তর মৌর্য্যবংশ হীন-পরাক্রম হইলে (১৮৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে) "পার্থি" নামক গ্রীক্ জাতি এবং শক নামক বর্ব্বর জাতি পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু নদ হইতে সাকেতপুর পর্য্যন্ত দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। এই সময়ে "মিলিন্দ" নামক জনৈক গ্রীক পঞ্চনদ প্রদেশ জয় করিয়াছিল। মগধদেশে সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল। নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ায় সে সময়ে সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল।

পুষ্পমিত্র রাজা হইবার পরে কিছু দিনের জন্য দেশব্যাপী বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল। এই সময়ে ভগবান্ পতঞ্জলি বিশীর্ণপ্রায় অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখাইব যে এই পতঞ্জলিই চরক নামে বিখ্যাত। বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনও এই সময়ে সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল

শকজাতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া ভারতীয় রাজগণ হীনবল হইলে কুশাণবংশীয় কনিষ্ক নামক মহা-প্রতাপ শকনরপতি হিমাচল হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তরপশ্চিমার্দ্ধ জয় করেন। ইহার পর তিন শত বৎসর দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল এবং কাশ্মীর দেশীয় দৃঢ়বলাচার্য্য তাহার পূরণ করেন।

ইহার পর পঙ্গপালের ন্যায় বহুসংখ্যক হূণ ও শক সৈন্য ভারত আক্রমণ করিয়া বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। ইহার কিছুকাল পরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য শকদিগকে জয় করিয়া উজ্জয়িনী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। এই সময় হইতে প্রায় পঞ্চ শত বর্ষকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তদ্বংশীয় নরপতিদিগের শাসন কালে বিপ্লব-বিশীর্ণ ভারতীয় জ্ঞান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ও আর্য্যভট্ট প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্গণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পরে পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে বাগ্‌ভটাচার্য্য, বৃন্দ ও মাধব নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সংগ্রহ-কারগণ এবং জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর, ব্রহ্মদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে চরকসুশ্রুতের টীকাকার ও সংগ্রহকার চক্রপাণি এই সময়ের মধ্যে (খ্রীষ্টাব্দ১০৪০—১০৫০) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং চক্রপাণি ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয় কালের শেষ সময়ের আচার্য্য। মালবের নানাশাস্ত্রবিদ্ ভোজ নামক প্রসিদ্ধ রাজা ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "রাজমার্ত্তণ্ড" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ এবং "পাতঞ্জলবৃত্তি" নামক দার্শনিক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

ইহার পর ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ মুসলমানদিগের ঘোর আক্রমণ প্রবাহ চলিতে থাকে। পূর্ব্বে মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী বা অধিক ক্ষতিকর হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে বহু সহস্র সৈন্য লইয়া মহম্মদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাহার ফলে সোমনাথ পত্তনাদি স্থানের অমূল্য সম্পদ্ লুণ্ঠিত, তীর্থস্থান সমূহের দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণিত ও সহস্র সহস্র প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গজনীর সৈন্যগণ এই সময়ে প্রতিদিন শত শত গৃহ ও সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন সংহিতাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল। লোকে ধন-প্রাণ-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহম্মদ গজনী লুণ্ঠন কার্য্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার অল্পদিন পরেই স্বদেশদ্রোহী

জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষত্রকুলসূর্য্য দেহলীপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে আলতামাস্ এবং আলাউদ্দীন্ মালব ও দাক্ষিণাপথের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আক্রমণ স্থান হইতে দূরে থাকায় বঙ্গদেশ এই সময়ে বিশেষ বিপর্য্যস্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নিদানসংগ্রহকার মাধব কর এবং একাদশ শতাব্দীতে চক্রপাণি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান বিপ্লব আরম্ভ হইলেও টীকাকার বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ আয়ুর্ব্বেদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আবার উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সময়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যাইত। ইহার পরে বঙ্গদেশও মুসলানগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিস্ খাঁ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া হিমাচল হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন এবং বহু প্রজার প্রাণবিনাশ করিয়াছিল। চেঙ্গিস্ খাঁ প্রতিনিবৃত্ত হইলেও পুনঃ পুনঃ সমাগত মোগলদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৈমুরলঙ্গ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ দুই মাস ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং অসংখ্য প্রজার গৃহদাহ ও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহাবিক্রান্ত বীরবুক্ক বা বুক্ক নামক রাজা বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সভাসদ্ সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য দ্বারা বেদের উদ্ধার ও ভাষ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শার্ঙ্গধর নামক আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতাকার এই সময়ে (১৪২০ সম্বতে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল নরপতি বাবর পাঠানদিগকে জয় করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুনের দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশে বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছিল। অনন্তর হুমায়ুন শেরসা নামক পাঠানরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল ও পাঠান জাতির মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতের ধন, প্রাণ ও বিদ্যার যথেষ্ট হানি হইয়াছিল।

ষোড়শ বর্ষ পরে হুমায়ুন পুনরায় যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্র আকবর শাহ স্বীয় বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রথমে বহু প্রজা ও দেশ ধ্বংস হইলেও শেষে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আকবর শাহ ভারতীয় শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। এই সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার ভাবমিশ্র কান্যকুব্জে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

আকবরের পৌত্র ঔরঙ্গজেব রাজ্য লাভ করিবার পর দেশে বিষম বিপ্লব ঘটিয়া ছিল। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব শত শত দেব মন্দির চূর্ণ করিয়া, সহস্র সহস্র গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া এবং অসংখ্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজার প্রাণবধ করিয়া ভারতের বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যা ইতিপূর্ব্বে কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত হইলেও এই সময়ে পুনরায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদও এই সময় হইতে যবন চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়াছিল।

ইহার পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে আমেদ সা আবদালী কর্ত্তৃক ভারতভূমি উপর্য্যুপরি চারিবার আক্রান্ত হয়। এই সকল আক্রমণের ফলেও অসংখ্য প্রজার প্রাণ নষ্ট হয় এবং বহুজনপদ শ্মশানে পরিণত ও বহু ধনরত্ন ও গ্রন্থরত্ন অপহৃত ও বিনষ্ট হইয়াছিল।

আর্যযুগের পরবর্ত্তী সময় হইতে ভাবমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত কালকে সংগ্রহকাল বলা যাইতে পারে। ইহা আয়ুর্ব্বেদের অথবা ভারতের সমস্ত বিদ্যার অপরাহ্ন কাল। এই সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা অল্পাধিক খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইত এবং সেই সকল গ্রন্থের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনর্যোজনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

অবনতি কাল—সংগ্রহকালে আয়ুর্ব্বেদের অনেক অবনতি ঘটলেও প্রতিসংস্কারক, সংগ্রহকারক এবং টীকাকারদিগের চেষ্টা বশতঃ সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে নাই। অপিচ টীকাকারদিগের সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা সুলভ ছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য সংগ্রহকালের পরবর্ত্তী কালকেই আমরা অবনতি-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

অবনতিকালে প্রাচীন সংহিতা সকল দুর্লভ হইয়া পড়ে এবং যে সকল সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু ভ্রম-প্রমাদের আকর হইয়া উঠে। অপিচ, সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠন হ্রাস পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও কম হইতে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব বশতঃ লোকে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে যে সকল চিকিৎসাগ্রন্থ পূর্ব্ব-পুরুষগণের পরম আদরের ধন ছিল, তাঁহাদের সন্তান সন্ততির নিকট সেই সকল গ্রন্থ আবর্জ্জনার মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ অনাদরেও কত গ্রন্থ রত্ন যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ক্রমে অনুচিত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ চিকিৎসকগণ রোগীর মল-মূত্র পূয়-রক্তাদিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে বস্তিক্রিয়া লোপ পায়, শস্ত্রচিকিৎসা ক্ষৌরকার দিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় ও প্রসূতিবিদ্যা নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধযুগ হইতেই রাজাজ্ঞায় শব ব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বশতঃই হউক অথবা পরবর্ত্তী কালে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু দেশে মহান্ বিপ্লব ঘটিবার কালেই হউক, ভারতীয় রাজগণ বা জনসাধারণ শবব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। বিজেতা মুসলমান রাজ-গণেরও এবিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে শবব্যব-চ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শারীর তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়েন। এইরূপে শারীর জ্ঞান বর্জ্জিত চিকিৎসকের সংখ্যার আধিক্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

পূর্ব্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে দেশে দেশে আরোগ্যশালা (Hospital) প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান বিপ্লবের কালে সেই সকল আরোগ্যশালা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্ম্মাভ্যাস ব্যতীত চিকিৎসা বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিতা জন্মে না। কোন চিকিৎসক বিশেষের নিকট থাকিয়া কর্ম্মাভ্যাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সেই চিকিৎসকের আয়ত্ত বিদ্যা ব্যতীত, আয়ুর্ব্বেদের সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এই কারণেও ইদানীং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সংগ্রহকালেই যাবনিক চিকিৎসায় প্রাধান্য ঘটে। আয়ুর্ব্বেদের অবনতি কালে মুসলমান রাজার আদরাতিশয়ে যাবনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রসার ঘটে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন অত্যন্ত কমিয়া যায়। এমন কি ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ আয়ুর্ব্বেদের পরিবর্ত্তে রাজকীয় য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সেইজন্য উত্তর ভারতে এখনও য়ুনানী চিকিৎসা বহুসমাদৃত।

এইরূপে ক্রমে গ্রন্থ লোপ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপ্রচার, পঞ্চ কর্ম্মাদির বিলোপ, সংস্কৃত ভাষা আলোচনার ন্যূনতা প্রভৃতি নানা কারণে আয়ুর্ব্বেদ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান সময়কে আয়ু-র্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের সূচনাকালও বলা যাইতে পারে। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের পরে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যার এবং বিপ্লবপীড়িত প্রজার উদ্ধারের জন্যই যেন বিধাতা কৃপা করিয়া উদার-হৃদয় ইংরাজ জাতিকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন গুণে এক্ষণে প্রজার ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ্ এবং জ্ঞানার্জ্জনের পথ বিঘ্নশূন্য। এখন ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যা ও কীর্ত্তির রক্ষার্থে ও উন্নতি কল্পে ব্রিটিশরাজ মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেছেন। বিষম দুর্দ্দিনের পর ভারতে আবার সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। বহুদিনের পর ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্ব্বেদের একটা নূতন জাগরণ দেখা যাইতেছে।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচয়।

পূর্ব্বে অনেকগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিশিষ্ট গ্রন্থকারদিগের এবং গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইতেছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রথমে বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পরিচয়—(ক) প্রতিসংস্কারক,* (খ) সংগ্রহকার ও (গ) টীকাকার—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিত হইবে। (সংহিতাকারগণের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ৮—১২ পৃষ্ঠা দেখ)। পরে গ্রন্থ পরিচয়—(ক) সংহিতা-গ্রন্থ, (খ) সংগ্রহ গ্রন্থ, (গ) রস গ্রন্থ, (ঘ) নিঘণ্টু-গ্রন্থ ও (ঙ) বিবিধ সংগ্রহ—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হইবে। অপ্রধান গ্রন্থকারদিগের পরিচয় গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূল সংহিতার পরে আর কোন নূতন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কেহ প্রাচীন সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন, কেহ বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বিবিধ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ টীকা করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থ ও গ্রন্থকার শব্দ এস্থলে গৌণ ভাবেই প্রযুক্ত হইল বুঝিতে হইবে। সুতরাং গ্রন্থকার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা প্রভৃতির এবং গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কৃত ও সংগ্রহ গ্রন্থাদির পরিচয় লিখিত হইতেছে। তবে বৌদ্ধযুগে অনেক নূতন রসগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রন্থকার পরিচয়।

(ক) প্রতিসংস্কারকগণ।

চরক—ইনি অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কারক। প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-সংহিতার বা চরক-সংহিতার যে মূল-অগ্নিবেশসংহিতার সহিত অনেক পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চরক কে—সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। পাণিনির "কঠচরকাল্লুক্"—এই সূত্র দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে চরক পাণিনির পূর্ব্বতন। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। কারণ, পাণিনির কথিত কঠ ও চরক যজুর্ব্বেদের শাখা বিশেষের প্রবক্তা দুইজন ঋষি।* সেই চরক শুধু প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের কেন,—আত্রেয় অগ্নিবেশাদিরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

কেহ কেহ বলেন যে চরক কাশ্মীর দেশীয় কনিষ্ক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। এই মতের মূল ত্রিপিটকাখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এই চরকই যে বর্ত্তমান চরক সংহিতার লেখক তাহা বোধ হয় না; কেননা তাহা হইলে কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী নামক ইতিহাসে অবশ্যই কনিষ্ক প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের নাম উল্লিখিত হইত।

আমাদের মতে ভগবান্ পতঞ্জলিই চরকসংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক মুনি। বিজ্ঞানভিক্ষু, ভোজরাজ, নাগেশভট্ট, রামভদ্র দীক্ষিত, ভাবমিশ্র প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থলিখিত বচন দ্বারাও এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায় *। পতঞ্জলি কেবল অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা নহেন, রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার কথিত অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত

* এই প্রসঙ্গে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তাহার প্রমাণাদি মদীয় "প্রত্যক্ষশারীর" গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে কোন স্থলেই সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রয়োজন হইলে সেই সকল প্রমাণ দেখিয়া আমাদের মতের বিচার করিবেন।

আছে, শেষাবতার পতঞ্জলি মনুষ্যের মনের দোষ দূর করিবার জন্য পাতঞ্জল দর্শন, বাক্যের দোষ নিবারণার্থ বৈয়াকরণ মহাভাষ্য এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরকসংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই পতঞ্জলি যে দুই সহস্র বৎসর বা আরও কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ঐতিহাসিকগণ অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দৃঢ়বল—কালে চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ সংহিতার বা চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটলে দৃঢ়বল তাহার পুনঃ প্রতিসংস্কার করেন। দৃঢ়বল কাশ্মীরে কিংবা পঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই সম্বন্ধে উভয় প্রকার মতই প্রচলিত আছে। প্রথমটী ডাক্তার হর্ণলির মত ও দ্বিতীয়টী সাধারণ মত। দৃঢ়বল-সংস্কৃত চরকের অনেক পাঠ বাগ্‌ভট স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে দৃঢ়বল বাগ্‌ভটের পূর্ব্বে এবং পতঞ্জলির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান চরক-সংহিতার কোন্ কোন্ অংশ ঠিক চরকের লেখ সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বাগ্‌ভটের পরবর্ত্তী কোন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও চরক-সংহিতায় পাঠ যোজনা করিয়াছেন, এরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না।

নাগার্জ্জুন—লভ্যমান সুশ্রুতসংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা কে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় নাগার্জ্জুনকেই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভাবে * বোধ হয়, নাগার্জ্জুন ভিন্ন অপর প্রতিসংস্কর্ত্তারও পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি ছিল।

নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও এই নাগার্জ্জুন কে, তাহা স্থির করা দুরূহ। প্রাচীন ইতিহাসে নাগার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লোহশাস্ত্রপ্রবক্তা রসতন্ত্রাচার্য্য এক জন নাগার্জ্জুন ছিলেন। ইনি কক্ষপুটতন্ত্র ও রসরত্নাকর † প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ। নেপাল রাজ্যের প্রান্তভাগে তাঁহার আশ্রম ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা হইলে, পারদের জরাব্যাধিনাশকতা গুণ বোধ হয় সুশ্রুতে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেরূপ কোন উল্লেখ নাই বলিয়া সিদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধ নরপতি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক-সূত্রাদিকার নাগার্জ্জুন নামক অপর বৌদ্ধাচার্য্যকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিবার হেতুও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে সুশ্রুতের মধ্যে "সুভূতি গৌতমের" উল্লেখ প্রভৃতি দুই একটী এমন কথা আছে যাহাতে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার যে বৌদ্ধযুগে হইয়াছিল, একথা বলা অসঙ্গত হয় না।

বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ প্রতিসংস্কার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হইবে; কারণ, নাগার্জ্জুন নামক প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে চরকোক্ত ক্ষয়জকাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুতসংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া বুঝা যায় যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

(খ) সংগ্রহকার।

বাগ্‌ভট—ইনি প্রথমে অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ বা 'বৃদ্ধ বাগভট' এবং পরে অষ্টাঙ্গহৃদয় বা 'বাগ্‌ভট' রচনা করিয়াছিলেন। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহার রচিত গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহকার নবীন আচার্য্য বলিয়া বাগ্‌ভটকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইৎসিং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং

* "প্রতিসংস্কর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব"—ডল্লন কৃত সুশ্রুত টীকা।

† রসরত্নাকর নামে দুইখানি রসগ্রন্থ আছে—একখানি নাগার্জ্জুন কৃত ও অপরখানি নিত্যনাথ কৃত। (রসগ্রন্থ প্রসঙ্গ দেখ)

বোধ হয় বাগ্‌ভট ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্‌ভট সিন্ধু (Sind) দেশের অধিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে অষ্টাঙ্গসংগ্রহ-কার বাগ্‌ভট এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভিত্তিহীন; কারণ উভয় গ্রন্থের ভাষা একরূপ, কুত্রাপি মতভেদ নাই এবং উভয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের পিতার নাম পর্য্যন্ত এক। সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে বাগ্‌ভটের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই।

রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট সংগ্রহকার বাগ্‌ভট হইতে পৃথক্ ব্যক্তি এবং বহু পরবর্ত্তী। কারণ, বিস্তৃত অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহে রসতন্ত্রোক্ত বিষয়ের নামগন্ধও নাই। এতদ্ব্যতীত সোমদেব, গোবিন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকারদিগের বচন রসরত্নসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধব কর—মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ "রুগ্বিনিশ্চয়" গ্রন্থের রচয়িতা মাধবকর বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রাশি রাশি বাগ্‌ভটের বচন উদ্ধৃত করায় বুঝা যায় যে মাধবকর বাগ্‌ভটের পরবর্ত্তী। আবার বৃন্দ ও চক্রপাণি স্ব স্ব গ্রন্থে মাধবের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার লিখিত ক্রম অনুসারে চিকিৎসা লিখিয়াছেন; সুতরাং মাধব বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। অষ্টম শতাব্দীতে বোগ্‌দাদের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ "হরুণ উল রসীদের" রাজত্বকালে মাধবনিদান পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে মাধবকর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিদান ব্যতীত মাধবকর "রত্নমালা" নামক দ্রব্যগুণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ডল্লনের কথিত সুশ্রুতের টিপ্পনীকার শ্রীমাধব মাধবকর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কারণ শ্রীমাধব কুত্রাপি মাধবকর নামে অভিহিত হয়েন নাই।

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য নিদানকার মাধবকর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ তিনিও কুত্রাপি মাধবকর বলিয়া উল্লিখিত হয়েন নাই। অপিচ, মাধবাচার্য্য মাধবকরের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে দক্ষিণাপথে বিজয়নগর রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

সোঢ়ল—ইনি গদনিগ্রহ ও সোঢ়লনিঘণ্ট নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্তৃক বম্বে হইতে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার" মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সোঢ়লনিঘণ্ট্ নামক গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সোঢ়ল গুর্জ্জর দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ভেল, হারীত, কৃষ্ণাত্রেয়, অগ্নিবেশ, বৈদেহ প্রভৃতির অনেক পাঠ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধব-নিদানের সহিত ইহাঁর গ্রন্থের অনেক পাঠের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ ইনি মাধবকরের কিছু পূর্ব্বে বা পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্‌ভট হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া ইনি যে বাগ্‌ভটের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৃন্দ—সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকার বৃন্দ মাধবের পরে এবং চক্রপাণির পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দকৃত সংগ্রহ অবলম্বন করিয়াই চক্রপাণি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপাণি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চক্রপাণি ডল্লনের সমকালীন বা সমীপ কালীন। ইহাঁর পিতা গৌড়াধিপ নয়পালদেবের চিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণি চরক ও সুশ্রুতের টীকা, "চক্রদত্ত" নামে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসংগ্রহ এবং দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে নয়পালদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজ্য করিয়াছিলেন। অতএব চক্রপাণির সময় একাদশ শতাব্দী বলিয়া স্থির করা যায়।

শার্ঙ্গধর—ইনি শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, শার্ঙ্গধর সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা কবি ও আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহকার। শার্ঙ্গধরপদ্ধতির প্রস্তাবনায় জানা যায় যে ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গসেন—ইহাঁর রচিত চিকিৎসাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ "বঙ্গসেন" নামেই পরিচিত। বঙ্গসেন বলিয়াছেন, লুপ্তপ্রায় অগস্ত্যসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া তিনি "বঙ্গসেন" নামক এই গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গসেন শার্ঙ্গধরের পরে এবং ভাবমিশ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া-

ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে নাম দেখিয়াও সেইরূপ অনুমান হয়।

ভাবমিশ্র—ভাবমিশ্র স্বকৃত সংগ্রহে শার্ঙ্গধর ও বঙ্গসেনের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের এবং অনেক যাবনিক দ্রব্যের উল্লেখ আছে। ফিরঙ্গ রোগ প্রথমে পোর্টুগিজদিগের দ্বারা ভারতীয় পণ্যাঙ্গনাগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। পোর্টুগিজগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে। এই হেতু অনুমান হয় যে ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(গ) টীকাকারগণ।

ডল্লন—সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য আপনাকে সহনপালদেব নামক রাজার বল্লভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "পাল দেব" নামযুক্ত নরপতিগণ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মগধ, গৌড় ও অন্যান্য দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডল্লন ও চক্রপাণি উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও নাম করেন নাই—এজন্য উভয়েই প্রায় সমান সময়ের বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে ডল্লন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চক্রপাণি—চিকিৎসাসংগ্রহকার চক্রপাণি সুশ্রুতের "ভানুমতী" এবং চরকের "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় সংগ্রহকার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অরুণদত্ত—বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত ছিলেন।

বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত—মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয়রক্ষিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "আতঙ্কদর্পণ" নামক নিদানটীকাকারও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয়রক্ষিত গুণাকর প্রণীত "যোগরত্নমালা" হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে তিনি গুণাকরের পরবর্ত্তী। গুণাকর ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠদত্ত বিজয়রক্ষিতের শিষ্য। তিনি গুরুর আদেশে প্রমেহনিদান হইতে মাধবনিদানের অবশিষ্টাংশের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শিবদাস—চরকসংহিতা ও চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস গৌড়রাজের চিকিৎসকের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চরকের অন্যান্য টীকাকার—ঈশান দেব, হরিচন্দ্র, বাপ্যচন্দ্র, বকুল, ভামদত্ত, ঈশ্বর সেন, নরদত্ত, জিনদাস, জৈয়ট বা জেজ্জড় ও গুণাকর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের টীকা এখন দুর্লভ।

মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজমুকুটমণি **গঙ্গাধরও** চরকের "জল্পকল্পতরু" টীকা এবং কয়েক খানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুতের অন্যান্য টীকাকার—জৈয়ট বা জেজ্জড়, কার্ত্তিক, গোমী, গদাধর ও গয়ী বা গয়দাস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত **ভাস্কর** সুশ্রুতের পঞ্জিকা এবং **মাধব, ব্রহ্মদেব** ও **সোম** টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

বাগ্‌ভটের অন্যান্য টীকাকার—অরুণদত্ত ব্যতীত **চন্দ্রনন্দন** ও **হেমাদ্রি** অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। **ইন্দু** প্রণীত অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। হেমাদ্রিকৃত টীকার কিয়দংশ গ্রন্থকারের নিকট বর্ত্তমান।

গ্রন্থ পরিচয়।

(ক) সংহিতা গ্রন্থ।

চরক সংহিতা—এই কায়চিকিৎসাপ্রধান প্রামাণিক সংহিতা সমস্ত কায়চিকিৎসা তন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি আত্রেয় ইহার বক্তা এবং অগ্নিবেশ শ্রোতা। অগ্নিবেশ ইহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন বলিয়া এই গ্রন্থ অগ্নিবেশ-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত—এই ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সমান ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ বশতঃ অগ্নিবেশ প্রথমেই গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হয়।

কালে মূল অগ্নিবেশ-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটলে চরক ঋষি উহার প্রতিসংস্কার করেন। এই জন্য উহা চরক-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পূরণ করেন। কল্পস্থান, সিদ্ধিস্থান এবং চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় দৃঢ়বল কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া চরকে উক্ত হইয়াছে। (৬ পৃষ্ঠা দেখ)। চক্রপাণি রচিত "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা"নাম্নী চরক টীকার সূত্রস্থানাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র টীকা বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। বঙ্গভূমিভূষণ ৺ গঙ্গাধর কবিরাজ রচিত "জল্পকল্পতরু" নাম্নী সমগ্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে উহাও সুলভ নহে।

ভেল বা ভেড় সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা-প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য ভেল কর্ত্তৃক রচিত। ভেল সংহিতা পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে সুপ্রচলিত ছিল। এক্ষণে উহা তাঞ্জোরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে খণ্ডিতাকারে বর্ত্তমান আছে। (৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হারীত সংহিতা—এই কায়চিকিৎসাপ্রধান গ্রন্থ আত্রেয়শিষ্য হারীত কর্ত্তৃক রচিত। বর্ত্তমানে হারীত-সংহিতা নামে যাহা প্রচলিত, তাহা মূল হারীতসংহিতা নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান হারীতসংহিতার রচনা দেখিয়া বোধ হয়, উহাতে কোন অজ্ঞাতনামা অল্প-বিদ্য ব্যক্তির রচনা যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত আছে। (৭ পৃষ্ঠা দেখ)

সুশ্রুত সংহিতা—এই শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ, বর্ত্তমানে যে সকল শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের বিষয় কাশীরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক শিষ্য সুশ্রুতাদিকে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহা সুশ্রুত-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে সুশ্রুতের অঙ্গহানি ঘটিলে নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্য উহার প্রতিসংস্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সুশ্রুত-সংহিতা সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরতন্ত্র—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। নিদানস্থানে প্রধানতঃ শস্ত্রসাধ্য (Surgical) ব্যাধি সমূহের নিদান এবং চিকিৎসা স্থানে ঐ সকল রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কল্পস্থান ও উত্তরতন্ত্রে অন্যান্য সাতটী তন্ত্রের বিষয়ীভূত রোগ সমূহের নিদান ও চিকিৎসাদি বর্ণিত হইয়াছে। স্বস্থবৃত্ত (Hygiene) এবং পঞ্চকর্ম্ম বিষয়ক উপদেশও উত্তর তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরতন্ত্রে বিদেহ প্রভৃতি গ্রন্থকারের মত, এমন কি চরকের পাঠ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইজন্য এই অংশ অপরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ মূলসংহিতা হইলে বোধ হয় এরূপে বিদেহ প্রভৃতির মত ও পাঠ উদ্ধৃত হইত না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অধুনা যাহা সুশ্রুতসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ তাহা মূল সুশ্রুতসংহিতা নহে। উহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ মূল সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত বচন "বৃদ্ধ সুশ্রুতের" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুশ্রুতের ডল্লন কৃত "নিবন্ধ সংগ্রহ" নাম্নী সমগ্র টীকা এবং চক্রপাণি কৃত "ভানুমতী" টীকার সূত্রস্থানাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ এরূপ অন্যান্য মূল সংহিতার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। (৬ হইতে ১২ পৃষ্ঠা দেখ)।

(খ) সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংগ্রহগ্রন্থ বলিতে আয়ুর্ব্বেদের সমগ্র অংশের সংগ্রহ এবং আংশিক সংগ্রহ উভয়ই বুঝায়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যায়ে কেবল সম্পূর্ণ সংগ্রহেরই পরিচয় প্রদান করিব। আংশিক সংগ্রহগ্রন্থের নামাদি "বিবিধ সংগ্রহ" তালিকার মধ্যে লিখিত হইবে।

অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ বা বৃদ্ধ বাগ্‌ভট—ইহা বাগ্‌ভট কৃত উৎকৃষ্ট এবং সুবৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সূত্রস্থান, শারীর স্থান, নিদান স্থান, চিকিৎসা স্থান, কল্পস্থান ও উত্তর স্থান—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। আয়ুর্ব্বেদের আটটী তন্ত্রোক্ত চিকিৎসার সকল বিষয়ই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং গদ্যপদ্যময়। এই গ্রন্থ এক্ষণে বম্বে প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগ্‌ভট—অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ রচনার পরে বাগ্‌ভট ইহা রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাগ্‌ভট এই নাতিসংক্ষেপবিস্তর গ্রন্থ স্মরণধারণসুখকর পদ্যে রচনা করেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অপেক্ষা অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের ভাষা কঠিন। দক্ষিণাপথে ও উত্তরপশ্চিম ভারতে এই গ্রন্থেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা অধিক প্রচলিত। অষ্টাঙ্গহৃদয়কে সংহিতাও বলা হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গধর সংগ্রহ—ইহা শার্ঙ্গধর কর্ত্তৃক রচিত নাতিবিস্তৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল, বিষয় বিভাগ রমণীয় ও বিশিষ্ট প্রকার। শার্ঙ্গধর প্রণীত শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক সাহিত্য সংগ্রহ ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ (উপবন বিনোদ) মুদ্রিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর সংগ্রহেরও প্রচার উত্তরপশ্চিম ভারতে অধিকতর দেখা যায়। শার্ঙ্গধরের সময় পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে। (১৫পৃষ্ঠা দেখ)

গদনিগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ সোঢ়ল কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে প্রথমে প্রয়োগ খণ্ডে ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিভাষা ও ঔষধ সংগ্রহ লিখিয়া পরে কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র প্রভৃতি আটটী তন্ত্রের উপদেশ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইয়াছে। গদনিগ্রহে অনেক প্রাচীন সংহিতার বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধবনিদানের অনেক পাঠের সহিত এই গ্রন্থের পাঠের সাদৃশ্য আছে কিন্তু মাধবনিদানই প্রথম নিদানসংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জন্য গদনিগ্রহ মাধবনিদানের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বঙ্গসেন বা চিকিৎসাসংগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গসেন কর্ত্তৃক রচিত এবং বঙ্গসেন নামেই সুপ্রসিদ্ধ। অগস্ত্যসংহিতা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—গ্রন্থ সমাপ্তিতে গ্রন্থকার নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা বা বিভাগ প্রণালী সংহিতাগ্রন্থের অনুরূপ নহে। সুতরাং অগস্ত্যসংহিতার অনেক উপদেশ ইহাতে থাকিলেও, এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়। বঙ্গসেনের অন্যান্য পরিচয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যোগরত্নাকর—ইহা কোন অজ্ঞাতনামা সুবিজ্ঞ বৈদ্য রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। দক্ষিণাপথে এই গ্রন্থ সুপ্রচলিত এবং বিশেষরূপ আদৃত। এই গ্রন্থে লিখিত জারণ-মারণ পদ্ধতি ও ঔষধাবলী অতি উত্তম, এজন্য ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। এই গ্রন্থ য়ুরোপীয়দিগের ভারতবর্ষে আগমনের পরে রচিত বলিয়া ফিরঙ্গ (Syphilis) রোগের নিদান ও চিকিৎসাদি ইহাতে লিখিত হইয়াছে। অহিফেন, তোপচিনি প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের প্রয়োগ সংহিতা এবং প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে নাই, কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে। য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রেরও দুই একটী ঔষধ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়। ভাবমিশ্রের পরিচয়াদি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(গ) রসগ্রন্থ।

রসরত্নাকর—(১) নাগার্জ্জুন রচিত অমুদ্রিত গ্রন্থ। এই নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (১৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

রসরত্নাকর—(২) নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত পঞ্চখণ্ডাত্মক সুবৃহৎ রসগ্রন্থ। পঞ্চ খণ্ড যথা,—রসখণ্ড, রসেন্দ্রখণ্ড, বাদখণ্ড, রসায়নখণ্ড এবং মন্ত্রখণ্ড। তন্মধ্যে রসখণ্ড ও রসেন্দ্রখণ্ড কলিকাতায় এবং রসায়নখণ্ড সহ উক্ত দুই খণ্ড বোম্বাই নগরে আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থমালায় * মুদ্রিত হইয়াছে। রসরত্নাকর প্রণেতা নিত্যনাথ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসরত্নসমুচ্চয়—বাগ্‌ভট প্রণীত প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ। এক্ষণে বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে রসতন্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এই বাগ্‌ভট যে অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট হইতে ভিন্ন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ—শ্রীমাধব কৃত রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীমাধব মাধবকর এবং সায়ণ মাধব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শ্রীমাধব রসতন্ত্রকার আদিনাথ, নিত্যনাথ প্রভৃতি যোগী চিকিৎসকদিগের পরবর্ত্তী, কিন্তু অন্যান্য রসতন্ত্র-সংগ্রহকারদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশে রসের এবং অন্যান্য খনিজ ভেষজের সংস্কার, শোধন ও জারণাদি অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রচূড়ামণি—সোমদেবকৃত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পরিভাষা প্রকরণ অতি প্রামাণিক বলিয়া রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

রসহৃদয়তন্ত্র—শঙ্করাচার্য্যের গুরু ভিক্ষু গোবিন্দ ভাগবত পাদাচার্য্য বিরচিত। এই উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ এক্ষণে বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় চতুর্ভুজ প্রণীত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। রসসংস্কারাদি বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

রসার্ণব তন্ত্র—লেখকের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন রসগ্রন্থ।

রসেন্দ্র কল্পদ্রুম—নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট বিরচিত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসেন্দ্র চিন্তামণি—এই সুবৃহৎ ও প্রামাণিক প্রাচীন রসগ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রসার সংগ্রহ—গোপালকৃষ্ণ প্রণীত এই সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। অন্য দেশে ইহার প্রচার নাই। ইহাতে ধাত্বাদির জারণ মারণ বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু ঔষধাবলী সবিস্তর বর্ণিত আছে।

রসপ্রকাশ সুধাকর—ইহা যশোধর নামক গৌড় দেশবাসী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত নাতি বৃহৎ রসগ্রন্থ। ইহাতে অষ্টাদশবিধ রসসংস্কার ও রসবন্ধ এবং সর্ব্বধাতু জারণ মারণ ব্যতীত হেম রৌপ্যাদি করণবিধিও বর্ণিত আছে।

রসফলক—রুদ্রযামলের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ধাত্বাদির শোধনজারণাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

রসকৌমুদী—ভিষক্ মাধব প্রণীত। ইহাতে রসঘটিত বিবিধ ঔষধ নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই মাধব নিদানকার মাধবের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

রস চন্দ্রিকা—নীলাম্বর কৃত সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ।

রস চিন্তামণি—অনন্তদেব সূরি বিরচিত রসগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস নক্ষত্র মালিকা—মথন সিংহ বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস পদ্ধতি—শ্রীবিন্দু পণ্ডিত বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস মঞ্জরী—শালিনাথ কৃত রসতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রসপ্রদীপ-উত্তম রসগ্রন্থ। ভাবমিশ্র এই গ্রন্থ হইতে অনেক ঔষধ স্বীয় সংগ্রহে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

রসযোগ মুক্তাবলী—নরহরিভট্ট কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

---

* বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ অনেক রসগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থ সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য বৈদ্যমাত্রেই ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

রসরত্নমালা—নিত্যনাথকৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরাজ মহোদধি—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রসরাজ মহোদয়—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস রাজলক্ষ্মী—বিষ্ণুদেব বিরচিত রসগ্রন্থ।

রসরাজ সুন্দর—রসতন্ত্র বিষয়ক অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস সঙ্কেত কলিকা—চামুণ্ড কায়স্থ বিরচিত ক্ষুদ্র রসগ্রন্থ। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় মুদ্রিত।

রসসার—গোবিন্দাচার্য্য বিরচিত রসগ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধাতুপাদ (Alchemy) বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গোবিন্দাচার্য্য গুর্জ্জর দেশবাসী এবং শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

রস সারামৃত—রামসেন কৃত রসতন্ত্র বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

স্বর্ণ তন্ত্র—অন্য ধাতু হইতে কিরূপে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয়ক গ্রন্থ। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

কাকচণ্ডেশ্বরী মত তন্ত্র—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। কাকচণ্ডেশ্বরী ও ভৈরবের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

বৈদ্য বৃন্দ—নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

(ঘ) নিঘণ্টু গ্রন্থ।

নিঘণ্টুর অন্য নাম দ্রব্যগুণ। সংহিতা সমূহে দ্রব্যগুণ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত বলিয়া বিস্তৃত নিঘণ্টু চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিঘণ্টুর পরিচয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ধন্বন্তরি নিঘণ্টু—কাশিরাজ ধন্বন্তরি ইহার বক্তা। তাঁহার কোন্ শিষ্য ইহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন তাহা জানা যায় না। সংগ্রহকার এই নিঘণ্টুকে **দ্রব্যাবলি** নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মদনবিনোদ বা মদনপাল নিঘণ্টু—কচ্ছদেশের রাজা মদনপাল এই নিঘণ্টুর রচয়িতা। মদনপাল নিজ গ্রন্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নিঘণ্টুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল নিঘণ্টু এখন পাওয়া যায় না। মদনপালনিঘণ্টু মধ্যমাকারের উত্তম নিঘণ্টু গ্রন্থ।

রাজ নিঘণ্টু—এই উৎকৃষ্ট নিঘণ্টু নরহরি পণ্ডিত প্রণীত। নরহরি আপনাকে কাশ্মীর দেশীয় বলিয়াছেন আর কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র ভাষায় দ্রব্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রন্থরচনা কালে কর্ণাট বা মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ধন্বন্তরিনিঘণ্টু, মদনপাল নিঘণ্টু, হলায়ুধ নিঘণ্টু, বিশ্বপ্রকাশ নিঘণ্টু, অমরকোষ এবং শেষরাজনিঘণ্টু প্রভৃতি হইতে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব ইনি উক্ত গ্রন্থকারদের পরবর্ত্তী, কিন্তু চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ—চক্রপাণি এই সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টুর প্রণেতা। ইহাতে কয়েকটী মাত্র পথ্য ও ভেষজদ্রব্যের গুণ লিখিত হইয়াছে।

রাজবল্লভ নিঘণ্টু—এই নিঘণ্টু রাজবল্লভ বৈদ্যের রচিত। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ লিখিত হয় নাই।

সোঢ়ল নিঘণ্টু—সোঢ়ল কৃত বিস্তৃত নিঘণ্টুগ্রন্থ। বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার মধ্যে মুদ্রিত হইতেছে। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রত্নমালা—মাধব প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টু গ্রন্থ।

এই সকল নিঘণ্টু ব্যতীত চন্দ্রনন্দনকৃত গণনিঘণ্টু, বোপদেব কৃত হৃদয়প্রদীপ, মুদ্গলকৃত দ্রব্যরত্নাকরনিঘণ্টু, কৈয়দেব কৃত কৈয়দেব রত্নাকর নিঘণ্টু, কেশব কৃত সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি বহু নিঘণ্টু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্ব্বাচীনকালে বহু দেশী এবং অনেক ভারতীয় য়ুরোপীয় চিকিৎসক ভারতীয় ভেষজ দ্রব্যের গুণ নির্ণায়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিবিধ সংগ্রহ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে)

অজীর্ণ মঞ্জরী—কোন্ দ্রব্য সেবন জনিত অজীর্ণ কোন্ দ্রব্য সেবনে প্রশমিত হয়, এই গ্রন্থে তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অঞ্জননিদান—অগ্নিবেশ প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিদান-সংগ্রহ। জয়কৃষ্ণ মিশ্র অঞ্জন নিদানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অঞ্জন নিদান চরকবক্তা অগ্নিবেশ কর্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

অনুপান দর্পণ—এই গ্রন্থে ধাতুঘটিত ঔষধ সমূহের প্রস্তুত প্রণালী এবং রোগভেদে ঔষধের অনুপান সমূহ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অনুপানমঞ্জরী—অনুপান-দর্পণের সদৃশ আধুনিক গ্রন্থ। কাশীতে মুদ্রিত।

অনুভূত যোগাবলী—এই গ্রন্থে উত্তম উত্তম পরীক্ষিত যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

অভিনব চিন্তামণি—চক্রপাণি দাশ কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

অর্কপ্রকাশ—রাবণ-কৃত। ইহাতে অর্ক (আরক) প্রস্তুতের নিয়ম এবং রোগ ভেদে প্রয়োগের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। রাবণকৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহা বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তিকালে রচিত।

আতঙ্ক দর্পণ—বাচস্পতি কৃত মাধব নিদানের টীকা, গ্রন্থবিশেষ নহে। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে সংগ্রহ বলিয়াছেন এইজন্য এখানে উল্লিখিত হইল *। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

আদিশাস্ত্র—ইহাতে স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, কিরূপ স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত এবং বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আনন্দ কন্দ—এই গ্রন্থ রসানন্দ কন্দ নামেও প্রসিদ্ধ। মন্থানভৈরব ইহার রচয়িতা। (দ)

আয়ুর্ব্বেদ-সুধানিধি—সায়নাচার্য্যের অনুরোধে একাম্রনাথ অবধান সরস্বতীর পুত্র শৈলনাথ কর্তৃক রচিত সংগ্রহ গ্রন্থ

আয়ুর্ব্বেদ সুষেণ সংহিতা—ইহাতে সামান্য ওষধিবর্গ, ধান্যবর্গ, জলবর্গ ইত্যাদির দোষগুণ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আয়ুর্ব্বেদ সূত্র—ব্যাকরণের যেমন এক একটী সূত্র থাকে, এই গ্রন্থ সেইরূপ সূত্রাত্মক ; সূত্র যথা, "আমং হি সর্ব্বরোগাণাং" "অনামপালনং কার্য্যং" ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদসূত্রের অগস্ত্য বিরচিত টীকা আছে শুনা যায় এবং নিত্যানন্দ নাথ বিরচিত প্রশ্নপঞ্চকেব টীকা পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থের সপ্তদশ প্রশ্নাত্মক অংশ বিদ্যমান। (দ)

আয়ুর্ব্বেদাগমন—ইহা আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস। ব্রহ্মা হইতে গ্রন্থকার পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারগণের নাম ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুর্লভ।

আরোগ্য চিন্তামণি—চিকিৎসা সংগ্রহ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

ইন্দ্রকোষ—প্রভাকরপুত্র ভট্ট রামচন্দ্র গৌড়ের রাজা ইন্দ্রসিংহের আদেশ অনুসারে নানা বৈদ্যক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই কোষ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য নাম "রাজেন্দ্র কোষ"।

উপবন বিনোদ—শার্ঙ্গধর-সংগ্রহের বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বিষয়াত্মক অংশ। বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক বহু পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ভাবে অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল। কি নিয়মে বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়, কি উপায়ে বৃক্ষ সকল বৃহৎ এবং প্রচুর ফল ধারণ করে, কোন্ বৃক্ষে কিরূপ সার দিতে হয়, কি করিয়া বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়, এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় ও কূপার্থ ভূমি পরীক্ষা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি লিখিত আছে।

ওষধি কল্প—এই গ্রন্থে বিবিধ দ্রব্যের গুণ, কেশরঞ্জন বিধি ও ধাতু জারণমারণের বিধি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

কল্প পঞ্চক প্রয়োগ—এই গ্রন্থে চোপচিনি কল্প, রুদ্রবন্তী কল্প, রাগদমনী কল্প, শিবলিঙ্গী কল্প এবং পলাশ কল্প—এই কয়টী বিষয় লিখিত হইয়াছে বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

* টীকা গ্রন্থ অসংখ্য—তাহাদের উল্লেখ বিশেষ কারণ না থাকিলে করা হইবে না।

(দ) "দ" চিহ্নিত গ্রন্থগুলি দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ বুঝিতে হইবে

কল্যাণ কারক—শ্রীমদ্ জিন মগধ ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে রাষ্ট্রকূট বংশজ মহারাজ নৃপতুঙ্গ মহীবল্লভের চিকিৎসক উগ্রাদিত্যাচার্য্য উহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। উগ্রাদিত্যাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮১৪ বৎসরে নৃপতুঙ্গের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। (দ)

কাম কুতূহল—ইহাতে ধাতুক্ষীণতাদির প্রশমক উত্তম বাজীকরণ ঔষধ সকল লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কামরত্ন—নিত্যনাথ কৃত বাজীকরণ-সংগ্রহ। বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কার্ম্মণম—এই গ্রন্থে ওষধি সমূহের পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ ও পত্র এই পঞ্চাঙ্গের গুণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে আন্ধ্র দেশীয় ভেষজের গুণ লিপিবদ্ধ করায় তিনি আন্ধ্র দেশবাসী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। (দ)

কালজ্ঞান—শম্ভুনাথ কর্ত্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে মৃত্যুবোধক লক্ষণ, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

কুট মুদগর—এই গ্রন্থে অজীর্ণ রোগের চিকিৎসা ও পথ্য লিখিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

ক্ষেমকুতূহল—কৃষ্ণশর্ম্মবিরচিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

গূঢ়বোধক—হেবম্ব সেন কৃত। এই গ্রন্থে কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। অমুদ্রিত।

গৌরী কাঞ্চলিকা তন্ত্র—ইহা তান্ত্রিক চিকিৎসা-সংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

চক্রদত্ত—চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত কৃত নানাস্থানে মুদ্রিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। চক্রদত্ত নামেই সুপরিচিত এই উৎকৃষ্ট সংগ্রহ সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসারসংগ্রহ নামেও প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রহের অনেক অংশ বৃন্দ কৃত সিদ্ধযোগ হইতে গৃহীত। চক্রপাণির সময়াদি পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

চর্য্যাচন্দ্রোদয়—ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চারুচর্য্যা—ভোজরাজ কৃত। স্বস্থবৃত্ত বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

চিকিৎসা কলিকা—ত্রিসটাচার্য্য কৃত চিকিৎসা-গ্রন্থ। বিজয়রক্ষিত নিদান টীকায় ত্রিসটাচার্য্যের রচনা উদ্ধৃত করায় জানা যায় যে ইনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। চিকিৎসাকলিকা মুদ্রিত হয় নাই।

চিকিৎসা-কল্পলতিকা—ইহাও ত্রিসটাচার্য্য প্রণীত বৃহত্তর চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

চিকিৎসাঞ্জন—ইহাতে জ্বর, শ্বাস, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চিকিৎসা দীপিকা—হরানন্দ কৃত। হস্ত লিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসামৃত—গণেশ কৃত। অমুদ্রিত।

চিকিৎসা রত্ন—জগন্নাথ দত্ত কৃত। হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসা রত্নাভরণ—সদানন্দ দাধীচ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থ।

চিকিৎসা সার—হরিভারতী কৃত। অমুদ্রিত।

চিন্তামণি—বল্লভেন্দ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয়, এবং রোগ সমূহের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মবিপাকজাত রোগ সকল এবং তাহাদের শান্তির উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। চরকাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিষয়নির্ণয়, সন্নিপাতজ্বরাদির ভেদ, সাধ্যাসাধ্য অবস্থা প্রভৃতি এবং রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

জ্বরতিমির নাশক—সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন ঔষধ সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

জ্বরনির্ণয়—নারায়ণ কৃত। অমুদ্রিত।

ত্রিশতী—রাওল শার্ঙ্গধর কৃত জ্বর-চিকিৎসা সংগ্রহ। এই শার্ঙ্গধর সংহিতা-প্রণেতা শার্ঙ্গধর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

ধারাকল্প—জল ও কাথাদি পরিষেক দ্বারা চিকিৎসা-পদ্ধতি মূলক গ্রন্থ। হাইড্রোপ্যাথি (Hydropathy)

নামক চিকিৎসায় যেমন জল প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, এই গ্রন্থেও সেইরূপ জল এবং ক্বাথের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার উপদেশ আছে।

নপুংসকামৃতার্ণব—এই গ্রন্থে নপুংসকদিগের জন্য নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, লেপ, বাজীকরণ ঔষধ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান তরঙ্গিণী—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান দীধিতি—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীদর্পণ—নাড়ী জ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

নাড়ী পরীক্ষা—রাবণ কৃত উত্তম সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বম্বে নগরে নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাড়ী পরীক্ষাদি চিকিৎসা কথন—সঞ্জীবেশ্বর শর্ম্মার পুত্র রত্নপাণি শর্ম্মার রচিত নাড়ীজ্ঞান ও তন্মূলক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নাড়ীপ্রকাশ—বঙ্গদেশীয় শঙ্কর সেন কৃত নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীবিজ্ঞান—কণাদ কৃত। এই কণাদ বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। মহর্ষি কণাদ চরকের (সম্ভবতঃ অগ্নিবেশেরও) পূর্ব্ববর্ত্তী, কেননা চরকে বৈশেষিকদর্শনের পদার্থবাদ গৃহীত হইয়াছে। কণাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান চরকের সময়ে প্রসিদ্ধ থাকিলে চরকের ন্যায় সর্ব্বার্থসংগ্রাহক মহাগ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞানের উল্লেখ থাকিত *। তাহা যখন নাই, এবং রচনাও যখন আধুনিক রচনার মত, তখন নাড়ীবিজ্ঞান মহর্ষি কণাদকৃত—একথা স্বীকার করা যায় না।

নাবনীতক ইহা অজ্ঞাতনামা কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু কৃত সিদ্ধযোগ-সংগ্রহ। কর্ণেল বাউয়ার কর্তৃক চীনদেশে মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত।

নামসাগর—কেন্দ্রদেব কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নিদান প্রদীপ—ইহা নাগনাথ বিরচিত রোগ-পরিচায়ক গ্রন্থ। (দ)

নৃসিংহোদয়—বীরসিংহ কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ।

পথ্যাপথ্য—কেশবপ্রসাদ মিশ্র সংগৃহীত। ইহাতে রোগ ভেদে পথ্যাপথ্যের বিষয় লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

পথ্যাপথ্য-বিনিশ্চয়—বিশ্বনাথ সেন রচিত পথ্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই বিশ্বনাথ উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির চিকিৎসক ছিলেন।

পথ্যাপথ্য বিবোধক—কেয়দেব কৃত নিঘণ্ট গ্রন্থ। (যা) *

পরহিত সংহিতা—শ্রীনাথ পণ্ডিত বিরচিত এই গ্রন্থে কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শল্যশালাক্যাদি আটটী তন্ত্র হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সহ সুবস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। (দ)

পাক প্রদীপ—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পাকরত্নাকর—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পূজ্যপাদীয়—আচার্য্য পূজ্যপাদ এই সংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা। পার্শ্ব পণ্ডিতের লিখিত পূজ্যপাদ চরিত হইতে জানা যায় যে তিনি ৪৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (দ)

প্রয়োগ চিন্তামণি—রামমাণিক্য সেন রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ।

প্রয়োগ-পারিজাত—অসংখ্য প্রয়োগসমন্বিত প্রাচীন ও প্রামাণিক চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বসবরাজীয়—আন্ধ্রদেশের শৈব ব্রাহ্মণকুলে জাত বসবরাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষাদ্বারা রোগ নির্ণয়, জ্বর কাসাদি রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং অনুভবসিদ্ধ উৎকৃষ্ট যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রেউচিনি, অহিফেন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশ পরিগৃহীত ঔষধের উল্লেখও এই গ্রন্থে দেখা যায়। (দ)

---

* বৈদিক গ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য বৈদিকযুগে নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষার নাড়ী অর্থে ধমনী (Artery) বুঝিতে হয়—যোগশাস্ত্রের নাড়ী (Nerve) স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ বৈদ্যকের নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা ভবিষ্যতে নাড়ীপরিচয় বিদ্যার প্রাদুর্ভাব কাল-নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব।

* (যা) এইরূপ চিহ্নিত গ্রন্থগুলি বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সম্পাদক পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

বাণীকরী—বাণীকরী রচিত। ইহাতে রোগ সমূহের পৃথক্ করণ (Diagnosis) সম্বন্ধে উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

বালচিকিৎসা পটল—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত শিশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বালতন্ত্র—মহীধরের পুত্র কল্যাণ বৈদ্য কর্ত্তৃক রচিত শিশু-চিকিৎসা গ্রন্থ। বম্বেনগরে কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

বালবোধ—বামাচার্য্য কৃত সরল চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বিশ্বকোষ—মহেশ্বর রচিত বৈদ্যক অভিধান। মুদ্রিত হয় নাই।

বিষোদ্ধার—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লিখিত বিষ-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বীরসিংহাবলোকন—বীরসিংহ রচিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যক রহস্য—বংশীধরের পুত্র বিদ্যাপতি এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার গৌড়বর্য্য দ্যানতি (?) রায়ের অনুমতি অনুসারে ১৭৩৮ সংবতে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ফিরঙ্গ রোগের উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে বিদ্যাপতির সময়ে ফিরঙ্গ রোগ দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বৈদ্য কল্পদ্রুম—শুকদেব সংগৃহীত চিকিৎসা-গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যকসংগ্রহ—গ্রন্থকারের নাম মহেন্দ্র—এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার চূর্ণ, ক্বাথ, তৈল, ঘৃত এবং পারদঘটিত ঔষধ সমূহের প্রয়োগ বিধি লিখিত আছে। গ্রন্থে আত্রেয়, চরক, শ্রীবৎস, অমৃতমালা, রসার্ণব, রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

বৈদ্যজীবন—দিবাকরসুত লোলিম্বরাজ রচিত। ইহাতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে আদিরসাত্মক পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যবল্লভ—হিতরুচির পুত্র হস্তিরুচি এই জ্বর-চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যবিনোদ—শঙ্কর সেন বিরচিত চিকিৎসা-গ্রন্থ। মুদ্রিত।

বৈদ্যবিলাস—রাঘব কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যমন-উৎসব—বম্বে নগরে মুদ্রিত যোগ-সংগ্রহ।

বৈদ্য মনোরমা—কেরল দেশবাসী শ্রীকালিদাস বৈদ্য রচিত সংগ্রহগ্রন্থ।

বৈদ্যরত্ন—বম্বে নগরে মুদ্রিত চিকিৎসাগ্রন্থ। গোস্বামী শিবানন্দ ভট্ট এই চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা।

বৈদ্য সঞ্জীবনী—বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্য সর্ব্বস্ব—অমুদ্রিত চিকিৎসা-সংগ্রহ।

বৈদ্য সংক্ষিপ্তসার—সোমনাথ মহাপাত্র কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্য সংগ্রহ—গোপাল দাস কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—বৈদ্য শ্রীমাণিক্য ভট্টের পুত্র ভিষক্ মোরেশ্বর রচিত। ইঁহার বাসস্থান মহম্মদ নগরে ছিল। ১৫০৫ সংবৎসরে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। চারিটী অলঙ্কার বা অধ্যায়ে সংক্ষেপে রোগ সমূহের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যামৃত লহরী—মথুরানাথ শুক্ল কৃত জ্বর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

ভাস্করোদয়—৺গঙ্গাধর কবিরাজ বিরচিত সংক্ষিপ্ত রোগ-বিজ্ঞান বিষয়ক বিচার গ্রন্থ। মুদ্রিত হইয়াছে।

ভীমবিনোদ—দামোদর কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা চিকিৎসা ও উত্তর—এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্মত কর্ম্মবিপাক ও রোগ সমূহের উৎপত্তির কারণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। রসঘটিত এবং উদ্ভিজ্জঘটিত উভয়বিধ ঔষধেরই প্রয়োগ-বিধি গ্রন্থে লিখিত আছে।

ভৈষজ্য রত্নাবলী—গোবিন্দ দাশ কৃত প্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ। বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-গণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত সমাদৃত।

ভৈষজ্য সারামৃত সংহিতা—উপেন্দ্র মিশ্র প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (খ)

ভোজন কুতূহল—রঘুনাথ কৃত খাদ্য পাক বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মধুমতী—ইহা নরসিংহ কবিরাজ রচিত দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা সংগ্রহ। নরসিংহ দ্রাবিড়নিবাসী নীলকান্ত ভট্টের পুত্র এবং রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, গ্রন্থকারের নিকট অতি প্রাচীন পুঁথি বর্ত্তমান।

মনোরমা—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিত জ্বর-চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মাধবনিদান—বঙ্গের বৈদ্য শিরোমণি মাধবকর সংগৃহীত এই "রুগ্বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থ নিদান বা মাধব-নিদান নামে প্রসিদ্ধ। মাধবনিদান সমস্ত নিদানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ভারতের সকল দেশেই সমাদৃত। ইহার উপর বিজয় রক্ষিত প্রণীত "ব্যাখ্যা মধুকোষ" এবং বাচস্পতি কৃত "আতঙ্ক দর্পণ" নামক টীকাগ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়। মাধবকরেব আবির্ভাবের সময় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (১৪ পৃষ্ঠা দেখ)।

মাধব সংহিতা—গ্রন্থ মধ্যে "মাধব বিরচিত" এই পরিচয় ব্যতীত গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মাধব এবং মাধবকর যে একই ব্যক্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থে প্রথমে রোগের লক্ষণ এবং পরে চিকিৎসা বিধি লিখিত হইয়াছে। রোগের লক্ষণ মাধবনিদানের ঠিক অনুরূপ—কচিৎ রোগের লক্ষণ কিছু অধিক আছে মাত্র। মাধবনিদানের ক্রম অনুসারে জ্বর হইতে বিষনিদান পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, পরে রসায়ন, বাজীকরণ, পঞ্চকর্ম্ম ও পরিভাষা লিখিত হইয়াছে।

মূত্র পরীক্ষা—অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত মূত্র-পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মোমহন বিলাস—ক্ষত্রিয় বংশীয় মোমহন প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। মোমহন পিরোজখাঁর পুত্র মহমুদ সাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ১৪৬৭ শকাব্দে গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া স্বগ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, অত্রি, বাগ্‌ভট, উড্ডীশ, পুরুহূতজাল, সদ্‌যোগিনী মত, বৃন্দ, বঙ্গ, রসার্ণব, চক্র, অশ্বিনীকুমার সংহিতা, নাগার্জ্জুন, রসযোগ মুক্তাবলী, তত্ত্বকণিকা, রাজমার্ত্তণ্ড, আগমরত্নাবলী, যোগমালা, যোগরত্নাবলী, রসরত্নাকর, যোগনিধান ও ক্রিয়াকাল-গুণোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

যোগচন্দ্রিকা—লক্ষ্মণাচার্য্য প্রণীত বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগচিন্তামণি—শ্রীচন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য হর্ষকীর্ত্তি সূরি নামক জৈন পণ্ডিত বিরচিত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থ মধ্যে আত্রেয়, চরক, বাগ্‌ভট, সুশ্রুত, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, হারীত, ভৃগু, ভেল, বৃন্দ, মাধব কর প্রভৃতির গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।

যোগতরঙ্গিণী—দক্ষিণাপথ নিবাসী বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্ট রচিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম বল্লভ, পিতামহের নাম শিঙ্গন ভট্ট এবং পুত্রের নাম শঙ্করভট্ট। এই শঙ্করভট্ট রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিমল্লভট্ট এই গ্রন্থ ব্যতীত শতশ্লোকী, বৃহদ্ যোগতরঙ্গিনী, বৃত্তমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় নামক বৈদ্যকগ্রন্থ এবং অলঙ্কার মঞ্জরী নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে অশ্বিনীকুমার সংহিতা, চরকাচার্য্য, চর্পটী, আরোগ্য-দর্পণ, কৃষ্ণাত্রেয়, কলিকা, গোরক্ষনাথ, চিন্তামণি, চক্রদত্ত, চিকিৎসা কলিকা, চিকিৎসাদীপ, ত্রিসটাচার্য্য, নারায়ণ, প্রয়োগপারিজাত, বৃহদাত্রেয়, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধমত, বৌদ্ধ-সর্ব্বস্ব, ভদ্র শৌনক, ভালুকি তন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র, মদনপাল, মতিকুমার, যোগরত্নাবলী, যোগশত, যোগপ্রদীপ, রসরত্ন-প্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্নপ্রদীপ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রুগ্বিনিশ্চয়, রসরত্ন, রসপ্রদীপ, রাজমার্ত্তণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালঙ্কার, বৃন্দ, বীরসিংহাবলোকন, বসবরাজ, বৈদ্যাদর্শ, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত এই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থে ৭৭টী তরঙ্গ বা অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

যোগদীপিকা—চিকিৎসা-সংগ্রহ। রণকেশরী প্রণীত।

যোগরত্নাবলী—শ্রীকণ্ঠ বিরচিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

যোগশতক—শ্রীকণ্ঠ দাস কৃত জ্বরাদ্যাধিনাশক শতসংখ্যক যোগ সংগ্রহ। মুদ্রিত হয় নাই।

যোগ সমুচ্চয়—দাশগণপতি প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থ।

যোগ সংগ্রহ—গ্রন্থকার অজ্ঞাত। উত্তম উত্তম প্রয়োগ সমূহের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থ।

যোগ সুধানিধি। জগদীশের পুত্র বন্দিমিশ্র প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থের ষোড়শ প্রকরণের মধ্যে একটী প্রকরণ মাত্র পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পাঠে বুঝা যায় যে মনুষ্য চিকিৎসা শেষ করিয়া স্ত্রী-পশুর চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। স্ত্রী-পশুদিগের বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় এই প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

রসদীপিকা—আনন্দানুভব কৃত। রস চিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যা)

রসমুক্তাবলী—রস শোধন মারণ ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম অজ্ঞাত। (যা)

রসরত্নদীপিকা রামরাজ প্রণীত সংক্ষিপ্ত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (যা)

রসরাজ শঙ্কর—রস চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। রামকৃষ্ণ প্রণীত। (যা)

রসাবতার—(১) গ্রন্থকর্ত্তা অজ্ঞাত। রসচিকিৎসা বিষয়ক বিপুল গ্রন্থ। (যা)

রসাবতার—(২) মাণিক্যচন্দ্র জৈন প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যা) *

রাজমার্ত্তণ্ড—ভোজরাজ কৃত উত্তম প্রয়োগসংগ্রহ। এই গ্রন্থ বম্বে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায়" মুদ্রিত হইয়াছে।

শতশ্লোকী—বোপদেব কৃত শতশ্লোকময় ঔষধসংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

শরীর নিশ্চয়াধিকার—রামদাস কৃত। গর্ভাবস্থায় রমণীগণের পক্ষে যেরূপ নিয়ম পালন হিতকর এই গ্রন্থে তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

শালিহোত্রসার সমুচ্চয়—কহ্লন প্রণীত অশ্ব চিকিৎসা গ্রন্থ।

শ্রীকণ্ঠ নিদান—এই গ্রন্থ জীবরক্ষামৃত নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রথমে নাড়ী প্রভৃতি অষ্ট স্থান পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয়ের উপদেশ দিয়া পরে প্রত্যেক রোগের নিদান লক্ষণাদির বিষয় বলা হইয়াছে। সন্নিপাতাদি কতকগুলি রোগের বিজ্ঞানোপায় এই গ্রন্থে মাধবনিদান অপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে এবং মাধবনিদান অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

লক্ষণামৃত—কেরল দেশে প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিষচিকিৎসা গ্রন্থ। সুন্দর ভট্টপাদ প্রণীত।

সন্নিপাত মঞ্জরী—ভবদেব কৃত সন্নিপাত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সদ্বৈদ্যভাবাবলী জগন্নাথ গুপ্ত কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ।

সংজ্ঞা সমুচ্চয়-চতুর্ভুজের পুত্র শিবদত্ত মিশ্রপ্রণীত। গ্রন্থে দ্বাদশটী প্রকরণ আছে। যথা—১। দোষ, ধাতু, মর্ম্ম প্রভৃতি। ২। রোগ সমূহের হেতু প্রভৃতি। ৩। দ্রব্য সমূহের গুণ ও বীর্য্যাদি। ৪। লঙ্ঘন প্রভৃতি। ৫। ত্রিফলাদি পারিভাষিক সংজ্ঞা। ৬। দ্রবদ্রব্য বিনির্দ্দেশ। ৭। কৃতান্নবর্গ। ৮। অহিত দ্রব্য। ৯। স্বরসাদি সংজ্ঞা। ১০। পরিমাণ নির্দ্দেশ। ১১। স্নেহ, স্বেদ, ধূম, গণ্ডূষ, কবল, মুখলেপ, মূর্দ্ধলেপ, নেত্রাঞ্জন, পুটপাক প্রভৃতি। ১২। মিশ্রসংজ্ঞা প্রকরণ। ইহা উত্তম সংগ্রহ গ্রন্থ কিন্তু অমুদ্রিত।

সাধ্যরোগরত্নাবলী—শ্যামলাল কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সিদ্ধভেষজ মণিমালা—জয়পুরবাসি ভট্ট শ্রীকৃষ্ণ রাম প্রণীত উত্তম আধুনিক সংগ্রহ।

সিদ্ধান্ত মঞ্জরী—বোপদেব কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

স্ত্রীচিকিৎসা—বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ।

স্ত্রীবিলাস—দেবেশ্বর উপাধ্যায় প্রণীত স্ত্রীচিকিৎসা বিষয়ক নাতিবৃহৎ গ্রন্থ।

হংসরাজ নিদান—হংসরাজ কৃত নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

হিতোপদেশ (১)—শ্রীকান্ত দাশ কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। ইহাতে শিশু, স্ত্রী ও বিষ চিকিৎসার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অমুদ্রিত।

* "যা" চিহ্নিত রসগ্রন্থগুলির বিবরণ পরে জানিতে পারায় রসগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া বিবিধ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

হিতোপদেশ (২)—শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত। (দ)

দক্ষিণাপথের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের পঠন পাঠন সংস্কৃত ভাষাতেই অধিক প্রচলিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দ্রাবিড় আন্ধ্র প্রভৃতি ভাষারও সমধিক উন্নতি হওয়ায় বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ঐ সকল ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা দক্ষিণাপথে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা "বড্-সম্প্রদায়" এবং যাঁহারা দ্রাবিড়াদি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা "তেন্ সম্প্রদায়" নামে প্রসিদ্ধ। আন্ধ্র দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রচিত কোন কোন গ্রন্থ দুই সহস্র বৎসর বা তদূর্দ্ধ কালের প্রাচীন। অবশ্য দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অনেক স্থলে সেই সকল গ্রন্থ যে ভাষাগ্রন্থগুলির মূলীভূত—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক মৌলিক ভাষাগ্রন্থও বর্ত্তমান। আমরা দক্ষিণাপথের যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে তদ্দেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

পুলস্ত্য
তেরয্যর
প্যুহমুনি
ভোগর
পুলিপ্পাণি
বৈথরিমুহ্
শিরট্টনমুহ্
তিরুবান্ হুরু
জেবিমুহ্
পেব্বাংতোম্মুহ্
তেকাটুমুহ্
আলত্তুরুনম্বি
উগ্রাদিত্যাচার্য্য
মঙ্গরাজ
অভিনব চন্দ্র
পূজ্যপাদ
হস্তচারি
বিশাল
বিভগুক
বৈদর্ভনর
বাগ্বলি
মৃগশর্ম্ম
সুরেন্দ্র
দেবেন্দ্র মুনি
নংজরাজ
নৃসিংহভট্ট
বল্লভেন্দ্র
বসবরাজ
বিজ্ঞানেশ্বর
গঙ্গাধর
মন্থান ভৈরব
মঙ্গরগিরি শূরী
শ্রীনাথ পণ্ডিত
ত্রিমল্ল ভট্ট
শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত
শ্রীকণ্ঠ শিব পণ্ডিত
নাগনাথ।

গ্রন্থ

কার্য্যণম
অভিধান রত্নমালা
দ্রব্যগুণ রত্নাবলি
দ্রব্যগুণ কল্পবল্লী
আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি
পদার্থ চন্দ্রিকা
দ্রব্যগুণ চতুঃশ্লোকী
শ্রীকণ্ঠ নিদান
নিদান প্রদীপ
নাড়ীজ্ঞান বিনির্ণয়
ষড়বিধ নাড়ী তত্ত্ব
নাড়ী নক্ষত্র মালা
নাড়ী জ্ঞান
ভেষজ সর্ব্বস্ব
ধন্বন্তরি বিলাস
যোগ শতক
সন্নিপাত চন্দ্রিকা
রাজমৃগাঙ্ক
প্রশ্নোত্তর রত্নমালা
ধন্বন্তরি সারনিধি
বীরভট্টীয়
গদ সঞ্জীবনী
উমামহেশ্বর সংবাদ
চিন্তামণি
বসবরাজীয়
হিতোপদেশ
যোগরত্নাবলি
যোগতরঙ্গিণী
বৃহৎ যোগতরঙ্গিণী
পর্বতীত সংহিতা
রস প্রদীপিকা (আং) *
শিবতত্ত্ব রত্নাকর
আনন্দ কন্দ
রুগ্-হৃদয়
রুগ-বিলাস
রুগ্-হৃদয় সার
আয়ুর্ব্বেদ সূত্র
ভেষজ-কল্প (আং)
নবনাথ সিদ্ধ দীপিকা (আং)
আন্ধ্র বৈদ্য চিন্তামণি (আং)
শতশ্লোকী (আং)
আয়ুর্ব্বেদার্থ সংগ্রহ (আং)
ধন্বন্তরি বিজয় (আং)
ভিষগ্বরাঞ্জন (আং)

* "আং" চিহ্নিত পুস্তকগুলি আন্ধ্র ভাষায় রচিত।

বৃষরাজীয় (আং)
দূতাধ্যায় (আং)
মদন কামরত্ন (আং)
বালগ্রহ চিকিৎসা
সর্ব্বরোগ চিকিৎসা রত্ন
চিকিৎসা নূল্ (?)
নাগ ভট চিন্তামণি
বৈদ্যসার সংগ্রহ
চিকিৎসা সার
খগেন্দ্রমণি দর্পণ (আং)
সাহিত্য বৈদ্যবিদ্যা জলনিধি
ভিষগ্বর তিলক
কবিজনৈক মিত্র
পূজ্য পাদীয়
কল্যাণকারক
সহস্র যোগ
হরমেখলা
আরোগ্য কল্পদ্রুম

আন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত আরও কতকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিকিৎসা গ্রন্থের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত দ্রাবিড় ভাষায় রচিত।

অগস্ত্যর পেরুন্দিরট্টু
অগস্ত্যর ভস্মমুরৈ
অগস্ত্যর আয়ুর্ব্বেদ ভাষ্যম্
অগস্ত্যর নাড়িনূল
অগস্ত্যর আয়িরত্তিরেনূর
অগস্ত্যর তোলকাপ্যং
অগস্ত্যর্ পরিপূর্ণং
পুলিপ্পাণি ঐনূর্
ভোগর এন্নূর্
উহমুনি আয়িরং
রোমঋষি ঐনূরু
সরক্কুবৈপ্প
রামদেবন পেরিনূল
গোবক্কর বৈদ্যং
মৎস্যমুনি এন্নূর
করুবুবার তিরট্টু
তেরয্যর্ করাণীল মুন্নূর
অগস্ত্যর পিল্লৈতমিল্
শিবজালং
ধন্যুগ জালং
কোংকণর্ নিদানং

সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার—দক্ষিণাপথ হইতে সিংহল দ্বীপে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আনন্দকন্দ নামক গ্রন্থ প্রণেতা মন্থানভৈরব সিদ্ধ সিংহলদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। সারার্থসংগ্রহ, ভেষজমঞ্জুষা, সারসংক্ষেপক, ভেষজকল্প, যোগশতক, সারস্বত নিঘণ্ট, সিদ্ধৌষধ নিঘণ্ট এবং যোগরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ সিংহলে এখনও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যোগরত্নাকর ছয় শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে ময়ূরপাদ ভিক্ষু নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।*

আমরা বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এস্থলে লিখিত হইল। বর্ত্তমান কালের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। লিখিত গ্রন্থ সকল ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে বহু গ্রন্থরত্ন অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের উদ্ধার কল্পে সমগ্র ভারতব্যাপী যথোচিত প্রযত্ন হয় নাই। যাহাতে দেশের সমস্ত চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণের যত্নে ভারতব্যাপী বিশিষ্ট প্রযত্ন হয় তাহার আয়োজন সম্প্রতি হইতেছে। এইরূপ চেষ্টার ফলে আয়ুর্ব্বেদের যে বিশেষ অঙ্গপুষ্টি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক "নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন" নামে যে মহাসভা স্থাপিত হইয়াছে, প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের কোন একটী নগরে সেই মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সেই অধিবেশনের সহিত যে প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু নূতন গ্রন্থ দেখান হয়। সম্মেলনের স্থায়িসমিতি দ্বারা প্রচারিত বিবরণীতে সেই সকল গ্রন্থের পরিচয় লিখিত হইয়া থাকে।

* দক্ষিণাপথ ও সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈদ্যরত্ন গোপালাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম চিত্র—

নরকঙ্কাল (সম্মুখ হইতে দৃষ্ট)।

আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা।
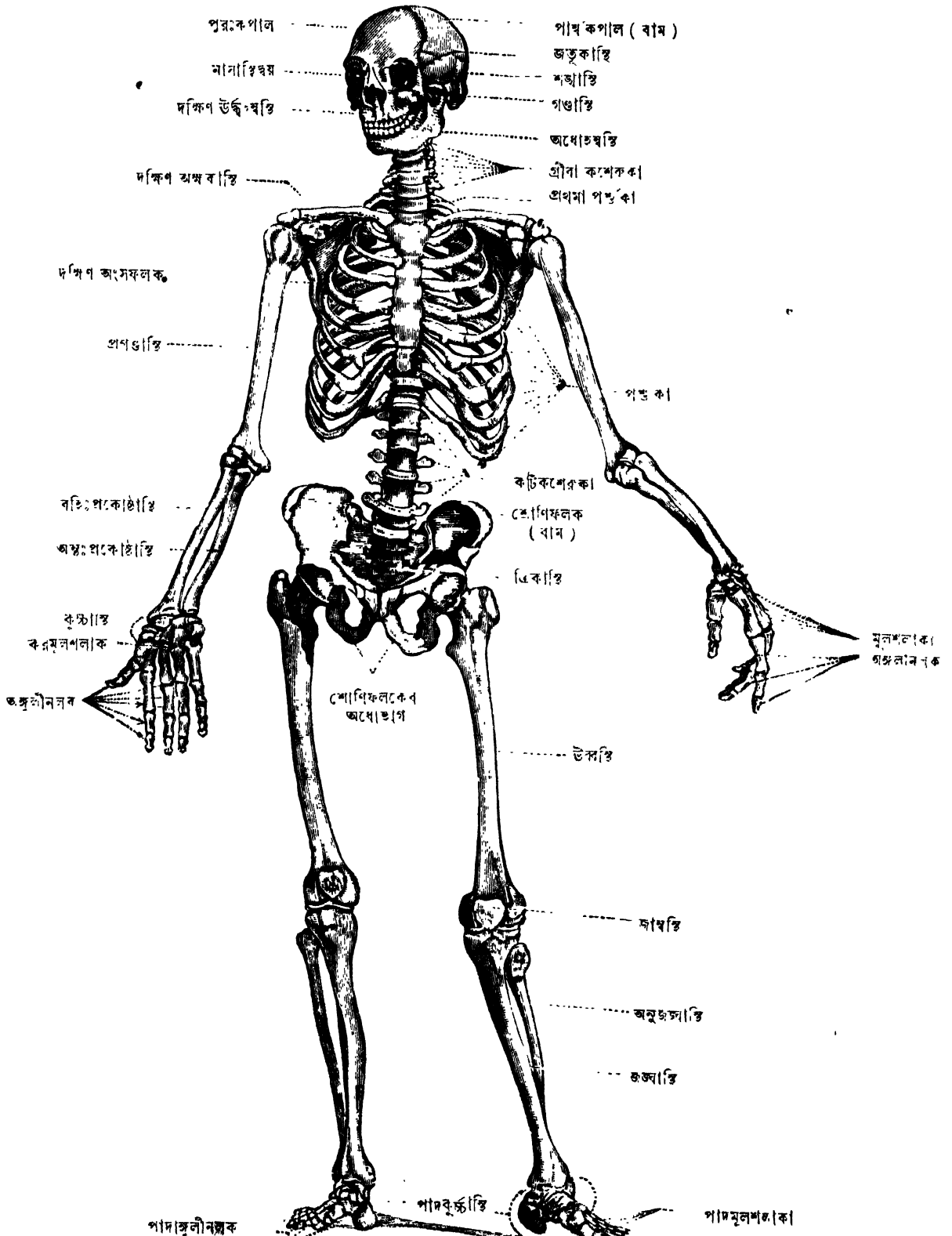
পূর্ব্ব-খণ্ড।

[১] শারীর বিদ্যা।

(ক) শারীর পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়।

শারীর উপক্রমণিকা ও শারীর পরিভাষা

শারীর ও মানস উভয়বিধ রোগ প্রধানতঃ শরীরকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয় এবং উভয়বিধ রোগে শরীরই চিকিৎসার প্রধান ক্ষেত্র। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে শরীরের উপাদান, গঠন প্রণালী, শরীরস্থ বিবিধ যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি এবং ক্রিয়াদির বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। একটী ঘড়ী মেরামত করিতে হইলে যেমন ঘড়ি কি উপায়ে চলে, উহাতে কিরূপ কতগুলি চাকা আছে, কোন্ চাকা কাহার সহিত সংলগ্ন, কোন্ চাকা কিরূপে কোন্ দিকে কার্য্য করে, কি কারণে ঘড়ি দ্রুতভাবে বা মন্দভাবে চলে— ইত্যাদি সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ শরীরের চিকিৎসা করিতে হইলে শরীরের গঠন ও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ঘড়ির সমস্ত সূক্ষ্ম অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে যেমন তাহার যেখানে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং বুঝিয়া আবশ্যক মত তাহার মেরামত করিতে পারা যায়, সেইরূপ শরীরের সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অসুস্থ শরীরে কোথায় কি বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারা যায়।

প্রাণিমাত্রেরই প্রাণ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। শরীর ও শারীরিক যন্ত্রাদির সহিত প্রাণের আধার-আধেয় সম্বন্ধ। উহাদের উৎকর্ষ, স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং অপকর্ষ বা ক্রিয়াবৈষম্য যথাক্রমে দীর্ঘ আয়ু, মধ্যম আয়ু এবং অল্প আয়ুর কারণ হইয়া থাকে। চরক-সংহিতায় কথিত হইয়াছে:—"শরীরবিচয় অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শরীরের হিতের জন্য চিকিৎসকের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য—ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গ। কারণ, শারীর-তত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে শরীরের কিসে হিত হয়, সে বিষয়ে

জ্ঞান জন্মে। এই জন্য পণ্ডিতগণ শারীর-বিজ্ঞানের প্রশংসা 'করিয়া থাকেন" *। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দীর্ঘায়ু লাভের উপায় জানিতে হইলে শারীর-তত্ত্ব শিক্ষা করা অতীব আবশ্যক।

শারীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দুই প্রকার- ।, বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান ও আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান। যে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশেষতঃ চক্ষুঃ দ্বারা (কোন কোন স্থলে অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে) জীবিত এবং মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান বা বাহ্য জ্ঞান বলে। আর দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষিগণ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা যে শারীর তত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেন, তাহাকে আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান বা আভ্যন্তর জ্ঞান বলে। কেবল যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণই আভ্যন্তর জ্ঞান লাভের অধিকারী। অতএব আমরা বাহ্যজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই শারীরতত্ত্বের বর্ণনা করিব।

কিরূপে মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া শারীর তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে সুশ্রুতসংহিতায় নিম্নলিখিত উপদেশ আছে :—

"সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অর্থাৎ যাহা অঙ্গহীন নহে, যাহা বিষের দ্বারা মৃত নহে, যাহা দীর্ঘকাল ব্যাধিপীড়িত নহে, এবং যাহার একশত বৎসর বয়স (অর্থাৎ বিশেষ বার্দ্ধক্য) হয় নাই, এইরূপ মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া অন্ত্র ও পুরীষ নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিবে। পরে উহা মুঞ্জ তৃণ, বল্কল, কুশ বা শণের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পঞ্জরের (বড় খাঁচার) মধ্যে রাখিয়া অপ্রকাশ্য স্থানে স্রোতোহীন নদীর জলে পচাইবে। সাত দিন পরে উত্তমরূপে পচিলে সেই দেহ উদ্ধৃত করিয়া বেণার মূল, চুল, বাঁশ বা গাছের ছালের কুঁচি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে এবং চর্ম্মাদি সমস্ত বাহ্য বা আভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ চক্ষু দ্বারা উত্তম রূপে দেখিবে" †।

শরীরের ছয়টী অঙ্গ প্রধান বলিয়া শরীরকে ষড়ঙ্গ বলা যায়। ছয়টী অঙ্গ যথা,—দুই বাহু, দুই সক্থি (দু'খানি পা), মধ্যশরীর এবং মস্তক। দুই বাহু এবং দুই সক্থিকে আয়ুর্ব্বেদে চারিটী শাখা বলা হয়।

দুইটী বাহুদ্বারা গ্রহণধারণাদি কার্য্য এবং দুইটী সক্থি দ্বারা গমন ও শরীরের ধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মধ্যশরীরে—রক্তসঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, অন্নপরিপাক, মলমূত্র বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যকর আশয় বা যন্ত্র সমূহ অবস্থিতি করে। বৃক্ষের কাণ্ড যেমন মূল ও শাখা সমূহের আশ্রয় স্বরূপ, মধ্যশরীরও সেইরূপ চারিটী শাখা ও মস্তকের আশ্রয় স্বরূপ। মস্তকে শ্বাস গ্রহণের দ্বার নাসা, মুখ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ অবস্থিতি করে। সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ নাড়ী সকলের মূল এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্কও মস্তকের মধ্যেই অবস্থিত। জ্ঞানের অধিষ্ঠানভূমি মস্তিষ্ক মস্তকের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উহা উত্তমাঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে। ষড়ঙ্গ শরীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে বীজরূপে প্রদত্ত হইল। পরে ইহাই বিস্তৃতভাবে লিখিত হইবে।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ * যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

---

* "শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগ্‌বিদ্যেয়ম্। জ্ঞাতে হি শরীরতত্ত্বে শরীরোপকারকেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।" চরক, শারীরস্থান ৬ অধ্যায়।

† "তস্মাৎ সমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণা-দীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্‌প্রকুথিত-ঞ্চোদ্ধৃত্য দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কলকূর্চ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈ-রবঘর্ষয়ংস্ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ লক্ষয়েচ্চক্ষু-ষেতি।" সুশ্রুত শারীর স্থান, ৬ অধ্যায়। বলা বাহুল্য, এই প্রণালী বর্ত্ত-মান সময়ের উপযোগী নহে। ইদানীং পচনক্রিয়ানিবারক ঔষধাদি সংযোগে মৃত শরীর সুরক্ষিত করিয়া পরীক্ষা করা হয়। সত্য বটে শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক অংশ দেহ পচাইয়া দেখিলে সহজে দেখা যাইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নিপুণতার সহিত সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ করিয়াও সে সকল দেখা যায়।

* "শরীরং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বথা বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্ন্যেন বেদলোকসুখপ্রদম্॥"
চরক, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়।

"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞান বিবর্দ্ধনম্॥"
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়

"যে চিকিৎসক সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সমগ্র শরীরের তত্ত্বসমূহ অবগত আছেন, তিনিই সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ বুঝিতে সক্ষম।" (চরক)

"শাস্ত্রলিখিত শারীরতত্ত্ব পাঠ করিয়া এবং স্বচক্ষে সমগ্র শরীরতত্ত্ব দর্শন করিয়া শারীরবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবে। প্রত্যক্ষ দর্শন এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সন্দেহ দূর করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। চক্ষুঃ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখা এবং শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অবগত হওয়া—এই উভয়ের সমন্বয় ঘটিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে।" (সুশ্রুত)

শারীর পরিভাষা।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই শারীর পরিভাষা অর্থাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং শরীরের উপাদান সমূহের শাস্ত্রীয় নাম অবগত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্তসংস্কার থাকায় নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই শারীরপরিভাষা লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শরীরের প্রধান অঙ্গ ছয়টী। এক্ষণে উহাদের অবয়ব সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। বাহুর সহিত মধ্যশরীরের সন্ধির নিম্নভাগকে **কক্ষ** (বগল) এবং ঊর্দ্ধভাগকে **অংস** বা ভুজশিরঃ বলে। অংস হইতে কনুই পর্য্যন্ত স্থানকে **প্রগণ্ড** (উপরের হাত) বলে। বাহুর মধ্যসন্ধিকে **কফোণি** বলে। কফোণির পশ্চাদ্‌ভাগ চলিত কথায় কনুই নামে প্রসিদ্ধ। কফোণি হইতে মণিবন্ধ বা কর-সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে **প্রকোষ্ঠ** (নীচের হাত) বলে। প্রকোষ্ঠ ও করের সন্ধিস্থলকে **মণিবন্ধ** বলে। মণিবন্ধ হইতে করাঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অংশ **কর** বা পাণি নামে খ্যাত। করের রেখাঙ্কিত ভাগকে **করতল** এবং বিপরীত ভাগকে **করপৃষ্ঠ** বলে। **অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা** ও **কনিষ্ঠা**—পাঁচটী অঙ্গুলির এই পাঁচটী নাম। **সক্থির** অর্থাৎ সমস্ত পা খানির সহিত মধ্যশরীরের যে স্থলে সংযোগ হইয়াছে উহার সম্মুখের অংশকে **বঙ্ক্ষণ** (কুঁচকি) এবং পশ্চাদ্‌ভাগকে **নিতম্ব** বা **স্ফিক্‌** (পাছা) বলে। বঙ্ক্ষণ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানকে **ঊরু** বলে। ঊরু ও জঙ্ঘার (নীচের পায়ের) মধ্যস্থ সন্ধিকে **জানু** (হাঁটু) বলে। জানু হইতে পদের সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে **জঙ্ঘা** (নীচের পা) বলে। জঙ্ঘার নিম্নভাগে দুইদিকের দুইটী অস্থিময় উন্নত প্রদেশকে **গুল্‌ফ*** (পায়ের গাঁট) বলে। গুল্‌ফ এবং পদের সন্ধিস্থানকে **পাদসন্ধি** বা **গুল্‌ফসন্ধি** বলে। ইহার নিম্নভাগকে **পদ** বা **পাদ** বলা যায়। পদের অগ্রভাগকে **প্রপদ** এবং পশ্চাদ্‌ভাগকে **পার্ষ্ণি** (গোড়ালি) বলে। পদের রেখাঙ্কিত ভাগকে পাদতল বা **পদতল** এবং তাহার বিপরীত ভাগকে **পাদপৃষ্ঠ** বলা যায়।

ললাট, দুইটী ভ্রূ, দুই শঙ্খ (রগ্‌), দুই গণ্ড (গাল), ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল (উপরের চোয়াল), অধো হনুমণ্ডল (নীচের চোয়াল), ওষ্ঠ, অধর, চিবুক (থুৎনি), তালু (মুখের অভ্যন্তর ভাগের ঊর্দ্ধাংশ), উপজিহ্বা (আলজিব), অধিজিহ্বা (গলার ভিতরে আলজিবের দুইপাশের দুইটী গ্রন্থি বা টন্‌সিল —Tonsil) ও কণ্ঠ—এইগুলি মস্তক ও গ্রীবার প্রসিদ্ধ উপাঙ্গ। চক্ষুঃ কর্ণাদির বিষয় পৃথক্‌ ভাবে বলা যাইবে।

স্তনদ্বয়, বক্ষঃ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, নাভি, বস্তিদেশ, কটি (কোমর), ও ত্রিক—এই কয়টী মধ্যশরীরের উপাঙ্গ। দুই সক্থি এবং মধ্যশরীরের সন্ধিস্থলকে **ত্রিক** (মাজা) বলে। নাভির অধোভাগকে **বস্তিদেশ** বলে।

ত্বক্‌, কলা, পেশী, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, রসায়নী, নাড়ী, রসরক্তাদি ধাতু শরীরের উপাদান স্বরূপ। শ্বাসগ্রহণ, অন্নপরিপাক প্রভৃতি কার্য্যনির্ব্বাহক অনেক গুলি যন্ত্র বা আশয় শরীরের মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং শরীরের ছিদ্র বা দ্বার নয়টী। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্‌ ভাবে লিখিত হইতেছে।

ত্বক্‌—বা চর্ম্ম (Skin—স্কিন্‌)—ইহা সর্ব্বদেহের আবরণ

* অনেকে গুল্‌ফ অর্থে গোড়ালি বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক।

স্বরূপ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সকল ও সরোম রোমকূপ সমূহের আশ্রয় স্থান। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা বহিস্ত্বক্ ও অন্তস্ত্বক্ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বহিস্ত্বক্ পাতলা ও কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি শারীরিক বর্ণের আধার স্বরূপ। এই ত্বক্ অগ্নির সংস্পর্শে ফোস্কা রূপে পরিণত হয়। অন্তস্ত্বক্ স্থূল, শরীরের রক্ষাকারক এবং শরীরলিপ্ত স্নেহাদির আকর্ষণ কারক। ইহাই স্পর্শজ্ঞানের এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সমূহের আশ্রয় স্থান।

সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ—দুগ্ধের উপর যেমন স্তরে স্তরে সর পড়ে, ত্বকেরও সেইরূপ ছয়টী বা সাতটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। তন্মধ্যে প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ত্বক্। অপর পাঁচটী বা ছয়টী ত্বক্ অন্তস্ত্বকের অন্তর্ভুক্ত।

কলা—(মেম্বেন্ (Membrane) কলা সকল সাধারণতঃ সূক্ষ্ম রেশমী-বস্ত্রের ন্যায় কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ হইয়া থাকে। ইহারা মাংস, অস্থি ও আশয় সমূহের ভিতর দিক্ ও বহির্দ্দিক আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে। স্থান ও কার্য্য ভেদে কলা সকল ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলার দৃষ্টান্ত যথা,—মাংসের উপরের আবরণ ঝিল্লী (ফেঁসো) অথবা মাছের পটকা বা পটপটীর উপাদান। উপযুক্ত স্থানে নানাবিধ কলার বিষয় বলা যাইবে।

পেশী—(Muscle—মস্‌ল্)—পেশী সকল মাংসময়, প্রায়শঃ স্থূল রজ্জুর ন্যায়, কদাচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। চলিত কথায় যাহাকে মাংস বলা হয়, তাহা পেশী বা পেশীর উপাদান মাত্র। পেশী সকল দুই প্রকার, যথা—ইচ্ছাধীন ও স্বতন্ত্র। ইচ্ছাধীন পেশীগুলি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র পেশীগুলির চালনা করিতে আমাদের ইচ্ছা আবশ্যক হয় না—উহারা স্বভাবতঃই ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। পেশী সকলের বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

কণ্ডরা—(Tendon—টেণ্ডন্) পেশী সকলের রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট শুভ্র, মসৃণ এবং দৃঢ় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা বলা যায়। ইহারা স্নায়ু দ্বারা নির্ম্মিত এবং যথেষ্ট ভার সহনে সমর্থ।

স্নায়ু—(Ligaments and Tendons †—লিগামেণ্ট এবং টেণ্ডন্)—শ্বেতবর্ণ, মসৃণ, দৃঢ় এবং শণগুচ্ছ সদৃশ। স্নায়ু শব্দ আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—(১) স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ুরজ্জু বা কণ্ডরা। (২) স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্নায়ু বা স্নায়ু-সূত্র। বহুসূত্র সংযোগে প্রস্তুত রজ্জু এবং সূক্ষ্ম সূত্রের যেরূপ প্রভেদ এই দুই অর্থের প্রভেদও সেইরূপ। স্থূল স্নায়ু প্রধানতঃ অস্থি সমূহের পরস্পর ও অস্থির সহিত পেশীর বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে এবং সূক্ষ্ম স্নায়ু কলা সমূহে, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের চওড়া পেশী সকলের শেষভাগে এবং আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তির কোন কোন প্রদেশে থাকিয়া উহাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে—

"স্নায়ু চার প্রকার যথা, প্রতানবতী (শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট), বৃত্ত বা রজ্জুর ন্যায়, পৃথু বা চওড়া এবং ছিদ্রযুক্ত। প্রতানবতী স্নায়ু চারিটী শাখায় ও সন্ধিসমূহে আছে। কণ্ডরাগুলি বৃত্ত স্নায়ু। আমাশয় ও পক্বাশয়ের শেষে এবং বস্তিতে ছিদ্রযুক্ত স্নায়ু আছে। পার্শ্ব, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও মস্তকে পৃথু বা চওড়া স্নায়ু আছে। নৌকার কাষ্ঠ ফলক সকল যেরূপ বহুবন্ধনযুক্ত ও গ্রথিত হইয়া জলে বহু ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ মনুষ্যশরীরে যতগুলি সন্ধি আছে, তাহারা বহু স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ বলিয়া মনুষ্যদেহ ভারসহ হইয়া থাকে।"*

* চরকের মতে ত্বক্ ছয়টী এবং সুশ্রুতের মতে সাতটী।

* ইংরাজি (Sinew) 'সিনিউ' শব্দ স্নায়ু শব্দ হইতেই উৎপন্ন। অর্থও অনেকটা একই রূপ। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় 'নার্ভ' বা নাড়ী অর্থে স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

† স্নায়ূশ্চতুর্বিধা বিদ্যাত্তাস্তু সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্যশ্চ শুষিরাস্তথা॥
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ।
বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ॥
আমপক্বাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু।
পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ॥
নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা॥
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
স্নায়ুভির্বহুভির্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ॥"
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়।

ধমনী—(Artery—আর্টারি)—সর্ব্বদেহব্যাপ্ত বিশুদ্ধ রক্তবাহিনী প্রণালী বা স্রোতঃ সকলকে ধমনী বলে। হৃদযন্ত্রচালিত বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে মূল ধমনী, পরে তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সমূহের ভিতর দিয়া সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয়। ধমনী সকল বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু ফুস্‌ফুস্ গামিনী ধমনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া হৃদযন্ত্র হইতে ফুস্‌ফুসে দূষিত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিরা (Vein—ভেন্)—সর্ব্বদেহব্যাপী দূষিত রক্ত বহনকারী স্রোতঃ সকলকে সিরা বলে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম আকারে দেহের সর্ব্বত্র অবস্থিতি করে এবং ক্রমশঃ পরস্পরে মিলিত হইয়া স্থূল সিরাসমূহে পরিণত হয়। সর্ব্বদেহের দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যাওয়াই ইহাদের কার্য্য। সিরা সকল দূষিত রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু চারিটী সিরা ফুসফুসদ্বয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যায়।

রসায়নী (Lymphatic—লিম্ফাটিক্)—লসীকা নামক পাতলা ও স্বচ্ছ রস বাহিনী প্রণালীকে রসায়নী বলে। রসায়নী প্রণালী সকল সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত আছে। কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও গলদেশ প্রভৃতি স্থানে রসায়নী প্রণালীগুলির মধ্যে মধ্যে কুঁচ বা নিমফলের ন্যায় রসগ্রন্থিসমূহ অবস্থিত।

নাড়ী—(Nerve—নার্ভ)—নাড়ী সকল কোমল, সূক্ষ্ম, পীতাভ এবং রন্ধ্রহীন তারের মত। স্থান ও প্রয়োজন ভেদে উহারা কোথাও সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায়, কোথাও বা সূত্র-গুচ্ছের ন্যায় আকারে অবস্থিত। মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্না কাণ্ড নামক স্থূল নাড়ীগুচ্ছ (Spinal Cord) অন্যান্য অধিকাংশ নাড়ীর মূল। কার্য্য ভেদে নাড়ী সকল দুই ভাগে বিভক্ত—কতকগুলি নাড়ী চেষ্টাশক্তি বহন করে এবং কতকগুলি নাড়ী ইন্দ্রিয় সকলের বোধ বা সংজ্ঞা বহন করে। টেলিগ্রাফের প্রধান কেন্দ্র হইতে টেলিগ্রাফের তার সকল যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে, মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না নাড়ী হইতে নাড়ী সকলও সেইরূপ শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে। টেলিগ্রাফের কেন্দ্রস্থল হইতে তার দ্বারা যেমন অন্যান্য স্থানে আদেশ পাঠান যায়, মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না নাড়ী হইতেও সেইরূপ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে কার্য্য করিবার আদেশ পাঠান হয়। আবার অন্যান্য স্থান হইতে টেলিগ্রাফের কেন্দ্র স্থলে যেমন সংবাদ দেওয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে সে সংবাদ নাড়ী পথেই মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের বোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং চেষ্টাবহা (Motor) ও সংজ্ঞাবহা (Sensory) ভেদে নাড়ী সকল দুই প্রকার। যথাস্থানে নাড়ী সকলের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলা যাইবে।

স্রোতঃ—শরীরে যে সমস্ত নল বা পথ আছে, সেই সকলের সাধারণ নাম স্রোতঃ। চরকে কথিত হইয়াছে, স্রোতঃ সকল পরিণত ধাতু সমূহ বহনকারী পথ। ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। কারণ অন্ন, মূত্র, মল, ঘর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল প্রণালীর ভিতর দিয়া বাহিত হয়, তাহাদিগকেও স্রোতঃ বলা যায়।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটীকে ধাতু বলে:—

(১) **রস**—সর্ব্বপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে সৌম্য অর্থাৎ শৈত্যগুণযুক্ত জলীয় সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস বলা যায়। "রস্" ধাতুর অর্থ—গতি। শরীরের সর্ব্বত্র অহরহঃ গমন করে বলিয়া "রস" নাম হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে রস যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া রঞ্জক পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হইলে রক্ত নামে অভিহিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে দেহীদিগের শরীরস্থ বিশুদ্ধ রস রঞ্জক পিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। *

(২) **রক্ত**—(Blood—ব্লড্)—সকল ধাতুর পোষক বলিয়া রক্ত জীবন রক্ষার প্রধান উপায় স্বরূপ। রক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরের অন্যান্য ধাতুও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

লসীকা—(Lymph—লিম্ফ)—রক্তের পাতলা স্বচ্ছ জলীয়াংশ লসীকা নামে খ্যাত। ইহা রসায়নী প্রণালী সমূহের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। লসীকা রক্ত বা রসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পৃথক্ ধাতুরূপে উহার গণনা করা হয় না।

(৩) **মাংস**—(Muscular tissue) পেশী সমূহের উপাদান স্বরূপ, কোমল, রক্তবর্ণ এবং তন্তুময়।

(৪) **মেদ**—(Fat) ঘৃতের ন্যায় ঘন শরীরের স্নেহময় ধাতু। ইহা প্রধানতঃ উদরের মধ্যস্থ ঝিল্লী বিশেষের এবং ত্বকের নিম্নে অবস্থিতি করে। মাংসের স্নেহভাগকে

---

* রঞ্জিতাস্তেজসা ত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাম্।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে॥
সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১৪ অধ্যায়।

বসা বলে। ইহা মেদের ন্যায় উপাদানবিশিষ্ট এবং মেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(৫) অস্থি—(Bone—বোন্)—শরীরের অবলম্বন স্বরূপ দৃঢ় কঠিন ধাতু, চলিত কথায় হাড়।

(৬) মজ্জা—(Bone-marroow —বোন ম্যারো) অস্থির মধ্যস্থিত ধাতুকে মজ্জা বলে। ইহা কতকটা মেদের ন্যায় উপাদানবিশিষ্ট হইলেও কার্য্য ভেদে পৃথক্ ধাতু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

(৭) শুক্র—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তরল, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ধাতু। ইহার মধ্যে গর্ভোৎপাদক জীবাণু সমূহ থাকে। গর্ভোৎপাদক পুরুষের দেহেই শুক্র আছে। কিন্তু সুশ্রুত স্ত্রীশুক্রেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

রজঃ—রস হইতে স্ত্রীলোকের রজঃ বা আর্ত্তব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের গর্ভোৎপাদক ধাতু বীজাণু বর্ত্তমান। সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি এবং পঞ্চাশ বৎসরে রজো নিবৃত্তি হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় রজঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া স্তন্যরূপে পরিণত হয়। রজঃ ও স্তন্য রস রক্ত ধাতুর অন্তর্ভুক্ত।

আশয়

আশয়—শরীরে তিনটী গুহা বা গহ্বর আছে এবং এই তিনটী গুহার মধ্যে শরীরের বিবিধ আশয় বা যন্ত্র অবস্থিত। তিনটী গুহা, যথা—শিরোগুহা, উরোগুহা এবং উদর গুহা। প্রত্যেক গুহায় অবস্থিত আশয় সকলের বিষয় পৃথক্ ভাবে বলা যাইতেছে।

শিরোগুহা—এই গুহার মধ্যে মস্তিষ্ক, অনুমস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের শীর্ষদেশ অবস্থিত।

উরোগুহা—এই গুহায় ফুস্‌ফুস্ নামক দুইটী শ্বাস গ্রহণ যন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র হৃদয় অবস্থিত।

উদরগুহা—এই গুহার মধ্যে আমাশয়, পক্বাশয়, গ্রহণী, যকৃৎ, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, বৃক্কদ্বয়, বস্তি, স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় ও দুইটী বীজকোষ আছে।

আমাশয়—(Stomach—ষ্টম্যাক্)—আমাশয়ের আকার ক্ষুদ্র দৃতির (ভিস্তির বা মশকের) ন্যায়। ইহা সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের আধার।

পক্বাশয়—(Intestines) ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে মোটের উপর পক্বাশয় বলে। আমাশয়ে আম বা কাঁচা অন্নাদি থাকে, তথায় উহার অল্প পাক হইলেও প্রধানতঃ অন্ত্র মধ্যে আসিয়াই পাক বা পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য আমাশয় ও পক্বাশয় এই দুইটী সংজ্ঞা হইয়াছে।

গ্রহণী—(Dueodenum —ডিওডিনম্) আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানকে গ্রহণী বলে। গ্রহণীশব্দ অনেকস্থলে আমাশয় ও পক্বাশয়ের ভিতরের আবরণ ঝিল্লী বা কলা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃৎ—(Liver —লিভার)—উদরের উপরি ভাগের দক্ষিণ দিকে পঞ্জরের মধ্যে যকৃৎ অবস্থিত। ইহা পাচক ও রঞ্জক পিত্তের উৎপত্তি স্থান। পিত্তকোষ—(Gall-Bladder—গলব্লাডার্) নামক একটী থলী যকৃতে সংলগ্ন আছে।

প্লীহা—(Spleen—স্প্লীন)—রঞ্জক পিত্তের অন্যতম উৎপত্তি স্থান। প্লীহা উদরের উপরি ভাগে বামদিকে পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

অগ্ন্যাশয়—(Pancreas—প্যাংক্রিয়াস)*—আমাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। সর্ব্বপ্রকার অন্ন পরিপাকে সমর্থ প্রধান আগ্নেয় রস ইহা হইতেই পরিস্রুত হয়। ইহার দক্ষিণপ্রান্ত বিস্তৃত এবং বামপ্রান্ত ক্রমে সরু।

বৃক্ক—(Kidney —কিড্‌নি) —কটিদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে শিমের বীজের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট দুইটী বৃক্ক আছে। বৃক্কদ্বয় রক্ত হইতে মূত্র নিষ্কাশন করে।

বস্তি—(Bladder—ব্লাডার)—ইহা নাভির অধোভাগে মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বৃক্ক দ্বারা উৎপন্ন মূত্রের আধার স্বরূপ। পেন কলমের ন্যায় দুইটী সূক্ষ্ম নল দ্বারা মূত্র বৃক্ক হইতে বস্তিতে নীত হয়। উহাদিগকে গবীনী বা মূত্রস্রোতঃ (Ureters—ইউরিটার্স) বলে।

গর্ভাশয়—(Uterus—ইউটরস্)—স্ত্রীলোকদিগের যোনির ঊর্দ্ধমুখের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র কলসের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। গর্ভাবস্থায় গর্ভের বৃদ্ধির সহিত গর্ভাশয়ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং প্রসবান্তে পুনরায় ছোট হইয়া যায়।

* "অগ্ন্যাশয়"—সংজ্ঞাটী গ্রন্থকার কৃত। অনেকে ইহাকে "ক্লোম" বলেন, কিন্তু সে মত যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার কারণ যথাস্থানে বলা হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অস্থি পরিচয়।

অস্থি ও অস্থির কার্য্য। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমে অস্থির বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক—কেননা অস্থি সমূহকে অবলম্বন করিয়াই শরীর অবস্থিত আছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে "বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, দেহীদিগের দেহও সেইরূপ অস্থিসারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই জন্য দেহীদিগের ত্বক্ মাংস প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হইলেও সার স্বরূপ অস্থি সকল সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"*

অপিচ, অস্থি সকল মনুষ্যকে যথোচিত আকার বিশিষ্ট করে। অস্থি না থাকিলে মনুষ্যের আকার এরূপ হইত না, একটা কদাকার মাংসপিণ্ড হইয়া ভূমিতে গড়াইয়া বেড়াইত। শরীরাভ্যন্তরস্থ সুকোমল যন্ত্রগুলিও অস্থিময় আবরণে রক্ষিত হয়। যথা, মস্তকের অস্থি সকল শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ মস্তিষ্ককে এবং বক্ষঃস্থলের অস্থি সকল হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রকে রক্ষা করে। সুতরাং শরীরের প্রধান যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা অস্থির অন্যতম কার্য্য। তদ্ভিন্ন অস্থি সংযুক্ত হইয়াই পেশী সমূহ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের নানাপ্রকার গতি উৎপন্ন করে।

অস্থির উপাদান। অস্থি দুই প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত—পার্থিব ও জান্তব। পার্থিব উপাদানের প্রায় সমস্ত অংশই চূণ। জান্তব উপাদানের অধিকাংশ শঙ্খের ন্যায় সূক্ষ্ম তন্তু বা স্নায়ু। স্নায়ু নির্ম্মিত কাটামোর মধ্যে পার্থিব উপাদান সংহত হইয়া অস্থি সমূহ গঠিত হয়

উপাদানের দ্বিবিধ সংযোগ। অস্থির উপাদানের সংযোগ দুই প্রকার যথা ঘন সংযোগ এবং সচ্ছিদ্র (ফোঁপরা) সংযোগ*। সমস্ত অস্থির বিশেষতঃ নলকাস্থির কাণ্ডের বহির্ভাগে ঘন সংযোগ দেখা যায়। ক্ষুদ্র অস্থি সমূহের ও কপালাস্থির অভ্যন্তর ভাগে এবং নলকাস্থির প্রান্তভাগে সচ্ছিদ্র সংযোগ দৃষ্ট হয়।

বয়স ভেদে উপাদানের তারতম্য। বয়স ভেদে অস্থির উপাদানের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। কম বয়সে অস্থিতে জান্তব উপাদান অধিক থাকে। জান্তব উপাদান কোমল এবং সহজে ভাঙ্গে না। এইজন্য বাল্যকালে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় না, নত হইয়া যায়। ভাঙ্গিলেও কাঁচা গাছের ডালের মত অংশতঃ ভাঙ্গে এবং সহজেই জোড়া লাগে। বয়স যত অধিক হয়, অস্থির জান্তব উপাদান ততই কমিয়া যায় এবং পার্থিব উপাদান বাড়িতে থাকে। ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে পার্থিব উপাদান অত্যন্ত অধিক এবং জান্তব উপাদান অত্যন্ত কম হইয়া যায়। পার্থিব উপাদান কঠিন, কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ। এইজন্য বৃদ্ধ বয়সে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভাঙ্গিলে শীঘ্র জোড়া লাগে না।

পরে যে তরুণাস্থির বিষয় কথিত হইবে, তাহাতে জান্তব উপাদানই অধিক থাকে। ভ্রূণশরীরে অস্থিসমূহ প্রথমে তরুণাস্থিরূপে উৎপন্ন হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত পার্থিব উপাদানের সঞ্চয়ে উহা ক্রমে কঠিন অস্থিতে পরিণত হয়।

অস্থির আবরণ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে অস্থির আবরণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে আবরণ অস্থির বহির্ভাগ আবৃত করিয়া থাকে, তাহাকে **অস্থিধরা কলা**†

* "অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্‌মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥"
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়।

* ঘন সংযোগ—Compact tissue—(কমপ্যাক্ট টিসু)। সচ্ছিদ্র সংযোগ—Cancellous tissue—(ক্যানসেলাস্ টিসু)।

† অস্থিধরা কলা—Periosteum—(পেরিয়স্টিয়ম্)।

বলা যায়। ইহা অস্থির জীবন স্বরূপ; কারণ, এই ঝিল্লী বা পর্দ্দা আহত হইলে সেই অস্থি বা অস্থির সেই অংশ নষ্ট হইয়া যায়। আর অস্থির যে আবরণ অস্থির ভিতরে মধ্যবর্ত্তী ছিদ্রপথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে তাহাকে আভ্যন্তর আবরণ বলা যায়। অস্থির ছিদ্রমধ্যে মজ্জা থাকে বলিয়া উক্ত আবরণের নাম **মজ্জধরা কলা**।

অস্থির মধ্যে যে মজ্জা থাকে তাহা দুই প্রকার—এক প্রকার রক্তবর্ণ, অন্য প্রকার পীতবর্ণ। দীর্ঘ অস্থিসমূহের নলকাংশের মধ্যে পীতবর্ণ মজ্জা থাকে। দীর্ঘ অস্থির উভয় প্রান্তে, ক্ষুদ্র অস্থির ভিতরে এবং অন্যান্য অস্থির স্পঞ্জের ন্যায় বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট অংশে রক্তবর্ণ মজ্জা থাকে।

অস্থির প্রকার ভেদ। শরীরের যেখানে যেরূপ আবশ্যক, অস্থি সকল সেইস্থানে সেইরূপ আকারে অবস্থিত। সুশ্রুত মতে—আকার ভেদে অস্থি সকল পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা—কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় এবং নলক। কপালের (খাপরার) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া মস্তকের অস্থিগুলিকে **কপালাস্থি** বলে। রুচক অর্থাৎ চিরুণীর দাঁতের ন্যায় বলিয়া দন্তগুলিকে **রুচকাস্থি** বলে। অস্থির তরুণ অবস্থার ন্যায় (ভ্রূণশরীরে যেরূপ থাকে সেইরূপ) আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি স্থানের কোমল অস্থিকে **তরুণাস্থি** বলে। বলয় অর্থাৎ প্রায় বালার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের অস্থিকে **বলয়াস্থি** বলে। নলের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বাহু, সক্থি ও অঙ্গুলির অস্থিগুলিকে **নলকাস্থি** বলে।

এই সকল অস্থি ব্যতীত এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র অস্থি আছে যে গুলিকে এই পাঁচ প্রকার অস্থির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইহাদিগকে **বিষমাস্থি** বলিতে পারা যায় *। হস্ত, পদাদির সন্ধিস্থলে এইরূপ কয়েকটী অস্থি আছে।

অস্থির সংখ্যা—চরক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বেদবাদীদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিনশত ষাট। সুশ্রুত, ভেল প্রভৃতি শল্যতান্ত্রিকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিন শত। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা দুই শত বা দুই শত ছয়।

অস্থিসংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পরের মত এইরূপ ভিন্ন বা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকল মতই সমীচীন; কেন না এইরূপ মতভেদ দুইটী কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম কারণ—গণনার প্রকার ভেদ। তরুণ অস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে চরকাদির মতে অস্থি বলিয়া গণনা করা হয়। সুশ্রুতাদি শল্যতান্ত্রিকগণ তরুণ অস্থি এবং দন্ত সকলকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু নখের গণনা করেন না। পাশ্চাত্যগণ তরুণাস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন না।

দ্বিতীয় কারণ—পৃথক্ বয়সে অস্থি গণনা। এই জন্যও অনেকটা মতভেদ ঘটে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ যৌবনের আরম্ভে অস্থির গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্যগণ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তির শরীরের অস্থি গণনা করিয়া থাকেন। বাল্যকালে বা যৌবনের আরম্ভে কতকগুলি অস্থির অবয়ব পৃথক্ থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সেইগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এক একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। এই জন্যও সংখ্যার পার্থক্য ঘটে।

আমরা প্রৌঢ় শরীরে প্রত্যক্ষদৃষ্ট অস্থির সংখ্যা ধরিয়া অস্থির বর্ণনা করিব। তরুণাস্থি, দন্ত ও নখের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হইবে না, কারণ তরুণাস্থি সমূহের সংখ্যা কণ্ঠনালী (শ্বাসপথ) প্রভৃতি অনেক স্থানে অনিশ্চিত এবং উৎপত্তিক্রম ধরিয়া বিচার করিলে নখ ও দন্ত সকল ত্বকেরই কঠিন পরিণতি মাত্র।

অস্থি গণনা।

শাখাস্থি—প্রত্যেক পদের এক এক অঙ্গুলিতে তিন তিন খানি এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে দুইখানি—এইরূপে পদাঙ্গুলি সমূহে মোট চৌদ্দখানি এবং পাঁচটী পদাঙ্গুলির মূলে পাঁচখানি অস্থি আছে। পদের পশ্চাদ্ ভাগে অর্থাৎ জঙ্ঘা ও পদের সন্ধির নিম্নে সাতখানি ছোট ২ অস্থি আছে। জঙ্ঘায় দুই খানি, উরুতে একখানি এবং উরু ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে জানুতে একখানি অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক

* নলকাস্থি—Long bones (লং বোন্‌স্)। কপালাস্থি—Flat bones (ফ্লাট বোন্‌স্)। তরুণাস্থি—Cartilage (কার্টিলেজ)। বিষমাস্থি – Irregular bones—(ইরেগুলার বোন্‌স্)।

সক্থিতে ত্রিশ খানি করিয়া দুই সক্থিতে মোট ষাট খানি অস্থি আছে।

পদাঙ্গুলির ন্যায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহে চৌদ্দ খানি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির মূলে একখানি করিয়া পাঁচখানি শলাকা অস্থি আছে। উহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ মণিবন্ধসন্ধির নিম্নে ক্ষুদ্রাকার আট খানি, এবং প্রকোষ্ঠে (নীচে হাতে) দুই খানি ও প্রগণ্ডে (উপর হাতে) একখানি দীর্ঘাকার অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক বাহুতে ত্রিশ খানি করিয়া দুই বাহুতেও মোট ষাট খানি অস্থি আছে।

মধ্যশরীরের অস্থি—কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) চব্বিশ খানি অস্থি আছে এবং তাহার নিম্নে অর্থাৎ কটীর পশ্চাদ্ ভাগে এক খানি বৃহত্তর অস্থি আছে। এই বৃহত্তর অস্থির নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে; সুতরাং পৃষ্ঠবংশের অস্থির সংখ্যা মোট ছাব্বিশ খানি।

কটীর সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ—দুই দিক জুড়িয়া দুই খানি বৃহৎ কপালাস্থি আছে।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে একখানি, কণ্ঠের দুই দিকে দুই খানি, স্কন্ধের পশ্চাদ্ ভাগে পৃষ্ঠের উপর দুই দিকে দুই খানি এবং পার্শ্বদেশে (পাঁজরায়, প্রত্যেক দিকে বার খানি করিয়া দুই দিকে চব্বিশ খানি অস্থি আছে। এইরূপে মধ্য শরীরে আটান্ন খানি অস্থি গণনা করা যায়।

মস্তকের অস্থি—নীচের চোয়ালে একখানি, উপরের চোয়ালে দুইখানি, দুইগণ্ডে দুইখানি, তালুতে দুইখানি, দুই নাসিকায় দুইখানি, নাসিকাদ্বয়ের মধ্যস্থলে একখানি, দুই নাসিকার ভিতরে দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই চক্ষুর দুই পার্শ্বে দুইখানি—এইরূপে চোদ্দখানি অস্থি মস্তকের নিম্নভাগ বা মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করে। মস্তকের উপরিভাগে সম্মুখে একখানি, পশ্চাতে একখানি, দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই শঙ্খদেশে (রগে) দুইখানি এইরূপ ৪ খানি কপালাস্থি এবং নাসিকাদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে একখানি এবং এই সব অস্থিগুলির মধ্যস্থলে গলার ছাদ জুড়িয়া একখানি অস্থি আছে। এইরূপে মস্তকের অস্থির সংখ্যা দ্বাদশখানি।

এতদ্ভিন্ন কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে প্রত্যেক কর্ণে তিনখানি করিয়া দুই কর্ণে ছয়খানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই ছয়খানি অস্থি গণনা করিলে মস্তকের অস্থির সংখ্যা আটাশখানি হয়। সুতরাং এই হিসাবে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত ছয়খানি। কর্ণমধ্যস্থ ছয়খানি অস্থি গণনা না করিলে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনেকের হস্তপদাদির কণ্ডরার শেষভাগে ছোলার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দেখা যায়। কিন্তু এই সকল অস্থির অস্তিত্ব অনিশ্চিত বলিয়া উহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় না।

তরুণাস্থি—(Cartilage কার্টিলেজ)—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে তরুণ অস্থির সংখ্যা অস্থিগণনার মধ্যে ধরা হইবে না। দিগ্‌দর্শনের জন্য সংক্ষেপে তরুণ অস্থির বিষয় কথিত হইতেছে। হস্ত দ্বারা কর্ণপালি বা নাসিকার অগ্রভাগ টিপিলে ভিতরে যে একটা নাতিকঠিন পদার্থ অনুভব করা যায়, উহাই তরুণাস্থি। পৃষ্ঠবংশের অস্থিগুলির সংযোগ স্থলে, সকল সন্ধি সমূহের ভিতরে, পর্শুকাগুলির সম্মুখ ভাগে, নাসিকার দুই পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে, কর্ণপালিতে, শ্বাসনলীতে এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহে তরুণাস্থি দেখা যায়। চলিত কথায় তরুণাস্থিকে কুচ্‌কুচে হাড় বলে। তরুণাস্থিতে স্নায়ুভাগ অধিক এবং চূণের ভাগ অল্প থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অনেক তরুণাস্থি চূণের ভাগ অধিক হওয়ায় কঠিন হইয়া যায়।

অস্থিপোষণ—প্রত্যেক অস্থির বাহ্যভাগে একটী বা একাধিক ছিদ্র দেখা যায়। ধমনী সকল ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়া অস্থির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বহু সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া অস্থির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রদেশে বিস্তৃত হয়। এই সকল ধমনী দ্বারা বিশুদ্ধ রক্ত আসিয়া সমগ্র অস্থির পোষণ করে। শিরা সকলও সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত থাকিয়া অস্থির ভিতরে বিস্তৃত থাকে এবং ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলতর শিরারূপে অস্থির ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। এই সকল শিরা দ্বারা অবিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়। ধমনীর রক্ত কোথা হইতে আসে এবং শিরার রক্ত কোথায় যায়—তাহা পরে বলা যাইবে।

অস্থি বর্ণনা।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির আকৃতি, সন্ধি, কার্য্য এবং পেশীর সহিত সংযোগ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। অথচ এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনা সাধারণ পাঠক এবং কায়-চিকিৎসকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে না। এইজন্য আমরা এস্থলে সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন অস্থির বিষয় বর্ণনা করিব। প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়া প্রথমে পায়ের দিক হইতেই অস্থির বর্ণনা করা যাইতেছে।

বর্ণনা বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

একটি নরকঙ্কাল দুইটি হাত চিৎ করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে—ধরিয়া লইতে হইবে। উক্ত কঙ্কালের নাসিকাগ্র হইতে নাভির অনুক্রমে নীচে উপরে বিস্তৃত একটী সরল রেখা টানিলে, সেই রেখা মধ্যরেখা নামে অভিহিত হয়। শরীরের যে অংশ এই মধ্যরেখার সমীপবর্ত্তী তাহা অন্তঃসীমা এবং যে অংশ দূরবর্ত্তী তাহা বহিঃসীমা বলিয়া কথিত হইবে। ঊর্দ্ধভাগ বলিলে পদ হইতে মস্তকের দিকে এবং অধোভাগ বলিলে মস্তক হইতে পদের দিকে বুঝিতে হইবে। সম্মুখভাগ বলিলে বর্ণিত নরকঙ্কালের সম্মুখ ভাগ (যেমন করের সম্মুখ ভাগ বলিলে রেখাঙ্কিত ভাগ) ও পশ্চাদ্ভাগ বলিলে তাহার বিপরীত ভাগ বুঝাইবে।

শাখাস্থি।

পাদাঙ্গুলির অস্থি।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিনখানি করিয়া এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে দুই খানি করিয়া অস্থি আছে। এই সকল অস্থিকে অঙ্গুলি-নলক* বলা যায়। অঙ্গুলিনলক সকল স্থানভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা অগ্রিম, মধ্যম এবং পশ্চিম শ্রেণী। অগ্রিম শ্রেণী অর্থাৎ সম্মুখভাগে নখসংযুক্ত যে সকল অস্থি আছে উহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উহাদের অগ্রভাগ নখধারণের জন্য আয়ত। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগ মধ্যম

* ইং—Phalanges—ফ্যালাঞ্জেস্।

[দ্বিতীয় চিত্র] †

পাদাস্থি।
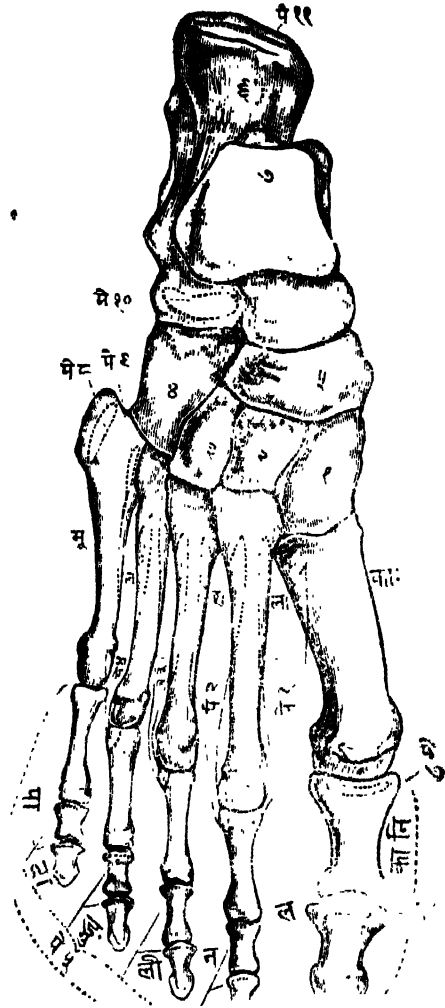
নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেখার মধ্যে অঙ্গুলি নলক, তদুপরি মুলশলাকা, এবং তদুপরি সাতখানি কূর্চ্চাস্থি দ্রষ্টব্য। কূর্চ্চাস্থি যথা;—

(১) ১—অন্তঃ কোণক। (২) ২—মধ্য কোণক। (৩) ৩—বহিঃ কোণক। (৪) ৪—যান। (৫) ৫—নৌনিভ। (৬) ৬—পার্ষ্ণি। (৭) ৭—কূর্চ্চ শির।

"পে" (পে) চিহ্নিত স্থান পেশীর নিবেশ স্থল বুঝিতে হইবে।

† মদীয় প্রত্যক্ষ-শারীর নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। এইজন্য চিত্রের কোন কোন স্থানে সংস্কৃত সংখ্যা বা বর্ণ দেখা যাইবে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রত্যেক সংস্কৃত সংখ্যার ও বর্ণের পার্শ্বে বাঙ্গালা সংখ্যা ও বর্ণ লিখিয়া চিত্রের পরিচয় দেওয়া হইল।

শ্রেণীর অস্থির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে মধ্যম শ্রেণীর অস্থি না থাকায় উহার অগ্রিম অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ। মধ্যম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগ অগ্রিম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ। এইরূপ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির সম্মুখভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগ মূলশলাকাগুলির সহিত সম্বদ্ধ।

পাদাঙ্গুলিনলকের পশ্চাতে পাঁচ খানি **মূল-শলাকা** * নামক নলকাস্থি আছে। ইহারা যথাক্রমে পাদাঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা, তর্জ্জনীমূলশলাকা, মধ্যমামূলশলাকা, অনামিকামূলশলাকা ও কনিষ্ঠামূলশলাকা নামে অভিহিত।

তন্মধ্যে তর্জ্জনীমূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং অঙ্গুষ্ঠ-মূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও হ্রস্ব। ইহাদের সম্মুখ ভাগ পশ্চিম অঙ্গুলি নলকের সহিত সংহিত। মূলশলাকা গুলির পশ্চাতে সাত খানি বিষমাকার **কূর্চ্চাস্থি** ‡ আছে। সেই অস্থিগুলি পদের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করে এবং কূর্চ্চাস্থি নামে অভিহিত। সাতখানি কূর্চ্চাস্থির নাম যথা, **কূর্চ্চ-শির, পার্ষ্ণি, নৌনিভ, ঘন, বহিঃকোণক, মধ্যকোণক ও অন্তঃকোণক**। ইহাদের মধ্যে শেষের চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগের সহিত মূলশলাকাগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ সংহিত হইয়া থাকে।

কূর্চ্চশির—নামক অস্থি সমস্ত কূর্চ্চাস্থির শীর্ষদেশে অবস্থিত। ইহার গোলাকার মুণ্ড ও পার্শ্বদ্বয় জঙ্ঘার অস্থি-দ্বয়ের অধোভাগের সহিত এবং নিম্নভাগ সম্মুখদিকে নৌনিভ নামক অস্থির সহিত ও পশ্চাদ্‌ভাগে পার্ষ্ণি নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

পার্ষ্ণি—নামক অস্থি কূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই অস্থি দ্বারা পার্ষ্ণি বা গোড়ালি নির্ম্মিত হয় এবং ইহার উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে। পার্ষ্ণির উর্দ্ধ ভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত এবং সম্মুখভাগ ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

নৌনিভ নামক অস্থি অনেকটা নৌকার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার সম্মুখভাগ কোণক নামক তিন খানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, পশ্চাদ্‌ভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সম্মুখের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ঘন—নামক কূর্চ্চাস্থি পদের বহিঃসীমায় অবস্থিত। এই অস্থির সম্মুখভাগ কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি ত্রিকোণ প্রায় এবং ইহার সম্মুখ ভাগ অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

মধ্যকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং ক্ষুদ্রতম। ইহার সম্মুখভাগ তর্জ্জনীমূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

বহিঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণ। ইহার সম্মুখ ভাগ মধ্যমামূলশলাকার পশ্চাদ্ ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক, মধ্যকোণক এবং বহিঃকোণক এইতিন খানি অস্থি কোণকত্রয় নামে অভিহিত। কূর্চ্চাস্থি গুলি সম্মুখে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে পরস্পর দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। বাহুল্য ভয়ে উহাদের সন্ধির বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইল না। দ্বিতীয় চিত্র দেখিলে উহাদের সংস্থান বোধগম্য হইবে।

জঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)* —জঙ্ঘার দুইখানি অস্থির মধ্যে স্থূলতর অস্থি খানিকে জঙ্ঘাস্থি বলে। ইহা উরুর অস্থি ব্যতীত শরীরের অন্যান্য নলকাস্থি অপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূল। দুই প্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে সকল নলকাস্থির ন্যায় ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার উর্দ্ধ প্রান্ত উপরি ভাগে উর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তস্থ কন্দদ্বয়ের সহিত এবং সম্মুখে জান্বস্থির সহিত সংহিত হয়। ইহারই পশ্চাদ্‌ভাগে বহির্দিকে অনুজঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে। উর্দ্ধ প্রান্তের দুই দিকে দুইটী উৎসেধ এবং উহাদের মধ্যস্থলে একটী দ্বিমুখ কণ্টক আছে।

জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত উর্দ্ধ প্রান্ত অপেক্ষা ছোট। ইহার পার্শ্বভাগের ত্রিকোণাকার অংশের সহিত অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত এবং নিম্ন ভাগের খাঁজের সহিত কূর্চ্চশির অস্থি সংহিত থাকে। অধঃপ্রান্তের ভিতর দিকে যে উন্নত প্রদেশ আছে তাহাকে অন্তর্গুল্ফ বা ভিতর দিকের গাঁট বলে।

* ইং—Metatarsals—মেটাটারস্যাল্‌স্।

‡ ইং—Tarsals—টার্সাল্‌স্।

* ইং—Tibia—টিবিয়া।

[তৃতীয় চিত্র]

জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি।
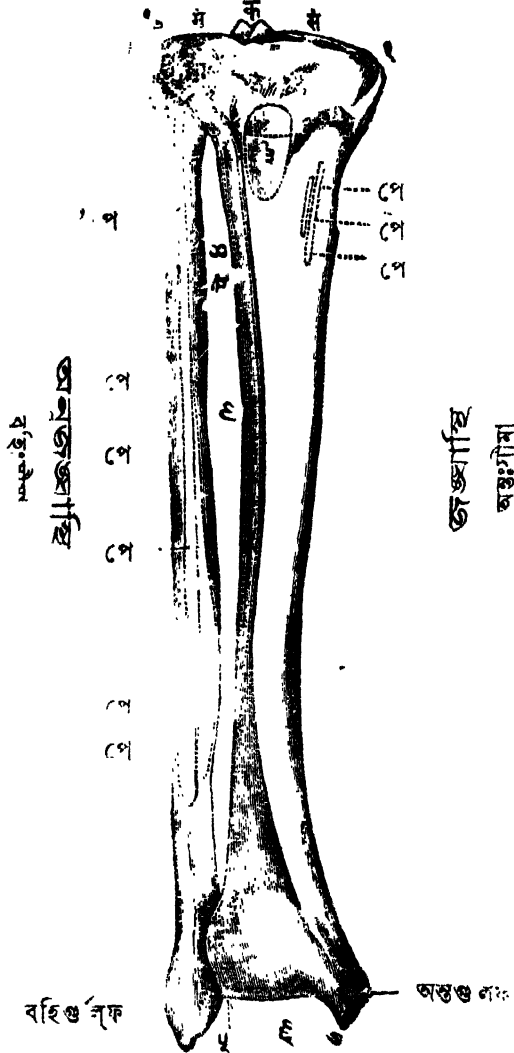
(১-২) ১, ২—দুইটী উৎসেধ। (সং, সং) সং. সং—উর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (ক) ক—সন্ধিচিহ্ন মধ্যস্থ দ্বিমুখ কণ্টক (৩) ৩—জানুকপাল বন্ধনী পেশীর সংযোগ স্থল। (৪) ৪—অনুজঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধিস্থল। (৫) ৫—জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সন্ধির স্থান। (৬) ৬ কূর্চ্চশির অস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৭) ৭—কূর্চ্চশিরের বহিঃসীমার সহিত সন্ধির স্থান।

অনুজঙ্ঘাস্থি—(৪) ৪—জঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (৮) ৮—সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুর সংযোগস্থল।

(পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর সংযোগ স্থল।

উহার সহিত কূর্চ্চশির নামক অস্থির বহিঃসীমা সংযুক্ত হয়। জঙ্ঘাস্থির মধ্যনলক বা কাণ্ড ঈষৎ বক্রাকার। ইহার সহিত কোন অস্থির সন্ধি নাই, কিন্তু ইহাতে অনেক পেশী ও জঙ্ঘাস্থিরালা কলা সম্বদ্ধ থাকে। পেশীর বিষয় পরে বিস্তারিতভাবে বলা যাইবে।

অনুজঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)*—ইহা দেখিতে দীর্ঘ যষ্টির মত এবং জঙ্ঘাস্থির ন্যায় উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক—এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত জঙ্ঘাস্থিমুণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের সহিত এবং অধঃপ্রান্তের ভিতর দিক জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তের পার্শ্ব ভাগের সহিত ও কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত সংহিত। এই প্রান্ত উৎসেধ বিশিষ্ট এবং সেই উৎসেধ বহির্গুল্ফ (গাঁট) নামে অভিহিত। ইহার মধ্যনলকের সহিত আটটী পেশী সংযুক্ত থাকে।

[চতুর্থ চিত্র]

জান্বস্থি।
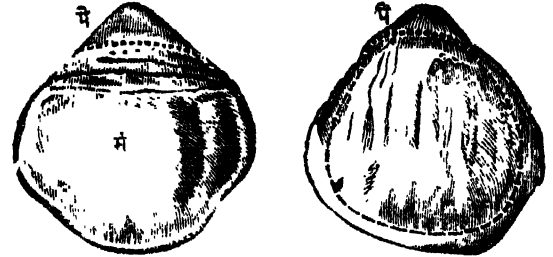
পশ্চাদ্ভাগ

সম্মুখ ভাগ

(সং) সং—সন্ধিচিহ্ন। এই চিহ্নের উর্দ্ধভাগ উর্ব্বস্থির নিম্ন প্রান্তের সম্মুখভাগের সহিত সংহিত হয়। (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সংযোগ স্থল।

জান্বস্থি (মালুইচাকি)†—ইহা প্রায় গোলাকার কপালাস্থি। ইহার পশ্চাদ্ ভাগের উর্দ্ধাংশ উরুর অস্থির সহিত এবং নিম্নাংশ জঙ্ঘার সহিত সংহিত হয়। (চতুর্থ চিত্র)

উর্ব্বস্থি‡—(পঞ্চম চিত্র) ইহা সমস্ত নলকাস্থি অপেক্ষা বৃহৎ, দৃঢ়, বক্রভাবসহ, এবং মধ্যস্থলে বাঁশের ন্যায় গোলাকার ও ঈষৎ বক্র। ইহাও উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক এই তিন ভাগে বিভক্ত।

ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত গোলাকার মুণ্ড, মুণ্ডের নিম্নে গ্রীবা এবং তন্নিম্নে একদিকে মহাশিখরক ও অন্যদিকে লঘুশিখরক

* ইং—Fibula—ফিবুলা।

† ইং—Patella—প্যাটেলা।

‡ ইং—Femur—ফিমর্।

নামক দুইটী উৎসেধ আছে। তন্মধ্যে মুণ্ড শ্রোণিফলক নামক অস্থির গভীর কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার সহিত সন্ধিযুক্ত হয়। ইহার গ্রীবা সাধারণতঃ তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মধ্যনলকের সহিত প্রায় সমকোণ হইয়া যায় এবং ভঙ্গপ্রবণ হয়। মহাশিখরক এবং লঘুশিখরক নামক অংশদ্বয়ের সহিত বহুপেশী সংযুক্ত থাকে।

ঊর্দ্ধাস্থির অধঃপ্রান্তে যে দুইটি কন্দ বা মহার্ব্বুদ আছে, উহারা জঙ্ঘাস্থির সহিত এবং উভয় কন্দের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার সম্মুখের অংশ জান্বস্থির সহিত সংহিত হয়।

এক সকৃথির ত্রিশখানি অস্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইল। অপর সকৃথিতেও অস্থির এইরূপ সন্নিবেশ আছে

[পঞ্চম চিত্র]

ঊর্দ্ধাস্থি।

ঊর্দ্ধপ্রান্ত
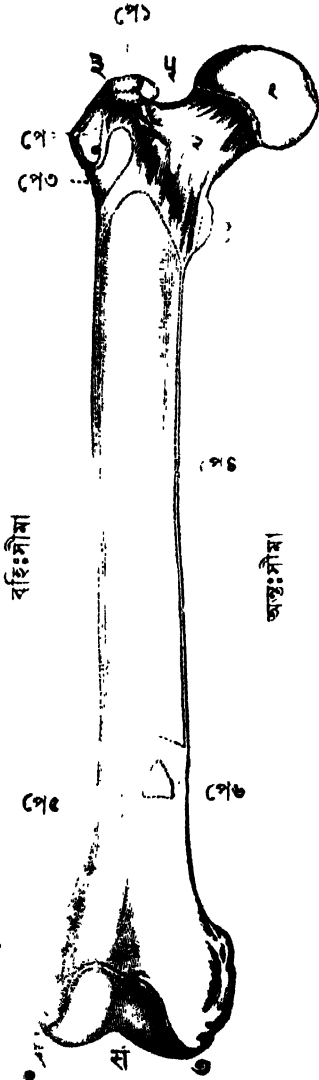
অধঃপ্রান্ত

(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (৩) ৩—মহাশিখরক। (৪) ৪—লঘুশিখরক। (৫) ৫—মহাশিখরাগ্রস্থিত কোটর। (৬,৭) ৬, ৭—দুইটী কন্দ বা মহার্ব্বুদ।

(সং) সং—জানু কপালের সহিত সন্ধিস্থান।

'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থল।

[ষষ্ঠ চিত্র]
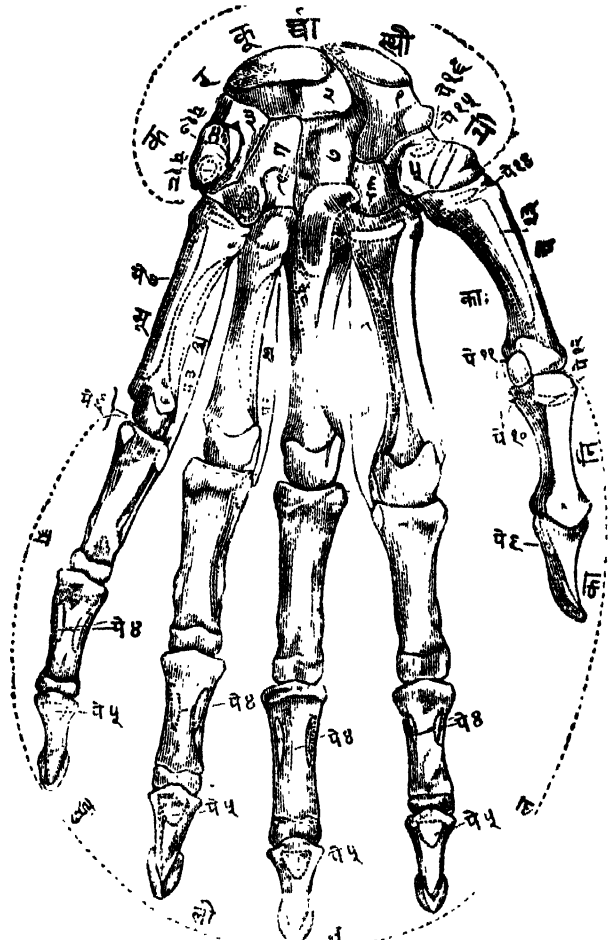
করাস্থি।

নিম্নে অঙ্গুলিনলক, তদুপরি মূলশলাকা এবং তদুপরি কূর্চ্চাস্থি। সাতখানি কূর্চ্চাস্থি যথা,—(১) ১—নৌনিভক। (২) ২—অর্দ্ধচন্দ্র। (৩) ৩—উপলক। (৪) ৪—বর্ত্তুলক। (৫) ৫—পর্য্যাণক। (৬) ৬—কূটক। (৭) ৭—মধ্যকূট। (৮) ৮—ফণধর। (পে) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীসংযোগস্থল।

করাঙ্গুলি—পাদাঙ্গুলির ন্যায় করাঙ্গুলিতেও চৌদ্দখানি

অস্থি এবং তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে পাঁচখানি মূলশলাকা আছে। উহাদের সন্নিবেশও পাদাঙ্গুলির ন্যায়, কেবল সংজ্ঞার কিঞ্চিৎ পার্থক্য এই যে ইহাদিগকে **করাঙ্গুলিনলক** ও **করাঙ্গুলি-মূলশলাকা** বলে। (ষষ্ঠ চিত্র)

মণিবন্ধপ্রদেশে আটখানি ক্ষুদ্র বিষমাস্থি আছে, ইহাদিগকে **করকূর্চ্চাস্থি*** বলে। ইহারা অগ্রিম ও পশ্চিম (বা অধঃ ও ঊর্দ্ধ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্রিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থি যথাক্রমে **পর্য্যাণক, কূটক, মধ্যকূট** ও **ফণধর** নামে এবং পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি **নৌনিভক, অর্দ্ধচন্দ্র, উপলক** ও **বর্ত্তুলক** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির মধ্যে তিন খানি অস্থি মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট। বর্ত্তুলক নামক কূর্চ্চাস্থি মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না। এই অস্থিকে কেহ কেহ কণ্ডরামধ্যস্থ চণকাস্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাঁহাদের হিসাবে পদের ন্যায় করেও সাতখানি মাত্র কূর্চ্চাস্থি আছে।

পর্য্যাণক—ইহার সম্মুখ ভাগ অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগ নৌনিভক, কূটক ও তর্জ্জনী-মূলশলাকার সহিত সম্বদ্ধ।

কূটক—কূট (নেহাই) সদৃশ আকার বিশিষ্ট এই অস্থিটী অধঃসীমায় তর্জ্জনীমূলশলাকার সহিত, ঊর্দ্ধসীমায় নৌনিভক অস্থির সহিত, বহিঃসীমায় পর্য্যাণক অস্থির সহিত এবং অন্তঃসীমায় মধ্যকূট অস্থির সহিত সংহিত।

মধ্যকূট—ইহা করের কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ইহার ঊর্দ্ধস্থ মুণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র অস্থির সহিত, অধোভাগ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার মূলশলাকার সহিত, বহিঃপার্শ্ব নৌনিভক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ফণধর নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ফণধর—এই সর্পফণাকার প্রবর্দ্ধনযুক্ত অস্থিটী অধোভাগে কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকাদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্বে উপলক ও অন্যপার্শ্বে মধ্যকূট নামক অস্থির সহিত সংহিত।

নৌনিভক—ইহার আকার নৌকার ন্যায়, কিন্তু নৌনিভ নামক পাদকূর্চ্চাস্থি অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত, একপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র ও মধ্যকূটনামক অস্থিদ্বয়ের সহিত, এবং অধঃ বা সম্মুখভাগ পর্য্যাণক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত।

অর্দ্ধচন্দ্র—ইহার বহির্ভাগ নৌনিভকাস্থির সহিত, ঊর্দ্ধভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত এবং সম্মুখ ভাগ উপলক, ফণধর ও মধ্যকূট নামক অস্থি তিনখানির সহিত সম্বদ্ধ।

উপলক—ইহার ঊর্দ্ধসীমাস্থ সন্ধিচিহ্ন মণিবন্ধসন্ধির মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত। ইহা অপর তিনদিকে ফণধর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বর্ত্তুলক নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

বর্ত্তুলক—ইহা বর্ত্তুলাকার ও ক্ষুদ্রতম কূর্চ্চাস্থি। ইহার পশ্চাদ্ভাগ এবং অন্তঃপার্শ্ব উপলকের সহিত সংহিত।

কর ও পদের কূর্চ্চাস্থি সকলের সম্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হইল তাহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। ঐ সকল অস্থি বিষমাকার বলিয়া উহাদের আকার ও সন্নিবেশ যথাযথরূপে বুঝিতে হইলে স্বহস্তে অস্থি লইয়া বারংবার পরীক্ষা করা আবশ্যক।

প্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাহুর নিম্নার্দ্ধ (কর বাদে) প্রকোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই প্রকোষ্ঠে দুই খানি নলকাস্থি আছে। তন্মধ্যে যেখানি বহিঃসীমায় থাকে সেখানিকে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং যেখানি অন্তঃসীমায় থাকে সেখানিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে। বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তস্থ স্থূল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ মণিবন্ধসন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তস্থল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ কূর্পরসন্ধি নির্ম্মিত হয়।

বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] * ইহা নলকাস্থি, অতএব ঊর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত ও মধ্যনলক ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। ঊর্দ্ধপ্রান্ত চক্রাকার এবং প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমায় সংসক্ত। উক্ত চক্রকার অংশের ভিতরের দিকের অর্দ্ধচন্দ্রাকার সন্ধিচিহ্ন প্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের বহিঃপার্শ্বের সহিত সংলগ্ন হয়।

---

* ইং—Carpals—কার্প্যালস্।

* ইং—Radius—রেডিয়স্।

[সপ্তম চিত্র]

প্রকোষ্ঠাস্থি দ্বয়

উর্দ্ধপ্রান্ত
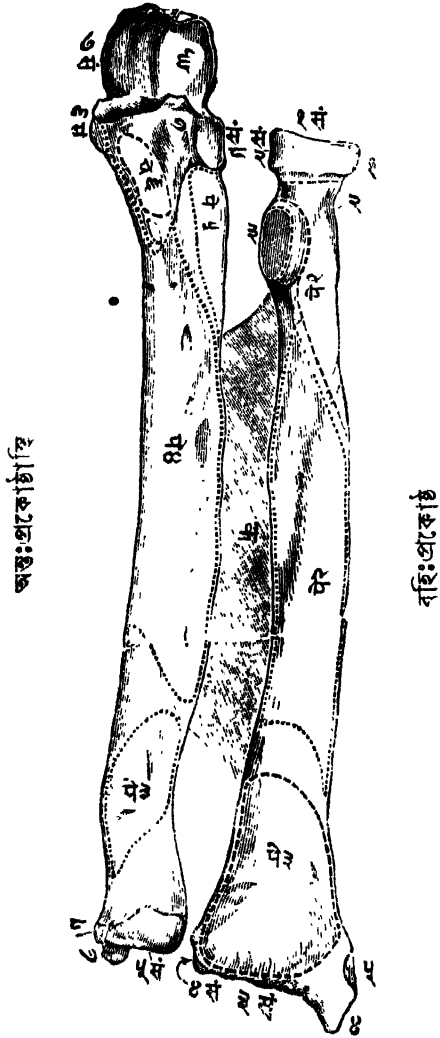
অধঃপ্রান্ত

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (১) ১—চক্রমুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (১ সং) ১ সং-প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সন্ধিজন্য কোর। (২ সং) ২ সং—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৩) ৩—পেশী নিবেশের জন্য উৎসেধ। (৪) ৪—বহির্মণিক। (৪ সং) অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধোভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৩ সং) ৩ সং—মণিবন্ধ-সন্ধির স্থান। (৫) ৫—কণ্ডরা বিবর্ত্তন জন্য খাঁজ। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (৬) ৭—চঞ্চু প্রবর্দ্ধনক। (৮) ৮—মণিমুণ্ড। (৯) ৯-অন্তর্মণিক। (৫ সং) ৫ সং—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৮ সং) ৮সং—চক্রনেমিখাতস্থিত সন্ধি চিহ্ন। (৭ সং) ৭ সং—প্রগণ্ডাস্থির ডমরু প্রবর্দ্ধনের সহিত সন্ধির স্থান।

(বি) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থল।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগ ত্রিকোণাকার এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভক নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। এই ত্রিকোণাকার অংশের অন্তঃসীমা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগের বহিঃপার্শ্বে সংলগ্ন থাকে। মধ্যনলকে অনেক পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। উহা ঈষদ্ বক্র এবং ত্রিধার বিশিষ্ট; ইহার ভিতরের দিকের ধারার সহিত "প্রকোষ্ঠান্তরালা" কলা সংযুক্ত থাকে।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] * এই নলকাস্থি উর্দ্ধপ্রান্ত, অন্তঃপ্রান্ত ও মধ্যনলক ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত উপরে প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্রাকার উর্দ্ধপ্রান্তের অন্তঃপার্শ্বে সংহিত হয়। এই প্রান্তের পশ্চাদ্ভাগে যে উৎসেধ আছে, তাহাকে কূর্পর (কনুই) বলে। বাল্য কালে ইহা জানুকপালের ন্যায় পৃথক ভাবেই থাকে, কিন্তু যৌবনে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া যায়। প্রাচীন শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কূর্পর-কপাল নামক পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করিয়াছেন। উর্দ্ধপ্রান্তের সম্মুখস্থ প্রবর্দ্ধনক চঞ্চুপ্রবর্দ্ধন নামে খ্যাত।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্ন প্রান্ত প্রায় গোলাকার এবং ইহার বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নপ্রান্তের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহার নিম্নভাগে মণিবন্ধসন্ধির মধ্যস্থ ত্রিকোণাকার তরুণাস্থি সংযুক্ত থাকে। মধ্যনলকে অনেক গুলি পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। ইহাও ত্রিধার বিশিষ্ট এবং ইহার বহির্ধারায় "প্রকোষ্ঠান্তরালা" কলা সংলগ্ন থাকে।

প্রগণ্ডাস্থি—[অষ্টম চিত্র]† বাহুর মধ্যে ইহাই স্থূলতম নলকাস্থি। উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্তের অর্দ্ধ গোলাকার অংশ অংসফলকাস্থির অংসপীঠ নামক অংশের সহিত সংহত হইয়া অংসসন্ধির সৃষ্টি করে। ইহার অধঃপ্রান্তের সহিত প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের উর্দ্ধ প্রান্ত দুইটীর সন্ধি হইয়া কূর্পরসন্ধি নিষ্পন্ন হয়। এই অধঃপ্রান্তের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে এক

---

* ইং—Ulna—আল্‌না। † Humerus—হিউমারাস্।

একটী খাত আছে। বাহু প্রসারিত করিলে পশ্চাতের খাতে কূর্পর বা কনুই প্রবিষ্ট হইয়া যায়। বাহু সঙ্কুচিত করিলে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের অগ্রভাগ (চঞ্চু-প্রবর্দ্ধনক) সম্মুখের খাতে প্রবিষ্ট হয়। প্রগণ্ডাস্থির মধ্য-নলকে বহু পেশীর সংযোগ আছে।

এক বাহুর ত্রিশ খানি অস্থির বর্ণনা করা হইল। অপর

[অষ্টম চিত্র]

প্রগণ্ডাস্থি।

ঊর্দ্ধপ্রান্ত
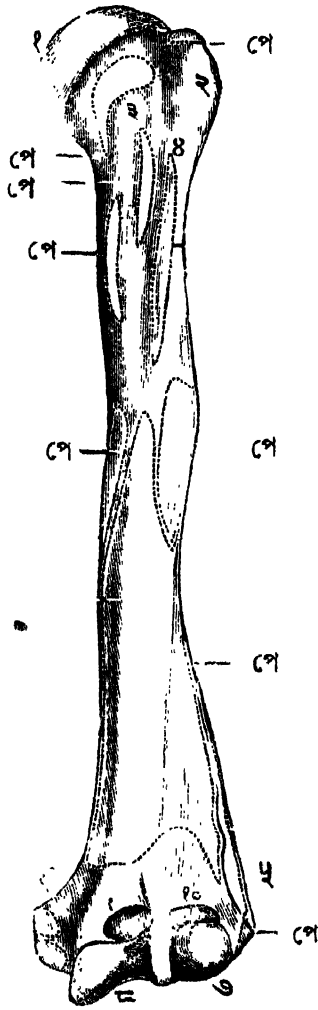
অধঃপ্রান্ত

(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—মহাপিণ্ডক। (৩) ৩—লঘুপিণ্ডক। (৪) ৪—পিণ্ডদ্বয় মধ্যগত পরিখা। (৫) ৫—বাহ্বার্ব্বুদ। (৮ ১০)— ৯ ১০—দুইটী খাত।

বাহুতেও অস্থির সন্নিবেশ এইরূপ। অস্থির আকৃতি সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা প্রত্যক্ষ দর্শন সাপেক্ষ। তথাপি এইরূপ স্থূল বর্ণনা দ্বারা বাহু ও সক্‌থির অস্থি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান জন্মিলে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনীয় পেশী সমূহের ক্রিয়া কতকটা বুঝা যাইলে চিকিৎসার অনেক সুবিধা হইতে পারে। কোন অস্থি স্থানচ্যুত বা ভগ্ন হইলে এই জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনেক সময়ে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। ভগ্নচিকিৎসায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ লিখিত হইবে।

মধ্য-শরীরের অস্থি।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড মধ্য-শরীরের অবলম্বন স্বরূপ। চারিটী শাখা এবং মস্তক পৃষ্ঠবংশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে। ইহা সরল নহে, ধনুর ন্যায় বক্রতাবিশিষ্ট। সেই বক্রতাও উপরে, মধ্যে ও নিম্নে বিভিন্ন প্রকার। (নবম চিত্র দেখ)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পৃষ্ঠবংশে ছাব্বিশখানি অস্থি আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নের দুইখানি ত্রিকাস্থি এবং অনু-ত্রিকাস্থি নামে অভিহিত। অপর চব্বিশখানি অস্থিকে কশেরুকা বলে। স্থানভেদে কশেরুকা সকল তিনভাগে বিভক্ত। সাতখানি গ্রীবাদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে গ্রীবাকশেরুকা বলে; বারখানি পৃষ্ঠদেশে থাকে বলিয়া উহা-দিগকে পৃষ্ঠকশেরুকা এবং পাঁচখানি কটিদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে কটী-কশেরুকা বলা হয়।

কশেরুকাগুলি বলয়াস্থি অর্থাৎ মধ্যে বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট। গ্রীবা হইতে কশেরুকাগুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ স্থূলতর। উহারা উপরে ও নীচে পরস্পরের সহিত সন্ধিযুক্ত।

প্রত্যেক কশেরুকার একটী কশেরুপিণ্ড ও একটী কশেরুচক্র আছে। প্রত্যেক কশেরুচক্রের দুইদিকে দুইটী মূল আছে, উহারা কশেরুপিণ্ডে সংযুক্ত। প্রত্যেক কশেরু-পিণ্ডের সাতটী প্রবর্দ্ধন (বর্দ্ধিত অংশ) আছে, যথা—উপরে দুইটী ও নীচে দুইটী সন্ধি প্রবর্দ্ধন, দুইটী বাহু ও একটী পৃষ্ঠকণ্টক। প্রত্যেক কশেরুচক্রমূলের উপরে ও নিম্নে এক একটী করিয়া ছিদ্রার্দ্ধ আছে। দুইখানি কশেরুকাস্থি মিলিত হইলে সংযোগস্থলে ছিদ্রটী পূর্ণ হয়। প্রত্যেক কশেরুকার দুইদিকের এইরূপ দুইটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া সুষুম্না কাণ্ড হইতে স্থূল নাড়ী সকল নির্গত হইয়া

যায়। সুষুম্নাকাণ্ড কশেরুকাগুলির অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ ছিদ্র বা 'সুষুম্নাবিবর' মধ্যে থাকে।

নবম চিত্র—পৃষ্ঠ বংশ।*

গ্রীবাকশেরুকা—প্রথমা গ্রীবাকশেরুকার নাম 'চূড়াবলয়া'। উহার ঊর্দ্ধভাগ মস্তকের পশ্চাৎ কপালের সহিত এবং নিম্নভাগ দ্বিতীয় কশেরুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

[দশম চিত্র—প্রথমা গ্রীবাকশেরুকা—চূড়াবলয়া]

সম্মুখ
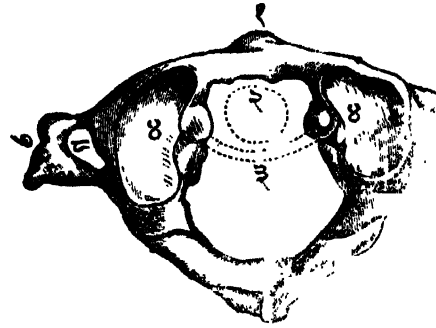
পশ্চাৎ

(১) ১—কশেরুপিণ্ড। (২) ২—দন্তপ্রবর্দ্ধনকের নিবেশ ও তৎসহ সন্ধির স্থান। (৩) ৩—'মধ্যরজ্জুকা' স্নায়ুর নিবেশ স্থল। (৪) ৪ ৪,৪—পশ্চাৎ কপালের মস্তকোর্দ্ধদ্বয়ের সহিত সন্ধির স্থান। (৫) ৫—সুষুম্না-বিবর। (৬) ৬—পৃষ্ঠকণ্টক। (৭,৭) ৭,৭—বাহুপ্রবর্দ্ধনকদ্বয়। (৮,৮) ৮,৮—মাতৃকাছিদ্রদ্বয়।

দ্বিতীয়া কশেরুকার নাম 'দন্তচূড়া'। ইহার চূড়াকার পিণ্ডভাগ প্রথম কশেরুকার সুষুম্নাবিবরের সম্মুখে

[একাদশ চিত্র—দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা-দন্তচূড়া]

ঊর্দ্ধ

অধঃ
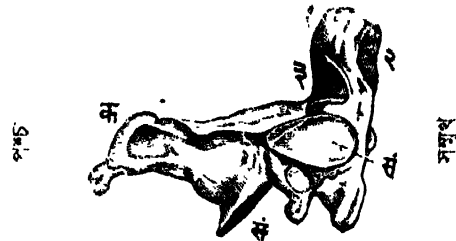
(১) ১—দন্তপ্রবর্দ্ধনক। (২) ২—চূড়াবলয়ার পিণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৩) ৩—'মধ্যরজ্জুকা' স্নায়ু বিসর্জ্জনের খাত। (ক) ক—পৃষ্ঠকণ্টক। (সং ১) সং ১—ঊর্দ্ধতন সন্ধি-প্রবর্দ্ধন। (সং২) সং২—অধস্তন সন্ধি প্রবর্দ্ধন।

* ইং—Vertebral column—ভারটিব্রাল কলম বা Spine—স্পাইন্। কশেরুকা—Vertebra—ভারটিব্রা।

যে ছিদ্র আছে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। যদি উদ্বন্ধন বা আঘাতাদি বশতঃ দন্তচূড়াব দন্তাকার অংশ ভগ্ন বা চূড়াবলয়ার ছিদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার নাম 'নতাকণ্টকিনী'।

[দ্বাদশ চিত্র—পৃষ্ঠ কশেরুকা]
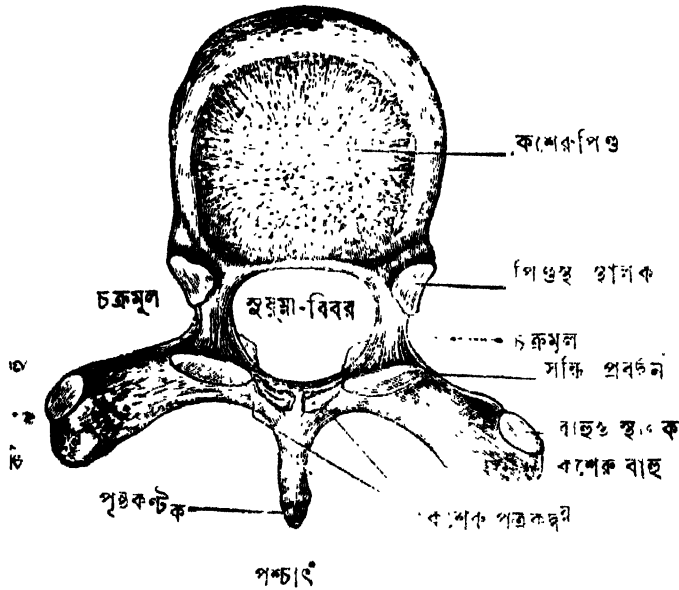
ইহার মহাকণ্টক অন্যান্য গ্রীবাকশেরুকার ন্যায় দ্বিধাভিন্ন নহে এবং এই কণ্টকে 'গ্রীবাধরা' স্নায়ুরজ্জু সম্বদ্ধ থাকে। গ্রীবাকশেরুকাগুলির দুই পার্শ্বে 'মাতৃকা ছিদ্র' নামক ধমনী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

পৃষ্ঠ-কশেরুকা—এই সকল কশেরুকার দুইদিকে পর্শুকা সংযোগের জন্য দুইটী করিয়া স্থালক যুক্ত বৃহৎ বাহু আছে। ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টকগুলি দীর্ঘ ও বর্ত্তুলাকার।

কটি-কশেরুকা—এই কশেরুকাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পার্শ্বে আয়ত। ইহাদের বাহুপ্রবর্দ্ধনগুলি ছোট ও ত্রিমুখ। পৃষ্ঠকণ্টকগুলি ছোট, স্থূল এবং কুঠারাগ্র।

ত্রিকাস্থি*—ইহা দৃঢ়সংযুক্ত পাঁচখানি কশেরুকা দ্বারা নির্ম্মিত, প্রায় ত্রিকোণাকার এবং বৃহৎ ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অস্থি। ইহার নির্ম্মাপক পাঁচখানি অস্থি বাল্যকালে পৃথক্ থাকে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক হইয়া যায়। পাঁচখানি অস্থির সংযোগস্থলে চারিটী রেখাচিহ্ন থাকে এবং প্রত্যেক রেখাচিহ্নের সম্মুখে দুই দিকে দুইটী ও পশ্চাতে দুই দিকে দুইটী [illegible] ছিদ্র থাকে। এ সকল ছিদ্র দিয়া স্থূল নাড়ীগুচ্ছ সকল ত্রিকাস্থির সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগে নির্গত হইয়াছে। ত্রিকাস্থির ঊর্দ্ধভাগ পঞ্চমী কটি কশেরুকার সহিত, উভয় পার্শ্ব শ্রোণিফলক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং নিম্নভাগ অনুত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। [illegible]

[ত্রয়োদশ চিত্র—ত্রিকাস্থি]
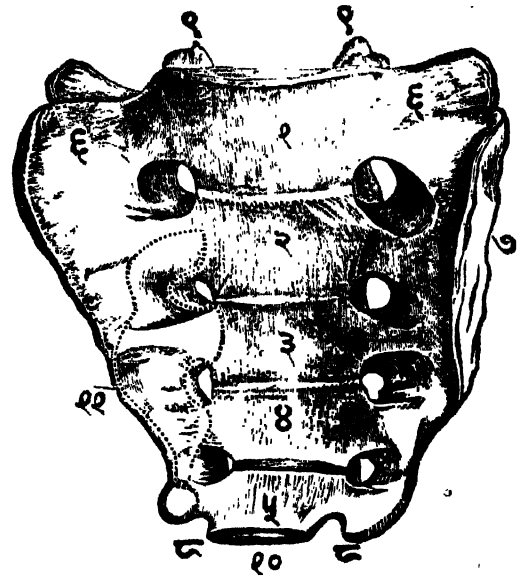
(১, ২, ৩, ৪, ৫) ১, ২, ৩, ৪, ৫—ত্রিকাস্থি নির্ম্মাপক কশেরুকাগুলির পিণ্ড (৬, ৬) ৬, ৬ ত্রিকপক্ষদ্বয়। (৩, ৩) ৩, ৩—শ্রোণি সন্ধির চিহ্ন (৮, ৮) ৮, ৮—অনুত্রিকাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৭, ৭) ৭, ৭—ত্রিকশৃঙ্গাখ্য সন্ধিপ্রবর্দ্ধক, পঞ্চম কটি-কশেরুকার সহিত সন্ধির স্থান। (১০) ১০—ত্রিকমূল। (১১) ১১—গুণ্ডিকাখ্য পেশীর নিবেশ স্থান।

* ইং—Sacrum—সেক্রম্।

অনুত্রিকাস্থি*—এই ক্ষুদ্র অস্থিসংঘাতটী ত্রিকাস্থির নিম্নে অবস্থিত এবং কতকটা শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্রাগ্র। ত্রিকাস্থির

[চতুর্দ্দশ চিত্র—অনুত্রিকাস্থি]

(১, ১) ১, ১—শৃঙ্গদ্বয়। (ম) ম—অনুত্রিকপিণ্ড। (২, ২) ২, ২—স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটি প্রবর্দ্ধনক। (৩) ৩—অনুত্রিকাগ।
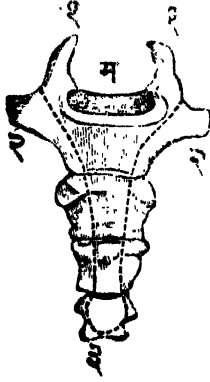
ন্যায় ইহাও চারখানি, কখন বা পাঁচখানি কশেরুকা অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত হয়। ইহার উর্দ্ধভাগ ত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ত্রিকাস্থির প্রথম কশেরুকা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অপর খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া অনুত্রিকাস্থির শেষ ভাগে লাঙ্গুলের ন্যায় হইয়াছে। ইহাই বড় ক্ষুদ্রকশেরুকাময় অস্থিমালা স্বরূপে গবাদি পশুর পুচ্ছাস্থি নির্ম্মাণ করে।

শ্রোণিফলক†—এই দুইখানি বৃহৎ কপালাস্থি মধ্যে ত্রিকাস্থির ও নিম্নে দুইটী উর্ব্বস্থির সহিত সংযুক্ত। বাল্যকালে প্রত্যেক শ্রোণিফলক তিনভাগে বিভক্ত থাকে, কিন্তু যৌবনে পরস্পর মিলিত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। যৌবনে তিনখানি অস্থির সংযোগস্থল রেখাঙ্কিত থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে ঐ রেখাগুলি মিলাইয়া যায়। দুইখানি শ্রোণিফলক পশ্চাতে ত্রিকাস্থিসহ এবং সম্মুখভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া একটী গহ্বরের সৃষ্টি করে। উক্ত গহ্বর 'বস্তিগহ্বর' নামে আখ্যাত। পুরুষের বস্তিগহ্বর গভীর এবং অল্প আয়ত, কিন্তু স্ত্রীলোকের বস্তিগহ্বর অগভীর এবং গর্ভধারণের জন্য বৃহৎ ও আয়ত।

* ইং—Coccyx—ককসিক্স।

† ইং—Os Innominate—অস্ ইনোমিনেট্

[পঞ্চদশ চিত্র—শ্রোণিফলক]

ঊর্দ্ধ

জঘন কপাল

কুকুন্দরাস্থি

অধঃ
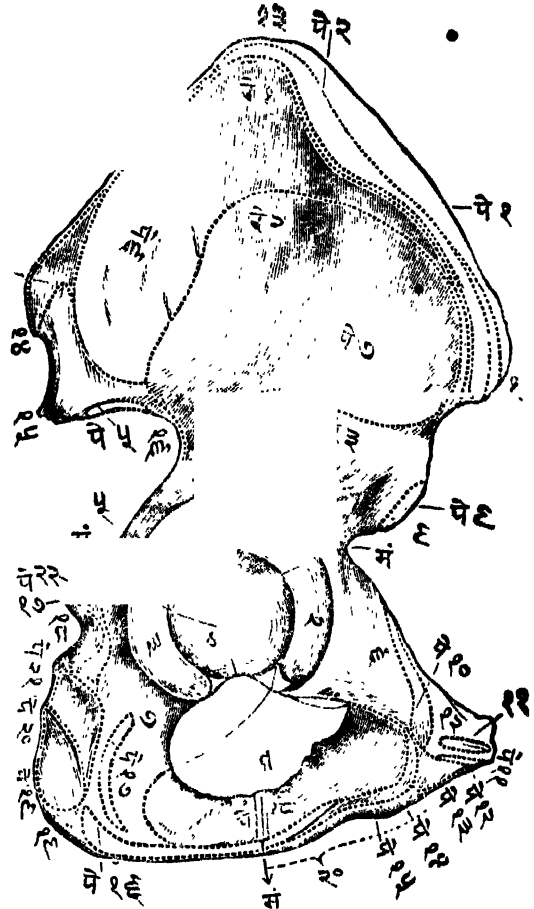
(১, ২, ৩, ৪) ১, ৪,—সংকলোদূখল। তন্মধ্যে ১—ভগাস্থির অংশ, ২—জঘনকপালাংশ, ৩—কুকুন্দরাস্থির অংশ, ৪—তিনখানি অস্থির সংযোগ কেন্দ্র। (সং, সং, সং,) সং সং, সং—তিনটি রেখা অস্থিত্রয়ের সন্ধানসূচক। (৫) ৫—জঘনকপালের সীমা। (৬) ৬—ভগাস্থির উত্তরশৃঙ্গ। (৭) ৭—কুকুন্দরাস্থি। (৮) ৮—শ্রোণিগবাক্ষ। (৯, ১০) ৯, ১০—জঘন কপালের অধস্তন ও উর্দ্ধতন অগ্রকূট। (১১, ১২) ১১, ১২—ভগাস্থি মুণ্ড বা ভগপীঠ। (১০) ১০ চিহ্ন হইতে উর্দ্ধ দিক দিয়া (১৫) ১৫ পর্য্যন্ত অংশ—জঘনপক্ষ এবং উহার ধারা জঘনধারা। (১৩) ১৩—জঘনচূড়া। (১৪, ১৫) ১৪, ১৫—জঘনকপালের উর্দ্ধতন ও অধস্তন পশ্চিমকূট। (১৬) ১৬—গৃধ্রসীদ্বার। (১৭) ১৭—কুকুন্দর কণ্টক। (১৮) ১৮—কুকুন্দর দ্বার। (১৯) ১৯—কুকুন্দর পিণ্ড (২০) ২০—ভগাস্থির অধর শৃঙ্গ (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সমূহের মিলন স্থল। (পেশী বর্ণনাধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

শ্রোণিফলকের প্রধান অংশ তিনটী—(১) জঘন কপাল, (২) কুকুন্দরাস্থি, (৩) ভগাস্থি। ইহাদের অবয়ব সমূহের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) **জঘনকপাল**—ইহা জঘনপক্ষ এবং বংক্ষণোদূখল—এই দুইভাগে বিভক্ত। পক্ষবৎ প্রশস্ত উপরিভাগকে 'জঘনপক্ষ' বলে। জঘনপক্ষের দুইটী তল, বাহ্যতল এবং আভ্যন্তর তল। জঘনপক্ষের বাহ্যতলে বা জঘনপৃষ্ঠে 'নিতম্বপিণ্ডিকা' নামে তিনটী পেশী সংযুক্ত থাকিয়া নিতম্ব (পাছা) নির্ম্মাণ করে। আভ্যন্তর তল বা জঘনোদর ঈষৎ খাতগর্ভ। ইহাতে 'কোষ্ঠভূমিকা' পেশী সংসক্ত থাকে। জঘনকপালের উভয় তলের মধ্যবর্ত্তী উন্নত পরিধিকে 'জঘনধারা' বলে। উহার উচ্চতম প্রদেশ 'জঘনচূড়' নামে আখ্যাত। জঘনচূড়ার সম্মুখে দুইটী ও পশ্চাতে দুইটী উন্নত কূট আছে, উহারা যথাক্রমে উর্দ্ধতন অগ্রকূট ও অধস্তন অগ্রকূট এবং উর্দ্ধতন পশ্চিমকূট ও অধস্তন পশ্চিমকূট নামে অভিহিত হয়। জঘনোদরের অধোভাগে বস্তিগহ্বরের উর্দ্ধসীমাভূত 'বস্তিকণ্ঠিকা' নামে সূক্ষ্ম ও উন্নত রেখা আছে। ইহার পশ্চাতে কর্ণপালির ন্যায় আকারবিশিষ্ট 'ত্রিকস্থালক' নামক ত্রিকসন্ধিস্থান। ইহার পশ্চাদ্ভাগে 'পৃষ্ঠবংশধারিণী' পেশী সকল সংবদ্ধ থাকে।

জঘনপক্ষের পশ্চাৎ দিকের তোরণাকার দ্বারকে 'গৃধ্রসীদ্বার' বলে। এই দ্বার দিয়া 'গৃধ্রসী' নাড়ী ও তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী এবং 'শুণ্ডিকা' পেশী নির্গত হয়।

জঘনকপালের বহির্দ্দিকে নিম্নভাগে 'বংক্ষণোদূখল' নামক যে উদূখলাকার গহ্বর আছে, তন্মধ্যে উর্ব্বস্থির মুণ্ড প্রবেশ করিয়া সংহত হইয়া থাকে।

(২) **কুকুন্দরাস্থি**—ইহা শ্রোণিফলকের অধস্তন অংশ এবং প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকার। বর্ণনাসৌকর্য্যার্থ ইহাকে বংক্ষণোদূখলাংশ, কুকুন্দরপিণ্ড এবং কুকুন্দরকূট—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

বংক্ষণোদূখলাংশ—বক্ষণোদূখলাংশের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ত্রিকোণাকার নিম্নাংশ মাত্র কুকুন্দরাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার নিম্নে ও পশ্চাতে যে ত্রিকোণপ্রায় প্রবর্দ্ধনক আছে তাহাকে 'কুকুন্দর কণ্টক' বলে। ইহার নিম্নভাগে যে ক্ষুদ্র তোরণাকার খাত আছে, তাহা 'কুকুন্দরদ্বার' নামে অভিহিত। এই কুকুন্দরদ্বারের ভিতর দিয়া 'অন্তঃস্থা শ্রোণিগবাক্ষিণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও নাড়ী সকল বস্তিগহ্বরে প্রবেশ করে।

কুকুন্দর পিণ্ড—ইহা শ্রোণিফলকের নিম্নতম অংশ। মনুষ্য উপবেশন করিলে এই অংশের উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে।

কুকুন্দরকূট—ইহা কুকুন্দরপিণ্ডের উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার সম্মুখবর্ত্তী শৃঙ্গ ভগাস্থির নিম্নমুখ শৃঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোণিগবাক্ষের সম্মুখ সীমা নির্ম্মাণ করে।

(৩) **ভগাস্থি**—শ্রোণিফলকের সম্মুখবর্ত্তী অংশকে ভগাস্থি বলে। ইহা যোনি বা লিঙ্গের অধিষ্ঠানভূত। মুণ্ড, উত্তরশৃঙ্গ এবং অধরশৃঙ্গ ভেদে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ভগাস্থির মধ্যস্থিত মুণ্ডবৎ অংশকে ভগমুণ্ড, ভগপীঠ বা লিঙ্গপীঠ বলে। ইহার অন্তঃসীমা অপর ভগাস্থির সহিত সংহত হয়। ভগমুণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের উন্নত অংশকে উত্তরশৃঙ্গ বলে। ইহা শ্রোণিগবাক্ষের উর্দ্ধ পরিধিভূত এবং উহার উর্দ্ধসীমা অভ্যন্তরস্থ 'বস্তিকণ্ঠিকা' রেখাঙ্কিত ও বস্তিগুহার উর্দ্ধ সীমাভূত। এই শৃঙ্গের শেষ প্রান্ত দ্বারা বংক্ষণোদূখলের ত্রিকোণাকার উর্দ্ধাংশ নির্ম্মিত হয়। অধরশৃঙ্গ ভগাস্থিমুণ্ডের নিম্ন দিয়া বহির্গত হইয়া কুকুন্দরকূটের সহিত সঙ্গত এবং শ্রোণিগবাক্ষের সম্মুখের পরিধিভূত। ইহার সম্মুখ ধারায় শিশ্নের মূলবন্ধন সংলগ্ন থাকে।

অংসফলক*—স্কন্ধপৃষ্ঠের দুইদিকে দুইখানি ত্রিকোণপ্রায় পক্ষবৎ বিস্তৃত যে কপালাস্থি আছে, উহাদের নাম অংসফলক। অংসফলকদ্বয় অংসসন্ধির পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিম্নে সপ্তম পর্শুকার মূল পর্য্যন্ত তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত। উহাদের বহিঃসীমার উর্দ্ধ ও সম্মুখভাগ অক্ষক ও প্রগণ্ডাস্থিদ্বয়ের সহিত সংসক্ত এবং অন্তঃসীমা ও অন্যান্য প্রদেশ কেবল পেশী দ্বারা আবদ্ধ। চারিদিকে পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকায় অংসফলক সহজেই চারিদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে।

---

* ইং—Scapula—স্কাপুলা।

[ষোড়শ চিত্র—বাম অংসফলক]
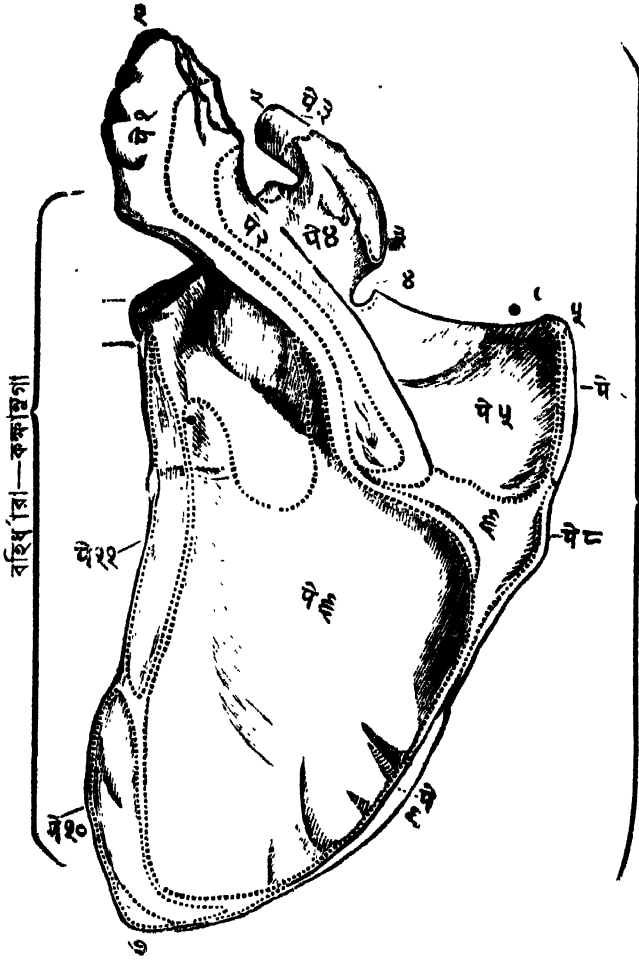
(১) ১ হইতে (৬) ৬ —পর্য্যন্ত অংসপ্রাচীর। (১) ১—অংসকূট (২) ২—অংসতুণ্ড। (৩) ৩—অংসাক্ষকসংযোজনী ও তুণ্ডাংসক-সংযোজনী স্নায়ুর নিবেশ স্থল। (৪) ৪—অংসশিরকোটর। (৫) ৫—অন্তঃকোটি। (৬) ৬—অংসপ্রাচীরের মূলদেশ। এই স্থানে 'পৃষ্ঠ-প্রচ্ছদাখ্যা পেশী শ্লেষ্মধরা কলার ব্যবধানে বিবর্ত্তিত হয়। (৮) ৮—বহিঃকোটিস্থ অংসপীঠ নামক স্থালক। (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

অক্ষকাস্থির সহিত সংহিত অংসফলক **অংসচক্র** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইটী অংসচক্র পেশী ও স্নায়ু সংযুক্ত হইয়া অংসসন্ধির উপরে সন্ধিরক্ষক বর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত।

এক একটী অংসফলক চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—অংস-প্রাচীর, অংসতুণ্ড, অংসপীঠ এবং অংসকপালিকা।

অংসপ্রাচীর—ইহা অংসকপালের পশ্চাতে তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত এবং খড়্গের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। এই অংশ ত্বকের অধোভাগে স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। ইহা দ্বারা অংসপৃষ্ঠ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা,—'উত্তর' বা উপরের অংসপৃষ্ঠ এবং 'অধর' বা নিম্নের অংসপৃষ্ঠ।

অংসপ্রাচীরের সর্পফণার ন্যায় এবং উচ্চাবচ সম্মুখ ভাগকে 'অংসকূট' বলে। উহার অগ্রভাগে 'অংসতুণ্ড সংযোজনী' স্নায়ু এবং পশ্চাতে 'অংসচ্ছদা' ও 'পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা' পেশী সংবদ্ধ থাকে।

অংসতুণ্ড—অংসফলকের চূড়ায় অবস্থিত কাক-তুণ্ডাকার বহির্ম্মুখ প্রবর্দ্ধনককে 'অংসতুণ্ড' বলে। ইহাতে 'তুণ্ডাক্ষক সংযোজনী' এবং 'তুণ্ডাংসক সংযোজনী' স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে।

অংসপীঠ—অংসকূটের অধোভাগে অংসফলকের বহিঃকোটিস্থিত স্থালকের নাম 'অংসপীঠ'। ইহার পরিধিতে সন্নিবিষ্ট স্নায়ুকোষের মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড বিবর্ত্তিত হয়।

অংসকপালিকা—ইহা অংসফলকের প্রধান অংশ এবং ত্রিকোণ কপালাকার। ইহার দুইটী তল—সম্মুখতল এবং পশ্চিমতল। সম্মুখভাগ খর্পরাকার, ইহাতে 'অংসান্তরিকা' পেশী সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমতল অংস প্রাচীরের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে উত্তরা ও অধরা 'অংসপৃষ্ঠিকা' পেশী সংলগ্ন হয়।

অংসকপালিকার তিনটী ধারা—উর্দ্ধধারা, অন্তর্ধারা এবং বহির্ধারা। ইহারা যথাক্রমে উর্দ্ধ, অন্তঃ ও বহিঃসীমা-রূপে অবস্থিত। তদ্ব্যতীত বহিঃকোণ, অন্তঃকোণ এবং অধঃকোণ নামে ইহার তিনটী সুব্যক্ত কোণ আছে। তন্মধ্যে বহিঃকোণ অংসপীঠে পরিণত। অন্য দুইটী কোণ ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

অংসকপালিকার উর্দ্ধধারায় অংসতুণ্ডমূলে যে কোটর আছে, তাহাকে অংসকোটর বলে। এই কোটরের ভিতর দিয়া 'অংসারোহিণী' নাড়ী, সিরা ও ধমনী পৃষ্ঠের দিকে বিনির্গত হয়। বহির্ধারা কক্ষের (বগলের) সীমাভূত

বলিয়া 'কক্ষানুগা ধারা' নামে অভিহিত। অন্তর্ধারা ধনুকের ন্যায় বক্রাকার এবং পৃষ্ঠবংশের সমীপস্থ বলিয়া 'বংশানুগা ধারা' বলিয়া কথিত। অন্যান্য পেশীনিবেশ পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়।

অক্ষকাস্থি* —অংসমূল হইতে উরঃফলকে সংসক্ত

[সপ্তদশ চিত্র—বাম অক্ষকাস্থি]

(সম্মুখ হইতে দৃষ্ট)
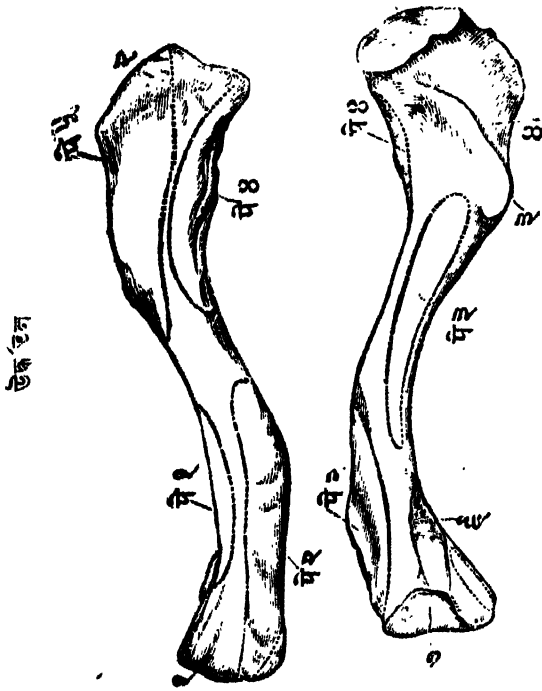
বহিঃপ্রান্ত

অন্তঃপ্রান্ত

চিত্রদ্বয়ের বামটী উর্দ্ধতলের ও দক্ষিণটী অধস্তলের দৃশ্য। (১) ১—অন্তঃপ্রান্ত (উরঃফলাভিমুখ)। (২) ২—বহিঃপ্রান্ত (অংসাভিমুখ)। (৩) ৩—'ত্রিকোণিকাখ্য' স্নায়ু সংযোগের জন্য অর্ব্বুদ। (৪) ৪—'চতুরস্রিকা' স্নায়ু সংযোগের জন্য তিরশ্চীনা রেখা। (৫) ৫—অংসকূটের সহিত সন্ধির স্থান। (৬) ৬—'পর্শুকাকক্ষসংযোজনী' স্নায়ু সংযোগের জন্য বন্ধুর স্থান। (৭) ৭—প্রথম পর্শুকার উপরিভাগের সহিত সন্ধির চিহ্ন। (৮) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

* ইং - Clavicle—ক্ল্যাভিক্ল্।

ধনুর ন্যায় ঈষদ্ বক্রাকার নলকাস্থির নাম অক্ষকাস্থি বা জত্রু। কণ্ঠের দুই দিকে দুইখানি অক্ষকাস্থি স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। সাধারণে ইহারা 'কণ্ঠার হাড়' নামে পরিচিত। ইহাদের অন্তঃসীমা উরঃফলকের সহিত এবং বহিঃসীমা অংসফলকের অংসকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য নলকাস্থির ন্যায় অক্ষকাস্থিও দুই প্রান্ত (অন্তঃপ্রান্ত ও বহিঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক—এই তিন ভাগে বিভক্ত

অন্তঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির অন্তঃপ্রান্তে দুইটি সন্ধিচিহ্ন দেখা যায়। তন্মধ্যে উপরের চিহ্ন উরঃফলকের পার্শ্বদেশের সহিত এবং নিম্নের চিহ্ন প্রথমা উপপর্শুকার সহিত সন্ধির জন্য। ইহার নিম্নভাগে যে বন্ধুর স্থান আছে, উহা 'পর্শুকাকক্ষসংযোজনী' স্নায়ুর নিবেশ স্থল।

বহিঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত অংসকূটের সহিত 'অংসাক্ষক সংযোজনী' স্নায়ু দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

মধ্যনলক—ইহা দুইস্থানে ধনুর ন্যায় বক্রাকার, বহিরর্দ্ধে উত্তান এবং অন্তরর্দ্ধে কুব্জ অন্তরর্দ্ধের পরিধি দণ্ডবৎ গোল, কিন্তু বহিরর্দ্ধ চ্যাপ্টা। বহিরর্দ্ধের অধোভাগে যে অর্ব্বুদবৎ উৎসেধ আছে তাহাতে 'ত্রিকোণিকা' স্নায়ু এবং উক্ত অর্ব্বুদ হইতে উদ্গত তির্য্যক্‌রেখায় 'চতুরস্রিকা' স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে। পেশীনিবেশগুলি যথাস্থানে বর্ণনীয়।

উরঃফলক*—এই ফলকাকার অস্থি বক্ষঃস্থলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত—শিখরস্থ প্রথম খণ্ড 'গ্রৈবেয়ক' নামে, মধ্যস্থ দ্বিতীয় খণ্ড 'মধ্যফলক' নামে এবং অধঃস্থ তৃতীয় খণ্ড 'অগ্রপত্র' নামে অভিহিত। তৃতীয় খণ্ড প্রথম বয়সে তরুণাস্থিময় থাকে। এই তিনখণ্ড সংহিত অস্থির উভয়পার্শ্বে উপপর্শুকা নামক পর্শুকা-সংযোজক তরুণাস্থি সকল সম্বদ্ধ থাকে।

* ইং—Sternum—ষ্টার্নম্।

[অষ্টাদশ চিত্র]

উরঃফলক ও উপপর্শুকা

(১ম, ২য়, ৩য়) ১ম, ২য়, ৩য়—উরঃফলক। তন্মধ্যে ১ম গ্রৈবেয়ক নামক প্রথম খণ্ড। ২য় মধ্যফলক নামে দ্বিতীয় খণ্ড। ৩য় অগ্রপত্র নামে তৃতীয় খণ্ড। (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২. ১,২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২—উপপর্শুকা সহিত পর্শুকাগ্র। দক্ষিণ দিকে কেবল উপপর্শুকা পৃথক্ দেখান হইয়াছে। (অং সং) অং,. সং—অক্ষক-সন্ধি চিহ্ন। ক—কণ্ঠকূপ। (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থান গুলি পেশীনিবেশ স্থল। যথাস্থানে বর্ণনীয়।

গ্রৈবেয়ক—ইহা কণ্ঠমূলে অবস্থিত উরঃফলকের ষট্কোণ প্রথম খণ্ড। ইহাতে ছয়টী স্থালক আছে; তন্মধ্যে দুইটী স্থালক ,অক্ষকাস্থিদ্বয়ের সহিত, দুইটী প্রথমা উপ পর্শুকাদ্বয়ের সহিত এবং অপর দুইটী দ্বিতীয়া উপ-পর্শুকাদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার শীর্ষদেশে যে খাত আছে তাহা 'কণ্ঠকূপ' নামে খ্যাত। ইহার নিম্নভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত; উভয়খণ্ড মিলিত হইয়া প্রায় একই অস্থিতে পরিণত হয়।

মধ্যফলক—উপরিভাগে প্রথম খণ্ডের সহিত এবং অধোভাগে তৃতীয় খণ্ডের সহিত সংসক্ত। ইহা চারিখণ্ড অস্থির সংঘাত দ্বারা নির্ম্মিত ঐ চারিখণ্ড অস্থি বাল্যকালে পৃথক্ থাকে। ইহার এক এক পার্শ্বে উপপর্শুকা সংযোগের জন্য ছয়টি করিয়া স্থালক আছে।

অগ্রপত্র—উরঃফলকের ক্ষুদ্রতম নিম্নস্থ খণ্ড। ইহা তরুণাস্থিবহুল, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সম্পূর্ণ কঠিন হইয়া যায়। যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ ইহার অগ্রভাগ উন্নত হইলে লোকে 'অগ্রমাংস' হইয়াছে বলিয়া থাকে। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত মধ্যফলকের সহিত সংবদ্ধ 'ব' ইহার সম্মুখ ভাগে 'উরঃপ্রচ্ছদা' পেশীর মধ্যকণ্ডরা ও পশ্চাতে উদরাভ্যন্তস্থ 'মহা-প্রাচীর' পেশীর অগ্রভাগ সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পর্শুকা*—উরঃপঞ্জরের বেষ্টনভূত পর্শুকাগুলি ধনুর ন্যায় বক্রাকার এবং স্থিতিস্থাপক ভাবে আবদ্ধ। এক পার্শ্বে বারখানি করিয়া দুই পার্শ্বে চব্বিশখানি 'পর্শুকা' বা 'পার্শ্বক' (পাঁজরা) আছে। ইহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ পৃষ্ঠকশেরুকা-গুলির পিণ্ডের সহিত এবং প্রথম দশখানির সম্মুখভাগ উপপর্শুকা নামক তরুণাস্থি সমূহের সহিত সংবদ্ধ। বার খানি পর্শুকার মধ্যে প্রথম সাতখানি উপর হইতে নিম্ন দিকে ক্রমশঃ দীর্ঘতর এবং এই সাতখানির দ্বারা প্রধানতঃ উরঃ-পঞ্জর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'মুখ্যপর্শুকা' বলে। এই সাতখানি পর্শুকা স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপর্শুকার সাহায্যে উরঃফলকাস্থির সহিত সম্বদ্ধ। অধঃস্থিত অপর

* ইং—Ribs—রিবস্।

পাঁচখানি পর্শুকা ক্রমশঃ হ্রস্বতর এবং উরঃফলকের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংবদ্ধ নহে। এইজন্য ইহারা 'গৌণ পর্শুকা' নামে অভিহিত। অষ্টমী, নবমী ও দশমী পর্শুকা স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপর্শুকা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পর্শুকার সহিত সংবদ্ধ। একাদশী ও দ্বাদশী পর্শুকার অগ্রভাগ বিমুক্ত অর্থাৎ কাহারও সহিত সংযুক্ত নহে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পর্শুকার ছয়টী অঙ্গ আছে। যথা, মুণ্ড, অর্ব্বুদ গ্রীবা, কোণ, কাণ্ড এবং অগ্রকোটি।

মুণ্ড—পর্শুকার পশ্চাৎ প্রান্তকে মুণ্ড বলে। মুণ্ডে দুইটি গোলাকার স্থালক আছে এবং ঐ দুইটী স্থালক সাধারণতঃ দুইটী পৃষ্ঠকশেরুকাপিণ্ডের উপরের ও নীচের অর্দ্ধ স্থালকের সহিত সংবদ্ধ হইয়া থাকে।

অর্ব্বুদ—মুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থালকাঙ্কিত পিণ্ডের নাম অর্ব্বুদ। কশেরুকার বাহুস্থিত স্থালকের সহিত অর্ব্বুদের সন্ধি হইয়া থাকে।

গ্রীবা—মুণ্ড এবং অর্ব্বুদের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম গ্রীবা।

কোণ—গ্রীবার সম্মুখস্থ কোণাকার অংশের নাম কোণ। এই স্থানের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন ভগ্ন স্থান জোড়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ বাল্যকালে অস্থিখণ্ডগুলি পৃথক্ থাকে, এই স্থানেই যৌবনে জুড়িয়া যায়।

কাণ্ড—পর্শুকার ধনুর ন্যায় বক্রাকার মধ্যভাগকে কাণ্ড বলে। ইহার দুইটী ধারা আছে—অধোধারা এবং উর্দ্ধধারা। অধোধারায় একটী পরিখা বা খাঁজ আছে এবং সেই পরিখায় 'পর্শুকানুগা' সিরা, ধমনী ও নাড়ী অবস্থিতি করে।

অগ্রকোটি—পর্শুকার সম্মুখপ্রান্তের নাম অগ্রকোটি। এই স্থান উচ্চাবচ এবং উপপর্শুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

তৃতীয়া হইতে নবমী পর্শুকার আকৃতি বর্ণিত হইল। প্রথমা, দ্বিতীয়া, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী পর্শুকার যে বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে—

[উনবিংশ চিত্র—বিশিষ্ট পর্শুকা]
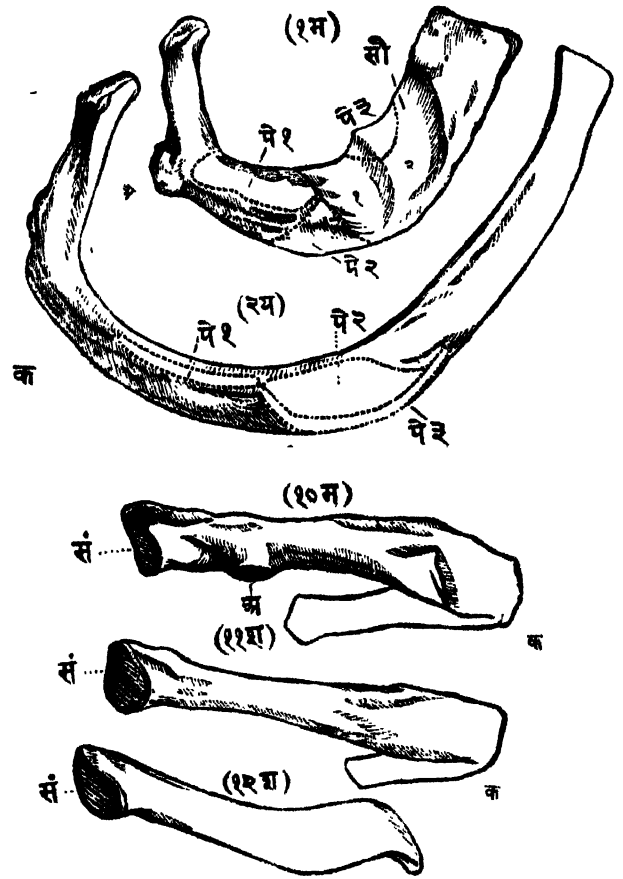
(১ম) ১ম—প্রথমা পর্শুকা। (২য়) ২য়—দ্বিতীয়া। (১০ম) ১০ম দশমী। (১১শ) ১১শ—একাদশী। (১২শ) ১২শ—দ্বাদশী (অ, অ—অর্ব্বুদ। (ক) ক—কোণ। (মং) মং—মুণ্ডস্থ স্থালক। প্রথমা পর্শুকায় '১,২' ১,২—'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের খাত। (পে) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল। (পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়)

প্রথমা পর্শুকা—ইহা হ্রস্বতম এবং কাস্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ড ও স্থালক ক্ষুদ্রতম এবং কোণ বিশিষ্ট। কাণ্ড আনত, কাণ্ডের উর্দ্ধতলে 'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের জন্য দুইটী খাঁজ আছে এবং নিম্নতলে বহু পেশী সন্নিবিষ্ট।

দ্বিতীয়া পর্শুকা—ইহা প্রথমা পর্শুকা অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ইহার উর্দ্ধতলে দুইটী পেশী সন্নিবিষ্ট।

দশমী পর্শুকা—ইহা হ্রস্ব এবং কতকটা বড়িশের ন্যায়

আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ডে একটী স্থালক আছে এবং কোণটী কাণ্ডের মধ্যগত।

একাদশ পর্শুকা—ইহাতে অর্ব্বুদ নাই, কোণ আছে।

দ্বাদশ পর্শুকা—একাদশী পর্শুকার ন্যায়। অধিকন্তু ইহাতে কোণও নাই

উপপর্শুকা*—ইহাদের সংখ্যা পর্শুকার ন্যায় এবং ইহারা এক প্রান্তে পর্শুকা ও অপর প্রান্তে উরঃফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত। প্রাচ্যমতে উপপর্শুকাগুলি তরুণাস্থি বলিয়া অস্থিসংখ্যায় গণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রতীচ্য মতে ইহাদের অস্থি বলিয়া গণনা করা হয় না

উরঃপঞ্জর।*

আমরা পূর্ব্বে যে উরোগুহার কথা বলিয়াছি তাহা উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত। উরঃপঞ্জরের পশ্চাদ্ভাগে বংশ, দুই পার্শ্বে পর্শুকাগুলি এবং সম্মুখে উপপর্শুকা ও উরঃফলক অবস্থিত। ইহা উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ আয়ত এবং নিম্নদিকে 'মহাপ্রাচীর' পেশী দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রধানতঃ শ্বাসনলীর সহিত দুইটী ফুস্ফুস্, অন্ননলী এবং স্থূল মহাসিরাদ্বয় ও মহাধমনী প্রভৃতি সংযুক্ত হৃদয় উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত

মস্তকের অস্থি।

মস্তকে মোট বাইশখানি অস্থি আছে। তন্মধ্যে আটখানি অস্থি দ্বারা করোটি বা শিরঃসম্পুট † নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সম্পুটের মধ্যে জ্ঞানের প্রধান আধার মস্তিষ্ক অবস্থিতি করে। অবশিষ্ট চৌদ্দখানি অস্থি দ্বারা মুখমণ্ডল নির্ম্মিত হয়।

[বিংশ চিত্র—সমগ্র করোটি]

(১, ১) ১, ১—পুরঃকপাল। (২, ২) ২, ২—পার্শ্বকপাল। (৩, ৩) ৩, ৩—পশ্চাৎ কপাল। (৪, ৪) ৪, ৪—শঙ্খাস্থি (যুগ্ম অঙ্ক সীমা নির্দ্দেশের জন্য)। (৫) ৫—শঙ্খাস্থির গোস্তনাংশ। (৬, ৬) ৬, ৬—গণ্ডাস্থি। (রে ১) রে ১—উত্তরা শঙ্খতোরণিকা রেখা। (রে ২) রে ২—অধরা শঙ্খতোরণিকা। মধ্যে শঙ্খচ্ছদা পেশীর উৎপত্তি স্থান।
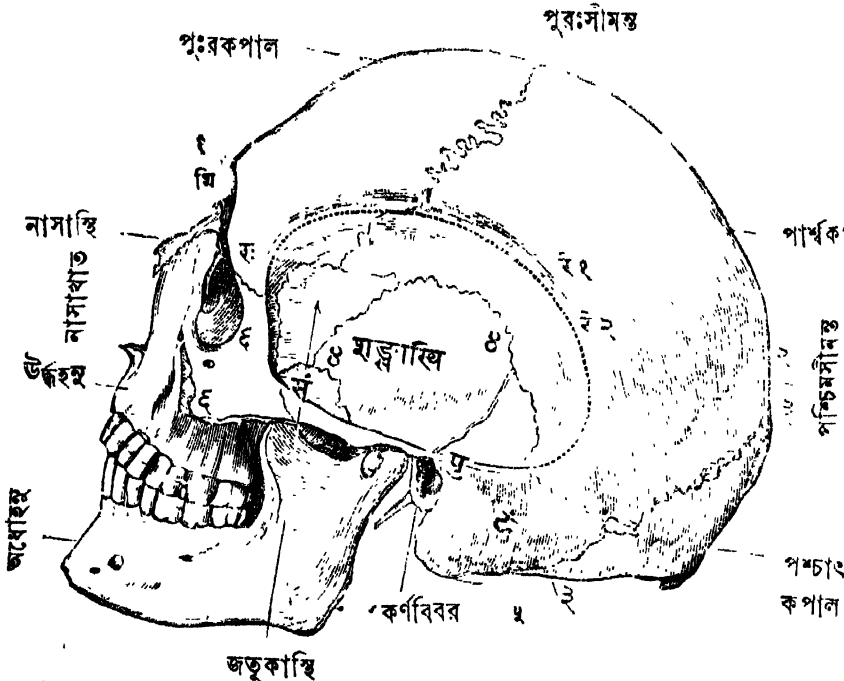
দুই ভ্রূ জুড়িয়া উভয়দিকে পশ্চাদভিমুখে কর্ণমূলের উপর দিয়া কেশান্তভাগ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা সংযুক্ত করিলে উহাদের ঊর্দ্ধাংশকে শিরসম্পুট বলা যায়। শিরঃসম্পুট নির্ম্মাণকারক আটখানি অস্থির নাম, যথা—পুরঃকপাল একখানি, পশ্চাৎ কপাল একখানি, পার্শ্ব কপাল দুইখানি, কর্ণমূলে শঙ্খাস্থি দুইখানি এবং শিরঃসম্পুটভূমিভূত জতুকা ও ঝর্ঝরক নামক অস্থি দুইখানি। এই আটখানি অস্থির মধ্যে ছয়খানি কঙ্কালের বাহির হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল জতুকা ও ঝর্ঝর নামক অস্থি দুইখানি স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে জতুকাস্থির অংশমাত্র দেখা যায় (চিত্র দেখ)।

* ইং—False Ribs—ফল্স রিব্স্।
† ইং—Cranium—ক্রানিয়ম।

* ইং—Thorax—থোরাক্স

পশ্চাৎ কপাল*—চারিখানি শিরঃকপালের মধ্যে পশ্চিম কপাল পৃষ্ঠবংশের চূড়ার সহিত সংহিত হইয়া মস্তকের মূলবন্ধন স্বরূপে অবস্থিত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত যথা—কপালভাগ এবং মূলভাগ। কপালভাগ উর্দ্ধে পশ্চাতে হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পফণার ন্যায় আয়ত। মূলভাগ নিম্নদিকে সম্মুখে হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পগ্রীবা সদৃশ। উভয় ভাগের সংযোগে যে 'মহাবিবর' নির্ম্মিত হয় তাহার ভিতর দিয়া সশীর্ষ সুষুম্নাকাণ্ড নিম্নে পৃষ্ঠবংশের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহ্য এবং আভ্যন্তর ভেদে পশ্চিম কপালের দুইটী তল আছে। তন্মধ্যে আভ্যন্তর তলের কপালভাগ মস্তিষ্কের পশ্চার্দ্ধ ও অনুমস্তিষ্ক ধারণার্থ খাতোদর। ইহাতে সিরা ধারণের জন্য চারিটী পরিখা স্বস্তিকাকারে অবস্থিত। এই সিরাপরিখা চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রকে 'মহাবর্ত্ত' বলে। প্রত্যেক সিরাপরিখার উভয় তটে 'মস্তিষ্কাবরণী' কলার অংশ-বিশেষ সংলগ্ন থাকে। আভ্যন্তর তলের মূলভাগেও সামান্য খাঁত আছে, উহা সুষুম্নাশীর্ষক ধারণের জন্য। কপালভাগ ও মূলভাগের সংযোগস্থলের বহিঃসীমায় দুইদিকে দুইটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার ক্ষুদ্র গভীর খাত আছে। উক্ত খাতদ্বয়ে 'অনুমন্যা' নামক স্থূল সিরাদ্বয় অবস্থিতি করে বলিয়া উহারা 'অনুমন্যাখাত' নামে অভিহিত। উক্ত খাত-দ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধিত অংশদ্বয়কে "মন্যা প্রবর্দ্ধনক" বলে।

কপাল ভাগের ধারা অত্যন্ত দন্তুর এবং উভয় দিকের ধারার দুই পার্শ্বে দুইটী কোণ আছে, ইহারা 'পার্শ্বকোণ' নামে অভিহিত।

পার্শ্বকোণদ্বয়ের উর্দ্ধতন ধারার্দ্ধ পার্শ্ব-কপালের পশ্চিম ধারার সহিত এবং অধস্তন অংশের পার্শ্বদ্বয় দুইখানি শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ কপালের মূলভাগের মধ্যস্থ 'মূলপিণ্ড' নামক অংশ জতুকাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হয়।

পশ্চাৎ কপালের বহিস্তলের উর্দ্ধদিকের কপালাংশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং 'শিরশ্ছদা' পেশী দ্বারা আবৃত। ইহার মধ্যস্থলে 'পশ্চিমার্ব্বুদ' নামে একটী উৎসেধ আছে এবং তাহার নিম্নে অধোদিকে বিস্তৃত 'পশ্চিমালিকা' নামে একটী সমুন্নত রেখা আছে। এই উৎসেধ ও রেখায় 'গ্রীবাধরা স্নায়ুরজ্জু'
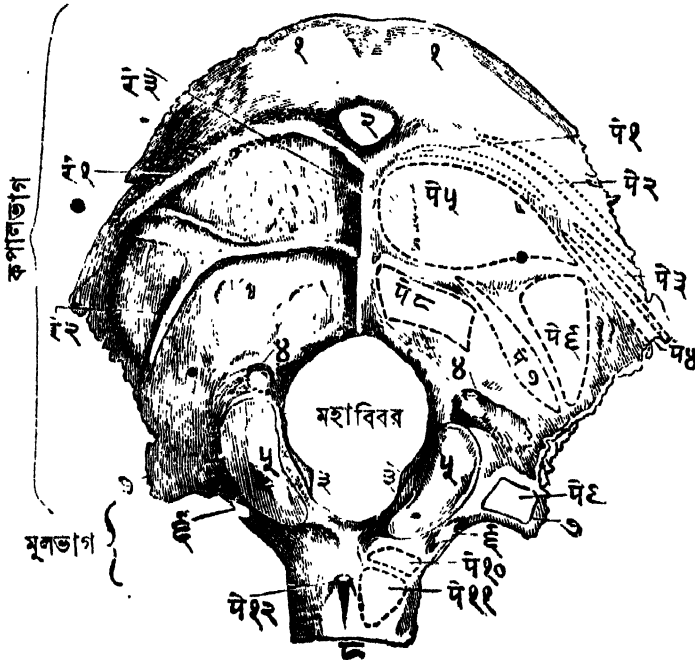
[২১শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল (সম্মুখতল)]

(জতুকাস্থির সহিত সন্ধেয়)

(১) ১—মহাবর্ত্ত। (২, ২) ২, ২—পার্শ্বকোণদ্বয়। (২-১-২) ২-১-২—পার্শ্বি-কাখ্য সিরাপরিখা। (৩) ৩—সম্মুখধারার মধ্যবিন্দু। (৩-১-৪) ৩-১-৪—দীর্ঘি কাখ্যা সিরাপরিখা। (৫, ৫) ৫, ৫—স্নায়ুসংযোগের জন্য দুইটী কলায়। (৬, ৬) ৬, ৬—মন্যাপ্রবর্দ্ধনদ্বয়। (৩, ৩)—অনুমন্যাখাতদ্বয়। (ক) ক—কলাসংযোগসূচক পরিখাতটদ্বয়।

* ইং—Occipital Bone—অক্সিপিট্যাল্ বোন্।

[২২শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল তল)]

(১, ১) ১, ১—পৃষ্ঠতলের মুক্ত মসৃণ ভাগ, ইহা শিরশ্ছদা পেশীদ্বারা আবৃত থাকে। (২) ২—পশ্চিমার্ব্বুদ। (৩, ৩) ৩, ৩—স্নায়ু সংযোগের জন্য কলায়কদ্বয়। (৪, ৪)—মূলকোটির পশ্চাতের ছিদ্রদ্বয়। (৫, ৫) ৫, ৫—মূলকোটিদ্বয় (৬, ৬) ৬, ৬—মূলকোটির সম্মুখস্থ রন্ধ্র দ্বয়। (৭, ৭) ৭, ৭—মস্তাপ্রবর্দ্ধনদ্বয় (৮) ৮—মূলপিণ্ড। (রে ১) রে ১—উত্তরতোরণিকা। (রে ২) রে ২—অধর তোরণিকা। (পে) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীনিবেশ স্থল। পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়।

সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমালিকার উভয়দিকে দুইটী করিয়া চারিটী তোরণাকার রেখা আছে। ইহাদের উপরের দুইটীকে 'উত্তরতোরণিকা' এবং নিম্নের দুইটীকে 'অধরতোরণিকা' বলে। পশ্চাৎ কপালের মূলভাগের উপরিস্থ অংশে বহিস্তলে শিমবীজের ন্যায় যে দুইটী উৎসেধ আছে, উহাদিগকে 'মূলকোটি' বলে। 'চূড়াবলয়া' কশেরুকার উপরিস্থিত স্থালকদ্বয়ের সহিত মূলকোটিদ্বয়ের সন্ধি হইয়া থাকে। মূলকোটিদ্বয়ের অন্তঃপার্শ্বে 'কলায়ক' নামক উৎসেধ দুইটীর সহিত 'মধ্যরজ্জু' নামক স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে।

মূলকোটিদ্বয়ের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দুইটী করিয়া চারিটী "রন্ধ্রমার্গ" আছে। এই রন্ধ্রমার্গের ভিতর দিয়া নাড়ী প্রবেশ করিয়া থাকে।

সন্ধি—পশ্চাৎকপাল ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, উর্দ্ধ দিকের অর্দ্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি পার্শ্ব কপালের সহিত, অধোদিকের অর্দ্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি শঙ্খাস্থির সহিত, মূলের অগ্রভাগ জতুকাস্থির সহিত এবং মূলকোটিদ্বয় চূড়াবলয়ার সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

পেশী—পশ্চাৎ কপালে বারো জোড়া পেশী সংযুক্ত থাকে; উত্তর তোরণিকার উপকণ্ঠে তিন জোড়া, উভয় তোরণিকার অন্তরালে তিন জোড়া, অধর তোরণিকার নিম্নভাগে তিন জোড়া এবং মূলভাগে তিন জোড়া।

পার্শ্বকপাল *—(২৩শ চিত্র) পুরঃকপাল এবং পশ্চিমকপালের মধ্যে দুইদিকে দুই খানি পার্শ্বকপাল আছে। ইহাদের চারিটী ধারা, চারিটী কোণ এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুইটী তল আছে।

ইহাদের বহিস্তল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং বহিস্তলে 'পার্শ্বকুম্ভ' নামে পিণ্ডাকার দুইটী উৎসেধ এবং 'উত্তরশঙ্খতোরণিকা' ও 'অধরশঙ্খতোরণিকা' নামে ধনুকের ন্যায় বক্রাকার দুইটী রেখা আছে। অধর শঙ্খ-তোরণিকা রেখার ক্রোড় দেশ হইতে 'শঙ্খচ্ছদা' পেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পার্শ্বকপালদ্বয়ের আভ্যন্তর তল খাতোদর এবং উচ্চাবচ। উক্ত খাতের মধ্যে মস্তিষ্ককলাপোষণী মধ্যমা ধমনীর শাখাপ্রশাখাজালের এবং কলাগ্রন্থি সমূহের নিবেশ চিহ্ন দেখা যায়।

পার্শ্ব কপালের চারিটী ধারা দন্তুর এবং যথাক্রমে উর্দ্ধ ধারা, অধোধারা, সম্মুখধারা এবং পশ্চিমধারা নামে অভিহিত। তন্মধ্যে উর্দ্ধধারা অপর পার্শ্বকপালের উর্দ্ধ ধারার সহিত, অধোধারা শঙ্খাস্থি ও জতুকাস্থির সহিত, সম্মুখধারা পুরঃকপালের সহিত এবং পশ্চিম ধারা পশ্চাৎকপালের সহিত সন্ধিযুক্ত।

* ইং—Parietal Bones—প্যারাইট্যাল বোন্‌স্।

[২৩শ চিত্র—পার্শ্বকপাল (অভ্যন্তর তল)]
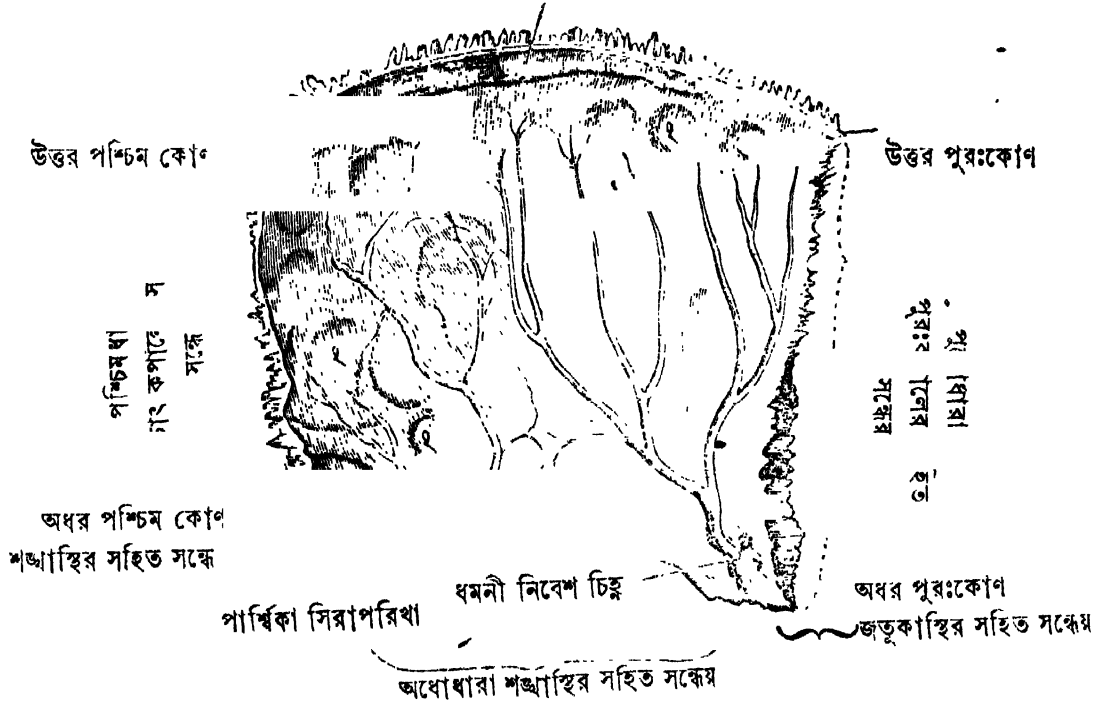
(১, ১, ১) ১, ১, ১—কলায় গ্রন্থিখাত। (২) ২—ধমনীনিবেশ চিহ্ন।

পার্শ্বকপালের সম্মুখ ভাগের উর্দ্ধতন কোণ 'সম্মুখ উত্তর কোণ' এবং অধস্তন কোণ 'সম্মুখ অধর কোণ' নামে অভিহিত। পশ্চাদ্ ভাগের কোণ দুইটীর নামও এইরূপ অর্থাৎ 'পশ্চিম উত্তর কোণ' ও 'পশ্চিম অধর কোণ'। তন্মধ্যে সম্মুখ ও পশ্চাতের উত্তর কোণ দুইটা জন্ম হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কলাময় থাকে। এই জন্য স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মস্তকের মধ্যস্থলে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ ভাগে কোমল স্থান (চলিত কথায় 'তালু',) দেখা যায়। সম্মুখের অধরকোণ ধমনী-ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং জতুকাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। পশ্চাতের অধরকোণ পার্শ্বিকাখ্য সিরা ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

সন্ধি—পাঁচটী অস্থির সহিত (চিত্র দেখ)।

পুরঃকপাল বা অগ্রকপাল *

(২৪শ চিত্র) ইহা শিরঃসম্পুটের সম্মুখ ভাগ নির্ম্মাপক বৃহৎ ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কপালাস্থি। ইহার দুইটা অংশ যথা, 'ললাট ভাগ' এবং 'নেত্রচ্ছদি ভাগ'। তন্মধ্যে ললাট ভাগ—তিন খানি ফলক দ্বারা নির্ম্মিত—মধ্যে ললাটফলক এবং উভয় পার্শ্বে দুইখানি পার্শ্বফলক। ললাটফলকের বহিস্তল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং উহার দুই পার্শ্বে 'অগ্রকুম্ভ' নামে দুইটী উৎসেধ আছে। এই অগ্রকুম্ভদ্বয় মেধাবীদিগের অত্যুন্নত এবং অল্প মেধাবীদিগের অল্প উন্নত হইয়া থাকে। অগ্রকুম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নাসামূল গত স্থানকে 'কূর্চ্চক' বা ভ্রূমধ্য বলে। কূর্চ্চকের উপরে যে ঊর্দ্ধগত নাতিপরিস্ফুট রেখা আছে, তাহাকে 'গূঢ়সীমন্তিকা' বলে। উহা বাল্যকালে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত পুরঃকপা-

* ইং—Frontal Bone—ফ্রণ্ট্যাল্ বোন্।

[২৪শ চিত্র—পুরঃকপাল]

অন্তস্তল

(বুঝিবার সুবিধার জন্য উত্তান অধোমুখ)

(১) ১—কলাগ্রন্থিখাত। (২) ২—ধমনীপ্রতানাঙ্ক। (৩, ৪) ৩, ৪—ঝর্ঝরকোটর। (৫) ৫—মহাপরিখা। (৬) ৬—মহাপরিখাতটদ্বয়। (৭) ৭—অশ্রুগ্রন্থিখাত। (৮) ৮—নাসাগুহার ছাদ নির্মাপক ক্ষুদ্র ফলক। (৯) ৯—সিরা পরিখাতট। (সং০ ১) সং ১—জতুকাস্থির লঘুপক্ষতির সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ২) সং ২—ঝর্ঝরাস্থির পার্শ্বের সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ৩) সং ৩—অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ৪) সং ৪—ঊর্দ্ধ হনুস্থির সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ৫) সং ৫—নাসাস্থির সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ৬) সং ৬—ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সন্ধেয় অংশ।

লার্দ্ধ দুই খানির সংযোগ চিহ্ন। এই রেখার নিম্নভাগের উভয় পার্শ্বে ভ্রূর অনুক্রমে 'ভ্রূতোরণিকা' নামে দুইদিকে দুইটী তোরণাকার উৎসেধ আছে। প্রত্যেক ভ্রূতোরণিকার বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুইটি কোটি এবং মধ্যস্থলে 'অধিভ্রূব' নামে সূক্ষ্ম ছিদ্র বা কোটর আছে। বাহ্যকোটিদ্বয় অপাঙ্গ দেশে গণ্ডাস্থির সহিত এবং অন্তঃকোটিদ্বয় নাসামূলে নাসাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। অধিভ্রূব নামক ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঐ নামের সিরা ধমনী ও নাড়ী নির্গত হইয়া থাকে। ভ্রূতোরণিকাদ্বয়ের পশ্চাতে অস্থির অভ্যন্তরে গূঢ় ভাবে অবস্থিত 'ললাট কোটর' নামে দুই দিকে দুইটি কোটর আছে, উহারা নাসাগুহার সহিত সংযুক্ত।

ললাট ফলকের অন্তস্তল খাতোদর এবং এই খাত কলাগ্রন্থি ও ধমনীপ্রতান সমূহের ধারণকৃত চিহ্নবিশিষ্ট। অন্তস্তলের মধ্যভাগে সিরাপরিখা আছে এবং এই পরিখার তটে মস্তিষ্কচ্ছদা কলার "দাত্রিক" নামক মধ্যভাগ সংযুক্ত থাকে।

পার্শ্বফলকদ্বয় শঙ্খচ্ছদা পেশী ধারণের জন্য ঈষৎ খাতোদর। উহাদের ঊর্দ্ধ সীমায় ধনুকের ন্যায় বক্রাকার "শঙ্খতোরণিকা" নামে যে রেখা আছে, উহা পার্শ্বকপালাস্থির "শঙ্খতোরণিকা" রেখার সহিত সংযুক্ত। এই দুইটী রেখার পাশে পাশে বহু পেশী সংলগ্ন থাকে।

পুরঃকপালের নেত্রচ্ছদিভাগ দুইটী চক্ষুর উপর ছাদের ন্যায় অবস্থিত। এই অংশ—'নেত্রচ্ছদিফলক' নামক পার্শ্বস্থিত

অংশদ্বয়ে বিভক্ত। দুইটি নেত্রচ্ছদি ফলকের মধ্যভাগে 'মহাপরিখা' নামে খাত আছে। নেত্রচ্ছদিফলকদ্বয় প্রায় ত্রিকোণ, মসৃণ এবং ঈষৎ খাতোদর। প্রত্যেক ফলকের বহিঃ-সীমায় অশ্রুগ্রন্থি ধারণের জন্য ক্ষুদ্র অগভীর কোটর আছে।

মহাপরিখার দুই তটের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান ঝর্ঝরক অস্থির চালনীপটল নামক অংশের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। উভয় তটস্থিত কোটরগুলি ঝর্ঝরাস্থির কোটরদ্বয়ের সহিত মিলিত। মহাপরিখার সম্মুখ ভাগে যে দুই খানি ক্ষুদ্র অস্থি-ফলক আছে তাহারা নাসাগুহার আচ্ছাদন স্বরূপ হইয়া থাকে। এই দুই খানি ফলকের মধ্যে 'অগ্রকণ্টক' নামে যে সূক্ষ্ম কণ্টকাকার অংশ আছে, উহা সম্মুখভাগে নাসাস্থি-দ্বয়ের সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত। উক্ত অস্থিফলক দুইখানির দুই পার্শ্বে দুইটী ললাট কোটরের দ্বার আছে।

সন্ধি—পুরঃকপালের এক এক অর্দ্ধভাগ সাতখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা,—মহাপরিখার বহিঃসীমায় চারীটীর সহিত অর্থাৎ সম্মুখ ভাগে নাসাস্থি, উর্দ্ধে হন্বস্থি ও অশ্রুপীঠাস্থির সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ঝর্ঝরাস্থির সহিত; নেত্রচ্ছদিফলকের বহিঃসীমায় সম্মুখার্দ্ধে গণ্ডাস্থির সহিত এবং পশ্চার্দ্ধে জতুকাস্থির সহিত; ললাটফলকের পশ্চিম ধারায় পার্শ্বকপালের সহিত। তন্মধ্যে জতুকাস্থি ও ঝর্ঝরাস্থি এই দুইখানি একক অস্থি এবং নাসাস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি, শঙ্খাস্থি, উর্দ্ধ হন্বস্থি ও পার্শ্বকপালাস্থি এইগুলি যুগ্ম অস্থি। সুতরাং এক এক দিকে সাতখানি অস্থির সহিত সন্ধি হইলেও উভয় দিকে মোটের উপর বারখানি অস্থির সহিত সন্ধি হয়।

পেশী—পুরঃকপালে তিন জোড়া পেশী সংলগ্ন থাকে—উভয় দিকের ভ্রূমধ্যে দুই জোড়া এবং শঙ্খ-তোরণিকায় এক জোড়া।

শঙ্খাস্থি*—পার্শ্বকপালদ্বয়ের নিম্নে দুই রগে দুইখানি শঙ্খাস্থি অবস্থিত। প্রত্যেক শঙ্খাস্থির তিনটী ভাগ যথা,—শঙ্খচক্র, কর্ণমূলপিণ্ড এবং অশ্মকূট।

[২৫শ চিত্র—শঙ্খাস্থি (বহিস্তল)]

* ইং—Temporal Bones—টেম্পোর্যাল বোন্‌স্।
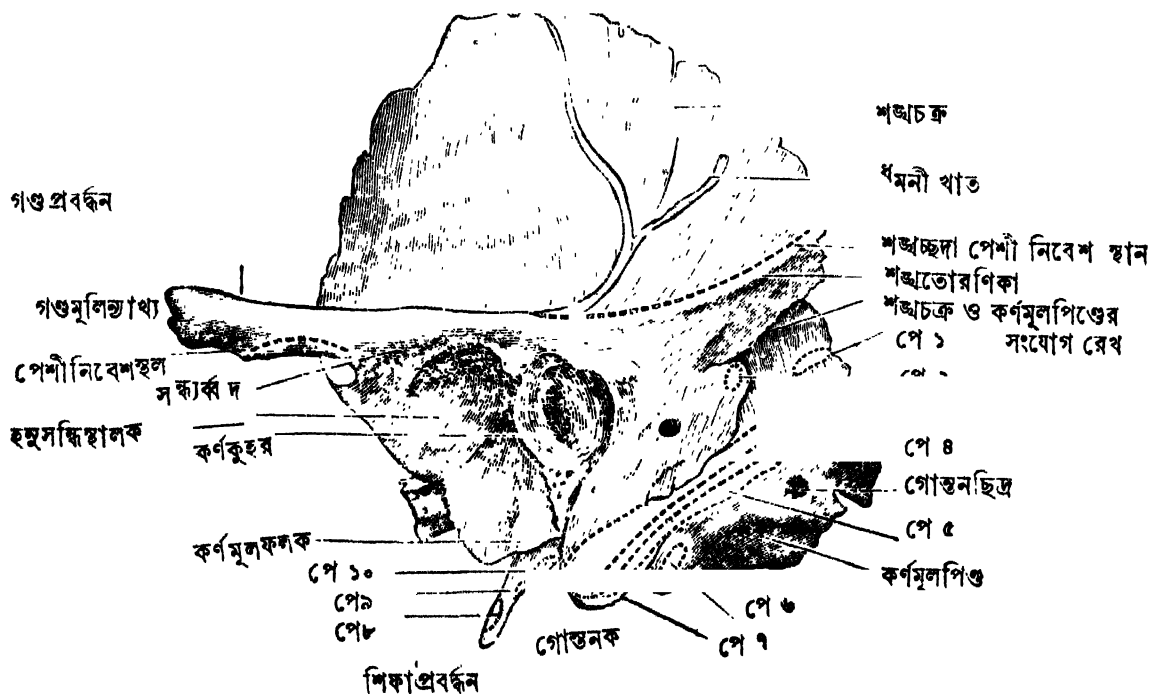
(১) শঙ্খচক্র—ইহা শঙ্খদেশনির্ম্মাণকারক প্রায় চক্রাকার অস্থিফলক। ইহার বহিস্তল মসৃণ এবং ধমনী ধারণের চিহ্নে অঙ্কিত। শঙ্খচক্রের দীর্ঘ ও সম্মুখদিকে বর্দ্ধিত অংশ গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত বলিয়া 'গণ্ডপ্রবর্দ্ধনক' নামে খ্যাত। এই প্রবর্দ্ধনকের উর্দ্ধ ও অধোভেদে দুইটী ধারা। তন্মধ্যে উর্দ্ধ ধারায় 'শঙ্খাবরণী কলা' সংযুক্ত থাকে। অধোধারার নিম্নদিকে সম্মুখ ভাগে যে অর্ব্বুদ আছে, উহা 'সন্ধ্যর্ব্বুদ' নামে অভিহিত এবং হনুসন্ধির সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। সন্ধ্যর্ব্বুদের পশ্চাদ্ ভাগে অবস্থিত 'হনুসন্ধিস্থালক' নামক কোটর অধোহনুমুণ্ড ধারণ করিয়া থাকে। হনুসন্ধিস্থালকের পশ্চাতে 'কর্ণকুহর' অবস্থিত। কর্ণকুহরের পরিধিতে 'কর্ণশষ্কুলী' নির্ম্মাণকারক তরুণাস্থিগুলি সংযুক্ত থাকে। কর্ণকুহর ও হনুসন্ধিস্থালকের মধ্যবর্ত্তী অস্থিফলক 'কর্ণমূলফলক' নামে অভিহিত এবং উহা কর্ণমূলীয় লালাগ্রন্থির আশ্রয় স্থান। গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের পশ্চাদ্ ভাগে 'শঙ্খতোরণিকা' নামে একটী সমুন্নত রেখা আছে, উহা পূর্ব্বোক্ত শঙ্খতোরণিকা রেখার সহিত মিলিত। এই রেখার অধোভাগে আর একটী রেখা আছে, উহা শঙ্খচক্রের সহিত কর্ণমূলপিণ্ডের সংযোগের চিহ্নস্বরূপ।

[২৬শ চিত্র—শঙ্খাস্থি (অন্তস্তল)]
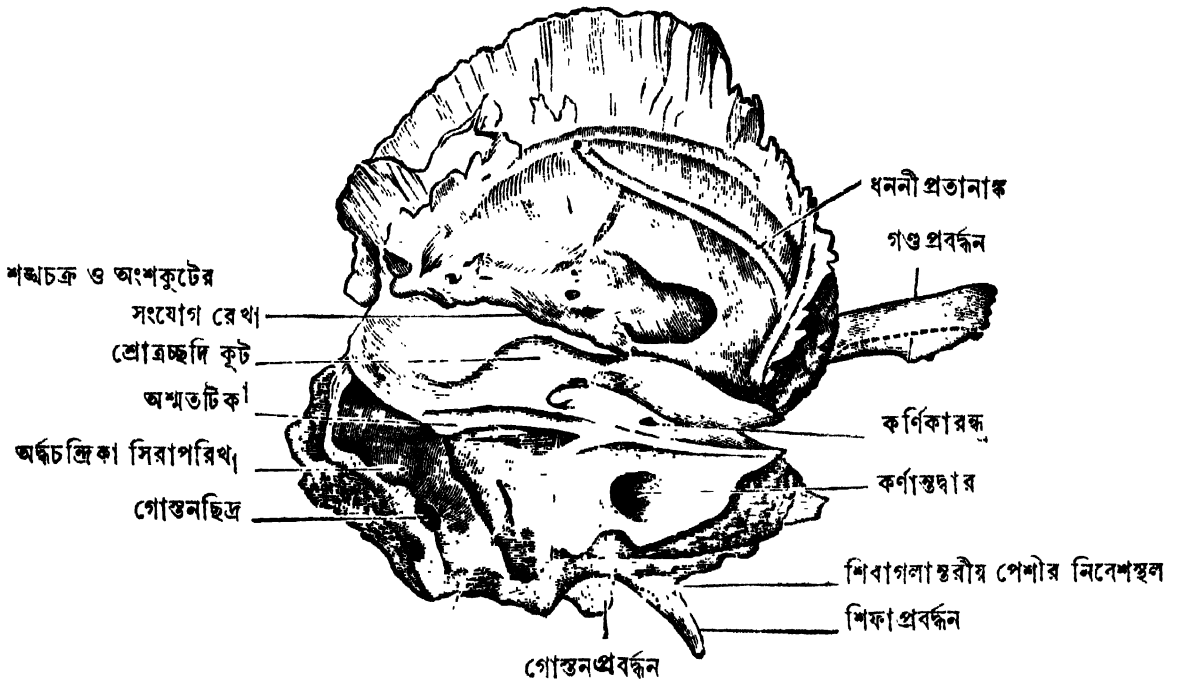
শঙ্খচক্রের অন্তস্তল মস্তিষ্কপিণ্ড ধারণের জন্য কিঞ্চিৎ খাতোদর, ধমনী ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং মৎস্যের আঁসের ন্যায় ধারাযুক্ত।

(২) কর্ণমূলপিণ্ড—এই অস্থিপিণ্ড কর্ণমূলে অবস্থিত এবং 'গোস্তনক' নামক প্রবর্দ্ধনযুক্ত। এই প্রবর্দ্ধনটী অধোমুখ ও ভিতরে কোটরবিশিষ্ট,—কোটরগুলি কর্ণস্রোতের মধ্যপথের অনুযায়ী। কাণ পাকিলে কখন কখন এই কোটরগুলি পর্য্যন্ত পূঁয হয়। কর্ণমূলপিণ্ডের অন্তস্তলে 'অর্দ্ধচন্দ্রিকা' নামে একটী সিরাপরিখা আছে, উহা পার্শ্বিকাখ্য সিরাপরিখার সহিত মিলিত। উক্ত পরিখার মধ্যে একটী ছিদ্র আছে, তাহা 'গোস্তনছিদ্র' নামে অভিহিত এবং সিরাপরিখা-প্রবেশিনী সিরার দ্বারভূত।

(৩) অশ্মকূট—শঙ্খাস্থির এই অংশ প্রস্তরের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট, চারিটী ধারাযুক্ত এবং শিরঃসম্পুটভূমির মধ্যে

তির্য্যক্‌ভাবে প্রবিষ্ট। ইহার ঊর্দ্ধদেশ শিরঃসম্পুট নির্ম্মাপক এবং মস্তিষ্কভূমির অংশভূত। উহার অধোদেশ কর্ণপীঠ নির্ম্মাপক এবং কণ্ঠকুহরের ছাদের অংশভূত। অশ্মকূটের অভ্যন্তরে তিনখানি সূক্ষ্ম কর্ণাস্থি এবং শ্রুতিযন্ত্র নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। নিম্নে অশ্মকূটের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়গুলি লিখিত হইতেছে :—

(ক) ঊর্দ্ধসীমায় শঙ্খচক্রের সহিত সংযোগাঙ্ক রেখা এবং ইহার উপকণ্ঠে কূটাগ্রভাগের নিকট দুইটী রন্ধ্রমার্গ আছে। ঊর্দ্ধদিকের রন্ধ্রমার্গ 'পটহোত্তংসিনী' পেশীর প্রবেশের দ্বার এবং অধোদিকের রন্ধ্রমার্গ কর্ণস্রোতের মধ্যপথের সহিত মিলিত ও 'পটহপূরিকা' নাম্নী ক্ষুদ্র নলিকার দ্বার স্বরূপ।

(খ) শ্রোত্রপথের আচ্ছাদনভূত 'শ্রোত্রচ্ছদিকূট' নামক উৎসেধ এবং তাহার পশ্চাতে 'অশ্মতটিকা' নামে রেখা।

(গ) 'কর্ণান্তর্দ্বার'—ইহা 'শ্রুতিনাড়ী' ও 'বক্ত্রনাড়ী' নামে নাড়ীদ্বয়ের প্রবেশ পথ।

(ঘ) কর্ণভূমিগামিনী সূক্ষ্ম নাড়ী ও ধমনী প্রবেশের জন্য 'কর্ণিকারন্ধ্র'।

(ঙ) পেশী ও স্নায়ু সংযোগের জন্য শিকড়ের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অধোমুখ 'শিফাপ্রবর্দ্ধনক'। ইহার মূলে বক্ত্রনাড়ী প্রবেশের জন্য 'শিফাগোস্তনান্তরীয়' নামে ছিদ্র আছে।

(চ) মাতৃকাধমনী ধারণের জন্য 'মাতৃকাসুরঙ্গা' নামক রন্ধ্রমার্গ।

সন্ধি—প্রত্যেক শঙ্খাস্থি পাঁচখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, গণ্ডপ্রবর্দ্ধন দ্বারা গণ্ডাস্থির সহিত, শঙ্খচক্রধারার গণ্ডপ্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত অংশে পার্শ্বকপালের সহিত, গণ্ডপ্রবর্দ্ধন হইতে অশ্মকূটাগ্র পর্য্যন্ত ধারায় পশ্চিম কপালের সহিত, অশ্মকূটের অগ্রভাগ হইতে গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত জতুকাস্থির সহিত এবং হনুসন্ধিস্থালকে অধোহন্বস্থির মুণ্ডের সহিত।

পেশী—প্রত্যেক শঙ্খাস্থিতে পনেরটী করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। বিবরণ যথাস্থানে বর্ণনীয়।

জতুকাস্থি।*

জতুকাস্থি* (২৭শ চিত্র)—জতুকাস্থি শিরঃসম্পুটের মধ্যভূমি নির্ম্মাণকারক, জতুকার (চামচিকের) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং সমস্ত শিরঃকপালের কেন্দ্রবন্ধন স্বরূপ। ইহার চারিটী অংশ যথা,—মধ্যে জতুকাশরীর, উভয় পার্শ্বে বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় ও নিম্নে ক্ষুদ্র পক্ষতিদ্বয় এবং সর্ব্বনিম্নে চরণদ্বয়। তন্মধ্যে—

(১) 'জতুকাশরীর' নামক মধ্যস্থ পিণ্ড উচ্চাবচ এবং শূন্যগর্ভ। ইহার গর্ভস্থিত কোটরগুলি 'জতুকাকোটর' নামে অভিহিত এবং ঝর্ঝরাস্থির কোটর সকলের সহিত সম্মিলিত।

জতুকা শরীরের চারিটী তল, যথা—সম্মুখ তল, পশ্চাৎ তল, ঊর্দ্ধ তল এবং অধস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) সম্মুখ তল ঝর্ঝরাস্থির উভয় দিকের পার্শ্বপিণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার মধ্যদেশের সমুন্নত রেখা ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সংহিত। সম্মুখের ঊর্দ্ধভাগে 'ত্রিকোণকটক' নামক একটী চূড়াকার প্রবর্দ্ধন আছে, উহা ঝর্ঝরাস্থির ছাদের ন্যায় ফলকের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(খ) পশ্চাৎ তল চতুষ্কোণ এবং পশ্চাৎকপালের মূলভাগের সহিত সন্ধিযুক্ত।

(গ) ঊর্দ্ধতলে ত্রিকোণকণ্টকের পশ্চাতে 'দৃষ্টিনাড়ীপরিখা' নামে একটী পরিখা আছে এবং উক্ত পরিখার দুই প্রান্তে 'দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্র' নামে দুইটী ছিদ্র আছে। এই পরিখা দৃষ্টিনাড়ী ধারণের জন্য এবং রন্ধ্র দুইটী দৃষ্টিনাড়ীদ্বয়ের অক্ষিকূটে প্রবেশের জন্য। ইহাদের পশ্চাতে 'পোষণিকা' নামক গ্রন্থি ধারণের জন্য 'পোষণিকা খাত' নামে একটী খাত আছে। উক্ত খাতের পশ্চাতে 'সুষুম্নাপীঠ' নামে যে উন্নত কূট আছে, উহা সুষুম্নাশীর্ষ ধারণ করিয়া থাকে। এই কূটের উভয় পার্শ্বে মাতৃকা ধমনীদ্বয় ধারণের জন্য 'মাতৃকা পরিখা' নামে দুইটী গভীর খাত আছে। ইহার সম্মুখভাগে এক এক দিকে পরে পরে তিনটী গুলিকা অবস্থিত।

* ইং—Sphenoid Bone—স্ফিনয়েড বোন্।

[২৭শ চিত্র—জতুকাস্থি (ঊর্দ্ধতল)]

(স্বাভাবিক আয়তন)
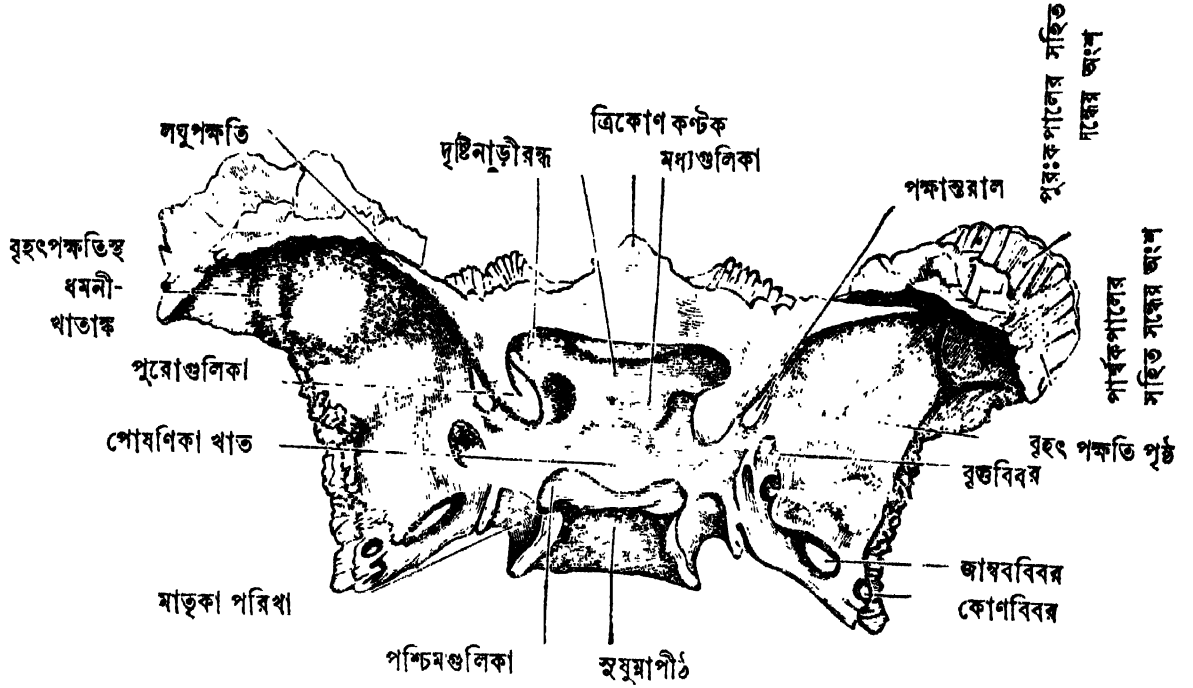
(ঘ) জতুকাশরীরের অধস্তল নাসাগুহা ও কণ্ঠ-বিবরের আচ্ছাদন ভূত। ইহাতে যে স্থূলমূল ও উন্নতাগ্র রেখা আছে, উহা 'রসনিকা' নামে অভিহিত। এই রেখা নাসিকার মধ্যপ্রাচীরভূত সীরিকাস্থির পশ্চিম প্রান্তের খাঁজের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(২) বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় জতুকাস্থির উভয় দিকে শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ত্রিকোণাকার। এক এক পক্ষের তিনটী তল, যথা—ঊর্দ্ধতল, সম্মুখতল এবং বহিস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) ঊর্দ্ধতলের নাম 'পক্ষতিপৃষ্ঠ'। ইহা মস্তিষ্কের মধ্য-ভূমিভূত এবং উহাতে 'বৃত্তবিবর' ও 'জাম্ববিবর' নামে দুইটী বিবর আছে। এই দুইটী বিবরের ভিতর দিয়া পঞ্চম নাড়ীর মধ্যম ও পশ্চিম শাখা যথাক্রমে নির্গত হইয়া থাকে। ইহার মূলে 'কোণ বিবর' নামে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'কলাপোষণী' ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে।

(খ) সম্মুখতল চতুষ্কোণ এবং নেত্রকূটের বহিঃপ্রাচীর স্বরূপ।

(গ) বহিস্তল বিশেষ উচ্চাবচ এবং 'শঙ্খাধরিকা' রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। রেখার ঊর্দ্ধভাগ শঙ্খদেশ নির্ম্মাণকারক ও শঙ্খচ্ছদা পেশীর প্রভবস্থল; অধোভাগ গণ্ডমূলের খাতে সংস্থিত।

(৩) লঘুপক্ষতিদ্বয় জতুকাশরীরের সম্মুখে উভয় দিকে অবস্থিত এবং পুরঃকপালাস্থির 'নেত্রচ্ছদিফলক'দ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে উভয়ের সংযোজক 'ত্রিকোণকণ্টক' এবং তন্মূলস্থ দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্রদ্বয়ের বিবর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

লঘু ও বৃহৎ পক্ষতিদ্বয়ের মধ্যে এক এক দিকে যে ত্রিকোণপ্রায় অন্তরাল আছে, উহারা 'পক্ষান্তরাল' নামে আখ্যাত। এই দুইটী অন্তরালের ভিতর দিয়া তৃতীয়, চতুর্থী ও ষষ্ঠী নাড়ী, পঞ্চমী নাড়ীর নেত্রগামিনী প্রথমা শাখা এবং নেত্রগামিনী শিরা ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(৪) চরণদ্বয় জতুকাস্থি শরীরের পশ্চাৎ প্রান্তের উভয় দিক হইতে নিম্ন দিকে বিস্তৃত। এক এক চরণে দুইটী করিয়া অস্থিফলক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখস্থ ফলক আয়তপৃষ্ঠ এবং পশ্চাতের ফলক অঙ্কুশাগ্র। এই অঙ্কুশকে আশ্রয় করিয়া 'তালুতংসনী' পেশী বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উভয় চরণের মধ্যে যে সুবঙ্ক অন্তরাল আছে, তথায় তালবস্থি সংহিত হইয়া থাকে।

সন্ধি—জতুকাস্থি আটখানি শিরঃসম্পুট নির্ম্মাপক অস্থির সহিত এবং গণ্ডাস্থিদ্বয়, তালবস্থিদ্বয় ও সীরিকা—এই পাঁচখানি মুখমণ্ডলের অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। সন্ধান-প্রকার চিত্রে দ্রষ্টব্য।

পেশী—জতুকাস্থিতে এক এক দিকে মোট এগারটী করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। যথা—বৃহৎ পক্ষতির বহিস্তলে দুইটী, লঘুপক্ষতির সম্মুখভাগে অক্ষিকূটগ ছয়টি, এবং চরণ ফলকে তিনটী পেশীর সংযোগ আছে।

[২৮শ চিত্র—ঝর্ঝরাস্থি]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট—স্বাভাবিক আয়তন)
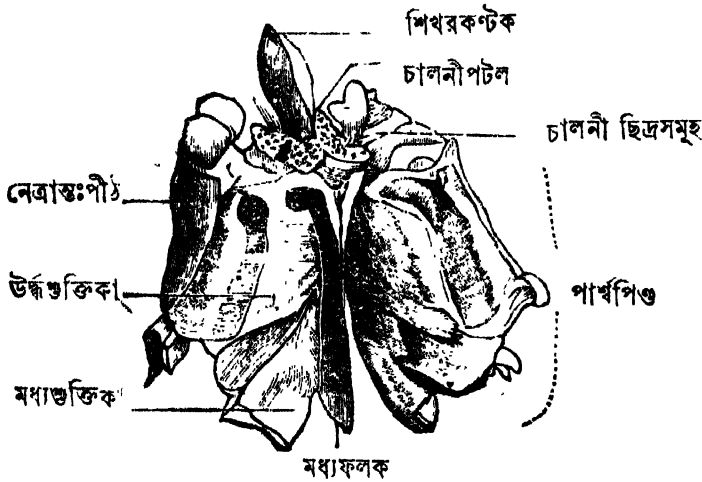
ঝর্ঝরাস্থি*—ঝর্ঝরাস্থি নামক নাসামূলগত পিণ্ডাকার অস্থি ছিদ্রবহুল এবং অক্ষিকোটরদ্বয়ের অন্তরালে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। ইহার তিনটী অংশ যথা,—মধ্যফলক, চালনীপটল এবং পার্শ্বপিণ্ডদ্বয়। তন্মধ্যে—

(১) মধ্যফলক—নাসামূলের মধ্য প্রাচীর নির্ম্মাণের সহায়ভূত পাতলা ফলকের ন্যায়। ইহার অগ্রধারায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং নাসাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ দ্বারা সংহিত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ ধারায় জতুকাস্থির পুরস্তলস্থিত রসনিকাখ্য মধ্যরেখা এবং নামক সীরিকা অস্থি সংহিত হয়। অধোধারা নাসাগ্রভাগের মধ্য প্রাচীরভূত ত্রিকোণাখ্য তরুণাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(২) চালনীপটল—নাসামূলের ছাদস্বরূপ, চালনীর ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল এবং মধ্যফলকের মস্তকে সংলগ্ন। ইহার চূড়ায় 'শিখরকণ্টক' নামে যে প্রবর্দ্ধন আছে তাহাতে 'দাত্রিকা' কলাভাগ সংযুক্ত থাকে এবং ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে তাহার ভিতর দিয়া গন্ধগ্রাহিণী নাড়ীর প্রতানসমূহ নাসামধ্যে বিস্তৃত হয়।

(৩) পার্শ্বপিণ্ডদ্বয় মধুচক্রের ন্যায় ছিদ্রগর্ভ এবং খুব পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যক পার্শ্বপিণ্ডের ছয়টী তল। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধতল কোটরবহুল এবং পুরঃকপালের মহাপরিখার পরিধির সহিত সংহিত। পুরস্তল অশ্রুপীঠদ্বয় ও ঊর্দ্ধ হন্বস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার অধঃস্থিত কোটরগুলি নাসাগুহার সহিত সংমিলিত। পশ্চাৎ তলও ছিদ্রবহুল এবং জতুকাস্থির কোটরযুক্ত পুরস্তলের সহিত সন্ধিযুক্ত। অন্তস্তল নাসাগুহার পার্শ্বপ্রাচীর স্বরূপ এবং দুইখানি ক্ষুদ্র শুক্তিকাকার অস্থিফলক বিশিষ্ট। উক্ত শুক্তিকাকার অস্থি দুইখানি যথাক্রমে ঊর্দ্ধশুক্তিকা এবং মধ্যশুক্তিকা নামে অভিহিত। ঊর্দ্ধ শুক্তিকা নাসাগুহার ঊর্দ্ধ সুড়ঙ্গের* এবংমধ্য শুক্তিকা মধ্য সুড়ঙ্গের চূড়ার স্বরূপ। মধ্য-শুক্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে অধঃশুক্তিকাস্থির সন্ধিস্থান।

* প্রত্যেক নাসাগুহা ত্রিতল এবং তিনটী স্রোত বা সুড়ঙ্গপথযুক্ত। সুড়ঙ্গপথগুলির বিশেষ বর্ণনা পরে লিখিত হইবে।

ই—Ethmoid Bone—এথ্‌মৃয়েড বোন্।

বহিস্তল সূচিকণ, চতুষ্কোণ ফলকনির্ম্মিত এবং নেত্রকোটরের অন্তঃপীঠনির্ম্মাপক বলিয়া 'নেত্রান্তঃপীঠ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—ঝর্ঝরাস্থি মস্তকের তেরখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা—পুরঃকপাল, জতুকাস্থি, সীরিকা এই তিনখানি একক অস্থির সহিত এবং নাসাস্থি, ঊর্দ্ধহন্বস্থি, তাল্বস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই পাঁচটী যুগ্ম অস্থির সহিত।

এই অস্থির সহিত কোন পেশীর সংযোগ নাই।

কপাল চক্রক।* মস্তকের কপালাস্থি সমূহের সীমন্তে দন্তুর ধারার মধ্যে মধ্যে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার অস্থি সমূহ দেখা যায়। ঐরূপ অস্থি প্রায়ই পার্শ্ব-কপালদ্বয়ের সন্ধিস্থলে—বিশেষতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র এবং শিররন্ধ্রের নিকটে দেখা যায়। উহাদের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয় নাই বলিয়া পৃথক্ ভাবে গণনা করা হয় না।

মুখমণ্ডলের অস্থি।

মুখমণ্ডল চতুর্দ্দশ খানি অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, যথা—দুই খানি নাসাস্থি, দুইখানি ঊর্দ্ধহন্বস্থি, দুইখানি অশ্রুপীঠাস্থি, দুইখানি গণ্ডাস্থি, দুইখানি তাল্বস্থি, দুইখানি শুক্তিকাস্থি, একখানি সীরিকাস্থি, এবং এক খানি অধোহন্বস্থি। তন্মধ্যে হন্বস্থিত্রয় ভক্ষণ চর্ব্বণাদি কার্য্য সাধন করে এবং অন্যান্য অস্থিগুলি চক্ষু নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে।

নাসাস্থি।*—নাসাস্থি দুইখানি নাসামূলে অবস্থিত বহিঃপৃষ্ঠে ন্যুব্জ এবং অন্তর্ভাগে কোরোদর। ইহারা মধ্যরেখায় পরস্পর সংহিত। নাসাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত পুরঃকপালাস্থির নাসামূলখাতের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঊর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের অধঃপ্রান্ত 'নাসাপার্শ্বিক' নামক তরুণাস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত। পশ্চাৎভাগে পরস্পরের সন্ধান রেখায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলক সংহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাসাস্থির বহিস্তলের মধ্যে সিরা প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এবং অভ্যন্তর ভাগে নাসানাড়ী ধারণের জন্য পরিখা দৃষ্ট হয়।

সন্ধি—প্রত্যেক নাসাস্থি পূর্ব্বোক্তরূপে চারিখানি অস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

[২৯শ চিত্র—নাসাস্থিদ্বয়]

(সম্মুখ দৃশ্য)
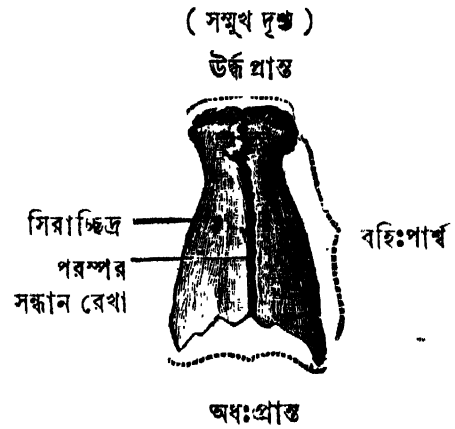
ঊর্দ্ধহন্বস্থি*—দুইখানি ঊর্দ্ধহন্বস্থি পরস্পর সংহিত হইয়া তালুপটল ও দন্তোদূখল সহিত ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। নাসাকোটরদ্বয়, নেত্রপীঠদ্বয় এবং মুখমণ্ডলের সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ প্রধানতঃ দুইটী ঊর্দ্ধ হন্বস্থি দ্বারাই নির্ম্মিত। আকারে বড় হইলেও এই অস্থিদ্বয় শূন্যগর্ভ বলিয়া হাল্কা।

প্রত্যেক হন্বস্থির পাঁচটী অংশ, যথা মধ্যস্থলে হনুপিণ্ড এবং চতুঃপার্শ্বে চারিটী প্রবর্দ্ধন। উপরের প্রবর্দ্ধন নাসাকূট, বহিঃপার্শ্বের প্রবর্দ্ধন গণ্ডধরকূট, অন্তঃসীমার প্রবর্দ্ধন তালুফলক এবং অধঃসীমার প্রবর্দ্ধন দন্তোদূখল নামে অভিহিত। তন্মধ্যে—

(১) হনুপিণ্ড—হন্বস্থির শূন্যগর্ভ মধ্যপিণ্ড। ইহা চারিটী তলবিশিষ্ট। তন্মধ্যে 'মৌখিকতল' বহির্মুখমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান, 'গণ্ডোত্তর তল' গণ্ডধরকূটের পশ্চাতে অবস্থিত, 'নেত্রপীঠতল' নেত্রকোটরের ভূমিস্বরূপ এবং 'আন্তর তল' নাসাবিবর ও মুখবিবরের পার্শ্বপ্রাচীর স্বরূপ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। যথা,—

* ইং—Wormian Bones ওরমিয়ান্ বোন্‌স্।
* ইং—Nasal Bones—ন্যাসাল বোন্‌স্
* ইং—Superior Maxillary Bones—সুপিরিয়র ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

[৩০শ চিত্র—ঊর্দ্ধহন্বস্থি (বহিস্তল)]

(ক) মৌখিকতলে—নেত্রকোটরের নিম্নপ্রান্তে 'নেত্রাধরীয়' নামে ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রপথ দিয়া নেত্রাধরীয় নাড়ী ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(খ) গণ্ডোত্তরতল—এই নামীয় খাতের প্রাচীরস্বরূপ এবং শঙ্খচ্ছদা পেশী দ্বারা আবৃত। গণ্ডোত্তরতলে 'পশ্চিম দন্তিকাখ্য' নাড়ী ও ধমনী প্রবেশের জন্য যে সকল ছিদ্র আছে, তাহারা 'পশ্চিমদন্তিক ছিদ্র' নামে অভিহিত। ইহার পশ্চাদ্ ভাগে 'হনুপশ্চিমার্ব্বুদ' নামে যে উচ্চাবচ উৎসেধ আছে, তাহা তাল্বস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(গ) নেত্রপীঠতল—নেত্রকোটর ভূমির সম্মুখভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার অন্তঃসীমায় 'অশ্রুপীঠখাত' নামে যে খাত আছে, তথায় অশ্রুপীঠাস্থি সংহিত হয়। বহির্ধারা ঝর্ঝরক ও তাল্বস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। বহিঃপ্রান্তে 'নেত্রাধরীয়' পেশী ও ধমনী ধারণের জন্য সূক্ষ্ম খাত এবং 'অগ্রদন্তিক' নাড়ী প্রবেশের জন্য ছিদ্র আছে।

(ঘ) আন্তরতল—নাসাবিবর ও মুখবিবরের বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত। ইহার পুরঃসীমায় 'নাসাখাত' নামে যে মহৎ খাত আছে, তাহা তালুফলকের দ্বারা মধ্যদেশে দুইভাগে বিভক্ত—ঊর্দ্ধভাগ নাসাগুহার অংশ ও অধোভাগ মুখবিবরের অংশ। ইহার পার্শ্বে 'হনুগর্ভকোটর' নামে যে বৃহৎ কোটর আছে, তাহা নাসাগুহার মধ্যসুড়ঙ্গের সহিত সংমিলিত। জীবিত ব্যক্তির শরীরে এই কোটর ঝর্ঝরক, শুক্তিকা ও তাল্বস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও উহাতে একটী সূক্ষ্ম শলাকা প্রবেশের উপযুক্ত দ্বার থাকে এবং উহার অভ্যন্তরভাগ কলাবিশেষের দ্বারা আবৃত থাকে। পীনসরোগে কখন কখন এই হনুগর্ভকোটরে পূয়সঞ্চার হইয়া বিদ্রধি উৎপন্ন হয়।

(২) নাসাকূট—নাসামূলের পার্শ্বগত প্রবর্দ্ধন। ইহা ঊর্দ্ধে পুরঃকপালের সহিত, মধ্যরেখায় নাসিকাস্থির সহিত ও বহিঃসীমায় অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অন্তস্তল নাসিকার মধ্যসুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের জন্য খাতোদর এবং দুইটী রেখাযুক্ত; রেখাদ্বয়ের একটীর সহিত ঝর্ঝরাস্থির মধ্যম শুক্তিকা ভাগ ও অপরটীর সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে পরিখা আছে, তাহা 'অশ্রুবাহিকা' স্রোতঃ ধারণ করিয়া থাকে। এই অশ্রুবাহিকা স্রোতঃপথে রোদনকালে অশ্রুজল নাসিকায় প্রবেশ করে।

(৩) গণ্ডধরকূট—ইহা বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত ত্রিকোণাকার উৎসেধ—ইহা গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(৪) তালুফলক—তালুর সম্মুখভাগ নির্ম্মাণকারক ও হনুপিণ্ডের অন্তস্তল হইতে উদ্গত। ইহার ঊর্দ্ধতল নাসাভূমি এবং অধস্তল তালুর ছাদ স্বরূপ। মধ্যরেখায় ইহা

অপর ঊর্দ্ধহন্বস্থির তালুফলকের সহিত সংসক্ত থাকে এবং এইরূপে সংহিত ফলকের মধ্যরেখার সম্মুখভাগে অধস্তলে 'অগ্রতালুখাত' নামে একটী খাত দেখা যায়। উক্ত খাতে যে চারিটী ছিদ্র আছে তাহাদের ভিতর দিয়া নাসা ও তালুগামিনী নাড়ী ও ধমনী সকল তালুতে প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত সন্ধিরেখার ঊর্দ্ধতলে সম্মুখ দিকে যে সমুন্নত রেখা আছে, তথায় সীরিকাস্থি সংহিত হয়। তালুফলকের পশ্চিম ধারার সহিত তাম্বস্থির হ্রস্বপত্রক নামক অংশ সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(৫) দন্তোদূখলিক—দন্তোদূখলধারক অর্দ্ধচন্দ্রাকার অধোমুখ প্রবর্দ্ধনের নাম "দন্তোদূখলিক"। ইহাতে বাল্যে পাঁচটী ও যৌবনে আটটী দন্তোদূখল থাকে এবং ঐ সকল উদূখলে বা কোটরে সমসংখ্যক দন্ত নিবিষ্ট থাকে।

সন্ধি—প্রত্যেক ঊর্দ্ধহন্বস্থি অপর ঊর্দ্ধহন্বস্থি, ঝর্ঝরক, পুরঃকপাল, গণ্ডাস্থি, নাসাস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি, সীরিকাস্থি, তাম্বস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই নয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—প্রত্যেক ঊর্দ্ধহন্বস্থিতে এগারটী করিয়া পেশীর সংযোগ আছে। এই সকল পেশী নেত্রের উন্মীলন ও নিমীলন, নাসা ও অধরের সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ এবং চর্ব্বণাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

[৩১শ চিত্র—ঊর্দ্ধহন্বস্থি (অন্তস্তল)]
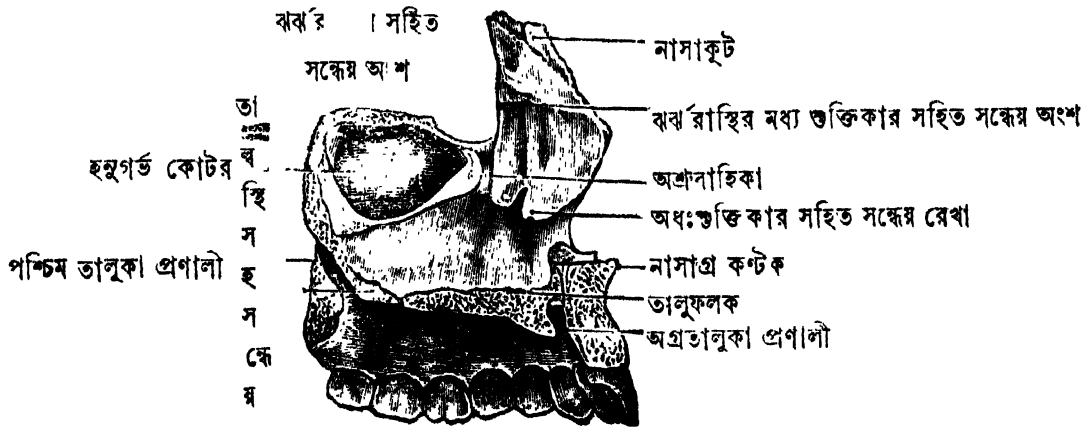
অশ্রুপীঠাস্থি*—অশ্রুপীঠ নামক ক্ষুদ্রাস্থি নাসাস্থির ও ঊর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূটেরপশ্চাতে অক্ষিকোটর-পার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি গূঢ় ভাবে অবস্থিত। উহারা পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এবং দেখিতে কতকটা অর্ঘ্যপাত্র বা কোশার ন্যায়। 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী ধারণ করে বলিয়া উহারা অশ্রুপীঠ নামে অভিহিত।

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের দুইটী তল—বহিস্তল ও অন্তস্তল। বহিস্তলে অশ্রুস্রোত ধারণের জন্য অশ্রুবাহিকা প্রণালীর খাঁজ দেখা যায়। অন্তস্তল ঝর্ঝরাস্থির কোটরদ্বারের আচ্ছাদন স্বরূপ।

[৩২শ চিত্র—অশ্রুপীঠাস্থি (বহিস্তল)]

শুক্তিকার সহিত সন্ধেয় অঙ্কুশ প্রবর্দ্ধন

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের চারিটী ধারা। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ ধারার সহিত পুরঃকপালাস্থি, অধোধারার অগ্রভাগস্থিত অঙ্কুশাকার প্রবর্দ্ধনকের সহিত শুক্তিকাস্থি, সম্মুখ ধারায় ঊর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূট এবং পশ্চিম ধারায় ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃপীঠ সংহিত হইয়া থাকে।

* ইং—Lachrymal Bones—ল্যাক্রিম্যাল বোন্স্।

গণ্ডাস্থি*—বাণাগ্রফলকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট দুই খানি গণ্ডাস্থি গণ্ডদেশে অবস্থিত। উহাদের দ্বারা গণ্ডদেশের উৎসেধদ্বয় ও নেত্রকোটরভূমির কিয়দংশ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক গণ্ডাস্থির দুইটী তল—বহিস্তল ও অন্তস্তল। তন্মধ্যে—

[৩৩শ চিত্র—বামগণ্ডাস্থি (বহিস্তল)]
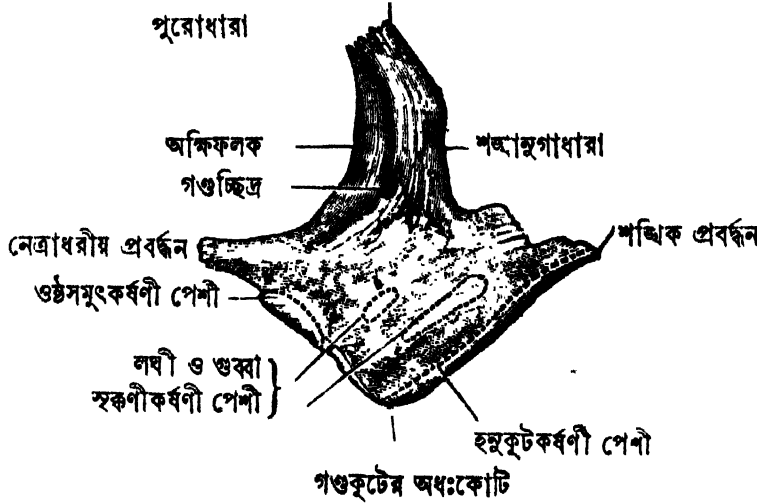
বহিস্তল—মুক্তপৃষ্ঠ এবং নাড়ী ধমনী নির্গমের জন্য 'গণ্ডচ্ছিদ্র' নামক ছিদ্র বিশিষ্ট। ইহা দ্বারা 'গণ্ডকূট' বা গালের উন্নত প্রদেশ নির্ম্মিত হয়।

অন্তস্তল—কোরোদর। ইহার বন্ধুর ত্রিকোণাকার অংশে ঊর্দ্ধ হন্বস্থির গণ্ডধরকূট সংহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গণ্ডাস্থির চারিটী প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে তিনটী যথাক্রমে সম্মুখ, পশ্চাৎ ও ঊর্দ্ধ কোটিরূপে অবস্থিত এবং একটী অক্ষিকোটর ভূমিতে প্রবিষ্ট। তন্মধ্যে—

(১) 'নেত্রাধরীয়' নামক সম্মুখ প্রবর্দ্ধন সূক্ষ্মাগ্র ও ঊর্দ্ধ হন্বস্থির সহিত নেত্রের নিম্নভাগে সংহিত।

(২) 'শঙ্খিক' নামক পশ্চাৎ প্রবর্দ্ধন শঙ্খাস্থির গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের সহিত সংহিত।

(৩) ঊর্দ্ধ প্রবর্দ্ধন অপাঙ্গাভিমুখ বলিয়া 'অপাঙ্গ প্রবর্দ্ধন' নামে খ্যাত। ইহা পুরঃকপালের বাহ্য কোণের সহিত সংহিত হয়।

(৪) নেত্রভূমিগত প্রবর্দ্ধন ঊর্দ্ধপ্রবর্দ্ধন ও পুরঃপ্রবর্দ্ধনের মধ্যস্থিত এবং অক্ষিকোটরভূমির অংশ ভূত। ইহা 'অক্ষিফলক' নামে খ্যাত ও ঈষৎ খাতোদর। ইহাতে নাড়ী প্রবেশের জন্য 'শঙ্খগণ্ডিক' নামক একটী রন্ধ্র মার্গ আছে, উহা গণ্ডচ্ছিদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষিফলকের ধারা পশ্চাতে জতুকাস্থির সহিত সংহিত হয়।

গণ্ডাস্থির অধঃকোটি কোন অস্থির সহিত সংহিত হয় না—ইহা গণ্ডকূটে ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

সন্ধি—প্রত্যেক গণ্ডাস্থি শঙ্খাস্থি, পুরঃকপাল, ঊর্দ্ধহন্বস্থি ও জতুকাস্থি—এই চারিখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

পেশী—প্রত্যেক গণ্ডাস্থিতে পাঁচটী করিয়া পেশী সংসক্ত। যথা, বহিস্তলে ওষ্ঠ সমুৎকর্ষণী, এবং লঘু ও গুরু সৃক্কনীকর্ষণী; অন্তস্তলে শঙ্খচ্ছদা এবং হনুকূটকর্ষণী।

তাল্বস্থি*—নেত্র ও নাসাকুহরের পশ্চাতে খনিত্র বা কোদালের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পাতলা পত্রবৎ অস্থি নির্ম্মিত দুইখানি তাল্বস্থি অবস্থিত। ইহারা নেত্রকোটরভূমি, নাসাভূমির পার্শ্বদ্বয় এবং তালুপটল নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া থাকে। প্রত্যেক তাল্বস্থির পাতলা পত্রময় দুই অংশ—দীর্ঘপত্রক এবং হ্রস্বপত্রক। তন্মধ্যে—

ইং—Malar Bones—মেলার বোন্‌স্।

* ইং—Palate Bones—প্যালেট্ বোন্‌স্।

[৩৪শ চিত্র—তাম্বস্থি (বাম)]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট)

(১) দীর্ঘপত্রক—নেত্রকোটরের ভিতর দিক হইতে তালুমূল পর্য্যন্ত আলম্বিত। ইহার সম্মুখধারা উর্দ্ধহন্বস্থির পিণ্ডভাগের পশ্চাতে সংহিত। পশ্চিম ধারা দুই মুখ বিশিষ্ট এবং জতুকাস্থির চরণফলকদ্বয়ের মধ্যে সংহিত। ইহার অন্তস্তল মসৃণ এবং সমুন্নত দুইটী রেখা বা আলি দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। 'উত্তরালিকা' নামক উর্দ্ধস্থিত আলির সহিত ঝর্ঝরাস্থির মধ্যশুক্তিকা নামক অংশ সংহিত হইয়া থাকে। 'অধরালিকা' নামক অধঃস্থিত আলির সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সংহিত হয়। উক্ত আলিদ্বয়ের মধ্যদেশ নাসিকার মধ্যসুড়ঙ্গের সহিত সম্মিলিত এবং উহার উর্দ্ধ ও অধোভাগ নাসিকার উর্দ্ধ ও অধঃ সুড়ঙ্গের সহিত সংলগ্ন।

দীর্ঘপত্রকের বহিস্তল উর্দ্ধহন্বস্থির আভ্যন্তর তলের সহিত সংহিত হইয়া থাকে। উহাতে 'পশ্চিমতালুকা' নামক সূক্ষ্ম প্রণালী আছে।

দীর্ঘপত্রকের চূড়ায় সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত দুইটী প্রবর্দ্ধনক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখ দিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনক নেত্রকোটরভূমিতে প্রবেশ করে এবং জতুকা, ঝর্ঝরক ও উর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রপীঠফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনকের সহিত জতুকাস্থি সংহিত হয়। উভয় প্রবর্দ্ধনকের সন্ধিস্থলে 'তালুজাতক' নামে যে খাত আছে, তাহার ভিতর দিয়া নাড়ী ও ধমনী নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে।

(২) হ্রস্বপত্রক দীর্ঘপত্রকের মূল হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে উদ্গত ও অন্তর্মুখ। ইহার উর্দ্ধতল নাসাভূমির এবং অধস্তল তালুপটলের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার সম্মুখ ধারা উর্দ্ধহন্বস্থির তালুফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত; পশ্চাৎ ধারা মুক্ত,—ইহা কোমল তালুর কিয়দংশ ও কাকলক (আল্‌জিব) ধারণ করে।

প্রত্যেক হ্রস্বপত্রকের অগ্রভাগ অপর তাম্বস্থির হ্রস্বপত্রকের সহিত সন্ধিযুক্ত হয় এবং উভয় সন্ধিরেখার উপর পৃষ্ঠে সীরিকাস্থি সংহিত হইয়া থাকে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ পত্রকদ্বয়ের সন্ধিকোণ 'তালুকোণ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—প্রত্যেক তাম্বস্থি নিম্নলিখিত ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, ঝর্ঝরক, জতুকা, শুক্তিকা, সীরিকা উর্দ্ধহন্বস্থি এবং অপর তাম্বস্থি।

পেশী—প্রত্যেক তাম্বস্থিতে চারিটী করিয়া পেশী সংসক্ত থাকে। যথা উত্তরা কণ্ঠসঙ্কোচনী, অধরা হনুকূট-কর্ষণী, কাকলকধরা এবং তালুত্তংসনী।

শুক্তিকাস্থি*—(২৯শ চিত্রে দেখ) শুক্তিকাস্থি বা অধঃশুক্তিকাস্থি পাতলা ও ছিদ্রযুক্তপত্রময় এবং দেখিতে ক্ষুদ্র দীর্ঘ শুক্তিকা বা ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। দুইখানি শুক্তিকাস্থি দুই নাসাগুহার নিম্ন ও মধ্য সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। ইহারা ঝর্ঝরকাস্থির শুক্তিকাফলকদ্বয় অপেক্ষা নিম্নদিকে অবস্থিত বলিয়া কখন কখন অধঃশুক্তিকা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শুক্তিকার দুইটী তল—অন্তস্তল ও বহিস্তল। তন্মধ্যে অন্তস্তল কোরোদর ও নাসাপথের নিম্ন সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণকারক। বহিস্তল ম্যুজপৃষ্ঠ এবং নাসিকার মধ্য-প্রাচীরের অভিমুখ।

শুক্তিকাস্থির উর্দ্ধধারা সম্মুখভাগে উর্দ্ধহন্বস্থির সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে তাম্বস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। শুক্তিকাস্থির

* ইং—Inferior Turbinated Bones—ইন্‌ফিরিয়র টরবাই-নেটেড্‌ বোন্‌স্।

'অশ্রুকূটক' ও 'ঝর্ঝরকূটক' নামে দুইটী প্রবর্দ্ধনক আছে। তন্মধ্যে অশ্রুকূটক অশ্রুপীঠাস্থির সহিত এবং ঝর্ঝরকূটক ঝর্ঝরাস্থির সহিত সংহিত। শুক্তিকাস্থির অধোধারা বিমুক্তাগ্র অর্থাৎ কাহারও সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

সন্ধি—শুক্তিকাস্থি নিম্নলিখিত চারিখানি অস্থির সহিত কেবল উপরদিকে সন্ধিযুক্ত যথা, ঝর্ঝরকাস্থি উর্দ্ধহন্বস্থি, তাল্বস্থি এবং অশ্রুপীঠাস্থি।

সীরিকাস্থি*—সীরিকা বা সীরাগ্রিকা নামক ক্ষুদ্র দীর্ঘ অস্থিখণ্ড সীর বা লাঙ্গলের অগ্রসদৃশ ও পত্রবৎ পাতলা। ইহা নাসিকাদ্বয়ের মধ্যে পশ্চাদ্ ভাগে মধ্যপ্রাচীর রূপে অবস্থিত। ইহার অগ্রধারায় ঝর্ঝরকাস্থির নাসাগ্র-প্রাচীরভূত মধ্যফলক এবং ত্রিকোণ তরুণাস্থি সংসক্ত থাকে। পশ্চিম ধারা গলবিবরাভিমুখী এবং বিমুক্তাগ্র। অধোধারা উর্দ্ধহন্বস্থিদ্বয়ের তালুফলক যুগ্মের এবং তাল্বস্থিদ্বয়ের পরস্পর

[৩৫শ চিত্র—সীরিকাস্থি]

ঝর্ঝরকাস্থির সহিত সন্ধের অগ্রধারাং
নাসাতালুক নাড়ী পরিখা
ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সন্ধের অগ্রধারাংশ
জতুকাস্থির রসনিকার সহিত সন্ধের পরিখা
বিমুক্তাগ্র পশ্চিমধারা

সন্ধান রেখায় সংহিত অর্থাৎ—এইখানে চারিখানি অস্থির সহিত ইহার সন্ধি হয়। উর্দ্ধধারা দুইটী তটযুক্ত পরিখা বিশিষ্ট, জতুকাস্থির নিম্নতলস্থ রসনিকাখ্য উন্নত আলি এই পরিখায় সংহিত হয়।

সীরিকাস্থির পার্শ্বে 'নাসাতালুকা' নাড়ী ধারণের জন্য দুইটী সূক্ষ্ম পরিখা আছে।

সন্ধি—সীরিকাস্থি ছয় খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত যথা উর্দ্ধহন্বস্থিদ্বয়, তাল্বস্থিদ্বয়, ঝর্ঝরক এবং জতুকাস্থি।

অধোহন্বস্থি*—অধোহন্বস্থি একখানি, মুখমণ্ডলের সমস্ত অস্থি অপেক্ষা বৃহৎ ও দৃঢ় এবং অধোদন্তপংক্তির আশ্রয় স্বরূপ। ইহার দুইটী অংশ—অশ্বখুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট 'হনুমণ্ডল' এবং উভয়দিকে হনুসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট উর্দ্ধমুখ 'হনুকূটদ্বয়'। তন্মধ্যে—

(১) হনুমণ্ডল—মুখমণ্ডলের অধঃসীমা নির্ম্মাণকারক এবং অধোদিকের দন্তোদূখল ধারক। বাল্যাবস্থায় হনুমণ্ডল বামে ও দক্ষিণে অর্দ্ধার্দ্ধভাবে পৃথক্ অবস্থিত থাকে, পরে যৌবনে চিবুকদেশে সংহত হইয়া এক হয়। ইহার দুইটী তল—বাহ্যতল ও অন্তস্তল এবং দুইটী ধারা—উর্দ্ধধারা ও অধোধারা। বাহ্যতলের চিবুকদেশে 'চিবুকপিণ্ড' নামে যে উৎসেধ আছে, তাহার উভয় দিকে 'অধরোৎক্ষেপণী' পেশীদ্বয় সংসক্ত থাকে। চিবুকপিণ্ডে সন্ধির যে রেখা আছে তাহাকে 'চিবুকসন্ধানিকা' বলে। চিবুকপিণ্ডের পশ্চাতে উভয়দিকে 'অনুচিবুক' নামে যে দুইটী বিবর আছে, উহাদের ভিতর দিয়া 'অনুচিবুকা' সংজ্ঞক নাড়ী, সিরা ও ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত বিবর দুইটির মূল হইতে পশ্চান্মুখী তির্য্যক্ রেখা দুইটীকে 'বাহ্যতিরশ্চীনা' বলে। এই রেখা দুইটির উপকণ্ঠে 'অধরাবনমনী' ও 'সৃক্কনীনমনী' পেশীদ্বয় এবং নিম্নভাগে অধোধারার নিকটে 'গলপার্শ্বচ্ছদা' পেশী সংলগ্ন থাকে।

অন্তস্তল সর্ব্বত্র ঈষৎ খাতোদর এবং উহার মধ্যরেখার উভয় দিকে 'রসনাকণায়ক' নামে দুইটী কণায়াকার উৎসেধ আছে। উহাতে চারিটী পেশী সংলগ্ন থাকে। ঐ কণায়কদ্বয়ের মূল হইতে উর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে দুইটী রেখা পশ্চাদ্দিকে গিয়াছে, উহাদিগকে 'আন্তরতিরশ্চীনা' বলে। উহাতে 'মুখভূমিকণ্ঠিকা' পেশী সংবদ্ধ থাকে। এই রেখার উপরিভাগে সম্মুখদিকে 'জিহ্বাধরীয়' লালাগ্রন্থি ধারণের জন্য তন্নামক খাত এবং অধোদিকে পশ্চাদ্ ভাগে 'হন্বধরীয়' লালাগ্রন্থি ধারণের জন্য তন্নামক খাত আছে।

ইং—Vomer—ভোমার্।

* ইং—Inferior Maxillary Bones—ইন্‌ফিরিয়র্ ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

[৩৬শ চিত্র—অধোহন্বস্থি]

(বাহ্যদৃশ্য)
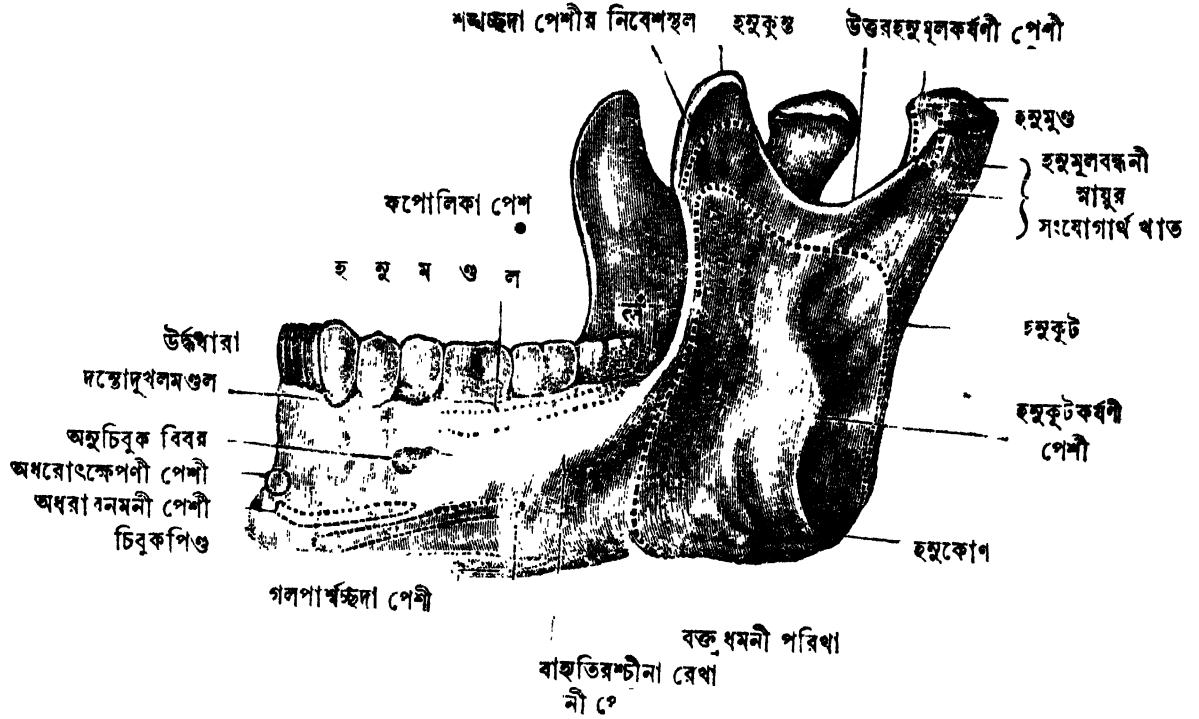
অধোহনুমণ্ডলের ঊর্দ্ধধারা দন্তোদূখলমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকে। হনুমণ্ডলের প্রত্যেক অর্দ্ধভাগে বাল্যে পাঁচটী করিয়া এবং যৌবনে আটটী করিয়া দন্তোদূখল থাকে। বৃদ্ধ বয়সে ঐ গুলি ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। উক্ত ঊর্দ্ধধারার পশ্চার্দ্ধদ্বয়ে 'কপোলিকা' নামে পেশী সংযুক্ত হয়। দন্তগুলির বিষয় সমগ্র করোটিবর্ণনে বলা যাইবে।

অধোধারা স্থূলাগ্র এবং কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত। ইহার পশ্চাতের দুই প্রান্তের নিকটে বক্ত্রধমনী ধারণের জন্য 'বক্ত্রধমনীপরিখা' নামে দুইটী পরিখা আছে।

(২) হনুকূটদ্বয়—হনুমণ্ডলের পশ্চাৎ প্রান্তদ্বয় হইতে উদ্গত চতুষ্কোণবিশিষ্ট দুইটী প্রবর্দ্ধন। চরকসংহিতায় উহাদিগকে 'হনুমূলবন্ধন' বলা হইয়াছে।

প্রত্যেক হনুকূটের দুইটী শিখর—সম্মুখে হনুকুন্ত ও পশ্চাতে হনুমুণ্ড; দুইটী তল—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল; এবং চারিটী ধারা—সম্মুখ ধারা, পশ্চাৎ ধারা, উত্তর ধারা ও অধর ধারা।

হনুমুণ্ড—প্রায় গোলাকার, ইহা শঙ্খাস্থির হনুসন্ধি-খাতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহার মূলের চারিদিকে স্নায়ু-কোষ সংলগ্ন থাকে এবং আভ্যন্তরতলের মূলদেশে 'উত্তরাহনুমূলকর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়।

হনুকুন্ত—প্রায় ত্রিকোণ এবং কুন্তাগ্র সদৃশ। ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তর তলে 'শঙ্খচ্ছদা' পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে।

হনুকূটের বহিস্তলে 'হনুকূটকর্ষণী' এবং অন্তস্তলে 'অধরা হনুমূলকর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়। অন্তস্তলের মধ্যদেশে 'অধরা দন্তমূলসুড়ঙ্গা' প্রণালীর দ্বারভূত যে বিবর আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'অধরদন্তমূলিকাখ্য' সিরাধমনী ও নাড়ী দন্তোদূখলগুলির মূলদেশে প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকূটের ঊর্দ্ধধারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ইহার ভিতর দিয়া 'হনুকূটকর্ষণী' পেশীর চতুর্দ্দিকে নাড়ী সিরা ধমনী সকল প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকূটের অধোধারা হনুমণ্ডলের অধোধারার সহিত সমরেখায় অবস্থিত। অধোধারার

পশ্চাদ্ ভাগে 'হনুকোণ' নামে কোণ আছে এবং উহাতে 'হনুকোণিকা' স্নায়ু আবদ্ধ থাকে। হনুকূটের সম্মুখধারা পাতলা ও পেশীর মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত; পশ্চাৎ ধারা স্থূল ও 'কর্ণমূলিকাখ্য' গ্রন্থিসমাচ্ছন্ন।

সন্ধি—অধোহন্বস্থির মুণ্ডদ্বয় উভয় শঙ্খাস্থির হনুসন্ধিখাতের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—অধোহন্বস্থিতে পনেরো জোড়া পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে। বিবরণ পরে বর্ণনীয়।

অধোহন্বস্থি সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা এই যে বাল্যকালে হনুকূটদ্বয় 'হনুমণ্ডলের উপর তির্য্যক্‌ভাবে নিবিষ্ট থাকে, যৌবনে সমকোণভাবে নিবিষ্ট হয় এবং বার্দ্ধক্যে দন্ত পড়িয়া যাওয়ায় দন্তোদূখলগুলি বিলীন হয় ও তজ্জন্য অধোহনুমণ্ডলের এক এক দিক নৌকার ন্যায় বক্রতা প্রাপ্ত হয়।

কণ্ঠিকাস্থি*—কণ্ঠিক বা জিহ্বামূলিক নামক অশ্বখুরাকার ও নানা পেশীসংযুক্ত অস্থিখণ্ড শ্বাসপথের সম্মুখে ও জিহ্বার মূলদেশে অবস্থিত। ইহা সুদীর্ঘ স্নায়ুরজ্জু দ্বারা শঙ্খাস্থির 'মূলশিফা'দ্বয়ে প্রতিবদ্ধ হইয়া শূন্যে লম্বিত ভাবে থাকে। ইহার তিনটী অংশ—কণ্ঠিকপিণ্ড, মহাশৃঙ্গদ্বয় ও লঘুশৃঙ্গদ্বয়।

[৩৭শ চিত্র—কণ্ঠিকাস্থি]
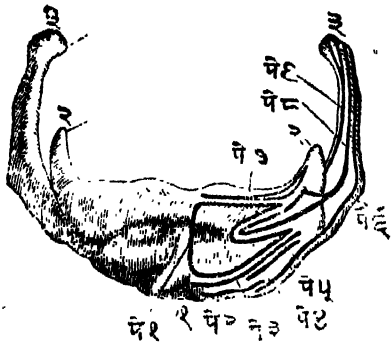
(১) ১—কণ্ঠিকপিণ্ড। (২,২) ২,২—লঘুশৃঙ্গদ্বয়। (৩,৩) ৩,৩—মহাশৃঙ্গদ্বয়। (পৈ) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

(১) মধ্যস্থিত পিণ্ডাকার অংশকে 'কণ্ঠিকপিণ্ড' বলে। উহার সম্মুখতলে এক এক দিকে ছয়টী করিয়া দ্বাদশটী পেশী সংসক্ত থাকে। যথা—চিবুককণ্ঠিকা, উরঃকণ্ঠিকা, চিবুকজিহ্বাকণ্ঠিকা, মুখভূমিকণ্ঠিকা, শিফাকণ্ঠিকা এবং অংসকণ্ঠিকা। কণ্ঠিকপিণ্ডের পৃষ্ঠতল মসৃণ এবং 'গোজিহ্বা' নামে কলার সহিত সম্বদ্ধ।

(২) মহাশৃঙ্গদ্বয়—মধ্যপিণ্ডের উভয় দিকে পশ্চাদ্ ভাগে প্রসারিত। উহাদের অগ্রকোটিদ্বয়ে স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটী অর্ব্বুদ আছে। প্রত্যেক শৃঙ্গে তিনটী করিয়া পেশী সম্বদ্ধ থাকে। যথা—মধ্যমা কণ্ঠসংকোচনী, জিহ্বাকণ্ঠিকা এবং অবটুকণ্ঠিকা।

(৩) লঘুশৃঙ্গদ্বয়—মহাশৃঙ্গদ্বয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহাদের অগ্রকোটিদ্বয়ও স্নায়ুরজ্জু দ্বারা শঙ্খাস্থির শিফাদ্বয়ের সহিত প্রতিবদ্ধ থাকে।

সমগ্র করোটি বর্ণনা।

মস্তকের সমস্ত অস্থি সংহিত হইয়া করোটি নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে অধোহনুসন্ধি ব্যতীত অন্যান্য সন্ধিগুলি অচল। করোটির অস্থি সকলের সন্ধির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

করোটির পাঁচটী অংশ, যথা—**করোটিপটল** নামক ঊর্দ্ধপ্রদেশ, **করোটি ভূমি** নামক অধোদেশ, **করোটি পক্ষ** নামে দুই পার্শ্ব এবং **মুখমণ্ডল** নামে সম্মুখভাগ।

করোটিপটল—শিরঃসম্পুটের ছাদের ন্যায়। ইহা সম্মুখে পুরঃকপালের ললাটফলক, দুই পার্শ্বে দুই পার্শ্বকপালাস্থি এবং পশ্চাতে পশ্চিমকপালের ঊর্দ্ধভাগ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার দুইটী তল, যথা—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল। তন্মধ্যে বাহ্যতল—কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার এবং তাহাতে পাঁচটী 'সীমন্ত' বা সন্ধিরেখা আছে, যথা—সম্মুখ সীমন্ত, মধ্যসীমন্ত, পশ্চিম সীমন্ত ও দুইটী পার্শ্ব সীমন্ত (৩৮শ চিত্র দেখ)। তন্মধ্যে করোটিপটলের দুই পার্শ্বে অবস্থিত সন্ধিরেখা দুইটীকে পার্শ্বসীমন্ত বলে। এই স্থানে ঊর্দ্ধস্থিত তিন খানি অস্থির (যথা পুরঃ-পার্শ্ব-পশ্চিমকপালের) সহিত অধঃস্থিত তিন খানি অস্থির(গণ্ডাস্থি-জতুকাস্থি-শঙ্খাস্থির) সন্ধি হইয়া থাকে।

এই কয়টী সন্ধি ব্যতীত সম্মুখকপালের উভয়ার্দ্ধের মধ্যে যে সূক্ষ্ম 'গূঢ়সীমন্ত' আছে, উহা বাল্যকালে দেখা যায়, কচিৎ প্রৌঢ়বয়সেও থাকে।

* ইং—Hyoid—হায়য়েড্।

[৩৮শ চিত্র—করোটিপটল (স্তন্যপায়ী শিশুর)]
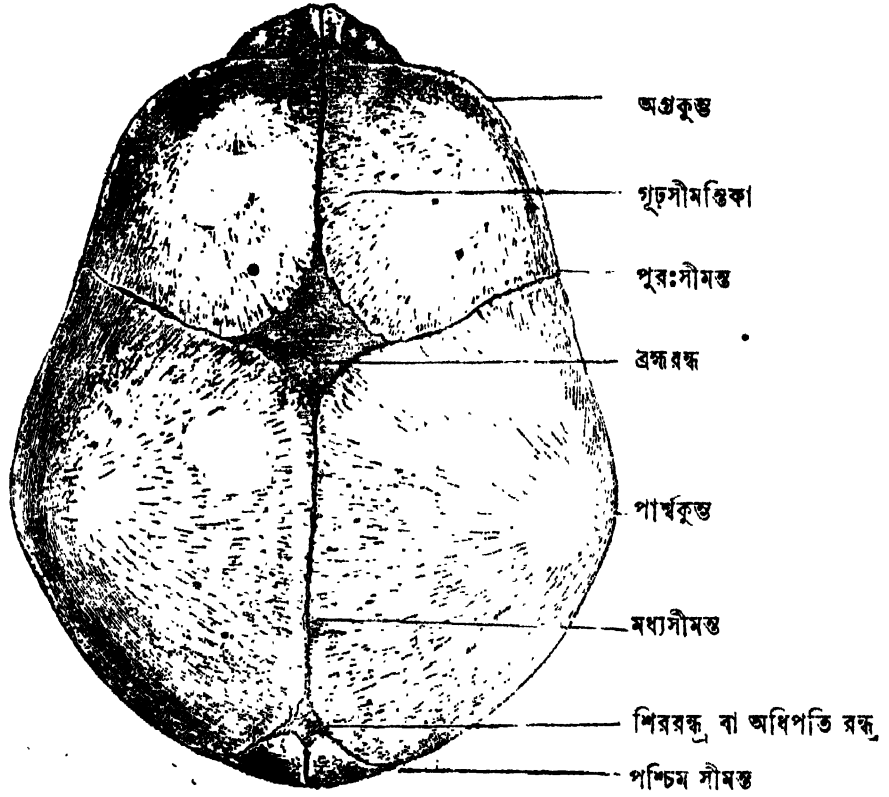
পুরঃসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থানকে 'ব্রহ্মরন্ধ্র' বা 'ব্রহ্মতালু' এবং পশ্চিমসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থলকে 'শিবরন্ধ্র' বলে। অধিপতি নামক মর্ম্মের আধার বলিয়া উহা 'অধিপতি রন্ধ্র' নামেও কথিত। ব্রহ্মরন্ধ্র প্রায় চতুঃষ্কোণ ও অধিপতি রন্ধ্র ত্রিকোণ। এই উভয় স্থলই শৈশবে কোমল থাকে।

করোটিপটলের আভ্যন্তরতল খাতোদর। মস্তিষ্কচ্ছদা কলা ও তাহার গ্রন্থিসমূহ এবং উক্ত কলাপোষণী ধমনীর শাখা প্রশাখা ইহার সহিত সংলগ্ন থাকে। ইহার মধ্যরেখায় 'দীর্ঘিকা সিরাপরিখা' নামে খাত আছে, উহা মধ্যসীমন্তের সহিত সমসূত্রে ভিতরে অবস্থিত।

করোটি ভূমি—ইহা বহু অস্থি সংঘাতে নির্ম্মিত এবং বিশেষ উচ্চাবচ। ইহার দুইটী তল। শিরোগুহার মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ঊর্দ্ধ তলটী 'করোটিপীঠ' বা 'মস্তিষ্কপীঠ' নামে খ্যাত অধস্তল মুখবিবর ও গলার আচ্ছাদন স্বরূপ, উহা করোটিভূমিতল বা করোটিতল নামে অভিহিত।

দশ খানি অস্থিসংযোগে করোটিভূমি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যথা—সম্মুখে ঊর্দ্ধহন্বস্থিদ্বয় ও তাম্বস্থিদ্বয়, পশ্চাতে পশ্চিমকপাল, মধ্যভাগে ঝর্ঝরক, জতুকা ও সারিকা এবং দুই পার্শ্বে শঙ্খাস্থিদ্বয়।

করোটি পীঠ ও করোটিতল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা এস্থলে বলা হইতেছে। বিশেষ বিবরণ অস্থিগুলির বর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

করোটিপীঠ বা মস্তিষ্কপীঠ—ইহা করোটিভূমির তিনটী মহাখাতবিশিষ্ট ঊর্দ্ধতল। তন্মধ্যে সম্মুখের খাতে মস্তিষ্কের পুরঃপিণ্ড, মধ্যখাতে উহার মধ্যপিণ্ড এবং পশ্চাৎ খাতে উহার পশ্চিমপিণ্ড, অনুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক থাকে

করোটিতল বা করোটিভূমিতল মুখগলাদিবিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ এবং অত্যন্ত উচ্চাবচ। ইহার তিনটি ভাগ, যথা—পুরোভাগ, মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ। পুরোভাগে ঊর্দ্ধ দন্তোদূখলমণ্ডল ও তালুপটল (তালুর ছাদ) বিশেষ দর্শনীয়। মধ্যভাগে কণ্ঠপটল বা গলার ছাদ অবস্থিত। পশ্চাদ্‌ভাগে দুইপার্শ্বে অধোহনুর সহিত সন্ধির স্থালকদ্বয় এবং কর্ণকুহরদ্বয় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এস্থলে দন্তোদূখলমণ্ডলের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

দন্তোদূখল মণ্ডল—উপরের হনুমণ্ডলে ষোলটী ও অধোহনুমণ্ডলে ষোলটী দন্তোদূখল বা দন্তধারণের গর্ত্ত থাকে। এস্থলে করোটিতল প্রসঙ্গে উপরের ষোলটী বর্ণনীয় (নিম্নের ষোলটীও এইরূপ, তাহাদের বিষয় অধোহনু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে)। প্রতি অর্দ্ধভাগে আটটী করিয়া দন্ত থাকে, তন্মধ্যে মধ্যরেখার পার্শ্বের দুইটী 'কর্ত্তনক' *, তাহাদের পশ্চাতের একটী 'রদনক' †, তাহাদের পশ্চাতের দুইটী 'অগ্রচর্ব্বণক' ‡ এবং শেষের দিকের তিনটী 'পশ্চিম চর্ব্বণক' § নামে অভিহিত। অষ্টম বা শেষের চর্ব্বণক দন্ত "জ্ঞানদন্ত" (আক্কেল দাঁত) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই দন্ত যৌবনের শেষে বা প্রৌঢ় বয়সে উদ্গত হয়।

ঊর্দ্ধহনুমণ্ডলে মধ্যরেখার দুই পার্শ্বের দুইটী দন্তকে প্রাচীনেরা 'রাজদন্ত' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে প্রৌঢ় বয়সে ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডলে এবং অধোহনুমণ্ডলে ষোলটী করিয়া বত্রিশটী দন্ত থাকে। কিন্তু বাল্যকালে প্রত্যেক হনুমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে পাঁচটি করিয়া সমগ্র হনুমণ্ডলে মোট কুড়িটী বিনশ্বর দন্ত থাকে। বাল্যাবস্থায় পশ্চাদ্ ভাগের চর্ব্বণক দন্তগুলি থাকে না।

শৈশবে সাধারণতঃ ৬।৭ মাস হইতে প্রায়ই জোড়া জোড়া করিয়া দন্ত উদ্গত হইতে থাকে। কখন কখন ইহার পূর্ব্বে—কচিৎ ভ্রূণাবস্থাতেও দন্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

* ইং—Incissors—ইন্‌সাইজারস্।

† ইং—Canine—ক্যানাইন্।

‡ ইং—Pre-Molars—প্রি-মোলার্স।

§ ইং—Molars—মোলার্স।

প্রাপ্তবয়স্কের দন্তের ন্যায় বাল্যাবস্থার দন্তের সুদীর্ঘ মূল থাকে না। প্রায়ই পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল দন্ত পড়িয়া যায় এবং নূতন স্থায়ী দন্ত উদ্গত হইতে থাকে।

করোটিতলের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে বহুপেশী সংযুক্ত থাকে। তাহাদের বিষয় পেশীবর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইবে।

করোটি পক্ষদ্বয়—(বিংশ চিত্র দেখ) করোটিপক্ষ বা করোটির পার্শ্বদেশ দুইটী। প্রত্যেকটী প্রায় ত্রিকোণাকার—কতকটা আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। উহার ঊর্দ্ধসীমা 'শঙ্খতোরণিকা' রেখার অনুগামিনী ও অপাঙ্গ হইতে পশ্চিমসীমন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধঃসীমা অধোহনুর কোণ।

প্রত্যেক করোটিপক্ষের দুইটী অংশ—হনুসন্ধিস্থালকের অগ্রে অবস্থিত সম্মুখভাগ এবং উহার পশ্চাতে অবস্থিত পশ্চিমভাগ। সম্মুখভাগে দর্শনীয় তিনটী খাত আছে, যথা—শঙ্খখাত, গণ্ডোত্তরখাত এবং হনুজাতুক খাত।

প্রথমোক্ত দুইটী খাত এক হইলেও গণ্ডচক্রের ঊর্দ্ধ ও নিম্নাংশ ভেদে ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উভয় খাতে শঙ্খচ্ছদা পেশী এবং নিম্নস্থ খাতে পঞ্চম নাড়ীর হানব্য শাখা ও সিরা ধমনী থাকে।

তৃতীয় খাত বা হনুজাতুক খাত ঊর্দ্ধহন্বস্থি ও জতুকাস্থির বৃহৎ পক্ষতির সন্ধানস্থলে অবস্থিত। ইহা ত্রিকোণাকার ও নেত্রগুহার পশ্চাতে থাকে। ইহার পূর্ব্বসীমায় ঊর্দ্ধহনুর পশ্চিমার্ব্বুদ এবং পশ্চিম সীমায় জতুকাস্থির চরণফলকদ্বয় অবস্থিত। ইহা হনুজাতুকা, হনুচরণিকা এবং পক্ষান্তরালা নামে তিনটী গূঢ় পরিখার কেন্দ্র স্বরূপ। নেত্রগুহা, নাসাগুহা, মুখগহ্বর, মস্তিষ্কগুহা এবং গণ্ডোত্তর খাতের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সগ্রন্থিকা ঊর্দ্ধহানব্য নাড়ী এবং আন্তরহানব্যা ধমনী এই খাতে অবস্থিতি করে। এই খাতটীর প্রসঙ্গ ধমনী ও নাড়ীবর্ণনে বিশেষ আবশ্যক হইবে।

করোটির সম্মুখভাগ—করোটির সম্মুখভাগ প্রায় গোল, ইহা মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার ঊর্দ্ধসীমা ভ্রূমধ্য ও ভ্রূতোরণিকাদ্বয়; অধঃসীমা অধোহনুমণ্ডল; এবং দুই পার্শ্বের সীমা উভয় গণ্ডাস্থি ও অধোহনুকূট।

ইহার মধ্যভাগে ভ্রূমধ্য ও তাহার উভয় পার্শ্বে

ভ্রুতোরণিকা রেখাদ্বয়, সংহিত নাসাস্থিদ্বয় বা 'নাসাসেতু', ত্রিকোণ নাসাগহ্বর বা 'নাসাপুরোদ্বার', আটটী কর্ত্তনক দন্ত (উপরে চারিটী ও নীচে চারিটী) এবং চিবুকপিণ্ড বিশেষভাবে দর্শনীয়। উভয় পার্শ্বের এক এক দিকে নেত্রগুহা, গণ্ডকূট ও বারটী দন্ত (উপরে নিম্নে একটী করিয়া রদনক দন্ত ও পাঁচটী করিয়া চর্ব্বণক দন্ত) এবং বক্ত্রনাড়ী ও ধমনীর পরিখা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দিকে ষোলটি করিয়া পেশী আছে—তাহাদের বিষয় যথাস্থানে বর্ণনীয়।

নেত্রগুহা।

নেত্রগুহা বা নেত্রকোটর ধুতুরা ফুলের স্থায় সম্মুখে আয়ত ও পশ্চাতে সঙ্কুচিত। ইহারা দুইদিকে দুইটী নেত্রগোলক ধারণ করে। প্রত্যেক নেত্রকোটরের চারিদিকের প্রাচীর সাতখানি অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত। তন্মধ্যে চারিখানি দ্বারা গুহাদ্বয়ের পরিধি নির্ম্মিত হয় এবং তিনখানি গুহামূলের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। সাতখানি অস্থি যথা—

(১) অশ্রুপীঠ—ইহা 'অশ্রু-বাহিকা' ধারক ও অন্তঃপরিধিস্থিত। (২) পুরঃকপালের নেত্রচ্ছদিফলক—উর্দ্ধপরিধিস্থ। (৩) উর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রপীঠফলক—ইহা নেত্রভূমিনিষ্পাদক ও অধঃপরিধিস্থ। (৪) গণ্ডাস্থির অক্ষিফলক—বহিঃপরিধিস্থ। (৫) জতুকাস্থির পক্ষতিদ্বয়; (৬) তাব্বস্থির চূড়াগ্র প্রবর্দ্ধন; (৭) ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃপীঠ; শেষোক্ত তিনখানি নেত্রগুহামূলের নির্ম্মাপক।

ইহাদের মধ্যে জতুকা, ঝর্ঝরক ও অগ্রকপাল—এই তিনখানি অস্থি উভয় নেত্রগুহার নিষ্পাদক—এজন্য উভয় নেত্রগুহার মোট অস্থিসংখ্যা—১৪খানি না হইয়া ১১খানি হইয়াছে।

প্রত্যেক নেত্রগুহার ছয়টী অংশ, যথা—

(ক) নেত্রগুহাদ্বার ইহা বৃহত্তর ও বৃত্তপ্রায়।

(খ) নেত্রগুহামূল—ইহা ধুতুরাফুলের গোড়ার দিকের মত সঙ্কুচিত। এখানে 'দৃষ্টিনাড়ীরন্ধ্র' এবং 'পক্ষান্তরাল' নামক খাত দৃশ্যমান, উহাদের মধ্য দিয়া দৃষ্টিনাড়ী, তৃতীয় নাড়ী ও নেত্রের সিরাধমনীগুলি নেত্রগোলকে প্রবেশ করে।

(গ) নেত্রগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্রকপালের নেত্রচ্ছদিফলক এবং জতুকাস্থির লঘুপক্ষতির সংযোগে নির্ম্মিত। ইহার বহিঃকোণে 'অশ্রুগ্রন্থি' ধারণের জন্য একটী ক্ষুদ্র খাত এবং অন্তঃকোণে 'বক্রোর্দ্ধদর্শিনী' নেত্রপেশীর নিবেশ স্থান।

(ঘ) নেত্রগুহাভূমি—এই অংশ সমতলপ্রায়। ইহার অধিকাংশ উর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রপীঠফলকের দ্বারা এবং কিয়দংশ গণ্ডাস্থি ও তাব্বস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

(ঙ) অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উর্দ্ধহনুর নাসাকূটপার্শ্ব, অশ্রুপীঠ, ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃফলক এবং জতুকাস্থির শরীরের অত্যল্প অংশ দ্বারা নির্ম্মিত। এইস্থানে নাসাভিমুখী 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী আছে। অধিক অশ্রুপাত হইলে এই পথে নাসিকার মধ্যে অশ্রু প্রবেশ করে।

(চ) বহিঃপ্রাচীর—ইহা পূর্ব্বার্দ্ধে গণ্ডাস্থির অক্ষিফলকের দ্বারা এবং পশ্চার্দ্ধে জতুকাস্থির বৃহৎ পক্ষতি দ্বারা নির্ম্মিত। এই অংশে 'শঙ্খগণ্ডিকরন্ধ্র' নামে একটী বা দুইটী বিবর আছে।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির সন্ধানরেখাগুলি কর্ত্তিত নাসাগুহার মধ্যে স্পষ্টভাবে দর্শনীয়।

নেত্রগুহার ভিতরে নয়টী বিবর আছে, যথা—মূলে দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্র; ইহার বহির্ভাগে পক্ষান্তরাল ও হনুজাতুক খাত; অন্তঃসীমায় ঝর্ঝরকাস্থির সূক্ষ্ম বিবরদ্বয়; অন্তকোণে অশ্রুবাহিকা; উর্দ্ধ পরিধিতে অধিভ্রূব ও অধঃপরিধিতে নেত্রাধরীয় বিবর; বহিঃকোণে শঙ্খগণ্ডিকাখ্য রন্ধ্রমার্গ।

পেশী—প্রত্যেক নেত্রগুহার প্রাচীরে চারিদিকে সাতটী পেশী সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ছয়টী দ্বারা নেত্রগোলককে নানাদিকে ঘুরান ফিরান যায়—সপ্তমটী অশ্রুবিসর্জ্জন কার্য্যে সহায়তা করে। ইহাদের বিবরণ পরে বলা যাইবে।

নাসাগুহা।

নাসাগুহা দুইটী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং শ্বাসবায়ু গ্রহণের দ্বারস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে পাতলা অস্থিময় প্রাচীর আছে। প্রধানতঃ গলবিবরের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ। চৌদ্দখানি অস্থিদ্বারা নাসাগুহা নির্ম্মিত, যথা—ঝর্ঝরক, জতুকা, অগ্রকপাল, উর্দ্ধহন্বস্থি—এই তিন খানি করোটির অস্থি এবং অধোহন্বস্থি ও গণ্ডাস্থিদ্বয় ব্যতীত মুখমণ্ডল নির্ম্মাপক অন্য এগার খানি অস্থি।

প্রত্যেক নাসাগুহার ছয়টী অংশ যথা—গুহাচ্ছদি,

[৩৯ চিত্র—নাসাগুহা (বাম)]

(বহিঃ প্রাচীরের দৃশ্য)
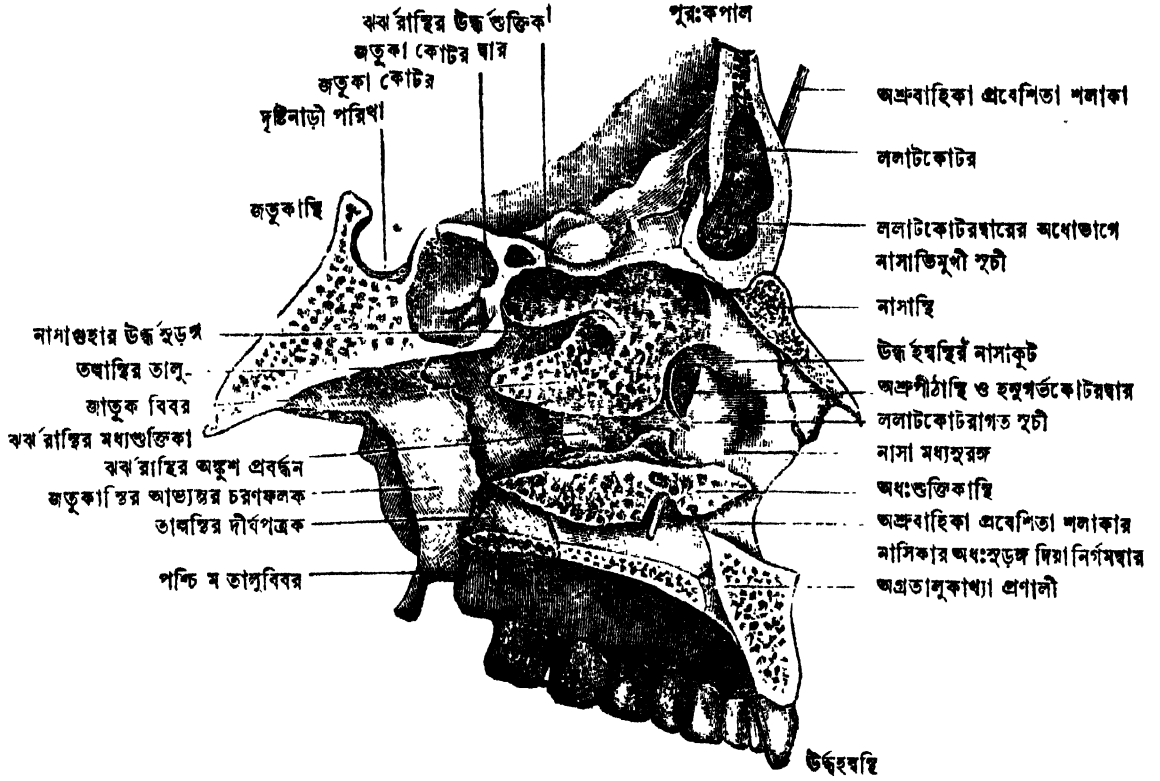
গুহাভূমি, অন্তঃপ্রাচীর, বহিঃপ্রাচীর, নাসাপুরোদ্বার, ও নাসাপশ্চিমদ্বার।

প্রত্যেক নাসাগুহার তিনটী করিয়া সুড়ঙ্গ আছে—উর্দ্ধসুড়ঙ্গ, মধ্যসুড়ঙ্গ এবং অধঃসুড়ঙ্গ। বহিঃপ্রাচীর বর্ণনা কালে ইহাদের বিষয় বলা যাইবে।

নাসাগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্রভাগে নাসাস্থিদ্বয় ও পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক দ্বারা, মধ্যে ঝর্ঝরাস্থির চালনী-পটল দ্বারা এবং পশ্চাতে জতুকাস্থি শরীরের পিণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে নাসাস্থি দুইটীর নিম্নে নাসানাড়ীদ্বয়ের এবং চালনীপটলস্থ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া গন্ধগ্রাহি নাড়ীর শাখাপ্রশাখা সমূহ অবস্থিত।

নাসাগুহাভূমি বা নাসাভূমি—ইহা ঈষৎ কোরোদর এবং সম্মুখে উর্দ্ধ হন্বস্থির তালুফলক ও পশ্চাতে তান্বস্থির হ্রস্বপত্রক দ্বারা নির্ম্মিত। নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যভাগে সীরিকাস্থি মধ্যপ্রাচীরভূত হইয়া নাসাভূমিতে সংহিত হয়।

অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উভয় নাসাভূমির মধ্যে একটী মাত্র। এই অংশ তির্য্যক্‌ভাবে সংহিত ঝর্ঝরাস্থির মধ্য-ফলক ও সীরিকাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, এজন্য ইহা প্রায়ই একদিকে আনত দেখা যায়। উক্ত অস্থিদ্বয় অগ্রভাগে ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত এবং পশ্চাতে জতুকাস্থির 'রসনিকা'র সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ভেদে অন্তঃপ্রাচীরের দুইটী পার্শ্ব। উভয় পার্শ্বে নাসাতালুকাখ্য নাড়ীদ্বয় ধারণের জন্য দুইটী প্রণালী এবং নাড়ী ধমনী-প্রতান ধারণের জন্য বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে।

বহিঃপ্রাচীর—প্রত্যেক নাসাগুহার বহিঃসীমায় একটী করিয়া পৃথক্ প্রাচীর আছে। এই বহিঃপ্রাচীর সম্মুখে উর্দ্ধহনুর নাসাকূট ও অশ্রুপীঠাস্থি দ্বারা; মধ্যে ঝর্ঝরকের পার্শ্বপিণ্ড ও শুক্তিকাস্থি দ্বারা; এবং পশ্চাতে তান্বস্থির দীর্ঘপত্রক ও জতুকাস্থির চরণফলকের দ্বারা নির্ম্মিত।

শুক্তিকাপত্রকাকারে অবস্থিত তিনটী অস্থি বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, সেজন্য প্রত্যেক দিকের নাসাপথ তিনটী সুড়ঙ্গ বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে—

(১) ঊর্দ্ধসুড়ঙ্গ—ঊর্দ্ধতম ও হ্রস্বতম। এই অংশ নাসাপথের পশ্চার্দ্ধমাত্রে বর্ত্তমান এবং ঝর্ঝরাস্থির ঊর্দ্ধ ও মধ্য শুক্তিকাভাগের অন্তরালে অবস্থিত। ইহাতে তিনটী বিবর আছে, যথা—পশ্চাতে 'তালুজাতুক'—ইহা তদাখ্য নাড়ী ধমনী প্রবেশের জন্য; সম্মুখে 'ঝর্ঝরকোটরদ্বার',—ইহা ঝর্ঝরাস্থির পশ্চিমকোটরের অনুবন্ধী; চূড়ায় 'জতুকাদ্বার'—ইহা জতুকাপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোটরের অনুবন্ধী। দারুণ পীনস রোগে এই সকল বিবরপথে পূযাদি প্রবেশ করিয়া অস্থিগুলি জর্জ্জরিত হয় এবং মস্তিষ্কের পর্য্যন্ত বিকৃতি ঘটে।

(২) মধ্যসুড়ঙ্গ—ইহা ঝর্ঝরাস্থির মধ্যশুক্তিকা ও অধঃশুক্তিকাস্থির অন্তরালস্থ মধ্যমাকার সুড়ঙ্গ। ইহাতে ঊর্দ্ধদিকে একটী ছিদ্র দেখা যায়, উহা ঝর্ঝরকোটরের দ্বারা ললাটকোটরের সহিত অনুবন্ধী। ঊর্দ্ধহনুপিণ্ডস্থ অপর ছিদ্রটী ঊর্দ্ধহনুর হনুগর্ভকোটরের দ্বারস্বরূপ। নাসারোগে ললাটকোটর ও হনুগর্ভকোটর—উভয় কোটরের মধ্যে পূযাদি সঞ্চিত হইতে পারে।

(৩) অধঃসুড়ঙ্গ—অধঃশুক্তিকাস্থির নিম্নস্থ এই দীর্ঘতম মার্গ নাসিকার বহিঃপ্রাচীরের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অতিপ্রবৃত্ত অশ্রুর নাসাগুহায় প্রবেশের জন্য 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালীর দ্বার থাকে।

নাসাপুরোদ্বার বা নাসাগুহার সম্মুখদ্বার—কতকটা ক্ষুদ্র তাম্বূলপত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। ইহা নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যস্থ ত্রিকোণ তরুণাস্থি ও মধ্যপ্রাচীর নির্ম্মাপক অস্থিগুলির দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

নাসাপশ্চিমদ্বার—নাসাগুহাদ্বয়ের পশ্চাতের দ্বার গলবিবরের দিকে উন্মুক্ত ও প্রায় গোলাকার। ইহার পশ্চাতে ও ঊর্দ্ধসীমায় গলবিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ পশ্চিম কপালের মূলপিণ্ড ও জতুকাশরীর, অধঃসীমায় তাল্বস্থির হ্রস্বপত্রকদ্বয় এবং উভয়পার্শ্বে জতুকাস্থির চরণদ্বয় অবস্থিত। ইহা সারিকাস্থি দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত।

সমগ্র করোটির ত্বাচভাগ।

ত্বকের নিম্নস্থ অস্থির অংশকে ত্বাচভাগ বলে। করোটির ও মুখমণ্ডলের সাতাশটী ত্বাচভাগ বিশেষভাবে দর্শনীয়, যথা—দুইটী ভ্রূতোরণিকা (ভ্রূদ্বয়ের নিম্নে), দুইটী গণ্ডকূট ও দুইটী গণ্ডচক্র, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে দুইটী গোস্তনপ্রবর্দ্ধন, মাথার পশ্চাতে দুইটী উত্তরতোরণিকা ও একটী পশ্চিমার্ব্বুদ, দুইপার্শ্বে দুইটী পার্শ্বকুম্ভ ও তন্নিম্নে কাণের উপর দুইটী শঙ্খতোরণিকা, সম্মুখে দুইটী অগ্রকুম্ভ, নাসামূলে দুইটী নাসাস্থি, দুইটী নেত্রগহ্বরের পরিধিদ্বয়, অধোহনুর দুইদিকে দুইটী হনুকোণ ও মধ্যে অধঃস্থ ধারা এবং সম্মুখে একটী চিবুকপিণ্ড। ভবিষ্যতে বুঝিবার সুবিধার জন্য এই সকল অংশ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

"কীকসে যদি কার্কশ্যং তথাপ্যাদীয়তামিদম্।
জ্ঞানগঙ্গাম্বুসঙ্গত্যা দিব্যা তনুরতোযতঃ॥" *

অনুবাদ—এই অস্থিখণ্ড কর্কশ হইলেও সাদরে গ্রহণীয়। কারণ জ্ঞান গঙ্গাজল সম্পর্কে ইহা হইতে দিব্যতনু হইবে। অর্থাৎ:—অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেমন দিব্যতনু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই অস্থিখণ্ডে সম্যক্ জ্ঞান হইলে শরীরের যাবতীয় অংশ সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

* প্রত্যক্ষশারীর হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয় অধ্যায়।

সন্ধি ও স্নায়ু।

সন্ধি*—অস্থির সহিত অস্থির সংযোগকে সন্ধি বলে। এইসংযোগে অস্থিগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, জুড়িয়া এক হইয়া যায় না। শরীরে কেবল যে অস্থির সন্ধিই আছে তাহা নহে—পেশী, সিরা, স্নায়ু, প্রভৃতিরও সন্ধি আছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সন্ধি বলিতে কেবল অস্থিসন্ধিই বুঝায়। পেশী, সিরা প্রভৃতির সন্ধি অসংখ্য †। এই জন্য সেগুলির পৃথক্ বর্ণনা করা হয় না।

সন্ধি প্রধানতঃ দুইপ্রকার—চেষ্টাবান্ বা সচল এবং স্থির বা অচল। যে সন্ধির অস্থিগুলি চালনা করিতে পারা যায়, তাহাকে চেষ্টাবান্ বা সচল সন্ধি বলে—যেমন হস্তপদাদির সন্ধি। আর যেরূপ সন্ধি ঘটিলে অস্থিগুলির চালনা করিতে পারা যায় না, তাহাকে স্থির বা অচল সন্ধি বলে—যেমন মস্তকের কপালাস্থিগুলির সন্ধি।

সচলসন্ধি আবার দুই প্রকার—বহুচল, যেমন হস্তপদাদির সন্ধি এবং অল্পচল—যেমন পৃষ্ঠবংশের সন্ধি। সুতরাং সন্ধিগুলিকে বহুচল, অল্পচল এবং অচল এই তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে শাখা সমূহে ও অধোহনুকোটিতে বহুচল, পৃষ্ঠবংশাদিতে অল্পচল এবং অন্যত্র অচল সন্ধি আছে।

সচল সন্ধিস্থলে দুই বা তিন খানি অস্থি ঘন ও মসৃণ শণরজ্জুবৎ স্নায়ু দ্বারা বা কোষাকার স্নায়ু দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে‡। অস্থি সকলের সন্ধেয় অংশ তরুণাস্থি দ্বারা আবৃত এবং শ্লেষ্মধরাকলাসমাচ্ছন্ন থাকে। এজন্য অস্থিগুলি সন্ধির মধ্যে ঘষিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং সুচারুরূপে খেলিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে চক্রের অক্ষ বা চক্রমধ্যস্থ দণ্ড তৈলাভ্যক্ত থাকিলে চক্র যেমন সুচারুরূপে ঘুরিতে পারে, সন্ধি সকল সেইরূপ শ্লেষ্মলিপ্ত থাকায় সুচারুরূপে চালিত হইয়া থাকে *।

অচল সন্ধিসমূহ কোথাও স্নায়ুজাল দ্বারা আবদ্ধ, কোথাওবা দুই খানি অস্থির দন্তবৎ ধারাদ্বয়ের সম্মিলনে নির্ম্মিত। অপ্রয়োজন হেতু এই সকল সন্ধিতে তরুণাস্থি বা শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—"আকৃতি ভেদে সন্ধি সকল আট প্রকার, যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। তন্মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুলফ, জানু ও কূর্পরে কোর; কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও দন্তমূলে উদূখল; স্কন্ধ, যোনি ও নিতম্বে সামুদ্গ; গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে প্রতর; মস্তক, কটী ও কপালে তুন্নসবনী; চোয়াল ও উরুতে বায়সতুণ্ড; কণ্ঠনলীতে মণ্ডল এবং কর্ণে শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি আছে।" প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ভাবে লিখিত হইতেছে।

কোর—নামক সন্ধিগুলি বহুচল অর্থাৎ খুব খেলে। একখানি অস্থির কোব অর্থাৎ গর্ত্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট খাতের মধ্যে অপর একখানি অস্থির উন্নত ভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এই সকল সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খল্লকোর, পরস্পরকোর, চক্রকোর, এবং সন্দংশকোর ভেদে কোরসন্ধি চতুর্ব্বিধ দেখা যায়। (ক) একখানি অস্থির খলের ন্যায় গভীর খাতের মধ্যে অপর একখানি বা ততোধিক অস্থির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এইরূপ সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খলের মধ্যে নোড়ার ন্যায় এই সন্ধির অস্থিগুলি প্রধানতঃ অগ্রপশ্চাৎ দুইদিকে মাত্র খেলে; মণিবন্ধ এবং গুলফে 'খল্লকোর'† সন্ধি আছে। (খ) দুইখানি অস্থির ঘোড়ার জিনের ন্যায় সন্ধের অংশদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'পরস্পর কোর' ‡ বলে। অঙ্গুষ্ঠমূলে এইরূপ সন্ধি আছে। (গ) যে সন্ধিতে

---

* ইং—Joint, Articulation—জয়েণ্ট, আর্টিকুলেশন।

† অস্থাস্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশী-স্নায়ু-সিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে।
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

‡ স্নায়ু অর্থে Nerve নহে, Ligaments এবং Tendons—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* স্নেহাভ্যক্তে যথা হ্যক্ষে চক্রঃ সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা। সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

† ইং—Condyloid—কনডাইলয়েড।

‡ ইং—Saddle—স্যাডল।

এক অস্থির গোলাকার গর্ত্তের মধ্যে অপর অস্থির উন্নত কীলাকার অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে, তাহাকে "চক্রকোর"* বলে। প্রথমা গ্রীবাকশেরুকার সহিত দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকার এইরূপ সন্ধি আছে সেই জন্য আমরা ঘাড় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। (ঘ) যে সন্ধিতে সাঁড়াশির ন্যায় মুখ বিশিষ্ট অস্থির মধ্যে অপর অস্থির অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে তাহাকে 'সন্দংশকোর'† বলে। কনুইয়ের সন্ধি এইরূপ।

উদূখল সন্ধি‡—কোন অস্থির উদূখলের ন্যায় গভীর খাতমধ্যে অন্য অস্থির মুণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া যে সন্ধি নির্ম্মিত হয়, তাহাকে 'উদূখল সন্ধি' বলে। কক্ষ এবং বঙ্ক্ষণের সন্ধি এইরূপ। দন্ত সকলের অগ্রভাগ অস্থির গভীর খাতে প্রবিষ্ট বলিয়া ঐ সকল সন্ধিকেও উদূখলসন্ধি বলা যায়। কিন্তু ঐ সকল উদূখল সন্ধি অচল

সামুদ্গ—দুই বা ততোধিক অস্থির দৃঢ়সংযোগে একটী সমুদ্গ বা সম্পুট (কৌটা বা বাটীর মত) নির্ম্মিত হইলে সেই সন্ধিকে 'সামুদ্গ' বলা যায়। শ্রোণিচক্র প্রভৃতিতে এইরূপ সন্ধি আছে। এই সকল সন্ধি অল্পচেষ্ট অর্থাৎ কম খেলে।

প্রতর§—দুইখানি অস্থির সমতল অংশ পাশাপাশি ভাবে বা উপর্য্যুপরি সংহিত হইলে তাহাকে 'প্রতরসন্ধি' বলে। চলপ্রতর, যুক্তপ্রতর এবং দৃঢ়প্রতর ভেদে ইহা তিন প্রকার। তন্মধ্যে চলপ্রতর সন্ধির মধ্যে শ্লেষ্মধরা কলার ব্যবধান থাকে। করপদের কূর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পর সন্ধি এইরূপ। দুইখানি অস্থি মধ্যস্থলে স্নায়ুরজ্জু বা দৃঢ় কলার দ্বারা সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'যুক্তপ্রতর' বলে। জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের মধ্যে ও প্রকোষ্ঠের দুইখানি অস্থির মধ্যে এইরূপ সন্ধি আছে। সমজাতীয় অস্থিগুলি মধ্যবর্ত্তী তরুণাস্থি দ্বারা পরস্পর দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে তাহাকে দৃঢ়প্রতর বলে। পৃষ্ঠবংশের কশেরুকাগুলি এইরূপে সন্ধিযুক্ত।

* ইং—Pivot Joint—পিভট্ জয়েণ্ট।

† ইং—Gyinglymus—গিংগ্লিমস্।

‡ ইং—Enarthrosis (Ball and socket joint)—এনার্থ্রোসিস্।

§ ইং—Arthrodia—আর্থ্রোডিয়া।

তুন্নসেবনী*—করাতের দাঁতের ন্যায় ধার বিশিষ্ট প্রান্ত দ্বারা দুইখানি অস্থি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সেলাই করার ন্যায় দেখাইলে উক্ত সন্ধিকে 'তুন্নসেবনী' বলে। সীমন্তসেবনী এবং প্রস্তসেবনী ভেদে ইহা দুই প্রকার দেখা যায়। তন্মধ্যে মস্তকের কপালাস্থি সমূহে 'সীমন্তসেবনী' এবং সীরিকা ও জতুকাস্থির সংযোগস্থলে 'প্রস্তসেবনী' সন্ধি আছে। যৌবনের পূর্ব্বে শ্রোণিফলকের তিনটী অংশের মধ্যে তুন্নসেবনী সন্ধি থাকে। আয়ুর্ব্বেদে সীমন্তসেবনী 'সীমন্ত' নামে অভিহিত।

বায়সতুণ্ড—কোন অস্থির কাকচঞ্চুবৎ অংশের মধ্যে অপর অস্থির অংশবিশেষ শিথিলভাবে সংহিত হইলে তাহাকে 'বায়সতুণ্ড' বলে। শঙ্খাস্থির সহিত অধোহনুর সন্ধি এইরূপ। এই সন্ধি এক প্রকার কোরসন্ধি হইলেও ইহা চেষ্টাবহুল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত—শ্বাসপথের তরুণাস্থি সমূহে 'মণ্ডল' এবং কর্ণশষ্কুলীনির্ম্মাণকারী তরুণাস্থি সমূহে 'শঙ্খাবর্ত্ত' সন্ধি দেখা যায়। কিন্তু উহারা তরুণাস্থির সন্ধি বলিয়া পাশ্চাত্যগণ উহাদিগকে অস্থিসন্ধি মধ্যে গণনা করেন না।

সচল সন্ধিসমূহে চারিটী পদার্থ বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অস্থির সন্ধেয় অংশ, সন্ধির মধ্যস্থিত তরুণাস্থি, স্নায়ু এবং শ্লেষ্মধরা কলা। তন্মধ্যে—

(১) অস্থির সন্ধেয় অংশ দৃঢ় ও চিক্কণ অস্থিময় এবং সন্ধান স্থলে সুমসৃণ তরুণাস্থিপত্র দ্বারা আবৃত।

(২) সন্ধিস্থলে অবস্থিত তরুণাস্থি সকল দুই প্রকার—'সন্ধিবেষ্টক' এবং 'সন্ধ্যন্তরাল'। তন্মধ্যে সন্ধিবেষ্টক তরুণাস্থিগুলি অস্থির সন্ধেয় অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যন্তরালগুলি দুইখানি অস্থির সন্ধেয় অংশের মধ্যস্থলে পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৩) স্নায়ুসমূহ তিন প্রকার—রজ্জুরূপ, কোষরূপ, এবং কলারূপ। তন্মধ্যে রজ্জুরূপ স্নায়ুসকল সন্ধির মধ্যে ও চারিদিকে পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে। কোষরূপ স্নায়ু সকল কোষের ন্যায় সমগ্র সন্ধিটীকে আচ্ছাদন করিয়া

* ইং—Schindylosis—শিন্ডিলোসিস্।

থাকে। অনেক পেশীর কণ্ডরা সন্ধিসংযোজনী স্নায়ুর সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া যায়। কলারূপ স্নায়ু সকল কলা বা ঝিল্লীর ন্যায় দুইখানি অস্থির অন্তরালে বিস্তৃত থাকে, যথা—জঙ্ঘান্তরালা কলা।

পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চারিপ্রকার স্নায়ুর বিষয় বলা হইয়াছে (৩৬ পৃষ্ঠা দেখ)। তন্মধ্যে প্রতানবতী স্নায়ুই অস্থির বন্ধন স্বরূপ বলিয়া এই অধ্যায়ে উহাদের বিষয়ই উল্লেখ করা যাইবে। অন্যান্য স্নায়ু পেশী ও আশয় বর্ণন প্রসঙ্গে বর্ণনীয়। .

স্নায়ু শ্বেত ও পীত এই দুই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তন্মধ্যে কশেরুকাচক্রের মধ্যবর্ত্তী স্নায়ুসমূহ ও গ্রীবাধরা স্নায়ু পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। অন্যান্য স্থানের স্নায়ু শুভ্র।

(৪) শ্লেষ্মধরা কলা*—সচল সন্ধিসমূহের অস্থিদ্বয়ের মধ্যে এক একটী তরলপিচ্ছিল পদার্থ ('শ্লেষ্মক শ্লেষ্মা'†) পূর্ণ কলাময় কোষ থাকে। ঐ কোষের উভয় দিক্ অস্থিদ্বয়ের সন্ধেয় অংশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখে। শ্লেষ্মধরা-কলা হইতে নিয়ত 'শ্লেষ্মক' শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া সন্ধিস্থানকে আর্দ্র রাখে বলিয়া সন্ধিস্থান বেশ খেলিতে পারে এবং ঘর্ষিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা তিনপ্রকার— সন্ধ্যান্তরীয়, কণ্ডরানুগা এবং ত্বকের নিম্নস্থ। সন্ধ্যান্তরীয় কলা অস্থিসন্ধির মধ্যে থাকে। কণ্ডরানুগা কলা চলনশীল কণ্ডরাসমূহকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ত্বঙ্‌নিম্নস্থ কলা কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত অস্থি-সমূহের উপরে—অস্থি ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহাদের বিষয় পেশী ও অস্থিবর্ণনে দ্রষ্টব্য। সন্ধিপ্রসঙ্গে কেবল সন্ধ্যান্তরীয় কলার বিষয় বর্ণিত হইবে।

অচল সন্ধিসমূহে প্রয়োজনাভাব হেতু শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সন্ধিবর্ণনা

সন্ধি সকলের স্থান, সংস্থান ও সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এবং বিশ্লিষ্ট সন্ধির প্রতীকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সন্ধিসমূহের বিষয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তজ্জন্য সংক্ষেপে সন্ধি সকলের বিষয় কথিত হইতেছে। উভয় দিকের অস্থির বা অস্থির অবয়বের সংযোজন করে বলিয়া সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুগুলির নামও সেই অস্থিগুলির নামানুসারে কল্পিত হয়। কখন কখন কার্য্যানুসারেও সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে সকল স্থলে স্নায়ুগুলির নাম লেখা হইবে না।

মস্তকের সন্ধি।

বর্ণনার সুবিধার জন্য প্রথমে মস্তকের সন্ধি হইতে আরম্ভ করা যাইতেছে। শিরঃসন্ধির অন্যান্য অচল সন্ধি-গুলির বিষয় সমগ্র করোটি বর্ণনকালে বলা হইয়াছে। এইস্থলে কেবল 'অধোহনুসন্ধান' ও 'শিরোগ্রীব সন্ধান' নামে দুইটী সন্ধির বিষয় বলা হইবে।

অধোহনুসন্ধান—অধোহনুর দুই মুণ্ড দুইটী শঙ্খাস্থির স্থালকদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সন্ধিদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া অধোহনু নীচে ও উপরের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে খেলিতে পারে। এই সন্ধিকে প্রাচীনেরা 'বায়সতুণ্ড' সন্ধি বলিয়াছেন। এই সন্ধিদ্বয়ের প্রত্যেকটী স্নায়ুকোষ দ্বারা আবৃত এবং বহিঃসীমায়, অন্তঃসীমায় ও পশ্চাতে এক একটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। সন্ধির উভয় দিকে দৃঢ়পেশী নিবেশ থাকাতেও এই সন্ধির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়; কিন্তু পেশীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই সন্ধিদ্বয় সহজেই বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। হনুসন্ধির হঠাৎ বিশ্লেষ ঘটিলে মানুষ মুখ খুলিয়াই থাকে, মুখ বুজিতে পারে না।

শিরোগ্রীব সন্ধি—মস্তক ও পৃষ্ঠবংশর সন্ধিকে শিরোগ্রীবসন্ধি বলে। এই স্থানে তিনটী অস্থির মধ্যে পরস্পর সংযোগ হওয়ায় ত্রিবিধ সন্ধির সৃষ্টি হয়। যথা:—

(ক) পশ্চিম কপাল ও চূড়াবলয়ার সন্ধি—পশ্চিম-কপালের মূলকোটিদ্বয়ের সহিত কোরসন্ধি এবং অবশিষ্টাংশের প্রতরসন্ধি হয়। তন্মধ্যে কোরসন্ধিদ্বয় দুইটী স্নায়ু-কোষে আচ্ছাদিত ও মধ্যে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত। প্রতর-সন্ধিটী চারিদিকে চারিটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

(খ) চূড়াবলয়া ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই সন্ধিতে দ্বিতীয় গ্রীবাকশেরুকা দন্তচূড়ার দন্তপ্রবর্দ্ধন নামক কীলবৎ

* ইং— Synovial membrane—সাইনোভিয়াল্ মেম্ব্রেণ।
† ইং—Synovia—সাইনোভিয়া।

[৪০শ চিত্র—শিরোগ্রীব সন্ধি (পৃষ্ঠতল)]

(পশ্চিম কপালের উপরের ও গ্রীবাকশেরুকাগুলির চক্রাংশ অপসারিত করিয়া দেখান হইয়াছে)

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

অংশ চূড়াবলয়ায় বিবরমধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার সম্মুখভাগ বলয়ার্দ্ধের ভিতর দিকে সংসক্ত থাকে। এইরূপ সংযোগ থাকায় চূড়াবলয়াযুক্ত মস্তক পৃষ্ঠবংশের উপর সহজে ঘুরিতে ফিরিতে পারে। অতএব সম্মুখে ভাগে এইরূপ চক্রকোর সন্ধি এবং অবশিষ্ট অংশে প্রতরসন্ধি দেখা যায়। পাঁচটা স্নায়ু এই স্থানের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ু উভয় অস্থির কশেরুপিণ্ডের সম্মুখভাগ বন্ধন করিয়া রাখে। পশ্চাতের স্নায়ু দুই অস্থির কশেরুচক্রের পশ্চাদ্‌ভাগ বন্ধন করিয়া থাকে। দুইটা স্নায়ুকোষ উভয় অস্থির দুই দিকের দুইটা সন্ধি প্রবর্দ্ধনক-যুগলের সংযোজনা করে। 'স্বস্তিকরজ্জু' স্নায়ু চওড়া-দিকে চূড়াবলয়ার ভিতরের পরিধির উভয় দিকের কলায়-বৎ অংশদ্বয়ে সংসক্ত এবং লম্বালম্বিভাবে উদ্ধ দিকে পশ্চাৎ-কপালমূলের পিছনে মধ্যরেখায় ও অধোদিকে দন্তচূড়ার অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত। ইহা সম্মুখ হইতে দন্তপ্রবর্দ্ধনকে চূড়াবলয়ার ছিদ্র মধ্যে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখে। দন্তপ্রবর্দ্ধন স্থানচ্যুত হইলে সুষুম্নাশীর্ষ আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মনুষ্যকে ফাঁস দিলে শ্বাসরোধের পূর্ব্বেই অনেক সময়ে এই কারণে মৃত্যু হইয়া থাকে।

(গ) পশ্চিম কপাল ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই দুইখানি অস্থির পরস্পর সংস্পর্শ না ঘটিলেও সুষুম্নাবিবরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত চারটী স্নায়ু দ্বারা ইহারা পরস্পর সংবদ্ধ থাকে।

শিরোগ্রীব সন্ধির এই সকল স্নায়ু ব্যতীত 'গ্রীবাধরা' নামে মহতী স্নায়ুরজ্জু পশ্চিম কপালের পশ্চিমার্ব্বুদ ও পশ্চিমালিকা হইতে সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই স্নায়ু স্থিতিস্থাপক এবং গ্রীবাকে ঋজুভাবে ধারণ করিয়া রাখে। মনুষ্যের মস্তক সোজা ভাবে থাকে বলিয়া মনুষ্যদেহে এই স্নায়ু তত পুষ্ট নহে। কিন্তু পশুর মস্তক আড়ভাবে থাকে বলিয়া তাহাদের মস্তক ধারণের জন্য এই স্নায়ু অত্যন্ত দৃঢ় ও স্থূল হইয়া থাকে।

মধ্যশরীরের সন্ধি।

পৃষ্ঠবংশসন্ধি—পৃষ্ঠবংশ উপর্য্যুপরি স্থাপিত কশেরুকাসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক কশেরুকা উদ্ধস্থিত ও অধঃস্থিত অপর দুইটা কশেরুকার সহিত পাঁচটা করিয়া সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ। যথা—

(১) কশেরুকাপিণ্ডগুলির পরস্পরসংযোজনা স্নায়ু। ইহারা তিনভাগে বিভক্ত।

(ক) 'কশেরুপুরঃস্থা সাধারণী' স্নায়ু দৃঢ়, স্থূল ও দীর্ঘ পটিকার (ফালির) মত। ইহা সমস্ত কশেরুকাপিণ্ডের সম্মুখ ভাগে সংসক্ত থাকিয়া সমগ্র পৃষ্ঠবংশের সাধারণ বন্ধন স্বরূপে অবস্থিত। (খ) 'কশেরুপাশ্চমা সাধারণী'— উপরোক্ত স্নায়ুর ন্যায় কশেরুকাসমূহের পশ্চাদ্ ভাগের সাধারণ বন্ধন স্বরূপ। (গ) 'কশেরুপিণ্ডান্তরালা' স্নায়ু গুলি কোমল, স্থিতিস্থাপক ও কশেরুপিণ্ডমধ্যস্থ তরুণাস্থি-চক্রে সংসক্ত।

(২) কশেরুচক্রের পরস্পর সংযোজনী স্নায়ু সকল কশেরুচক্রগুলির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, স্থিতিস্থাপক ও পীতবর্ণ। ইহারা 'কশেরুচক্রান্তরালা' নামে অভিহিত।

(৩) প্রত্যেক কশেরুকার দুইটী নিম্নাভিমুখ সন্ধি-প্রবন্ধনের সহিত নিম্নস্থিত কশেরুকার উর্দ্ধাভিমুখ সন্ধি-প্রবন্ধনদ্বয়ের সন্ধি হয়। ক্রমশঃ পরে পরে এইরূপ সন্ধি হইয়া থাকে। এই সন্ধিগুলি স্নায়ুকোষের দ্বারা আবৃত ও ভিতরে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত।

(৪) পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সন্ধানকারক স্নায়ুসমূহ দুই প্রকার, তন্মধ্যে—

(ক) 'পৃষ্ঠকণ্টকধরা সাধারণী' স্নায়ু দৃঢ় রজ্জুর ন্যায় সমস্ত পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সংযোজন করে এবং পাশ্চম-কপালের পৃষ্ঠস্থিত অর্ব্বুদ হইতে ত্রিকাস্থির পৃষ্ঠকণ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উর্দ্ধ ভাগই 'গ্রীবাধরা' স্নায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(খ) 'কণ্টকান্তরালা' স্নায়ু সকল পৃষ্ঠকণ্টকগুলির অন্তরালে অবস্থিত এবং পাতলা কলা দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল স্নায়ু পৃষ্ঠকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখা যায়।

(৫) 'বাহুপ্রবন্ধনান্তরালা' স্নায়ুগুলি বাহুপ্রবর্দ্ধন সকলের অন্তরালে থাকিয়া পরস্পরকে বন্ধন করে। উহারা গ্রীবাকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে পাতলা কলার আকারে এবং পৃষ্ঠকশেরুকা সমূহে রজ্জুর আকারে দৃষ্ট হয়।

কশেরুপিণ্ড সকলের পরস্পর সন্ধি প্রায় অচল। কশেরুচক্র সকলের পরস্পর সন্ধি অল্পচল। গ্রীবা ও কটিকশেরুকার সন্ধিগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক চল। পৃষ্ঠবংশের চেষ্টা বা চলত্ব তিন প্রকার, যথা—সম্মুখে নমন বা অন্তরায়াম, পশ্চাতে নমন বা বহিরায়াম এবং উভয় পার্শ্বে নমন। পার্শ্ববিবর্ত্তন এই তিন প্রকার চেষ্টার মিশ্রণে হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠপর্শুকাসন্ধি—পর্শুকার সহিত পৃষ্ঠবংশের কশেরুকার সন্ধিকে পৃষ্ঠপর্শুকাসন্ধি বলে। এই সন্ধি দুই প্রকার যথা—

(১) পর্শুকামুণ্ডের সহিত কশেরুকাপিণ্ডের চল-প্রতর জাতীয় সন্ধি। তন্মধ্যে প্রথমা, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী—এই পর্শুকাগুলির প্রত্যেকটী এক একটী কশেরু-পিণ্ডের পূর্ণস্থালকের সহিত পৃথক্ ভাবে সংহিত হয়। অপর-গুলির প্রত্যেকটী দুইটী কশেরুপিণ্ডের অর্দ্ধস্থালকদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হয়। ইহা প্রধানতঃ ত্রিশূলাকার স্নায়ু দ্বারা উপর নীচের কশেরুপিণ্ডদ্বয়ের ও তন্মধ্যস্থ তরুণাস্থিচক্রের সহিত সম্বদ্ধ। এখানে পর্শুকামুণ্ডের বেষ্টনভূত একটী কোষাকার স্নায়ু ও তন্মধ্যে সন্ধ্যন্তরীয় স্নায়ুও থাকে।

(২) পর্শুকার্ব্বুদের সহিত কশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনের যুক্তপ্রতর সন্ধি। ইহা সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে রজ্জুবৎ স্নায়ু এবং মধ্যে কোষবৎ স্নায়ুদ্বারা প্রতিবদ্ধ।

পূর্ব্বপর্শুকাসন্ধি—পর্শুকা, উপপর্শুকা এবং উরঃফলকের সন্ধিসমূহ এই নামে খ্যাত। এই সন্ধি চারি প্রকার, যথা—

(১) পর্শুকার সহিত উপপর্শুকার সন্ধি—বারখানি পর্শুকার অগ্রভাগস্থিত স্থালকের সহিত বারখানি উপ-পর্শুকার মূলের দৃঢ় ও অচল সন্ধি হইয়া থাকে।

(২) উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের সন্ধি—এক একদিকের প্রথম সাতখানি করিয়া উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের পার্শ্বস্থ স্থালকগুলির সন্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমা পর্শুকার সন্ধি অচল, অবশিষ্টগুলি যুক্তপ্রতর। অগ্রিমা, পশ্চিমা, কোষাকারা এবং সন্ধ্যন্তরীয়া—এই চারি প্রকার স্নায়ু উপপর্শুকা ও উরঃফলকের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(৩) উপপর্শুকার পরস্পর সন্ধি—পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী উপপর্শুকার অগ্রভাগগুলি উরঃফলকে সংযুক্ত হইলেও উহাদের সম্মুখের কোণ উত্তরোত্তর পর্শুকার কোণের সহিত কতকগুলি স্নায়ুসূত্র দ্বারা সংবদ্ধ। অষ্টমী, নবমী ও

দশমী উপপর্শুকার অগ্রভাগ কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপপর্শুকার কোণের সহিত ঐরূপে প্রতিবদ্ধ—উহাদের উরঃফলকের সহিত সন্ধি নাই। একাদশী ও দ্বাদশী উপপর্শুকার অগ্রভাগ বিমুক্ত—অর্থাৎ কাহারও সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

(৪) উরঃফলকের খণ্ডগুলির পরস্পর সন্ধি—অল্প বয়সে উরঃফলকের গ্রৈবেয়ক, মধ্যফলক এবং অগ্রপত্র নামক খণ্ডত্রয় পরস্পর সন্ধিযুক্ত ও স্নায়ু দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। প্রৌঢ় বয়সে এই খণ্ডত্রয় জুড়িয়া যায়।

অক্ষকোরঃ সন্ধান—উরঃফলকের উর্দ্ধাংশের দুইপার্শ্বে দুইখানি অক্ষকাস্থির প্রান্তভাগ স্নায়ুকোষ দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। এই সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য অক্ষকাস্থি প্রথমা পর্শুকার সহিতও স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অক্ষকাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ সন্ধি না থাকিলেও একটী স্নায়ু উরঃফলকের শিখরদেশের উপর দিয়া উহাদের সম্মুখ প্রান্তদ্বয়কে সংবদ্ধ করিয়া রাখে। অংসসন্ধি বর্ণন প্রসঙ্গে অক্ষকাস্থির সহিত অংসের সন্ধানের বিষয় বলা যাইবে।

শ্রোণিচক্রসন্ধি—শ্রোণিচক্রসন্ধি দুই ভাগে বর্ণনীয়। শ্রোণিফলকদ্বয়ের পৃষ্ঠবংশের সহিত সন্ধি এবং পরস্পরের সন্ধি। শ্রোণিফলকদ্বয়ের সহিত পৃষ্ঠবংশের দৃঢ় প্রতর সন্ধি হয়। ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকার সহিত ত্রিকাস্থির সন্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে। পৃষ্ঠবংশের সন্ধারণী যে পাঁচ প্রকার স্নায়ুর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই পাঁচ প্রকার স্নায়ু দ্বারাই এই স্থলেরও সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কেবল এক এক দিকে দুইটী করিয়া স্নায়ু বেশী থাকে। যথা —

[৪১শ চিত্র—শ্রোণিচক্র সন্ধি]
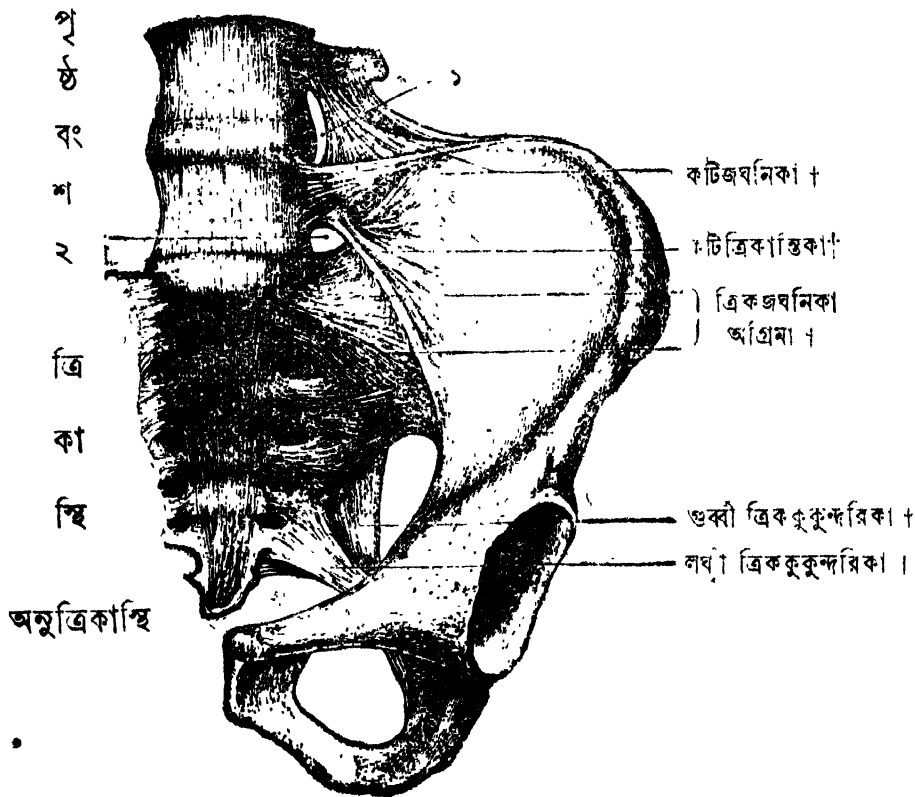
[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক। ১,২ কটিনাড়ী নির্গমের বিবরদ্বয় এই চিত্রের বামার্দ্ধে যেরূপ স্নায়ু দেখান হইয়াছে দক্ষিণার্দ্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।]

'কটিজঘনিকা' নামে দুইটী স্নায়ু চতুর্থী ও পঞ্চমী কটিকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনক গুলির সহিত উভয়দিকে জঘনধারার পশ্চিম প্রান্তভাগকে সংবদ্ধ করে। 'কটি-ত্রিকাস্থিকা' স্নায়ু দৃঢ় ও ত্রিকোণ ফালির ন্যায়, ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকাকে ত্রিকাস্থির ও শ্রোণিফলকের ত্রিক স্থালকের পরিধির সহিত সংবদ্ধ করে।

শ্রোণিচক্রাস্থিত্রয়ের পরস্পর সন্ধি চারি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, যথা—

(১) ত্রিকাস্থির সহিত জঘনাস্থির সন্ধি—ত্রিকাস্থির উভয় দিকে জঘনকপালদ্বয়ের সহিত 'দৃঢ়প্রতর' সন্ধি হয়। এই সন্ধি জঘনকপালের তরুণাস্থিপত্রাবৃত ত্রিকস্থালকের সহিত ত্রিকাস্থির পার্শ্বদেশে হইয়া থাকে। এখানে প্রায় শ্লেষ্মধরা কলা দেখা যায় না, কিন্তু গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভবৃদ্ধি হেতু শ্রোণিফলক যখন সচল হয়, তখন শ্লেষ্মধরা কলাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্রিমা ত্রিকজঘনিকা ও পশ্চিমা ত্রিকজঘনিকা নামে এক এক দিকে দুইটী করিয়া দৃঢ় পট্টিকার মত স্নায়ু ত্রিকজঘনসন্ধির বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(২) ত্রিকাস্থির সহিত কুকুন্দরের সন্ধি—ত্রিককুকুন্দ-রাস্থিসংযোজনা লব্বী ও গুর্ব্বী নামে এক এক দিকে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী করিয়া মোট চারিটী স্নায়ু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই সকল স্নায়ু যথাস্থানে সংসক্ত হইয়া 'গৃধ্রসী-বিবর' ও 'কুকুন্দরদ্বার' নামে দুইটী বিবর নির্ম্মাণ করে। তন্মধ্যে গৃধ্রসী বিবরের ভিতর দিয়া গৃধ্রসী নাড়ী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও শুণ্ডিকাখ্য পেশী নির্গত হইয়া থাকে। আর কুকুন্দরবিবরের ভিতর দিয়া 'শ্রোণিগবাক্ষিণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও নাড়ী বস্তিগুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

(৩) ত্রিকানুত্রিকসন্ধি—অগ্রিমা, পশ্চিমা এবং দুইটী পার্শ্বগা—এই চারিটী স্নায়ু ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থির সন্ধি-বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনু-ত্রিকাস্থি চারিখানি ক্ষুদ্র কশেরুকাখণ্ডের সংযোগে নির্ম্মিত, কিন্তু প্রসবকালে শ্রোণিদ্বারের বিস্তারের সুবিধার জন্য নারীদিগের দেহে স্বভাবতঃ ঐ খণ্ড চতুষ্টয় পৃথক্ ভাবে থাকে

(৪) ভগাস্থিদ্বয়ের সন্ধি—ভগাস্থিদ্বয় মধ্যরেখায় স্ব স্ব মুণ্ড দ্বারা পরস্পর সংহিত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা সংহিত ভগাস্থিদ্বয়কে একখানি পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করেন। এই সন্ধি দৃঢ়প্রতর হইলেও গর্ভিণীদিগের দেহে কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতে পারে। উত্তরা, অধরা, অগ্রিমা ও পশ্চিমা এই চারিটী 'ভগ-সংযোজনী' স্নায়ু এই সন্ধি-বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। উক্ত সন্ধিমধ্যে তরুণাস্থিচক্র থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না।

শাখাসন্ধি।

প্রত্যেক বাহুতে ও সক্‌থিতে সাতটী স্থানে সন্ধি আছে। বাহুতে যথা—অংসে, কূর্পরে, প্রকোষ্ঠান্তরালে, মণিবন্ধে, করকূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে, করতলে এবং করাঙ্গুলি-সমূহে। সক্‌থিতে যথা—বংক্ষণে, জানুতে, জঙ্ঘান্তরালে, পদসন্ধিতে, পাদকূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে, পদতলে এবং পদাঙ্গুলি-সমূহে। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ লিখিত হইতেছে।

ঊর্দ্ধশাখাসন্ধি।

অংসসন্ধি—অক্ষক, অংসফলক ও প্রগণ্ডাস্থি—এই তিনটী অস্থির যোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত। অক্ষক ও অংসফলকের সন্ধিকে অংসচক্র সন্ধান এবং প্রগণ্ড ও অংস-ফলকের সন্ধানকে অংসোদূখল সন্ধি বা কক্ষাসন্ধি বলে।

অংসচক্র সন্ধান—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত এবং অংস-কূটাগ্রের সংযোগে এই 'চলপ্রতর' সন্ধিটী নির্ম্মিত হয়। এই সন্ধিবন্ধনী চারিটী স্নায়ুর মধ্যে 'অংসাক্ষকবন্ধনী' উত্তরা ও অধরা নামে দুইটী ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে অংস এবং অক্ষকাস্থির বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। 'তুণ্ডাক্ষকবন্ধনী' ত্রিকোণিকা ও চতুরস্রিকা নামে দুইটী স্নায়ু অংসতুণ্ডের পশ্চাদ্দের সহিত অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্তের ঊর্দ্ধাধস্তলকে সংবদ্ধ করিয়া থাকে। অংসফলকের তুণ্ড ও কূট নামক অবয়বদ্বয়ের মধ্যে 'তুণ্ডকূটিকা' ও মূলে 'তুণ্ডমূলিকা' নামে দুইটী স্নায়ু আছে।

অংসোদূখলক সন্ধি বা কক্ষাসন্ধি—অংসপীঠের নাতি-গভীর উদূখলাকার স্থালকটী পরিধিতে তরুণাস্থিচক্রের সংযোগে গভীর কোটরাকার হয়। উহার মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড সংসক্ত হইয়া এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। দুইটী

[৪২শ চিত্র—অংসসন্ধি]
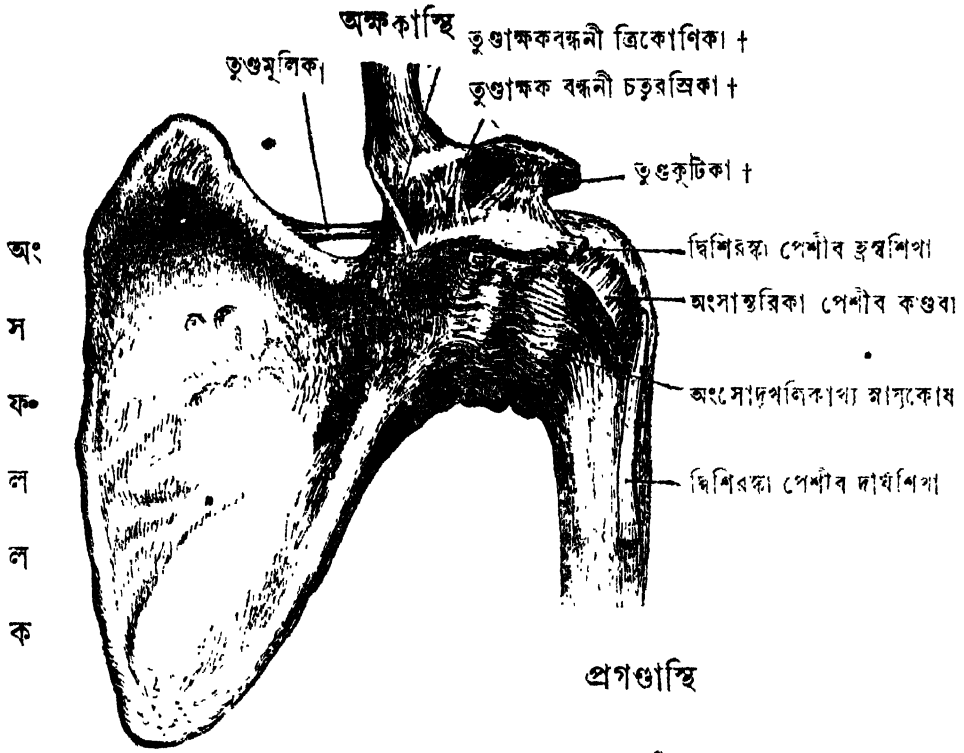
[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটী 'অংসোদূখলিক' নামক দীর্ঘ শিথিল স্নায়ুকোষ। ইহা ঊর্দ্ধে অংসোদূখলের চারিদিকে এবং নিম্নে প্রগণ্ডাস্থির গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ইহার মধ্যে বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান। স্নায়ুকোষের তিনটী ছিদ্র দিয়া এই কলার তিনটী কণ্ডরানুগা শাখা বাহির হইয়া কণ্ডরাগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। কণ্ডরাগুলি 'অংসান্তরিকা' অথবা, 'অংসপৃষ্ঠিকা' এবং 'দ্বিশিরস্কা' পেশীর দীর্ঘশিখা নামে প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত কণ্ডরাটী সন্ধির ভিতর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। দ্বিতীয় স্নায়ুটী 'তুণ্ডপ্রগণ্ডিকা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অংসতুণ্ড এবং প্রগণ্ডাস্থির মহাপিণ্ডের সংযোজন করে এবং স্নায়ুকোষের গাত্রে প্রতিবদ্ধ।

পেশী—নিম্নলিখিত পেশীগুলি অংসসন্ধিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত যথা—ঊর্দ্ধে উত্তরা অংসপৃষ্ঠিকা, নিম্নে ত্রিশিরস্কাপেশীর দীর্ঘশিখা, অন্তঃপার্শ্বে অংসান্তরিকা, বহিঃপার্শ্বে অথবা অংসপৃষ্ঠিকা ও লঘ্বী অংসাধরিকা, স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরে দ্বিশিরস্কা পেশীর দীর্ঘশিখা এবং সমগ্র অংসসন্ধি ও অংসচক্র আচ্ছাদন করিয়া অংসচ্ছদা।

চেষ্টা—এই সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া সম্মুখ, পশ্চাৎ, ভিতর ও বাহির দিকে নানা প্রকার আকর্ষণাদি চেষ্টা হইয়া থাকে। এই সন্ধিতে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড যথেষ্ট বিবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহাকে সমস্ত সচল সন্ধির প্রধান বলা যায়।

কূর্পর সন্ধি—প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্ত এবং প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত সংযোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সন্দংশাকার কূটদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রগণ্ডাস্থির ডমরুবৎ অংশ সংহিত বলিয়া ইহাকে 'সন্দংশকোর' সন্ধি বলে। বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কোরমধ্য মুণ্ড এই স্থানে প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সংহিত হইয়া থাকে এবং

[৪৩শ চিত্র—কূর্পর সন্ধি (আন্তর তল)]
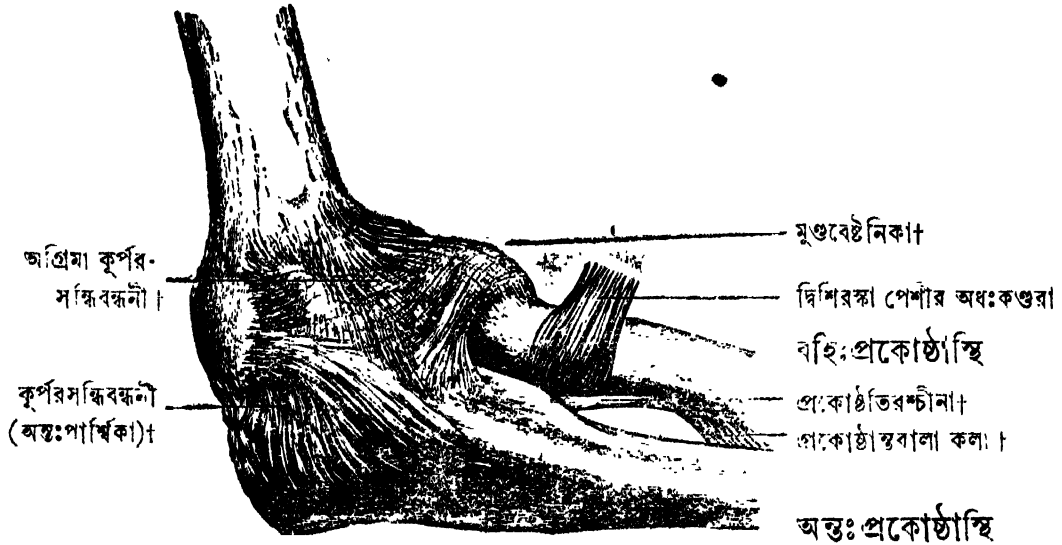
[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

উক্ত মুণ্ডের পার্শ্বদেশ এই সন্ধির মধ্যেই 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু দ্বারা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির পার্শ্বে সংহিত হয়।

কূর্পরসন্ধিবন্ধনী স্নায়ু চারিটী—অগ্রিমা, পশ্চিমা, বহিঃপার্শ্বিকা ও অন্তঃপার্শ্বিকা। তন্মধ্যে—

অগ্রিমা বা সম্মুখস্থ স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদের সম্মুখতলে সম্বদ্ধ এবং অপর প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চঞ্চুপ্রবন্ধনের পরিধিতে ও মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সম্বদ্ধ। পশ্চিমা স্নায়ুর এক প্রান্ত কূর্পরখাতের উপকণ্ঠে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূর্পরকূটের পরিধির সহিত সংসক্ত। বহিঃপার্শ্বিকার এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির বাহ্যর্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সংসক্ত। অন্তঃপার্শ্বিকা স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূটদ্বয়ের পরিধির অন্তঃসীমায় সংসক্ত।

চেষ্টা—কূর্পরসন্ধির চেষ্টা চারি প্রকার—সঙ্কোচ, প্রসার, অন্তর্ব্বিবর্ত্তন ও বহির্ব্বিবর্ত্তন। তন্মধ্যে—প্রসার দ্বারা বাহু দণ্ডবৎ হইতে পারে, বিপরীত দিকে নত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থিত শ্লেষ্মধরা কলার শাখা প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

প্রকোষ্ঠান্তরীয় সন্ধি—প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রান্তে কোরসন্ধি এবং মধ্যস্থলে প্রতর সন্ধি হইয়া থাকে। এই সকল সন্ধি অল্পচল। ঊর্দ্ধপ্রান্তে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ড অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্রনেমিখাতে সংহিত হয় এবং বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ডের বিবর্ত্তনপ্রদ 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। 'প্রকোষ্ঠতিরশ্চীনা' নামে অপর একটী স্নায়ুও এই স্থানের অধোদেশের বন্ধনস্বরূপে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের নিম্নপ্রান্তে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মণিমুণ্ড বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তের পার্শ্বে সংহিত হইয়া থাকে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী স্নায়ু এবং মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট ত্রিকোণ তরুণাস্থি দ্বারা এই সন্ধির বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। মধ্যনলকদ্বয়ের সন্ধানে অস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না, পরন্তু 'প্রকোষ্ঠান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা ইহারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে।

মণিবন্ধ সন্ধি—ইহাতে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তস্থ খলের ন্যায় গর্ত্তযুক্ত অংশের সহিত অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভ নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের খল্লকোর সন্ধি হইয়া থাকে। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত সাক্ষাৎভাবে এই সন্ধিতে কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হয় না, পরন্তু তৎসংসক্ত ত্রিকোণ তরুণাস্থি 'উপলক' নামক কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে। বহিঃপার্শ্বে, অন্তঃপার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু এই সন্ধির বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করে।

[৪৪শ চিত্র--মণিবন্ধসন্ধি (সম্মুখতল)]
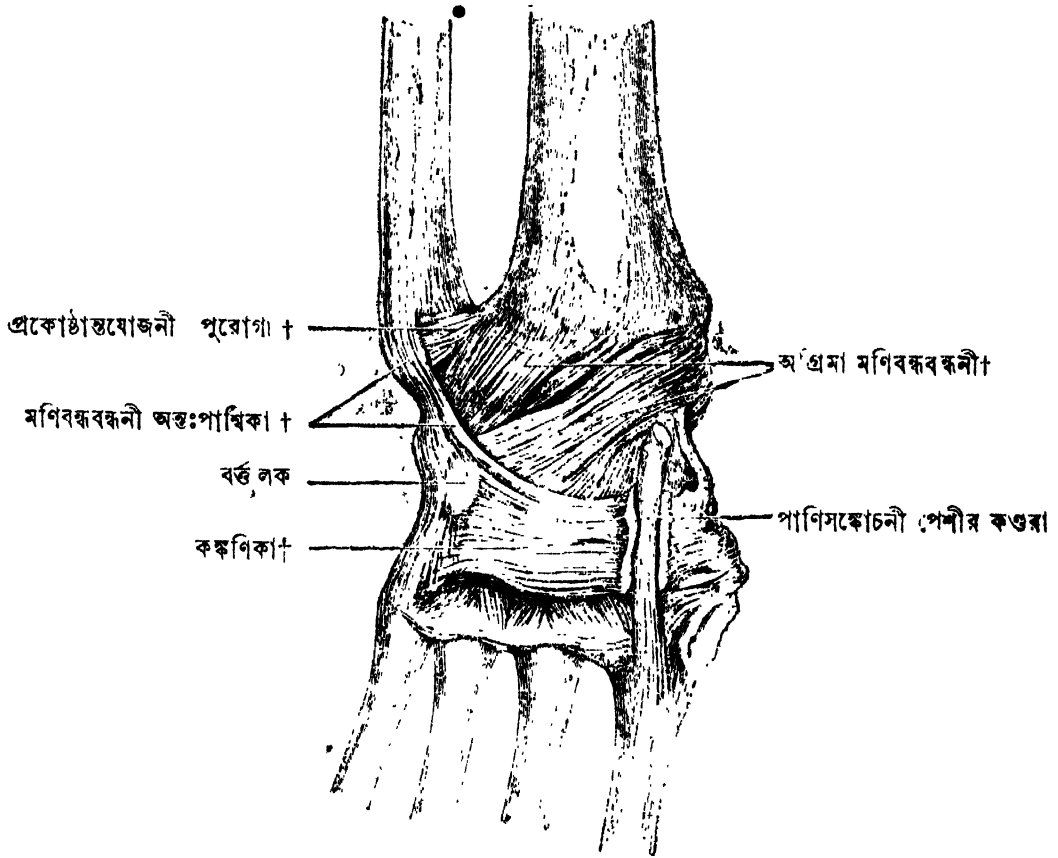
[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

চেষ্টা—এই সন্ধি সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে খেলিয়া থাকে। এই সকল চেষ্টার মিশ্রণে নানাবিধ বিবর্ত্তনরূপ চেষ্টা সম্পন্ন হয়। হস্তে ভার-ধারণের সুবিধার্থ এই সন্ধির স্নায়ুগুলি শিথিল ও স্থিতি-স্থাপক।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থ শ্লেষ্মধরা কলা শিথিল এবং প্রচুর শ্লেষক-শ্লেষ্মযুক্ত।

করকূর্চ্চান্তরীয় সন্ধি—কূর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পর সন্ধি 'প্রতর সন্ধি' নামে অভিহিত। এই সন্ধিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—ঊর্দ্ধশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি, অধঃশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সন্ধি। সকলগুলিই স্নায়ুপট্টিকা দ্বারা উপরে, নিম্নে ও উভয় পার্শ্বে এরূপভাবে সম্বদ্ধ

যে সংহিত কূর্চ্চাস্থিগুলি একখানি অস্থি বলিয়া ভ্রম হয়। তবে 'বর্ত্তুলক' নামক কূর্চ্চাস্থিটী এই সন্ধির বহির্ভাগে দুইটী পৃথক্ স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে নানা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির চলত্ব অতি অল্প পরিমাণে দেখা যায়।

করতল সন্ধি—এই সকল কোরসন্ধি প্রধানতঃ করতল নিয়াপিকা মূলশলাকাগুলির সহিত কূর্চ্চাস্থিসমূহের ও অঙ্গুলিনলকগুলির সন্ধি। মূলশলাকাগুলি উর্দ্ধদিকে পর্য্যাণক, কূটক, মধ্যকূট ও ফণধর নামক চারিখানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, অধোদিকে অঙ্গুলিসমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত এবং মূলে পরস্পর সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধির বিষয় অস্থিবর্ণন প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ছয়টী পশ্চাতে, আটটী সম্মুখে ও দুইটী মধ্যস্থলে—এইরূপে বিস্তৃত ষোলটী স্নায়ু দ্বারা ইহাদের সন্ধিবন্ধন হইয়া থাকে।

করাঙ্গুলি সন্ধি—চৌদ্দখানি অঙ্গুলিনলকে চৌদ্দটী কোরসন্ধি হইয়া থাকে, যথা—অঙ্গুষ্ঠে দুইটী এবং অপর অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীকে তিনটী করিয়া বারটী।

প্রত্যেক অঙ্গুলিসন্ধির বন্ধন কার্য্য সম্মুখে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত তিনটী স্নায়ুদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'প্রসারণী' সংজ্ঞক পেশীসমূহের কণ্ডরাগুলির দ্বারা উহাদের পৃষ্ঠবন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া প্রয়োজনাভাবে স্বতন্ত্র পৃষ্ঠগা স্নায়ু থাকে না।

চেষ্টা—করাঙ্গুলিসমূহ সঙ্কোচ, প্রসার, অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণরূপ চেষ্টাবান্। অঙ্গুষ্ঠের জপসামর্থ্য আছে অর্থাৎ অন্য অঙ্গুলীসমূহের উপর উহার অগ্রভাগ যথেচ্ছ ঘুরিতে পারে।

অধঃশাখা সন্ধি।

অধঃশাখার সন্ধি প্রায় উর্দ্ধশাখার ন্যায়, কেবল অবস্থান ভেদ বশতঃ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।

বঙ্ক্ষণ সন্ধি—শ্রোণিফলকের তরুণাস্থি বেষ্টিত

[৪৫শ চিত্র—বঙ্ক্ষণসন্ধি]

(স্নায়ুকোষ ছেদন করিয়া দর্শিত)
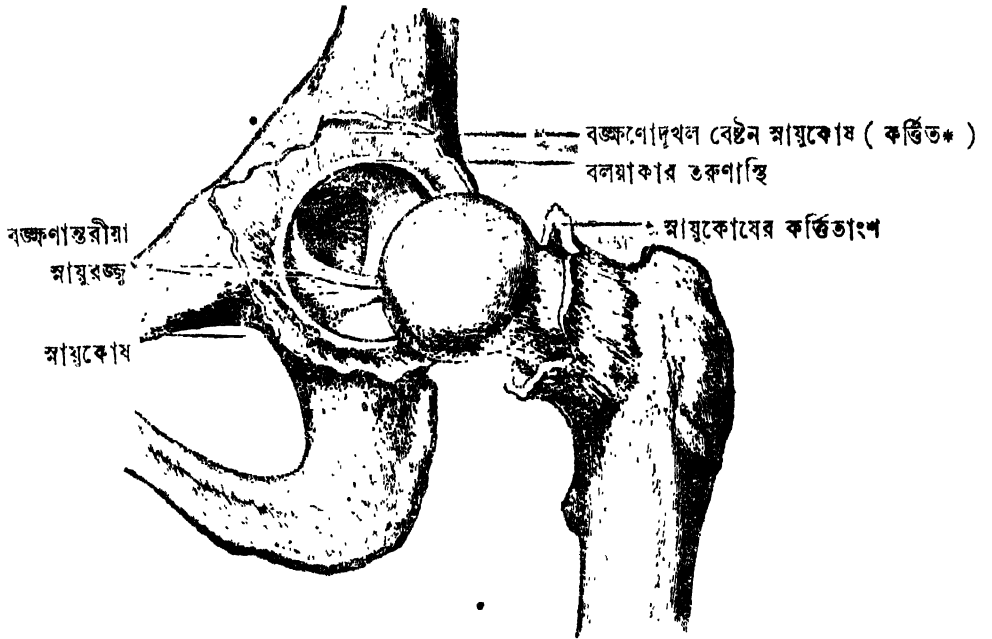
বংক্ষণোদূখল নামক কোটরে উর্বাস্থির মুণ্ড সংহিত হইয়া এই উদূখলসন্ধি নির্ম্মাণ করে। এই স্থানের বৃহৎ স্নায়ু-কোষের অভ্যন্তর ভাগ ব্যাপিয়া বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা থাকে। এই মহান্ স্নায়ুকোষ বংক্ষণোদূখলের পরিধি হইতে উত্থিত হইয়া উর্বাস্থির গ্রীবার চারিদিকে সম্বদ্ধ থাকে। অধিকন্তু ইহা শ্রোণিফলকের অবয়বভূত তিনখণ্ড অস্থি হইতে উদ্গত তিনটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তদ্ভিন্ন 'বংক্ষণসন্ধ্যন্তরীয়া' নামে একটী দৃঢ় স্নায়ুরজ্জু স্নায়ু-কোষের ভিতরে, বংক্ষণোদূখলের মধ্যস্থ গভীর কোটর হইতে উদ্ভূত হইয়া উর্বাস্থির মুণ্ডস্থিত গর্ত্তে সম্বদ্ধ থাকিয়া এই সন্ধিকে আরও দৃঢ় করিয়া থাকে।

জানুসন্ধি—উর্বাস্থি, জান্বস্থি ও জঙ্ঘাস্থির দ্বারা

[৪৬শ চিত্র—জানুসন্ধি]

[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]
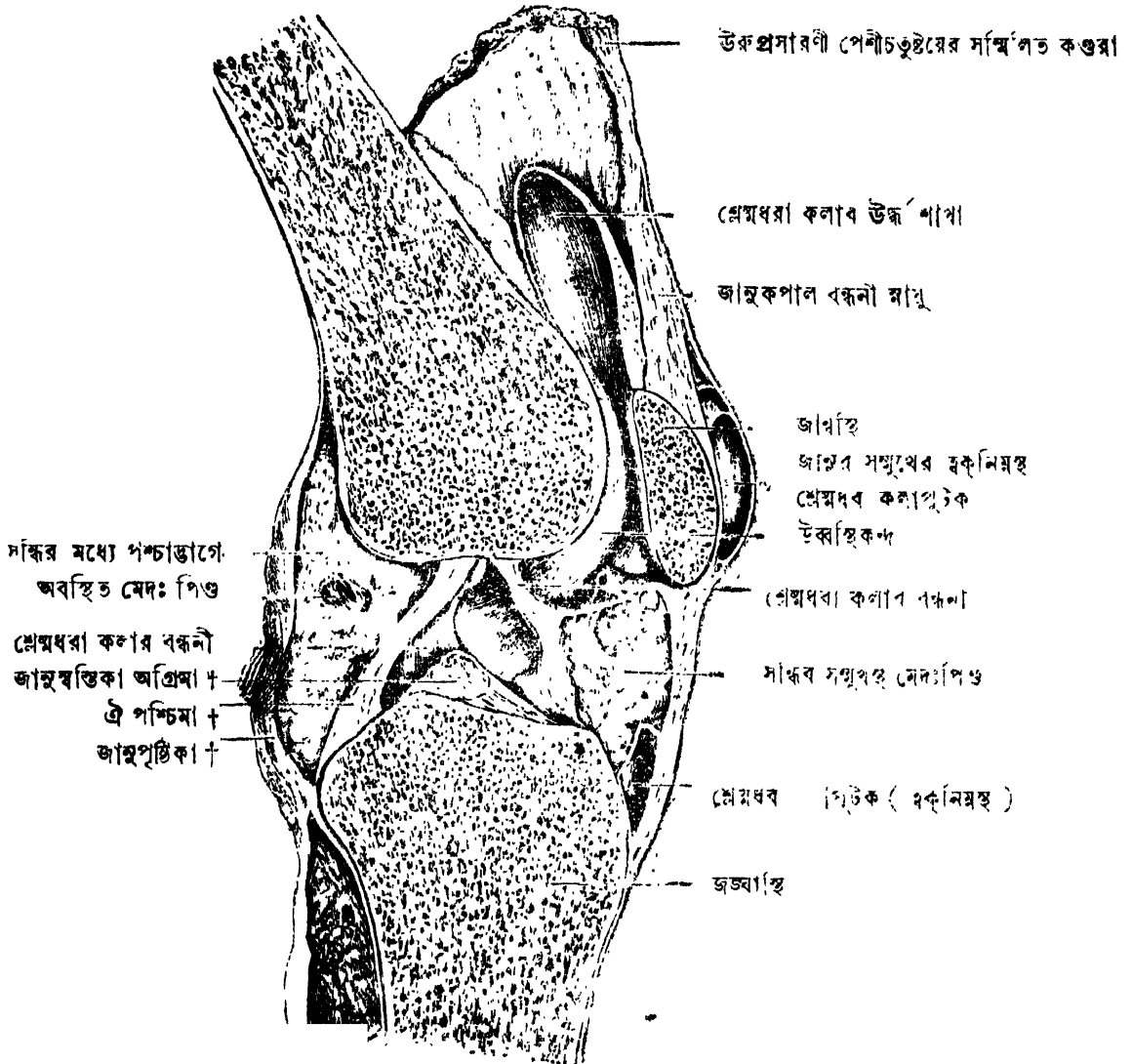
নির্ম্মিত এই সন্ধিটী নানাপ্রকারে বন্ধনযুক্ত হইলেও বিশেষ চেষ্টাবান্। তন্মধ্যে জানুকপালের সহিত ঊর্ব্বস্থির ও জঙ্ঘাস্থির প্রতরসন্ধি এবং ঊর্ব্বস্থির সহিত জঙ্ঘাস্থির কোরসন্ধি হইয়া থাকে। অনুজঙ্ঘাস্থি জানুসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না, জঙ্ঘাস্থির পশ্চাতে পৃথক্‌ভাবে সংহিত হয়।

একটী পাতলা অথচ দৃঢ় স্নায়ুকোষ ঊর্ব্বস্থি, জান্বস্থি ও জঙ্ঘাস্থিকে বেষ্টন করিয়া এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য প্রধানতঃ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু এই স্নায়ুকোষ সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু-রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ুরজ্জুটী ঊরুপ্রসারণী পেশীচতুষ্টয়ের সম্মিলিত কণ্ডরার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়; ইহারই মধ্যস্থলে ভিতরদিকে জানুকপালাস্থি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ থাকে। এইজন্য কেহ কেহ জানুকপালকে কণ্ডরামধ্যস্থ বৃহৎ চণকাস্থি (Sesamoid bone) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জানুসন্ধির অভ্যন্তরে অপর পাঁচটী স্নায়ু এবং যোজকরজ্জুসম্বদ্ধ দুইখানি অর্দ্ধচন্দ্রাকার তরুণাস্থি আছে। এই তরুণাস্থি দুইখানির প্রান্তভাগ জঙ্ঘাস্থির শিরঃস্থিত দ্বিমুখ কণ্টকের দুই দিকে সম্বদ্ধ।

চেষ্টা—এই সন্ধি সঙ্কোচ ও প্রসার—এই দ্বিবিধ চেষ্টাযুক্ত, তন্মধ্যে সঙ্কোচ দ্বারা সক্থি পশ্চাদ্দিকে সম্পূর্ণ-ভাবে মুড়িয়া যায় এবং প্রসার দ্বারা সম্মুখদিকে দণ্ডবৎ হয় মাত্র, তদধিক মুড়িয়া যায় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—জানুসন্ধির শ্লেষ্মধরা কলা তিনটী, একটী 'সন্ধ্যন্তরায়া মহতী'—ইহার একটী শাখা ঊর্দ্ধে বিস্তৃত এবং ইহা জানুসন্ধির মধ্যস্থ ও বিশালায়তন, অপর দুইটী শাখা সন্ধির বাহ্য দেশে সংসক্ত। তন্মধ্যে সন্ধির বহিঃস্থিত একটী কলাপুট জানুকপাল ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিত। অপরটী জানুকপালবন্ধনী স্নায়ুরজ্জুর পশ্চাতে অবস্থিত ও কণ্ডরানুগা। মহতী কলা হইতে অতিরিক্ত শ্লেষ্ম ক্ষরণ হইয়া 'শিবামুণ্ড' বা 'ক্রোষ্টুকশীর্ষ' নামক বাতব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সন্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে শ্লেষ্মধরা-কলাচ্ছন্ন দুইটী মেদঃপিণ্ড আছে।

জঙ্ঘান্তরীয় সন্ধি—জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির সন্ধি ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—এই তিন স্থানে হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধে অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্ত জঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধ প্রান্তের বহিঃ-সীমার কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ভাগে সংহিত হয়। ইহা প্রতরসন্ধি ও জানুসন্ধির সম্পূর্ণ বহির্ভূত—কূর্পরসন্ধির তুলনায় এই বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। ঊর্দ্ধস্থি-সংযুক্ত দুইটী স্নায়ু এই সন্ধিকে পার্শ্বদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অগ্রিমা, পশ্চিমা ও কোষাকারা—এই তিনটী স্নায়ুও উক্ত সন্ধির বন্ধন করে। অধোদিকে জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমাস্থিত ত্রিকোণাকার কোরে অনুজঙ্ঘাস্থির বহির্গুল্ফনিষ্পাদক অধঃপ্রান্ত সংহিত হইয়া কোরসন্ধি নির্ম্মাণ করে। অগ্রিমা, পশ্চিমা, বলয়িকা ও সন্ধ্যন্তরীয়া নামে চারিটী স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন করিয়া থাকে। এইরূপে সংহিত জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তদ্বয়ের সহিত 'কূর্চ্চশির' নামক অস্থির সন্ধি হয়। এই সন্ধির বিষয় পরে বলা যাইবে। জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির মধ্যনলকদ্বয় 'জঙ্ঘান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা সম্বদ্ধ। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ন্যায় ইহাদেরও মধ্যনলকদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না।

গুল্ফসন্ধি বা পাদসন্ধি—জঙ্ঘাস্থি-দ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সহিত কূর্চ্চশির অস্থির খল্লকোর সন্ধি হয়—ইহা দুই গুল্ফের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে গুল্ফ-সন্ধি বলে। এই সন্ধি আশ্রয় করিয়া সমগ্র পদ সম্মুখে পশ্চাতে, ভিতরদিকে ও কিঞ্চিৎ বাহিরদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে। এইজন্য ইহাকে পাদসন্ধিও বলা যায়। অগ্রিমা, পশ্চিমা, অন্তঃপার্শ্বিকা ও বহিঃপার্শ্বিকা নামে চারিটী স্নায়ু জঙ্ঘাস্থি, অনুজঙ্ঘাস্থি, কূর্চ্চশির, নৌনিভ, পার্ষ্ণি—এই কয়টি অস্থিতে সংসক্ত থাকিয়া এই সন্ধির বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে।

পাদকূর্চ্চাস্থির সন্ধি—পাদকূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে কোন্‌টী কাহার সহিত সন্ধিযুক্ত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অনেকগুলি স্নায়ু ঐ সকল অস্থির বন্ধন করিয়া থাকে এবং ঐ সকল স্নায়ু পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া এইরূপ স্নায়ুজালবেষ্টিত ও দৃঢ়বদ্ধ পাদকূর্চ্চাস্থিসমূহ করকূর্চ্চাস্থির মত একখানি অস্থি বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য প্রাচীনেরা কেহ কেহ প্রত্যেক পদে একখানি করিয়া 'শলাকাধিষ্ঠান' অস্থি আছে বলিয়াছেন।

পাদতল সন্ধি—পাদতলের পশ্চার্দ্ধে অবস্থিত কূর্চ্চাস্থিসন্ধির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পাদতলের সম্মুখার্দ্ধে পাদমূলশলাকাগুলির সম্মুখে ও পশ্চাতে কোরসন্ধি

[৪৭শ চিত্র—পাদ সন্ধি বা গুল্‌ফ সন্ধি]
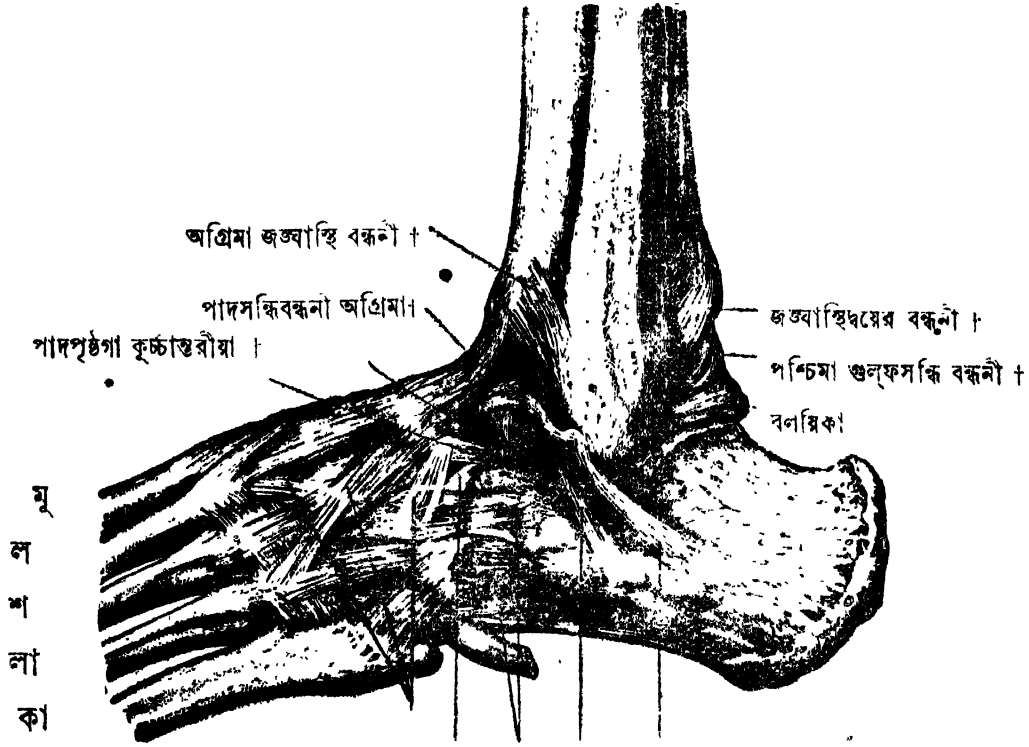
[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধান তিন প্রকার—সম্মুখে পাদাঙ্গুলিসমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত, পশ্চাতে কোণকত্রয় ও ঘন নামক কূর্চ্চাস্থির সহিত এবং মূলদেশে পরস্পরের সহিত। তন্মধ্যে, পাদাঙ্গুলির পশ্চিমনলকের সহিত সন্ধি অঙ্গুলির সন্ধির ন্যায়। কূর্চ্চাস্থিগুলির সহিত সন্ধি পাদতলগত, পাদপৃষ্ঠগত এবং সন্ধ্যন্তরীয়—এই তিন প্রকার স্নায়ু দ্বারা সম্বদ্ধ হয়।

অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য মূলশলাকা গুলি মূলদেশে পরস্পর সংসক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ স্নায়ু দ্বারা সন্ধি বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পাদাঙ্গুলি সন্ধি—করাঙ্গুলির ন্যায় পাদাঙ্গুলি সমূহেরও চোদ্দটী কোরসন্ধি আছে—অঙ্গুষ্ঠে দুইটী এবং প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনটী করিয়া বারটী। ইহাদের বন্ধনী স্নায়ুগুলিও করাঙ্গুলিসন্ধির ন্যায়।

চেষ্টা—পাদাঙ্গুলি সকলের চেষ্টা বা চলত্ব অল্পমাত্র—সঙ্কোচন, প্রসারণ, অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণ—এই চারি প্রকার চেষ্টাই অল্পভাবে বর্ত্তমান।

চতুর্থ অধ্যায়।

পেশী পরিচয়।

পূর্ব্বে নরকঙ্কাল বর্ণন প্রসঙ্গে যে অস্থিময় শরীরের বিষয় বলা হইয়াছে, উহা সর্ব্বত্র পেশী দ্বারা আবৃত থাকে এবং পেশীসকল দ্বিবিধ কলা ও ত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে। অর্থাৎ শরীরের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর দিকে প্রথমতঃ ত্বক্, তৎপরে মেদোধরা কলা, পরে মাংসধরা কলা, তৎপরে স্তরে স্তরে পেশীসমূহ এবং তৎপরে অস্থি অবস্থিত। পেশী সমূহের দ্বারা শরীরের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে।

পেশী সকল মাংসময়। মাংস ও পেশীর কোন প্রভেদ নাই। চলিত কথায় পেশীগুলি খণ্ড খণ্ড করিলেই মাংস বলা হয়। পেশীর আকার প্রায় স্থূলমধ্য রজ্জুর ন্যায়, কচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় এবং হৃদয়াদি স্থানে কোষের ন্যায়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে পেশী সকল সন্ধি, অস্থি, সিরা ও স্নায়ু সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং স্থানভেদে আবশ্যক মত কঠিন, কোমল, স্থূল, সূক্ষ্ম, আয়ত, গোল, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থির, মৃদু, মসৃণ ও কর্কশ হয়।*

রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট পেশীসমূহের শুভ্র মসৃণ, দৃঢ় ও স্নায়ুময় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা† বলে। বিস্তৃত ও স্থূল পেশী সকলের প্রচ্ছদাকার অর্থাৎ চাদরের ন্যায় আয়ত প্রান্তভাগগুলির কলা ও কণ্ডরা উভয়ের সহিত সাদৃশ্য আছে, এজন্য উহাদিগকে 'কলাকণ্ডরা'‡ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

শাখাসমূহের পেশীগুলি পরস্পরসহ ঘনভাবে সন্নিহিত। উভয়ের মধ্যে কেবল খুব পাতলা কলার ব্যবধান আছে মাত্র। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেশী পৃথক্‌ভাবেও কলাদ্বারা বেষ্টিত, আবার সবগুলি একত্র একটী কলা দ্বারা বেষ্টিত।

প্রধানতঃ পেশীসকলকে আশ্রয় করিয়া সিরা, ধমনী ও স্রোতঃসমূহের শাখা প্রশাখা সমূহ মাংসাদির মধ্যে প্রসারিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে "পঙ্কোদকস্থিত মৃণাল যেমন ভূমিতে চতুর্দ্দিকে তন্তু বিস্তার করিয়া থাকে, সিরা ধমনী প্রভৃতিও মাংসের মধ্যে সেইরূপ শাখা প্রশাখাদ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে।"*

পেশী সকলের সঙ্কোচ ও প্রসার বশতঃ অবয়ব সমূহের আকর্ষণ, প্রসারণ, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে। চেষ্টার বেগপ্রবৃত্তি পেশীর মধ্যে প্রবিষ্ট চেষ্টাবহা নাড়ী সকলের দ্বারা ঘটে। শারীরিক বলও পেশীমূলক। পেশী সকল সুপুষ্ট ও সুসংহত হইলেই লোককে বলবান্ বলা হয়।

চেষ্টাবহা ব্যতীত সংজ্ঞাবহা নাড়ীও পেশীর মধ্যে অবস্থিতি করে। এই সকল নাড়ী দ্বারা পেশী সমূহের সঙ্কোচপ্রসার জনিত স্পর্শ সজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়ার বিশেষত্ব বশতঃ পেশীসকল 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'—এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র পেশী সকলের ক্রিয়া আপনা হইতে হইয়া থাকে, পুরুষের ইচ্ছার অপেক্ষা করে না—যেমন হৃদয়, আমাশয় প্রভৃতি স্থানের পেশীগুলি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল। পরতন্ত্র পেশীসকল পুরুষের ইচ্ছাবশে চালিত হইয়া থাকে, যেমন কর চরণাদি স্থানের পেশী। এই জন্য ইহাদিগের অপর নাম—"ইচ্ছাধীন" পেশী।

ইচ্ছাধীন পেশী সমূহের উভয়প্রান্ত প্রধানতঃ স্নায়ুময়। উহারা উভয়দিকেই অস্থিতে সংবদ্ধ, কচিৎ একদিকে অস্থিতে ও অপরদিকে ত্বকে অথবা একদিকে অস্থিতে ও অপর দিকে স্নায়ুতে সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধদিকের নিবন্ধন প্রায়ই স্থিরতর ও 'প্রভব' নামে অভিহিত এবং নিম্নের নিবন্ধন অধিক ক্রিয়াশীল ও 'নিবেশ' নামে কথিত।

পেশী সকলের উপাদান—জলৌকা শরীরের ন্যায় সঙ্কোচ-প্রসারশীল মাংসতন্তুগুচ্ছ এবং অল্প সংখ্যক স্নায়ুসূত্র। গুচ্ছীভূত মাংসতন্তু সমূহই পেশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পরতন্ত্র পেশীসমূহের মাংসতন্তুগুলি

* তাসাং বহুল পেশল স্থূলাণু পৃথু-বৃত্ত হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্থির-মৃদু-শ্লক্ষ্ণ-কর্কশ ভাবাঃ সন্ধ্যস্থি সিরা-স্নায়ু-প্রচ্ছাদকা যথাদেশং স্বভাবত এব ভবন্তি।
সুশ্রুত, শারীর স্থান, ৫ম অঃ।

† ইং—নাম Tendon—(টেণ্ডন্)।

‡ ইং নাম—Apponeurosis—(এপোনিউরোসিস্)।

* যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে সিরাদয়ঃ॥
সুশ্রুত, শারীর স্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

চওড়াদিকে রেখাঙ্কিত, দীর্ঘ এবং নাতিঘন সংঘাতবিশিষ্ট ; আর স্বতন্ত্র পেশীসমূহের মাংসতন্তুগুলি ঐরূপ রেখাবিহীন, হ্রস্ব এবং ঘনসংঘাত বিশিষ্ট। স্বতন্ত্র পেশী সকলের উৎপত্তি বা নিবেশ অস্থিসাপেক্ষ নহে—উহারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভাবেই আশয়ের পরিধি বেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

সিরাধমনীজালক হইতে নিঃস্থত রক্তের 'লসীকা' (Lymph) নামক স্বচ্ছ জলীয় ভাগের দ্বারা পেশী সকলের পোষণ হয়।

প্রাণীর প্রাণবিয়োগ হইলে পেশী সকল প্রথমেই শীঘ্র সঙ্কুচিত ও কঠিন হইয়া যায়, এই কারণে মৃতদেহে হস্ত-পদাদির কঠিনতা ঘটে। ইহাকে 'মৃতিকাঠিন্য' (Rigor Mortis) বলে। ইহা অপগত হইলে পেশী সকল পচিতে আরম্ভ হয়।

নানাবিধ সূত্র ধরিয়া পেশী সকলের নামকরণ করা হয়। কখন স্থানানুসারে—যেমন 'গ্রীবাপৃষ্ঠিকা' পেশী, কখন উৎপত্তি-নিবেশ অনুসারে—যেমন 'উরঃকর্ণমূলিকা' পেশী, কখন কার্য্য ভেদে—যেমন 'অঙ্গুষ্ঠপ্রসারণী' পেশী, কখন আকৃতি ভেদে—যেমন 'দ্বিশিরস্ক' পেশী, কখন সংজ্ঞা ক্রমে—যেমন 'মন্যা'—ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদকারগণের মতে পেশীর সংখ্যা পাঁচশত*। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যেও কেহ কেহ পেশীর সংখ্যা ৫০১ পাঁচশত এক বলিয়াছেন†। পেশীর সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথঞ্চিৎ মতের ঐক্য, পেশী সমষ্টি সম্বন্ধে মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের পেশী সংখ্যা সম্বন্ধে নহে। উদাহরণ যথা,—সুশ্রুত বলিয়াছেন যে শাখাসমূহে পেশীর সংখ্যা চারি শত, কিন্তু নব্য মতে শাখাসমূহের পেশীর সংখ্যা দুই শত মাত্র।

এইরূপ মতভেদের কারণ নির্ণয় সুকঠিন। সম্ভবতঃ গণনারীতির পার্থক্যবশতঃ ঐরূপ ঘটিয়াছে। যেমন প্রতীচ্যমতে অঙ্গুলি সমূহের প্রসারণী ও সঙ্কোচনী পেশীগুলি একশাখাবিশিষ্ট হইলেও সংখ্যায় অনেকগুলি বলিয়া ধরা হয় না, কতকগুলি শাখার একটী মূল ধরিয়া একটী পেশী গণিত হয়। প্রাচ্যমতে ইহাদের নিবেশ ও পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াশীলতা ধরিয়া ঐ শাখাগুলির পৃথক্ গণনা করা হইয়াছে। এইরূপ দ্বিপ্রচ্ছদা পেশীকে প্রাচ্যমতে দুইদিকে দুইটী স্বতন্ত্র পেশী বলিয়া গণনা করা হয়, কিন্তু প্রতীচ্য মতে উভয় দিকের অংশ একত্র ধরিয়া একটী পেশী বলিয়া গণনা করা হয়। প্রাচ্যমতের সংখ্যামাত্র সুশ্রুতাদিতে পাওয়া যায়, পৃথক্‌ভাবে বিশেষ বর্ণনার গ্রন্থসমূহ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। এইজন্য প্রাচ্যমতের সম্পূর্ণ অনুসরণ করা এক্ষণে অসম্ভব।

অতএব এই গ্রন্থে আমরা প্রাচ্য মতের অনুসরণ না করিয়া প্রতীচ্য মতানুসারেই পেশী সমূহের বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম।

এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে,—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা বুঝিবার জন্য, পেশীবিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে বা সন্ধিচ্যুত হইলে পেশীক্রিয়াঘটিত অঙ্গবিকৃতি বুঝিবার জন্য এবং অস্থিগুলি যথাস্থানে পুনঃ সংস্থাপিত করিবার সুবিধার জন্য পেশীবিজ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

পেশী বর্ণনা।

সমস্ত শরীরের পেশী সংখ্যা মোট ৪০০ চারি শত আশী। এই গণনায় 'পরতন্ত্র' বা 'ইচ্ছাধীন' পেশীগুলিরই সংখ্যা ধরা হইল। 'স্বতন্ত্র' পেশীগুলি প্রায়ই আশয়-বিশেষের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদের গণনা ধরা হয় না।

স্থান বিভাগ অনুসারে পেশী সমূহের সংখ্যা এইরূপ—মস্তকে ৮০টী, গ্রীবাদেশে ৮১টী, মধ্যকায়ে ১১১টী, ঊর্দ্ধ-শাখাদ্বয়ে ৯৮টী এবং অধঃশাখাদ্বয়ে ১০৮টী। (মস্তক ও গ্রীবাকে একসঙ্গে গণিত করিলে "শিরোগ্রীব" বলা যায়।)

---

* পঞ্চ পেশীশতানি ভবন্তি। তাসাং চত্বারি শতানি শাখাসু, কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টিঃ, গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ। (সুশ্রুত, শারীরস্থান ৫ অঃ।)

† Sappey recognises 501 muscles distributed as follows :—trunk, 190 ; head, 63 ; arms, 98 ; legs 104 and alimentary canal 46. G D. Thane finds 311 muscles on each side of the body :—head and front of neck, 82 ; Vertibral column and back of neck, 60 ; thorax, 42 ; abdomen, 14 ; arm 50 ; leg, 54, (Morris's Anatomy p 317)

মস্তকস্থ পেশী সমূহ

সমগ্র মস্তকে যে ৮০টী পেশী আছে, বর্ণনার সুবিধার জন্য তাহাদিগকে নয়টী স্থানে বিভক্ত করা যায়। যথা— (১) করোটিপটলে একটী, (২) প্রত্যেক ভ্রূতে দুইটী, (৩) প্রত্যেক নেত্রকোটরের অভ্যন্তরে সাতটী, (৪) প্রত্যেক নাসাপার্শ্বে পাঁচটী, (৫) মুখবিবরের চারিদিকে একটী ও তাহার এক এক দিকে আটটী, (৬) হানব্য পেশী এক এক দিকে চারিটী, (৭) প্রত্যেক কর্ণের বহির্ভাগে তিনটী ও অভ্যন্তরভাগে দুইটী, (৮) জিহ্বার এক এক অর্দ্ধাংশে চারিটী ও মধ্যে একটী, (৯) গলায় ও তালুতে এক এক দিকে চারিটী ও মধ্যে একটী। ইহাদের মধ্যে বাহ্য পেশী সমূহ বহিঃপ্রাবরণী দ্বারা আবৃত। কেবল শিরশ্ছদা পেশী মধ্যভাগে গম্ভীর প্রাবরণীর সহিত একীভূত।

(১) **শিরশ্ছদা পেশী**—(Epicranius) মস্তকের উপরিভাগে চাদরের মত বিস্তৃত (৪৮ চিত্র) এই পেশীটী পশ্চাৎকপালের উত্তরতোরণিকার সমীপ হইতে সম্ভূত হইয়া পুরঃকপাল আচ্ছাদন করিয়া ভ্রূ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও ভ্রূদ্বয়ের উপরে সংলগ্ন। উহার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ মাংসময়, কিন্তু মধ্যভাগ কলাময় ও গম্ভীর প্রাবরণী হইতে অভিন্ন। উহার সম্মুখভাগকে বক্তনাড়ীর শঙ্খানুগা শাখা এবং পশ্চাদ্ভাগকে তাহারই কর্ণপশ্চিমা শাখা অনুপ্রাণিত করে। ললাটদেশকে সঙ্কুচিত করা ও ভ্রূদ্বয়কে উন্নত করা—উহার কার্য্য।

[৪৮শ চিত্র শিরোগ্রীবের পেশীসমূহ]

(উপরিস্থ স্তর)
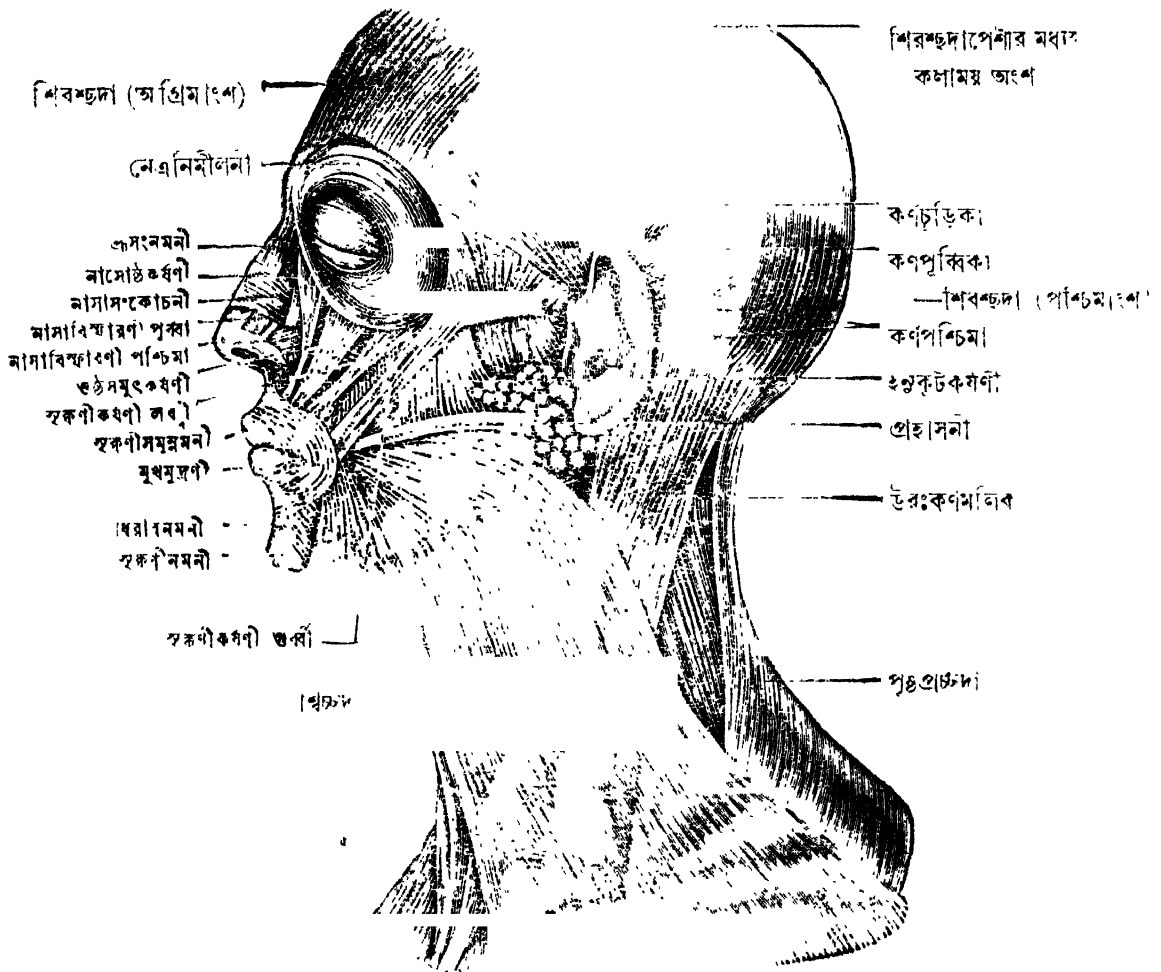
(২) প্রত্যেক ভ্রূতে দুইটী করিয়া পেশী আছে। তন্মধ্যে একটী বৃত্তপ্রায় ও নেত্রকোটরের চারিদিকে অবস্থিত উহার নাম **নেত্রনিমীলনী** (Orbicularis Oculi); অপর পেশীটী ক্ষুদ্র ও ভ্রূমধ্যের পার্শ্বদেশে অবস্থিত, উহার নাম **ভ্রূসংকোচনী** (Corrugator Supercilii)—(৪৮।৪৯ চিত্র)। এই উভয় পেশীই পুরঃকপালের ভ্রূতোরণিকার শেষ প্রান্ত হইতে সম্ভূত। তন্মধ্যে প্রথম পেশীটী নেত্রপুটে এবং নাসানলের পার্শস্থিত ত্বকে সংলগ্ন। দ্বিতীয়টী ভ্রূমধ্যের পার্শ্বস্থিত ত্বকে ও প্রথম পেশীতে বক্রভাবে নিবিষ্ট। এই উভয় পেশীর প্রচেষ্টা বক্তনাড়ীর শঙ্খগণ্ডান্তগা শাখা দুইটীর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। প্রথম পেশীর একটী ক্ষুদ্র অংশ অশ্রুনালিকা প্রণালীর চারিদিকে সংবদ্ধ। উহার কার্য্য অশ্রুবিসর্জ্জন। এজন্য কেহ কেহ উহাকে **অশ্রু-বিসর্জ্জনী** পেশী বলিয়া থাকেন।

(৩) প্রত্যেক নেত্রের অভ্যন্তরে সাতটী পেশী আছে, তন্মধ্যে ছয়টী নেত্র-গোলকের নানাবিধ প্রচেষ্টা জন্মায় ও একটী উত্তরনেত্রপুটের উন্মীলন কার্য্য করে। উহাদের নাম—**উর্দ্ধদর্শিনী, অধোদর্শিনী, অন্তর্দর্শিনী বহির্দর্শিনী, বক্রোর্দ্ধদর্শিনী বক্রাধোদর্শিনী ও নেত্রোন্মীলনী।** এই সকল পেশীর 'প্রভব' নেত্রকোটরের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে ছয়টীর 'নিবেশ' নেত্রগোলকের বাহ্যস্তরে ও সপ্তমটীর 'নিবেশ' উত্তরনেত্রপুটে অবস্থিত। ইহাদের চেষ্টাবহা নাড়ী তিনটী—তৃতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠী। নেত্রবর্ণনা প্রসঙ্গে এই সকল পেশীর বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইবে।

(৪) প্রত্যেক নাসাপার্শ্বে পাঁচটী ক্ষুদ্র (পাতলা) ও দীর্ঘ নাসাপেশী আছে। যথা—(৪৯ চিত্র)—**ভ্রূসংনমনী, নাসাসংকোচনা, নাসাবনমনী, নাসা-বিস্ফারণী পূর্ব্বা ও নাসাবিস্ফারণী পশ্চিমা।** তাহাদের মধ্যে প্রথমটী নাসাস্থিদ্বয়ের পার্শ্বদেশ হইতে সম্ভূত হইয়া শিরশ্ছদা পেশীর সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে। অপর চারিটী পেশী নাসাপুটের চারিদিকে ও উহার বহিঃপ্রাচীরনির্ম্মাপক তরুণাস্থিদ্বয়ের এবং ত্বকের সহিত সম্বদ্ধ। নামানুসারে তাহাদের ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। বক্তনাড়ীর শাখাসমূহ দ্বারা তাহাদের ক্রিয়াশীলতা ঘটিয়া থাকে।

(৫) মুখগহ্বরের চারিদিকে অবস্থিত পেশীসমূহের মধ্যে একটী মুখবিবরের চারিদিকে ও অপর ৮টী উভয়দিকে অবস্থিত। তন্মধ্যে মধ্যস্থ পেশীটী প্রায় গোলাকার ও অধরোষ্ঠ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। এই পেশীটীই অপর ৮টী পেশীর 'নিবেশ' স্থান। ইহার নাম মুখমুদ্রণী। অপর ৮টী পেশী, নাসার এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে চিবুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যথা—(৪৮।৪৯ চিত্র)—

মুখমুদ্রণী পেশী (Orbicularis Oris) উর্দ্ধদিকে নাসামধ্যপ্রাচীরের মূলদেশে এবং অধোদিকে অধোহন্বস্থির অগ্রিম দন্তচতুষ্টয়ের মাড়ির নীচে সংবদ্ধ। এই পেশী অধরোষ্ঠকে সঙ্কুচিত করিয়া মুখবিবর মুদিত করে। এই পেশী উভয় ওষ্ঠের সহিত মিলিত।

নাসোষ্ঠকর্ষণী পেশী (Quadratus Labii Superioris) মূলদ্বয়বিশিষ্ট। তাহার এক মূল উর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূটে, অন্য মূল নেত্রের নিম্নস্থিত অস্থিচ্ছিদ্রের অধোদেশে এবং অপর এক মূল গণ্ডাস্থির গণ্ডকূটে নিবদ্ধ। এই পেশীর নিবেশস্থান নাসাপার্শ্বস্থিত তরুণাস্থিতে, মুখমুদ্রণী পেশীতে ও ওষ্ঠে দেখা যায়।

সৃক্কণীসমুন্নমনী পেশী (Caninus) পূর্ব্বোক্ত নাসোষ্ঠকর্ষণী পেশীর পশ্চাতে অবস্থিত। উহা উর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রনিম্নস্থ প্রদেশ হইতে সম্ভূত হইয়া সৃক্কণীতে সম্বদ্ধ।

সৃক্কণীকর্ষণী পেশী (Zygomaticus) গণ্ডাস্থি হইতে সম্ভূত হইয়া সৃক্কণীতে নিবিষ্ট। ইহার দুইটী শাখা "গুর্ব্বী" ও "লঘ্বী" ভেদে অভিহিত হয়।

কপোলিকা পেশী (Buccinator) বিস্তৃত-প্রায়। উহা কপোল (গাল) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উহা উর্দ্ধহন্বস্থির ও অধোহন্বস্থির পার্শ্বদ্বয় হইতে সম্ভূত হইয়া সম্মুখে সৃক্কণীতে ও মুখমুদ্রণী পেশীতে সংবদ্ধ।

প্রহাসনী পেশী (Risorius) হনুসন্ধিচ্ছাদনী মাংসধরা কলা হইতে সম্ভূত হইয়া সৃক্কণীতে নিবিষ্ট।

সৃক্কণ্যবনমনী পেশী (Triangularis) ত্রিকোণাকৃতি। উহা অধোহন্বস্থির 'বাহ্যতির্য্যগ্‌রেখা' হইতে সম্ভূত হইয়া অধরমূলে ও সৃক্কণীতে সংবদ্ধ।

অধরাবনমনী পেশী (Quadratus labii Inferioris) প্রায় চতুরস্র। উহা পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতেই সম্ভূত ও অধরোষ্ঠে নিবিষ্ট।

। ৪৯

মস্তক ও গ্রীবার বহিঃস্থ গম্ভীর পেশীসমূহ
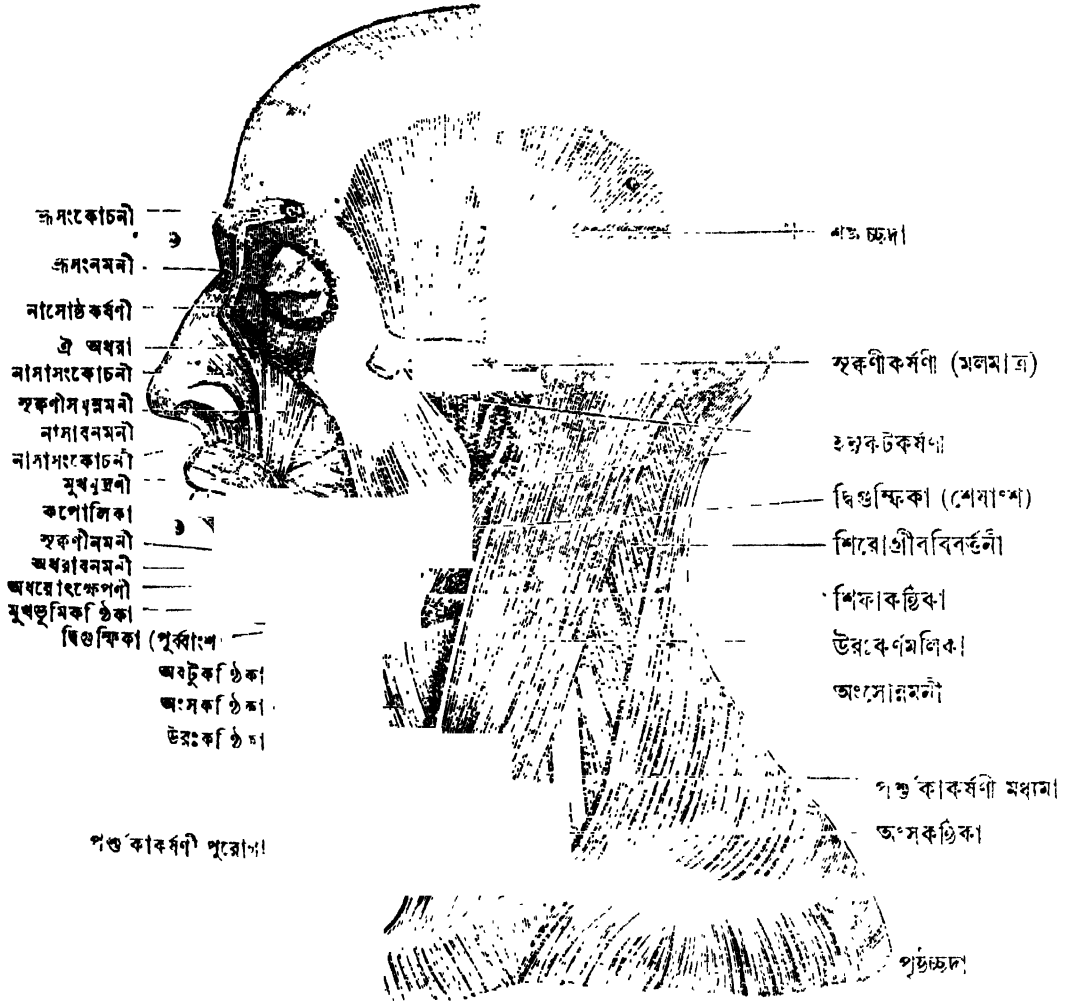
অধরোৎক্ষেপণী পেশী (Mentalis) অধোহনুস্থির চিবকপিণ্ড হইতে সমুত্থ হইয়া অধরের নিম্নে সন্নিবিষ্ট।

স্ব স্ব নাম দ্বারাই এই সকল পেশীর ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ কপোলিকা পেশী চর্ব্বণকালে কপোল দেশকে সঙ্কুচিত করতঃ উক্ত কার্য্যের সাহায্য করে। আবার শঙ্খাদি বাজাইবার সময় উহার সাহায্যেই ফুৎকার দেওয়া যায়।

প্রহাসনী পেশী সৃক্কণীকে বাহিরের দিকে আকর্ষণ করতঃ হাস্যকার্য্যের সহায়তা করে।

অধরোৎক্ষেপণী পেশী অধরের সহিত চিবুককে এক কালেই উৎক্ষিপ্ত করে।

মুখমণ্ডলস্থ সমস্ত পেশীর প্রচেষ্টা 'বক্তনাড়ীর' 'মৌখিক শাখা' ও 'অধোহানব্যশাখা' দ্বারা সাধিত হয়। তন্মধ্যে মুখমুদ্রণী পেশীতে উভয়বিধ শাখাই বর্ত্তমান। অপরাপর পেশী সমূহের মধ্যে উর্দ্ধদিকের পাঁচটী পেশী উক্ত 'মৌখিক

শাখা দ্বারা এবং অধোদিকের পেশীত্রয় 'অধোহানব্য শাখা দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়।

(৬) হানব্য পেশী এক এক দিকে চারিটী বিদ্যমান। তন্মধ্যে—

শঙ্খচ্ছদা (Temporalis) নাম্নী প্রথম পেশী (৪৯ চিত্র) করোটিপক্ষস্থিত শঙ্খখাত হইতে উদ্ভূত। উহার আকার তালবৃন্তের মত। উহা অধোহনুকুন্তের অন্তস্তল ও বহিস্তলে সন্নিবিষ্ট এবং শঙ্খতোরণিকারেখায় সংলগ্ন শঙ্খ-প্রচ্ছদা নাম্নী প্রাবরণী (Temperal fascia) দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ মাংসল পেশীটী হনুকন্দকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থিত অগ্রদন্তসমূহকে একত্র মিলিত করিয়া কর্ত্তন কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

(৫০ চিত্র)

হানব্য পেশী সন্নিবেশ।
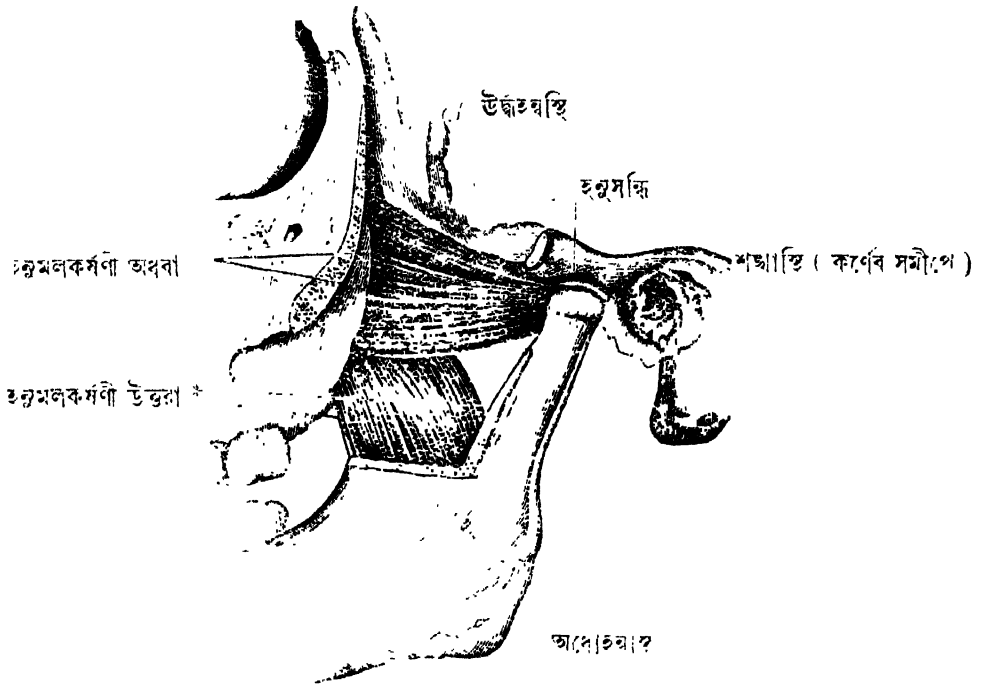
[* উভয় পেশীর সম্যক্ প্রদর্শনার্থ গণ্ডচক্র ও হনুকন্দ—এই উভয় অস্থিভাগ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে]

হনুকূটকর্ষণী (Masseter) নাম্নী দ্বিতীয় পেশী (৪৯শ চিত্র) অস্থিময়াত্মক গণ্ডচক্রের অভ্যন্তর প্রদেশ ও অধোধারা হইতে সম্ভূত এবং অধোহনুকূটের বহির্ভাগে সংলগ্ন। উহা কর্ণমূলচ্ছদা নাম্নী প্রাবরণী দ্বারা আবৃত। এই মাংসল ও বিশেষ বলযুক্ত পেশীটী চর্ব্বণকার্য্যে বিশেষরূপ সাহায্য করে। ইহারই পশ্চাতে 'কর্ণমূলিক'নামক বৃহৎ লালাগ্রন্থি (Parotid gland) অবস্থিত।

হনুমূলকর্ষণী পেশী দুইটী,—**উত্তরা** ও **অধরা** (External Pterygoid & Internal Pterygoid)—(৫০চিত্র)। তন্মধ্যে উত্তরা পেশী জতুকাস্থির বৃহৎপক্ষতি হইতে সম্ভূত হইয়া অধোহনুমণ্ডের মূলদেশে নিবিষ্ট। অধরা পেশী জতুকাস্থির চরণান্তরাল, তাল্বস্থি ও ঊর্দ্ধহন্বস্থিপিণ্ডের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে সম্ভূত হইয়া অধোহনু-কোণের অন্তস্তলে সংলগ্ন। উহারা উভয়েই চর্ব্বণকার্য্যে সহায়তা করে এবং গণ্ডচক্র ও হনুকন্দের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে।

উক্ত চারিটী পেশীর প্রচেষ্টা পঞ্চমনাড়ীর অধোহানব্য শাখা সমূহ দ্বারা সম্পন্ন হয়।

(৭) প্রতিকর্ণে তিনটী বাহ্যপেশী কর্ণপালীর চারিদিকে সম্বদ্ধ। উহাদের নাম—**কর্ণপুরিকা** (Auricularis

Anterior), **কর্ণপশ্চিমা** (Auricularis Posterior) ও **কর্ণচূড়িকা** (Auricularis Superior) (৪৮ চিত্র)। তন্মধ্যে প্রথম দুইটীর 'প্রভব' স্থান করোটির পার্শ্বস্থিত মাংসধরা কলা। শেষোক্ত পেশীর 'প্রভব'-স্থান শঙ্খাস্থির গোস্তন-প্রবর্দ্ধনক। এই তিনটী পেশী মনুষ্য-শরীরে প্রায়ই ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু ইহারা পশুদিগের দেহে (কচিৎ মনুষ্যদেহেও) কর্ণ সঞ্চালন কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের চেষ্টাবহা নাড়ী সমূহ বক্ত্রনাড়ীর প্রশাখা।

কর্ণপালীতে আরও পাঁচ ছয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী দেখা যায়, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও ক্রিয়াহীন, এজন্য এস্থানে তদ্বিষয়ে কিছু বলা হইল না।

কর্ণের অভ্যন্তরে এক এক দিকে অপর দুইটী পেশী দেখা যায়। তাহাদের নাম **পটহোত্তংসনী** (Tensor Tympani) ও **পর্য্যাণিকা** (Stapedius)। শ্রবণেন্দ্রিয়বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

(৮) জিহ্বাতে নয়টী পেশী আছে। মধ্যভাগে জিহ্বা নির্ম্মাণ জন্য **তনুগুচ্ছিকা** নামে একটী গুচ্ছাকার পেশী এবং জিহ্বার এক এক পার্শ্বে চারিটী করিয়া পেশী সংবদ্ধ। তাহাদের নাম—**চিবুক-জিহ্বা-কণ্ঠিকা, শিফা-রসনিকা, জিহ্বাকণ্ঠিকা** ও **অনুজিহ্বা-কণ্ঠিকা**। রসনেন্দ্রিয়বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

(৯) গলতালুতেও নয়টী পেশী বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে—**তালূত্তোলনী, তালূত্তংসনী, তালুজিহ্বিকা** ও **গলতালুকা** নামে চারিটী পেশী এক এক পার্শ্বে অবস্থিত। মধ্যভাগে **কাকসঙ্কিনী** নামে একটী পেশী আলজিহ্বায় সংলগ্ন। গলতালুবর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

এ পর্য্যন্ত মস্তকে ৮২টী পেশীর বিষয় বলা হইল।

গ্রীবাস্থিত পেশী।

গ্রীবাদেশে সর্ব্বসমেত ৮১টী পেশী বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে (ক) গলদেশের বহিঃস্থিত পেশীর সংখ্যা ৫৬ ছাপান্ন। ঐ ৫৬টী পেশী ৫টী প্রদেশে বিভক্ত করিয়া বর্ণিত হয়। যথা—গলদেশের পার্শ্বদ্বয়ে ৪টী, গলমূলে ১৬টী, গ্রীবাবংশের অগ্রভাগে ৮টী ও পার্শ্বদ্বয়ে ৮টী এবং শিরোগ্রীবপৃষ্ঠে ২০টী। তন্মধ্যে পৃষ্ঠচ্ছদা নামে দুইটী পেশী পৃষ্ঠপেশীর মধ্যে গণিত হওয়ায়, এখানে গলবাহ্য পেশীসংখ্যা ৫৪ বলিয়া গণনা করা যায়। (খ) গলদেশের অভ্যন্তরস্থিত পেশীর সংখ্যা ২৭টী। যথা—অন্নমার্গের চতুঃপার্শ্বে ১০টী ও স্বরযন্ত্রের চারিদিকে ১৭টী। এইরূপে গ্রীবাপেশীর সমষ্টিসংখ্যা একাশী।

ইহাদের মধ্যে গলদেশের বহির্ভাগস্থিত পেশী সমূহ দুইটী প্রাবরণী দ্বারা আবৃত। তন্মধ্যে বাহ্যপ্রাবরণী গলপার্শ্বচ্ছদা নাম্নী পেশীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্তঃ-প্রাবরণীর নাম গ্রীবাপ্রচ্ছদা (Fascia colli)। ইহা গ্রীবার সম্মুখস্থ ও পশ্চাদভাগস্থ পেশী সমূহকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া থাকে এবং পেশীগুলির অন্তরালে প্রবিষ্ট কলাংশ সমূহ দ্বারা উহাদিগকে বিভক্ত করে। ঐ সকল কলাংশের গ্রীবাপার্শ্বগত শাখাদ্বয়ের দ্বারা **মাতৃকা-কঞ্চুক** (Carotid Sheath) নামক একটী কঞ্চুক রচিত হয়। মহামাতৃকা ধমনী, অন্তর্মন্যা সিরা ও প্রাণদা নাড়ীকে একত্র ধারণ করা ঐ কঞ্চুকের উদ্দেশ্য। মধ্যরেখার অগ্রভাগে **গ্রীবামধ্য-কঞ্চুক** (Mid. Cervical Sheath) নামে আর একটী মহাকঞ্চুক অবস্থিত। শ্বাস ও অন্ননলিকা এবং গ্রৈবেয়ক গ্রন্থির একত্র ধারণ উহার উদ্দেশ্য।

উক্ত গ্রীবাকঞ্চুকের সম্মুখভাগ উদ্ধহনুর পশ্চাদ্দেশ হইতে কর্ণমূলের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত ভাগের নাম **কর্ণমূলচ্ছদা প্রাবরণী**। উহারই এক অংশ নিম্নে উরোগুহার অভ্যন্তরে ক্লোমের সম্মুখ ভাগে প্রসৃত হইয়া হৃদয়ধর নামক কলাকোষের বাহ্যস্তরের সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়ে বন্ধনীরূপে পরিণত হইয়াছে। উহারই পশ্চাদ্-ভাগ, গ্রীবাবংশের সম্মুখস্থিত গম্ভীর পেশীসমূহের আচ্ছাদন স্বরূপ হইয়াছে। ঐ আচ্ছাদনের নাম **বংশপুরস্ত্যা প্রাবরণী**। ইহা অধোদিকে পৃষ্ঠবংশের সম্মুখভাগে ও উরোগুহার পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

[এই বিষয়টী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে শব-ব্যবচ্ছেদ (Dissection) একান্ত আবশ্যক।]

৫১ চিত্র

গ্রীবার বাহ্যস্থ গভীর পেশী সমূহ।
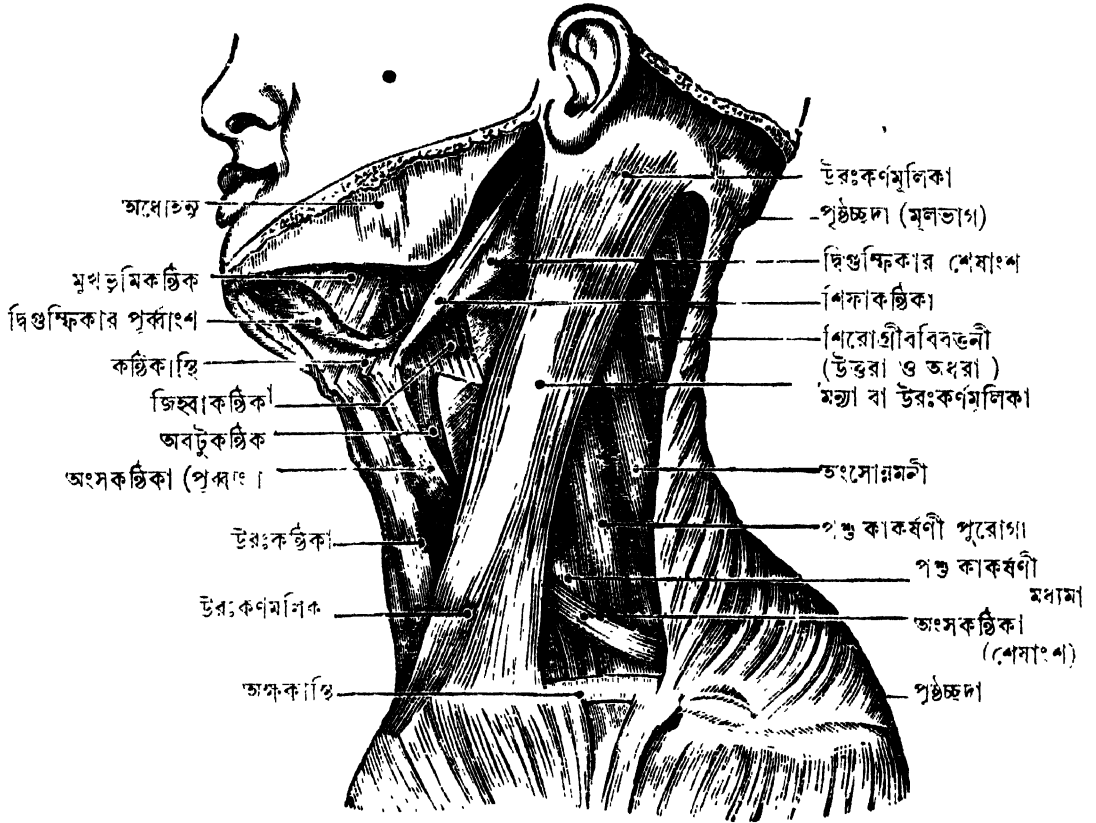
গলদেশের বাহ্যপেশীসমূহ।

(ক) গলদেশের বহির্ভাগে প্রত্যেক পার্শ্বে গলপার্শ্বচ্ছদা ও উরঃকর্ণমূলিকা নামে এক একটী করিয়া পেশী আছে। তন্মধ্যে—

গলপার্শ্বচ্ছদা (Platysma) নাম্নী পেশী (৪৮ চিত্র) নাতিস্থূল চাদরের ন্যায় বিস্তৃত এবং গ্রীবা দেশের এক এক পার্শ্ব আবৃত করিয়া অবস্থিত। উহা অংস এবং বক্ষের আচ্ছাদনী প্রাবরণী হইতে সম্ভূত এবং অধোহন্বস্থির নিম্ন-ধারা ও সৃক্কণীর চর্ম্মে সংবদ্ধ। এই পেশী গলাবরণ ত্বকের সঙ্কোচন করে এবং মুখ ব্যাদানের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়া থাকে। বক্ত্রনাড়ীর শাখার সাহায্যে এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উরঃ কর্ণমূলিকা (Sterno-mastoid) বা মন্যা নাম্নী পেশী (৪৯ ও ৫১ চিত্র) দৃঢ়তর রজ্জুপট্টিকার ন্যায়

আকারবিশিষ্ট ও স্থূল। উহা উরঃফলকের শীর্ষদেশ ও অক্ষকাস্থির সন্ধি হইতে সম্ভূত হইয়া শংখাস্থির গোস্তন-প্রবর্দ্ধনে ও 'উত্তরতোরণিকা'র বহিরদ্ধে তির্য্যগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট। এই বলবতী পেশী দ্বারা মস্তক বহির্দিকে ও অধোদিকে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা দৃঢ় ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলে 'মন্যাস্তম্ভ' রোগ হইয়া থাকে। এই পেশী নাগিনী নাম্নী নাড়ী এবং গ্রীবাবংশবিনির্গত অপর কয়েকটী নাড়ী দ্বারা চেষ্টাশীল হয়।

(খ) গলমূলে এক এক দিকে আটটী করিয়া পেশী আছে। যথা—

দ্বিগুম্ফিকা পেশী (Digastric) কণ্ঠিকাস্থি পার্শ্বের উভয় দিকে গুম্ফের ন্যায় বিস্তৃত এবং মধ্যদেশে ক্ষীণ (৫১ চিত্র)। উহার পশ্চাতের গুম্ফ শঙ্খাস্থির গোস্তন প্রবর্দ্ধন হইতে এবং সম্মুখের গুম্ফ অধোহন্বস্থির চিবুকপিণ্ড হইতে সম্ভূত। মধ্য ভাগে কলাময় বন্ধনী দ্বারা উহা কণ্ঠিকাস্থির পার্শ্বে সংবদ্ধ। এই পেশী গ্রীবার উভয় পার্শ্বে পাশবৎ লম্বমান থাকিয়া কখন চিবুক অবনত করে, কখন বা কণ্ঠিকাস্থির পার্শ্ব দেশকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করে। 'অধরদন্তিকা' নাড়ীর শাখা দ্বারা উহার সম্মুখের গুম্ফ এবং বক্ত্রনাড়ীর শাখা দ্বারা উহার পশ্চাতের গুম্ফ চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

শিফাকণ্ঠিকা পেশী (Stylo-hyoid) (৫১ চিত্র) শঙ্খাস্থির শিফাপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া কণ্ঠিকাস্থির মধ্যপিণ্ডপার্শ্বে সংবদ্ধ এবং স্বনামীয় স্নায়ুদ্বারা আবদ্ধ। ইহা কণ্ঠিকাস্থিকে ঊর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই পেশী বক্ত্রনাড়ীর শাখা দ্বারা চেষ্টাশীল হয়।

মুখভূমিকণ্ঠিকা (Mylo-hyoid) নাম্নী পেশী ত্রিকোণ ভাবে বিস্তৃত হইয়া (৪৯।৫১ চিত্র) মুখ গহ্বরের তলদেশার্দ্ধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উহা এক এক দিকে অধোহন্বস্থির আন্তরতিরশ্চীন রেখা হইতে সম্ভূত হইয়া কণ্ঠিকাস্থির পিণ্ডে সংবদ্ধ।

একদিকের পেশীর সহিত অন্য দিকের পেশী চিবুকের নিম্নে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মুখভূমির নিম্নে মধ্যরেখায় সেবনী রচনা করিয়া থাকে। চিবুক অবনত করা অথবা কণ্ঠিকাস্থিকে আকর্ষণ করা এই পেশীর কার্য্য। অধর-দন্তিকা নাড়ীর শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। এই পেশীর দৃঢ় সংকোচকে মন্যাস্তম্ভ বলে।

চিবুককণ্ঠিকা (Genio-hyoid) নাম্নী ক্ষীণকায় পেশী (৫২ চিত্র) অধোহন্বস্থির চিবুকপিণ্ডস্থিত রসনা-কলাম্বক হইতে সম্ভূত হইয়া কণ্ঠিকাস্থির পুরোভাগে সংলগ্ন এবং অন্য পার্শ্বস্থিত স্বনামীয় পেশীর সহিত মিলিত। ইহার কার্য্য পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়। প্রথমা অনুগ্রীবিকা নাড়ী এবং জিহ্বামূলীয় নাড়ীর শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উরঃকণ্ঠিকা (Sterno-hyoid) নাম্নী ক্ষীণকায় পেশী (৫১।৫২ চিত্র) উরঃফলকপৃষ্ঠ হইতে সম্ভূত হইয়া কণ্ঠিকাস্থিতে সংলগ্ন। ইহা কণ্ঠিকাস্থিকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জিহ্বামূলিনী নাড়ীর শাখা হইতে উৎপন্ন প্রশাখা দ্বারা ইহা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উরোঽবটুকা (Sterno-thyroid) নাম্নী হ্রস্ব ও আয়ত পেশী (৫১।৫২ চিত্র) উরঃফলকের শিখর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় উপপর্শুকা হইতে সম্ভূত হইয়া 'অবটু'নামক গ্রীবামধ্যগত তরুণাস্থির পার্শ্বে সংলগ্ন এবং স্বনামীয় অপর পার্শ্বস্থ পেশীর সহিত সংসক্ত। ইহা স্বরযন্ত্রকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জিহ্বামূলিনী নাড়ীর শাখা হইতে উৎপন্ন প্রশাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

অবটুকণ্ঠিকা (Thyro-hyoid) নাম্নী হ্রস্ব চতুষ্কোণ পেশী অবটু নামক তরুণাস্থি হইতে সম্ভূত হইয়া (৫১।৫২ চিত্র) কণ্ঠিকাস্থির মহাশৃঙ্গের অধোভাগে সংলগ্ন। ইহা স্বরযন্ত্রকে ঊর্দ্ধদিকে কিম্বা কণ্ঠিকাস্থিকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জিহ্বামূলিনী নাড়ীর শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হয়।

অংসকণ্ঠিকা (Omo-hyoid) নাম্নী দীর্ঘ ও মাংসল পেশী (৫১।৫২ চিত্র) অংসকপালের শিরঃকোটরের পার্শ্ব হইতে সম্ভূত হইয়া কিঞ্চিৎ তির্য্যক্ ভাবে যাইয়া অক্ষকাস্থির সহিত স্নায়ুদ্বারা সংসক্ত হয়, পরে পুনরায় তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে যাইয়া কণ্ঠিকাস্থিপিণ্ডের অধোধারায় সংযুক্ত হয়। জিহ্বামূলিনী নাড়ীর নিম্ন শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

(৫২ চিত্র)

গলার সম্মুখস্থ গভীর পেশী সমূহ
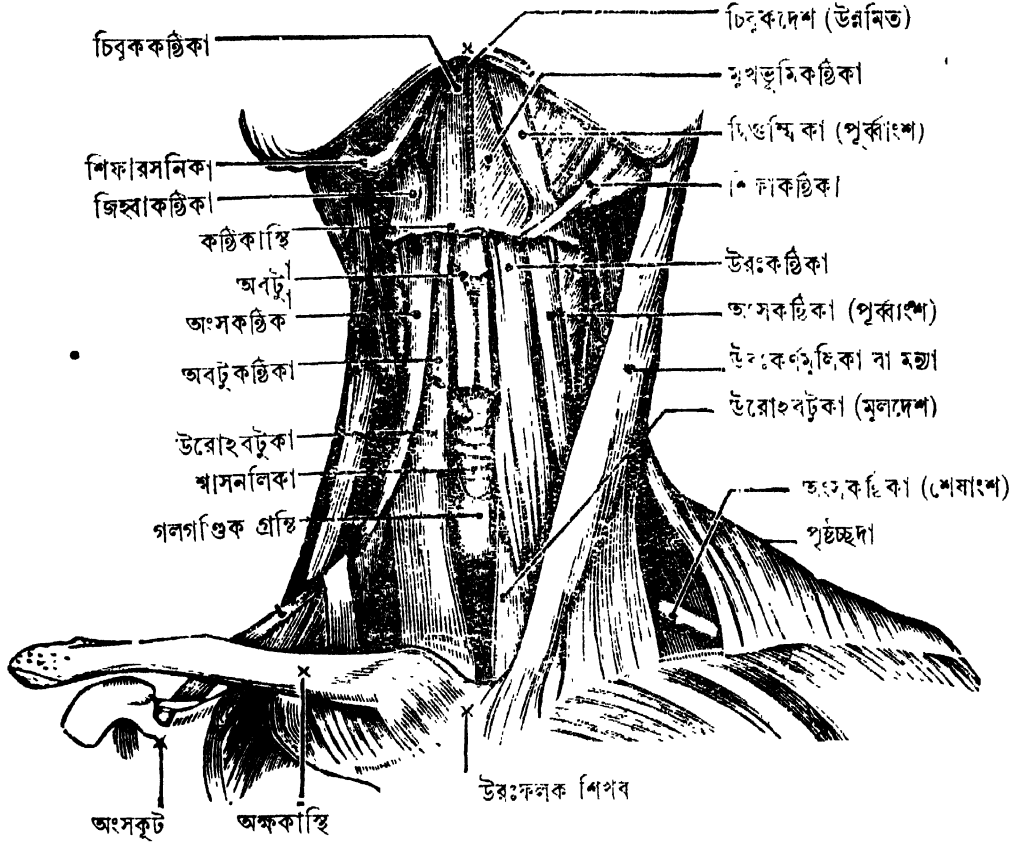
(গ) গ্রীবাবংশের সম্মুখ ভাগে এক এক দিকে চারিটা করিয়া গভীর পেশী আছে। উহারা শ্বাসনালী ও অন্ননালীর পশ্চাতে বিদ্যমান। তন্মধ্যে —

দীর্ঘ গ্রীবিকা (Longus colli) নাম্নী ধনুর্ব্বক্র মাংসল পেশী গ্রীবাবংশের পার্শ্বে অবস্থিত (৫৩ চিত্র)। উহার তিনটী ভাগ;—উর্দ্ধভাগ, মধ্যভাগ ও অধোভাগ। তন্মধ্যে উর্দ্ধভাগ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রীবাকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া চূড়াবলয়া নাম্নী গ্রীবা-কশেরুকাপিণ্ডে তির্য্যগ্‌ ভাবে সংলগ্ন। অধোভাগ দুই তিনটী আদিম পৃষ্ঠকশেরুকা-পিণ্ডের সম্মুখ ভাগ হইতে সম্ভূত হইয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রীবাকশেরুকার বাহু-প্রবর্দ্ধনে তির্য্যগ্‌ ভাবে সংলগ্ন। মধ্যভাগ ধনুকের ন্যায় বক্রাকার; উহা শেষ কশেরুকাত্রয়ের ও অগ্রিম পৃষ্ঠ-কশেরুকাত্রয়ের পিণ্ডপুরোভাগ হইতে সম্ভূত হইয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রীবাকশেরুকা পিণ্ডে সংলগ্ন। গ্রীবাবংশকে সম্মুখ দিকে নত করা এবং পার্শ্বদিকে অল্প বিবর্ত্তিত করা এই পেশীর কার্য্য। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থী অনুগ্রীবিকা নাড়ার শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

দীর্ঘশিরস্কা (Longus capitis) নাম্নী স্থূল ও মাংসল-শিরোভাগ-বিশিষ্ট পেশী নিম্নদিকে চারিটী ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত। উহা তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রীবা-কশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া পশ্চাৎ কপালের মূলভাগে সংলগ্ন (৫৩ চিত্র)।

শিরঃপূর্ব্বদণ্ডিকা (Rectus capitis anterior) নাম্নী হ্রস্ব ও বিস্তৃত পেশী চূড়াবলয়া নাম্নী গ্রীবাকশেরুকার পার্শ্ব হইতে সম্ভূত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে সংলগ্ন এবং পূর্ব্বোক্ত পেশীর পশ্চাতে অবস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত পেশী দুইটী মস্তককে সম্মুখ দিকে অবনত ও কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত করে।

শিরঃপার্শ্বদণ্ডিকা (Rectus capitis lateralis) নাম্নী হ্রস্ব ও বিস্তৃত পেশী চূড়াবলয়া নাম্নী গ্রীবা কশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া পশ্চাৎ-কপালের মন্যাপ্রবর্দ্ধনে সংলগ্ন। এই পেশী দ্বারা মস্তক পার্শ্বদেশে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুগ্রীবিকা নাড়ীর সম্মুখস্থ শাখা দ্বারা এই সকল পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে (৫৩ চিত্র)।

(ঘ) গ্রীবাবংশের এক এক পার্শ্বে চারিটী করিয়া পেশী আছে। তন্মধ্যে **পশুর্কাকর্ষণী** (Scalenus anticus) নাম্নী তিনটী পেশী পুরোগা, মধ্যগা ও পৃষ্ঠগা নামে প্রসিদ্ধ (৫৩ চিত্র)। ঐ তিনটী পেশী প্রায় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রীবাকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত। প্রথম ও দ্বিতীয় পেশী প্রথমা পশুর্কাতে এবং তৃতীয় পেশী দ্বিতীয় পশুর্কাতে সংযুক্ত হইয়া থাকে। পশুর্কা আকর্ষণ করাই উহাদের কার্য্য। অনুগ্রীবিকা নাম্নী নাড়ীর সম্মুখস্থ শাখা দ্বারা উহারা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

(৫৩ চিত্র)

গ্রীবাবংশের সম্মুখস্থ গভীর পেশী সমূহ।
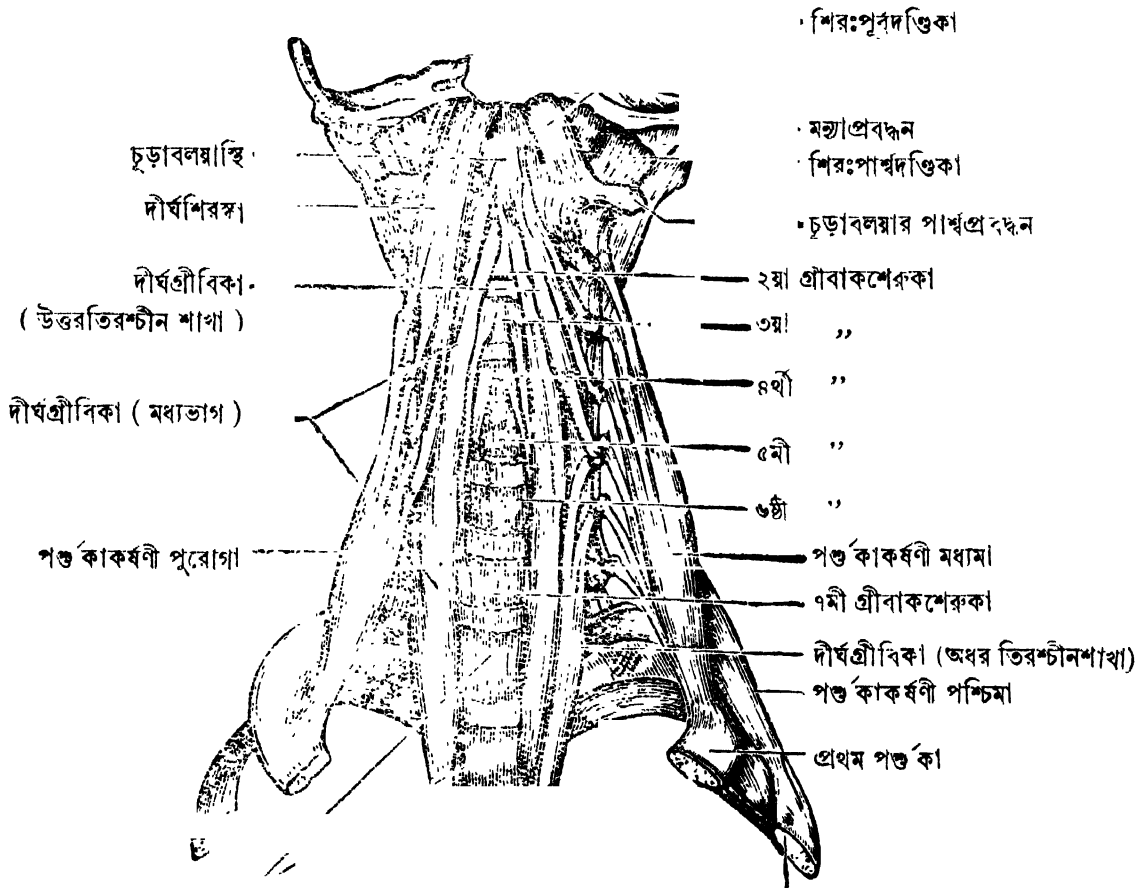
[এই পেশীগুলি দেখাইবার জন্য পশুর্কাগুলির সম্মুখ ভাগ ও শ্বাসনলিকাদি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।]

অংসোন্নমনী (Levator Scapulae) নাম্নী পেশী ঊর্দ্ধতন চারিটী গ্রীবাকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া অংসফলকের বংশানুগ ধারায় সংবদ্ধ। ইহা স্কন্ধদেশের উন্নমন করিয়া থাকে। অনুগ্রীবিকানাম্নী নাড়ীর সম্মুখের শাখাদ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

(ঙ) মস্তক ও গ্রীবার পৃষ্ঠের এক এক দিকে দশটী করিয়া পেশী আছে (৫৪।৫৫ চিত্র)। যথা—

পৃষ্ঠচ্ছদা বা পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা (Trapezius) নাম্নী বিশাল, বিস্তৃত ও মাংসল পেশী পৃষ্ঠের অর্দ্ধেক অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। উহা অপর পার্শ্বস্থ স্বনামিকা পেশীর সহিত সংযুক্ত হইয়া মস্তক, গ্রীবা, অংস ও পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে একটী চতুরস্র আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই পেশী প্রধানতঃ পৃষ্ঠদেশে থাকে বলিয়া পৃষ্ঠপেশীর মধ্যে ইহার গণনা করা হইয়াছে। পৃষ্ঠপেশী প্রসঙ্গে উহার বিষয় আরও বিস্তারিত ভাবে বলা যাইবে।

শিরোগ্রীববিবর্ত্তিনী—উত্তরা ও অধরা (Splenius capitis and cervicis) পেশী দুইটী। উহারা পরস্পর সংমিলিত হইয়া মস্তক ও গ্রীবার পশ্চাতে স্থূল, মাংসল ও ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে অবস্থিত। তন্মধ্যে উত্তরা পেশী সপ্তম গ্রীবাকশেরুকা এবং তিন চারিটী অগ্রিম পৃষ্ঠকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টক হইতে সম্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে পশ্চাৎ কপালের উত্তরতোরণিকা রেখার ও শঙ্খাস্থির গোস্তনপ্রবর্দ্ধনে সংলগ্ন। অধরা পেশী তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত ছয়টী পৃষ্ঠকশেরুকার কণ্টক হইতে সম্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে দুই তিনটী গ্রীবাকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনে সংলগ্ন। উভয় পেশীই আবার পার্শ্বস্থিত স্বনামিকা পেশীর সহিত সংসক্ত।

এই উভয় পেশী যুগপৎ চেষ্টাশীল হইয়া শিরোগ্রীবকে বিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। অপরপার্শ্বস্থিত স্বনামিকা পেশীর সহিত একত্র কার্য্য করিলে ইহা মস্তক ও গ্রীবাকে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। উভয় পেশীই মধ্যমা ও পশ্চিমা অনুগ্রীবিকা নাড়ীর পার্শ্বগত শাখাদ্বয়ের দ্বারা চেষ্টাশীল হয়।

পৃষ্ঠদণ্ডিকা শিরোযুক্তা [Longissimus Capitis (Trachelo-mastoid)] নাম্নী পেশী গ্রীবাকশেরুকা সমূহের ও প্রথম চারিটী পৃষ্ঠকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে এবং শেষ তিনটী গ্রীবাকশেরুকার সন্ধিপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া, শঙ্খাস্থির গোস্তন প্রবর্দ্ধনের পশ্চাতে সংলগ্ন। ইহা শিরোগ্রীবকে ধারণ এবং পশ্চাদ্দিকে কর্ষণ করিয়া থাকে। অনুগ্রীবিকা নাড়ীমণ্ডলের পশ্চিম শাখাদ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হয়।

শিরোগ্রীবপৃষ্ঠিকা [Semi-Spinalis Capitis (Complexus)] নাম্নী পেশীর শীর্ষভাগ স্থূল এবং পুচ্ছভাগ কৃশ। উহা সপ্তম গ্রীবাকশেরুকার ও প্রথম ছয়টী পৃষ্ঠকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রীবাকশেরুকার সন্ধিপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া পশ্চাৎকপালের তোরণিকা রেখাদ্বয়ের অন্তরালে সংলগ্ন। এই পেশী মস্তক ও গ্রীবাকে পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষণ ও বিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহার প্রচেষ্টনী অনুগ্রীবিকা ও অনুপৃষ্ঠিকা নাড়ী সমূহের শাখা প্রশাখা দ্বারা হইয়া থাকে।

শিরঃপৃষ্ঠদণ্ডিকা পেশী দুইটী—**গুর্ব্বী ও লঘ্বী**। (Rectus capitis posticus—major and minor)। উহারা যথাক্রমে দন্তচূড়া ও চূড়াবলয়া নামক গ্রীবাকশেরুকাদ্বয়ের পৃষ্ঠকণ্টক হইতে সম্ভূত ও ক্রমশঃ স্থূল হইয়া পশ্চিম কপালের অধর তোরণিকার নিকটে সংলগ্ন। মস্তককে পশ্চাৎদিকে আকর্ষণ এবং কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তন করা এই পেশী দুইটীর কার্য্য। কপালমণিকা নাড়ী দ্বারা উহারা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উত্তর শিরশ্চীনা (Obliqus capitis superior) নাম্নী পেশী নিম্নদিকে সরু ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত। ইহা চূড়াবলয়া নাম্নী গ্রীবাকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে উত্থিত হইয়া পশ্চাৎকপালের তোরণিকাদ্বয়ের অন্তরালে সংবদ্ধ। উহার কার্য্য এবং প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববর্ণিত পেশীর ন্যায়।

অধর শিরশ্চীনা (Obliqus capitis Inferior) পেশী দন্তচূড়ার পৃষ্ঠকণ্টক হইতে সম্ভূত হইয়া চূড়াবলয়ার বাহুপ্রবর্দ্ধনে সংবদ্ধ। উহা মস্তককে গ্রীবাবংশের উপরে, পার্শ্বদিকে বিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। উহার প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববর্ণিত পেশীর ন্যায়।

গ্রীবার্দ্ধপৃষ্ঠিকা (Semispinalis cervicis) নাম্নী পেশী গণ্ডূপদ (কেঁচো)-গুচ্ছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

(৫৪ চিত্র)
পৃষ্ঠস্থ গভীর পেশীসমূহ।
(দক্ষিণার্দ্ধের পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত উত্তান)
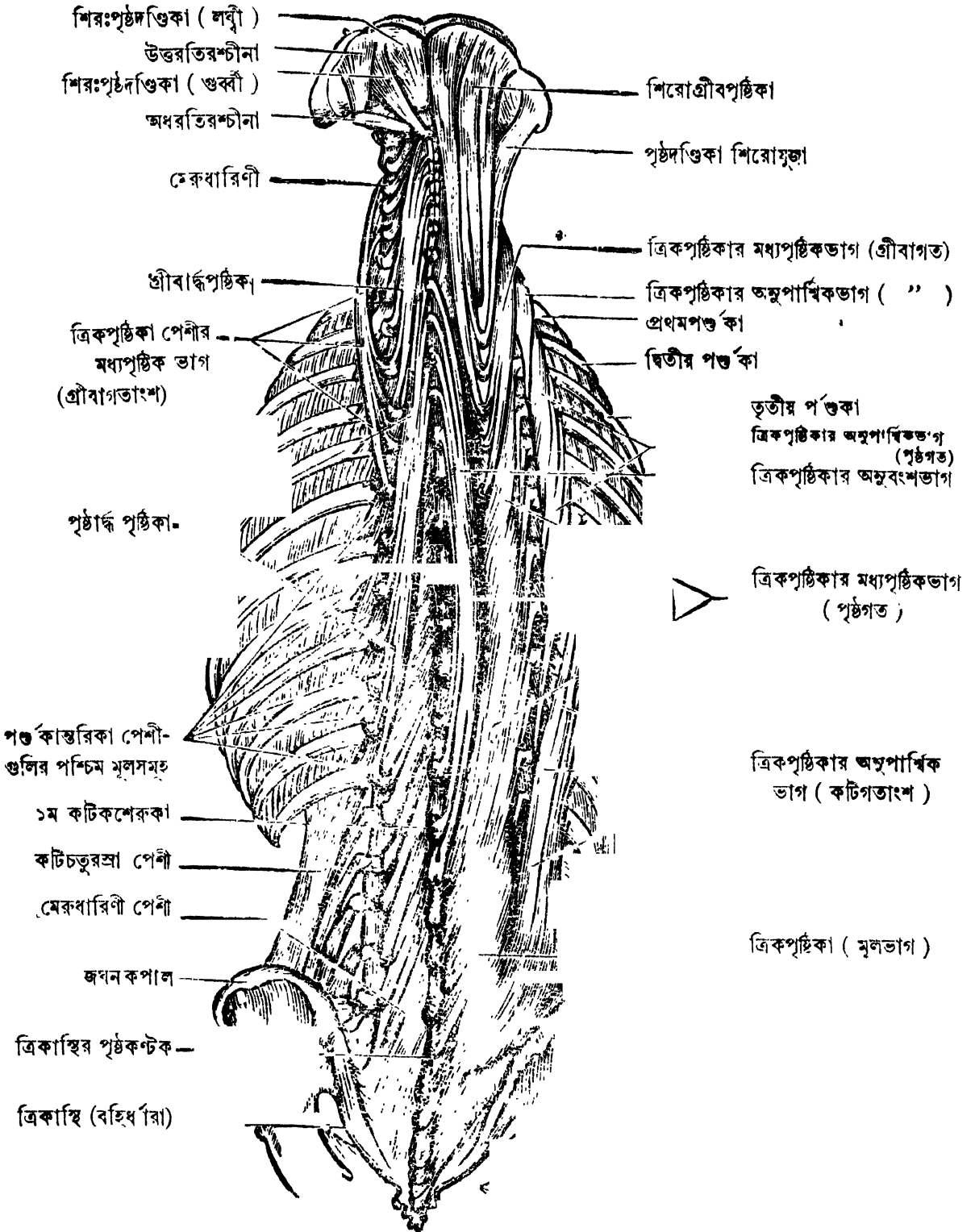
উহার চারিটী মূল ও পাঁচটী মুখ আছে—উহা গ্রীবাবংশের পশ্চাতে ও পার্শ্বে গভীরভাবে অবস্থিত। উহা পাঁচটী উর্দ্ধতন পৃষ্ঠকশেরুকার বহিঃপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রীবাকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টক সমূহে সংবদ্ধ। উহা গ্রীবাবংশকে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ এবং কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তন করিয়া থাকে। অনুগ্রীবিকা নাড়ীর পশ্চিম শাখা সমূহের দ্বারা উহা চেষ্টাশীল হয়।

এই প্রসঙ্গে **কপালমূলিক নামক ত্রিকোণ** (Sub-occipital triangle) টীর বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। উহার উর্দ্ধবাহু শিরঃপৃষ্ঠদণ্ডিকা গুর্ব্বী। পার্শ্বসীমা উত্তরতিরশ্চীনা পেশী। অধোবাহু অধর তিরশ্চীনা পেশী। উক্ত ত্রিকোণের ভূমি বা তলদেশ প্রথম দুইটী গ্রীবাকশেরুকার অন্তরালস্থ স্নায়ুপট্টিকা এবং পশ্চিমার্দ্ধদ্বয় দ্বারা নির্ম্মিত। উক্তত্রিকোণে মস্তিষ্কমাতৃকা ধমনী এবং প্রথম অনুগ্রীবিকা নাড়ী দেখা যায়; উহা মেদঃপুঞ্জ ও শিরোগ্রীবপৃষ্ঠিকা পেশী দ্বারা আচ্ছাদিত।

গলাভ্যন্তরস্থিত পেশী সমূহ।

গলাভ্যন্তরে সাতাশটী পেশী আছে—অন্নমার্গে দশটী এবং স্বরযন্ত্রে সতেরটী। তন্মধ্যে অন্নমার্গের এক একদিকে পাঁচটী, যথা—**কণ্ঠসংকোচনী অধরা, উত্তরা ও মধ্যমা** ভেদে তিনটী, **শিফা গলাভ্যন্তরীয়া** ও **শ্রুতিসুরঙ্গাদ্বারিকা।**

স্বরযন্ত্রের চারিদিকে অবস্থিত সতেরটী পেশীর মধ্যে শ্বাসমার্গ দ্বারে নয়টী। যথা—মধ্যে **ঘাটান্তরীয়া** নামে একটী পেশী এবং এক এক দিকে চারিটী করিয়া আটটী; যথা—**পশ্চিমা** ও **পার্শ্বগা** ভেদে দুইটী করিয়া **কৃকাটি-ঘাটিকা,** একটী **স্বস্তিক-ঘাটিকা** ও একটী **গোজিহ্বাঘাটিকা।** স্বরতন্ত্রীর পেশী আটটী; যথা—**অবটুঘাটিকা, অবটুকৃকাটিকা, অবটু-গোজিহ্বিকা** ও **অনুতন্ত্রীকা** নামে চারিটী করিয়া পেশী এক একদিকে অবস্থিত।

অন্নমার্গ ও স্বরযন্ত্র বর্ণনাকালে উহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়।

শরীরের মধ্যভাগের পেশী সমূহ।

দেহের মধ্যভাগে একশত এগারটী পেশী আছে। ঐ সকল পেশীর অবস্থিতি স্থান সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—পৃষ্ঠে কুড়িটী—এই কুড়িটী পেশী পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত, তন্মধ্যে দ্বাদশটী শরীরের বাহিরদিকে এবং আটটী ভিতর দিকে গভীর ভাবে সন্নিবিষ্ট। কটির উভয় পার্শ্বে ছয়টী। বক্ষে চুয়ান্নটী। উদরে দ্বাদশটী। শ্রোণিচক্রের অভ্যন্তরে দশটী। উপস্থমূলে সাতটী। গুহ্যদেশের চতুর্দ্দিকে দুইটী।

এস্থলে মস্তক ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন পৃষ্ঠপেশী সকল বর্জ্জন করিয়া অন্যান্য পৃষ্ঠপেশীগুলির সংখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রোণির বহির্ভাগ হইতে উদ্ভূত পেশী সকল অধঃশাখায় বর্ণনীয় বলিয়া উহাদিগকে মধ্যশরীরের পেশীর মধ্যে ধরা হয় নাই।

পৃষ্ঠদেশের পেশী সমূহ

পৃষ্ঠদেশের পেশীগুলির স্তর বিভাগ এইরূপ। প্রথম স্তরে এক একদিকে পৃষ্ঠের অর্দ্ধভাগের আচ্ছাদনার্থ দুইটী করিয়া পেশী আছে। তাহাদের নাম পৃষ্ঠচ্ছদা ও কটিপার্শ্বচ্ছদা।

দ্বিতীয় স্তরেও এক একদিকে দুইটী করিয়া পেশী আছে—অংসাপকর্ষণী লঘ্বী ও গুর্ব্বী। তৃতীয় স্তরেও দুইটী করিয়া,

৫৩চিত্র

পৃষ্ঠস্থ পেশী সমূহ

(উত্তান)
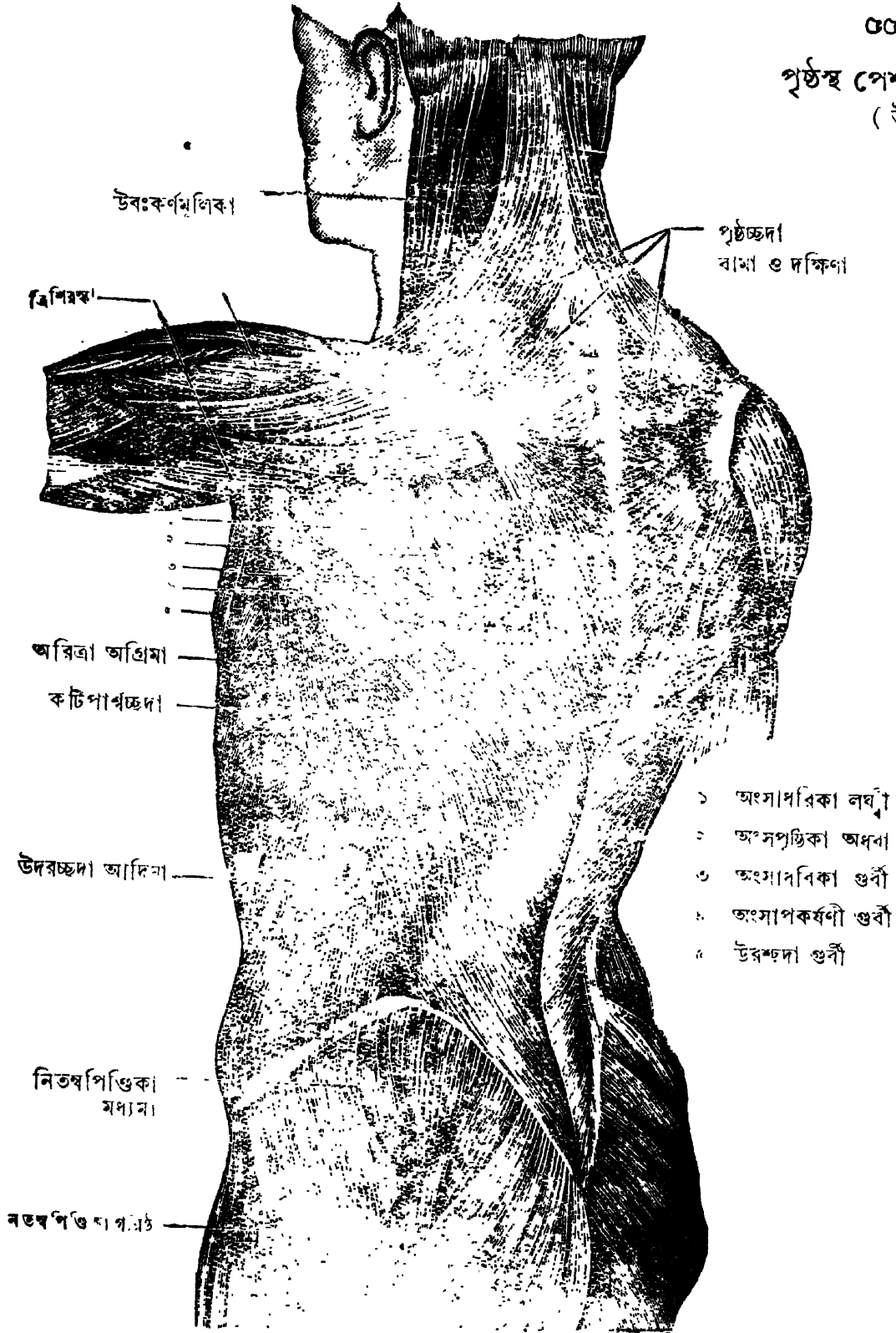
পেশী আছে—পশ্চিমারিত্রা উত্তরা ও অধরা। চতুর্থ স্তরে প্রত্যেক পার্শ্বে একটী করিয়া বহু শাখাবিশিষ্ট পেশী—ত্রিকপৃষ্ঠিকা। পঞ্চমস্তরে দুইটী করিয়া পেশী—অর্দ্ধপৃষ্ঠিকা ও মেরুধারিণী। ষষ্ঠস্তরে প্রত্যেক পার্শ্বে বহুমূলবিশিষ্ট একটী করিয়া পেশী মেরুবিবর্ত্তনিকা। এই ছয়টি স্তরের মধ্যে প্রথম তিনটী স্তরের পেশী শরীরের বাহির দিকে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে উত্তান পেশী, এবং অন্য তিনটি স্তরের পেশী শরীরের ভিতরে গভীর ভাবে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে গম্ভীরা পেশী বলা যায়। তন্মধ্যে উত্তান পৃষ্ঠপেশী সমূহ প্রথমে বর্ণিত হইতেছে। যথা—

(প্রথম স্তরে) **পৃষ্ঠচ্ছদা** বা পৃষ্ঠচ্ছদা (Trapezius) নাম্নী বিশাল, বিস্তৃত, মাংসল ও ত্রিকোণাকার পেশী পৃষ্ঠের উপরের অর্দ্ধেক অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। উহা অপর পার্শ্বের স্বনামিকা পেশীর সহিত সংযুক্ত হইয়া গ্রীবা, অংস ও পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে চতুরস্র আকারে দেখা যায়। এই পেশী পশ্চাৎকপালের উত্তরতোরণিকা, গ্রীবাধরাখ্য স্নায়ুরজ্জু ও সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকা ও সমস্ত পৃষ্ঠকশেরুকার পৃষ্ঠদেশ হইতে সম্ভূত হইয়া সম্মুখে অক্ষকাস্থির পশ্চিম ধারার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং অংসফলকের অংসকূট ও অংসপ্রাচীরের পশ্চিম ধারায় সন্নিবিষ্ট। এই পেশী মস্তক ও অংসচক্রকে পৃষ্ঠবংশের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং অপর পার্শ্বের স্বনামিকা পেশীর সহযোগে মস্তক ও অংসদেশকে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই পেশী 'নাগিনী' নাড়ী এবং ৩য়া, ৪র্থী অনুগ্রীবিকা নাড়ী দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়।

কটিপার্শ্বচ্ছদা বা কটিপ্রচ্ছদা (Latissimus Dorsi) নাম্নী বিশাল বিস্তৃত ও মাংসল পেশী পৃষ্ঠের নিম্নার্দ্ধ ও কটিপার্শ্ব আচ্ছাদন করিয়া থাকে। উহা নিম্নস্থিত ছয়টী পৃষ্ঠকশেরুকার, পাঁচটী কটিকশেরুকার ও ত্রিকাস্থির পৃষ্ঠকণ্টক হইতে এবং শ্রোণি ফলকের জঘনচূড়া হইতে কলাময় মূলদ্বারা উদ্ভূত হইয়া, তির্য্যগ্ভাবে উর্দ্ধে উঠিয়া অংসফলকের অধঃকোটিতে ও তিন চারি খানি নিম্ন পর্শুকার পার্শ্বে সংবদ্ধ হয় এবং তথা হইতে স্থূল ও বিস্তৃত কণ্ডরাগ্র দ্বারা প্রগণ্ডাস্থির পিণ্ডান্তরীয়া পরিখার অন্তস্তটে সংসক্ত হইয়া থাকে। এই পেশী স্বপার্শ্বস্থ বাহুকে পশ্চাদ্দিকে ও অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং স্বনামিকা অপর পেশীর সহিত মিলিত হইয়া উভয় বাহুকে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে ও বক্ষোদেশকে বিস্তৃত করে। বৃক্ষারোহণ কালে স্থিরীকৃত বাহু পুরুষের শরীরের নিম্নার্দ্ধ এই পেশীদ্বয়ের সাহায্যেই ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়া অংসিকা নাড়ীর দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

(দ্বিতীয় স্তরে) **অংসাপকর্ষণী লঘ্বী** (Rhomboideus minor) ও **গুর্ব্বী** (Rhomboideus major) নামে দুইটী করিয়া পেশী এক এক পার্শ্বে [illegible] আকারে অবস্থিত। তন্মধ্যে লঘ্বী গ্রীবাধরাখ্য স্নায়ুরজ্জু এবং শেষ গ্রীবাকশেরুকা ও প্রথম পৃষ্ঠকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টক হইতে সম্ভূত হইয়া অংসফলকের বংশানুগা ধারার মধ্যভাগে সংবদ্ধ। আর অংসাপকর্ষণী গুর্ব্বী পেশী দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টক হইতে সম্ভূত হইয়া অংসফলকের বংশানুগা ধারার নিম্নার্দ্ধে সংবদ্ধ। অংস ফলককে ঊর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করা এই দুইটী পেশীর কার্য্য। অনুগ্রীবিকা নাড়ীর অংসপৃষ্ঠগা নাম্নী পঞ্চম শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

[এইস্থানে অংসোন্নমনী (Levator Scapulae) নামে অন্য একটী পেশীও দেখা যায়। উক্ত পেশী গ্রীবা-পেশীর মধ্যে সংখ্যাত ও বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা [illegible] না।

(তৃতীয় স্তরে) **পশ্চিমারিত্রা উত্তরা** (Serratus Posticus Superior) ও **অধরা** (Serratus Posticus Inferior) নামে দুই দুইটী পেশী এক এক পার্শ্বে অবস্থিত। তন্মধ্যে উত্তরা পেশী গ্রীবাধরাখ্য স্নায়ুরজ্জু এবং সপ্তম গ্রীবাকশেরুকার ও দুই তিনটী অগ্রিম পৃষ্ঠকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টক হইতে সম্ভূত হইয়া দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত পর্শুকার পশ্চিমার্দ্ধে চারিটী মুখের দ্বারা সংবদ্ধ। আর অধরা পেশী দুই শেষ পৃষ্ঠকশেরুকার ও তিনটী প্রথম কটিকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টক হইতে সম্ভূত হইয়া শেষ পর্শুকা চতুষ্টয়ের পশ্চিমার্দ্ধে চারিটী মুখের দ্বারা সংবদ্ধ। শ্বাসগ্রহণ কালে স্বদেহসংবদ্ধ পর্শুকাগুলিকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা উত্তরা পেশীর কার্য্য এবং শ্বাস ত্যাগ কালে স্বদেহসংবদ্ধ পেশীগুলিকে নিম্নদিকে অবনত

করা অধরা পেশীর কার্য্য। উত্তরা অনুপৃষ্ঠিকা নাড়ীর দ্বারা উত্তরা পেশী এবং অধরা অনুপৃষ্ঠিকা নাড়ীর দ্বারা অধরা পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উভয় পার্শ্বে ছয়টী করিয়া মোট দ্বাদশটী পেশীর বর্ণনা করা হইল। কটিপৃষ্ঠ-প্রচ্ছদা নাম্নী অধঃস্থিত দৃঢ়, শুভ্র ও গম্ভীর প্রাবরণী ঐ সকল পেশীকে আচ্ছাদিত ও বিভক্ত করিয়া থাকে। কটিদেশের পেশী বর্ণনা কালে উক্ত প্রাবরণীর বিষয় বলা যাইবে।

(চতুর্থ স্তরে) **ত্রিকপৃষ্ঠিকা** (Sacro-Spinalis) নাম্নী স্থূল ও মাংসল পেশী গম্ভীর পৃষ্ঠপেশী সমূহের মধ্যে প্রধান। উহা কটি ও পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়া থাকে। এই পেশী ত্রিকাস্থির, কটিকশেরুকা পাঁচটীর ও শেষ পৃষ্ঠকশেরুকা দুইটির পৃষ্ঠকণ্টক, ত্রিকাস্থির পক্ষ এবং জঘনচূড়ার পশ্চার্দ্ধ হইতে স্থূল ও বিস্তৃত কলাময় মূল সমূহ দ্বারা সম্ভূত হইয়া তিন ভাগে গ্রীবার দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ভাগ পৃষ্ঠবংশের অনুক্রমে ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত পৃষ্ঠকশেরুকা এবং দুইখানি কটিকশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টকের সহিত সম্বদ্ধ। এই অংশের নাম অনুবংশ ভাগ (Spinalis Dorsi)। মধ্যভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া সমস্ত কটি ও পৃষ্ঠকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনে এবং দশখানি পশু্কার মূলে সংবদ্ধ হইয়াছে। এই মধ্যভাগ মধ্যপৃষ্ঠিকা নামে খ্যাত— পৃষ্ঠগ (Longissimus Dorsi) ও গ্রীবাগ (L. Cervicis) ভেদে উহার দুইটী অংশ। অপর ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বহির্দিকে অবস্থিত এবং সমস্ত পশু্কার কোণে সংবদ্ধ। উহার নাম অনুপার্শ্বিকা (Ileo-Costalis)। গ্রীবাগ (Cervicis), পৃষ্ঠগ (Dorsalis) কটিগ ও (Lumborum) ভেদে উহার তিনটী অংশ। ত্রিকপৃষ্ঠিকা এই তিনটী ভাগের সাহায্যে পৃষ্ঠবংশকে ধারণ করে এবং পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে। এতদ্ভিন্ন মধ্যভাগের দ্বারা পশু্কা আকর্ষণ করিয়া শ্বাসগ্রহণেরও সাহায্য করে। অনুপৃষ্ঠিকা ও অনুকটিকা নাড়ী সমূহের শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

(পঞ্চম স্তরে) দুইটী করিয়া পেশী প্রত্যেক পার্শ্বে অবস্থিত—উপরার্দ্ধে পৃষ্ঠার্দ্ধপৃষ্ঠিকা এবং নিম্নার্দ্ধে মেরু-ধারিণী। তন্মধ্যে **পৃষ্ঠার্দ্ধপৃষ্ঠিকা** (Semispinalis Dorsi) নাম্নী ক্ষীণকায় পেশী পঞ্চম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া শেষ গ্রীবা-কশেরুকা দুইটীর ও প্রথম পৃষ্ঠকশেরুকা চারিটীর পৃষ্ঠকণ্টকে সংলগ্ন। এই পেশী পূর্ব্ববৎ কার্য্য করে এবং অনুপৃষ্ঠিকা নাড়ীর শাখা দ্বারা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

মেরুধারিণী (Multifidus Spinae) নাম্নী বাহুশাখা বিশিষ্ট মাংসল পেশী ত্রিকাস্থিসহিত পৃষ্ঠবংশের পৃষ্ঠকণ্টক শ্রেণীর এক এক পার্শ্বে বর্ত্তমান থাকিয়া পৃষ্ঠ-বংশের পার্শ্বস্থ খাত পূরণ করে। এই পেশী কশেরুকা সমূহের পৃষ্ঠকণ্টকে ও বাহুপ্রবর্দ্ধনে, বাহুপ্রবর্দ্ধনগুলির অন্তরালে, এবং শ্রোণিফলকের পশ্চিমার্দ্ধকূটে সংবদ্ধ। ইহার এক একটী শাখা অধঃস্থিত দুই তিনটী কশেরুকার পার্শ্ব হইতে সম্ভূত হইয়া উপরের দিকের তিন চারিটী কশেরুকার পৃষ্ঠকণ্টকে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার উদ্ভব স্থান ও নিবেশ স্থানের শৃঙ্খলা এইরূপ বিচিত্র। পৃষ্ঠবংশকে ধারণ করা এবং উহার কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তন করা মেরুধারিণী পেশীর কার্য্য। ইহার প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

(ষষ্ঠ স্তরে) **মেরুবিবর্ত্তনিকা** (Rotatores—Interspinalis and Inter-transversalis) নাম্নী প্রায় অসংখ্য শাখা বিশিষ্ট পেশী একপার্শ্বে একটী করিয়া বর্ত্তমান। উহার প্রধান শাখা সকল নিম্নদিকের কশেরুকা সমূহের বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে সম্ভূত হইয়া উপর দিকের কশেরুকা সমূহের পত্রকগুলিকে মাছের আঁইসের ন্যায় পরস্পর আচ্ছাদন করিয়া সংবদ্ধ। সমস্ত পৃষ্ঠকশেরুকাগুলিতে উহার উদ্ভব ও নিবেশ ঐরূপ। ইহার শাখাসকল পৃষ্ঠকণ্টকের অন্তরালে ও বাহুপ্রবর্দ্ধনের অন্তরালে সংবদ্ধ। ইহার অনেক শাখা বলিয়া কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন শাখাকে ভিন্ন ভিন্ন পেশী বলিয়া গণনা করেন। সংখ্যা লাঘবের জন্য আমরা উহাকে বহু শাখাবিশিষ্ট একটী পেশী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। পৃষ্ঠবংশ বা মেরু বিবর্ত্তন করাই ইহার কার্য্য। ইহার প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

কটিদেশের পেশী।

কটিদেশে এক এক পার্শ্বে তিনটী করিয়া পেশী আছে। কটিপার্শ্বে—কটিচতুরস্রা, কটিবংশের সম্মুখভাগে—কটিলম্বিনী দীর্ঘা ও হ্রস্বা। কটিপার্শ্বচ্ছদা নাম্নী পেশী ও কটি ও পৃষ্ঠের পার্শ্বদেশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে. কিন্তু উহা পৃষ্ঠপেশীর

সহিত গণিত হইয়াছে বলিয়া, এস্থলে গণনা করা হইল না। এইস্থলে কটি ও পৃষ্ঠের অর্দ্ধাংশ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত, দৃঢ়স্নায়ুময়ী কটিপৃষ্ঠপ্রচ্ছদা (Lumbo-dorsal Fascia) নাম্নী সুগম্ভীর প্রাবরণী দ্রষ্টব্য। উহার তিনটী ভাগ; সম্মুখ ভাগ, মধ্য ভাগ এবং পশ্চাদ্ ভাগ। তন্মধ্যে সম্মুখ ভাগ কটিকশেরুকা সমূহের বাহুপ্রবর্দ্ধনের মূলে এবং মধ্যভাগ বাহুপ্রবর্দ্ধনের অগ্রভাগে সংবদ্ধ। উহাদিগের দ্বারা কটিচতুরস্রা নাম্নী পেশীর কঞ্চুক নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পশ্চাদ্ভাগ গভীর পৃষ্ঠপেশী সমূহকে সন্ধারণ করিয়া থাকে, উহা কটিকশেরুকা সমূহের পৃষ্ঠকণ্টকে সংবদ্ধ। এই প্রাবরণী প্রথমা ও চরমা উদরচ্ছদা নাম্নী পেশীর পশ্চিম মূলভূত, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

(৫৬ চিত্র)

কটি-জঘনোদরীয় পেশী সমূহ।

(উদরের যন্ত্র সকল অপসারণ করিয়া প্রদর্শিত।)

১। শুণ্ডিকা। ২। শ্রোণিগবাক্ষিণী বহিঃস্থা। ৩। কটিলম্বিনা দীর্ঘা (কর্ত্তিতাংশ)

কটিচতুরস্রা (Quadratus Lumborum) পেশী মাংসল, প্রায় চতুরস্র এবং কটিদেশের এক এক পার্শ্বে অবস্থিত (৫৬ চিত্র)। ইহা পূর্ব্বোক্ত কটিজবনিকা স্নায়ুরজ্জু ও, শ্রোণিফলকের জঘনচূড়া হইতে সম্ভূত হইয়া দ্বাদশ পর্শুকায় ও প্রথম কটিকশেরুকা চতুষ্টয়ের বাহুপ্রবর্দ্ধনে সংবদ্ধ। এই পেশী বৃহদন্ত্র ও বৃক্কের পশ্চাতে অবস্থিত এবং মহাপ্রাচীরা নাম্নী পেশীর বহিস্তোরণে ও কটিলম্বিনী নাম্নী পেশীর বহিঃসীমায় দেখা যায়। ইহা শেষ পর্শুকা আকর্ষণ করিয়া এবং মহাপ্রাচীরা পেশীর মূল ধারণ করিয়া শ্বাসগ্রহণ কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। দ্বাদশী ঔরসী নাড়ী এবং প্রথমা ও দ্বিতীয়া অনুকটিকা নাড়ীর শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

কটিলম্বিনী দীর্ঘা (Psoas major) ও **হ্রস্বা** (Psoas minor) নাম্নী দুইটী পেশী হাতীর শুঁড়ের আকারে কটিবংশের পার্শ্ব হইতে উদর গুহার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত অবস্থিত (৫৬ চিত্র)। তন্মধ্যে দীর্ঘা পেশী শেষ পৃষ্ঠকশেরুকার ও পাঁচখানি কটিকশেরুকার পিণ্ডের সম্মুখ ভাগ ও বাহুপ্রবৰ্দ্ধন হইতে উৎপন্ন হইয়া তির্য্যগ্ ভাবে অধোদিকে গমন করে এবং শ্রোণিপক্ষিণী নাম্নী পেশীর কণ্ডরার সহিত সম্মিলিতমূল হইয়া ঊর্ব্বস্থির লঘুশিখরে সন্নিবিষ্ট হয়। হ্রস্বা কটিলম্বিনী উহার পার্শ্বে অবস্থিত এবং উহার উদ্ভব স্থানের একপার্শ্ব হইতে সম্ভূত। উহা শ্রোণিফলকের জঘনকপালমূলে ও বস্তিকণ্ঠিকার এক পার্শ্বে সংবদ্ধ। মধ্যশরীরকে অধোদিকে নত করা বা ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা এই পেশী দুইটীর কার্য্য। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া অনুকটিকা নাড়ীর দ্বারা উহারা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

এই তিনটী পেশী 'উদর্য্যা'-কলা (Peritoneum) দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উদরগুহার বহিঃস্থ ও পশ্চিম সীমাভূত। কটিলম্বিনী পেশীর সম্মুখ ভাগে উদরের মধ্যে প্রত্যেক পার্শ্বে এইগুলি দেখা যায়—বৃক্ক, অধিবৃক্ক, উহাদের সহিত সংবদ্ধ সিরা ও ধমনী, গবীনী, ঊরুবৃষণিকা নাড়ী, অন্যান্য সিরা ও ধমনী। উহাদের নিম্নে অধরা মহাসিরা দৃষ্ট যায়।

বক্ষঃস্থলের পেশী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বক্ষঃস্থলে চুয়ান্নটী পেশী আছে। তন্মধ্যে বক্ষের সম্মুখ ভাগে এক এক পার্শ্বে তিনটী—অক্ষকাধরা এবং উরঃপ্রচ্ছদা গুর্ব্বী ও লঘ্বী। বক্ষের পার্শ্বে এক এক দিকে একটী—অগ্রিমারিত্রা। দ্বাদশটী পর্শুকার অন্তরালে অবস্থিত প্রত্যেক দিকে—এগারটী বহিঃস্থা ও এগারটী অন্তঃস্থা পর্শুকান্তরিকা। ইহাদের সংখ্যা বাহান্ন। অপর দুইটী পেশী—উরঃফলকের পৃষ্ঠে অভ্যন্তর ভাগে উরস্ত্রিকোণিকা এবং উদর ও বক্ষঃস্থলের মধ্যে মহাপ্রাচীরা। এইরূপে বক্ষঃস্থলের পেশীর সংখ্যা চুয়ান্ন। তন্মধ্যে—

অক্ষকাধরা (Subclavius) নাম্নী ক্ষীণকায় পেশী প্রথম পর্শুকা ও উপপর্শুকার সন্ধিস্থল হইতে সম্ভূত হইয়া তির্য্যগ্ ভাবে অক্ষকাস্থির অধস্তলে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। অংসফলকসম্বদ্ধ অক্ষকাস্থিকে অবনত করিয়া স্কন্ধদেশকে অবনত করা উহার কার্য্য। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুগ্রীবিকা নাড়ীর শাখা দ্বারা উহা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উরশ্ছদা (বা উরঃপ্রচ্ছদা) গুর্ব্বী (Pectoralis major) নাম্নী মাংসল ও তালবৃন্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পেশী বক্ষের সম্মুখ ভাগের অদ্ধাংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে (৫৭ চিত্র)। ইহা অক্ষকাস্থির আন্তরার্দ্ধ, উরঃফলকের পার্শ্ব এবং পাঁচখানি উপপর্শুকা হইতে সম্ভূত ও ক্রমশঃ সংহত হইয়া প্রগণ্ডাস্থির পিণ্ডকদ্বয় মধ্যস্থিত পরিখার বহিস্তটে সন্নিবিষ্ট। আলিঙ্গন কালে বাহুদ্বয় সন্নিহিত করা এবং বৃক্ষারোহণ কালে স্থিরীকৃতবাহু পুরুষের মধ্যদেহকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা এই পেশীর কার্য্য। ব্যায়াম দ্বারা পুষ্টাঙ্গ পুরুষের বক্ষে এই পেশীদ্বয় উভয় পার্শ্বে স্থূল, উন্নত ও বিস্তৃত চক্রাকারে দেখা যায়। অগ্রিম ও মধ্যম ঔরসী নাড়ীর দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উরশ্ছদা লঘ্বী (Pectoralis minor) নাম্নী ত্রিকোণাকার, স্থূল ও মাংসল পেশী পূর্ব্বোক্ত পেশীর পশ্চাতে গূঢ় ভাবে অবস্থিত (৫৮ চিত্র। ইহা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্শুকার সম্মুখ ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে তির্য্যগ্ ভাবে গমন করিয়া অংসফলকের অংসতুণ্ডের সম্মুখের ধারায় নিবিষ্ট। স্কন্ধ অবনত করা বা স্থিরস্কন্ধ পুরুষের মধ্যকায়কে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা ইহার কার্য্য।

শ্বাসকষ্ট কালে উভয় উরশ্ছদা পেশী স্থিরীকৃতবাহু পুরুষের বক্ষঃস্থলের বিস্ফারণ করিয়া শ্বাসগ্রহণ কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

অগ্রিমারিত্রা বা **মহারিত্রা**। (Serratus Anterior) নাম্নী করাতের ন্যায় বহু মুখবিশিষ্ট বিস্তৃত পেশী অংসফলক ও বক্ষঃপঞ্জরের অন্তরালে অবস্থিত (৫৭, ৫৮ চিত্র)। উহা পার্শ্বদেশে প্রথম আটখানি পর্শুকা হইতে অঙ্গুলির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট মূলের দ্বারা সম্ভূত হইয়া এবং পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হইয়া অংসফলকের বংশানুগা ধারার সম্মুখের সীমায় সংবদ্ধ। অংসফলককে পশ্চাৎদিকে ও উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা বা স্থিরস্কন্ধ পুরুষের পর্শুকাগুলিকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা এই পেশীর কার্য্য। এই পেশী পশুদিগের মধ্যদেহকে অগ্রিম পদদ্বয়ের মধ্যে সমভাবে অবলম্বিত রাখে। দীর্ঘা ঔরসী নাম্নী নাড়ী দ্বারা উহা চেষ্টাশীল হয়।

(৫৭ চিত্রম)

বক্ষঃস্থলের উত্তান পেশী সমূহ।

(৩৮ চিত্র)

মধ্যকায়ের সম্মুখস্থ গভীর পেশী সমূহ

[১ গুর্ব্বী উরশ্ছদার কণ্ডরা, ২ অংসাধরিকা গুর্ব্বী
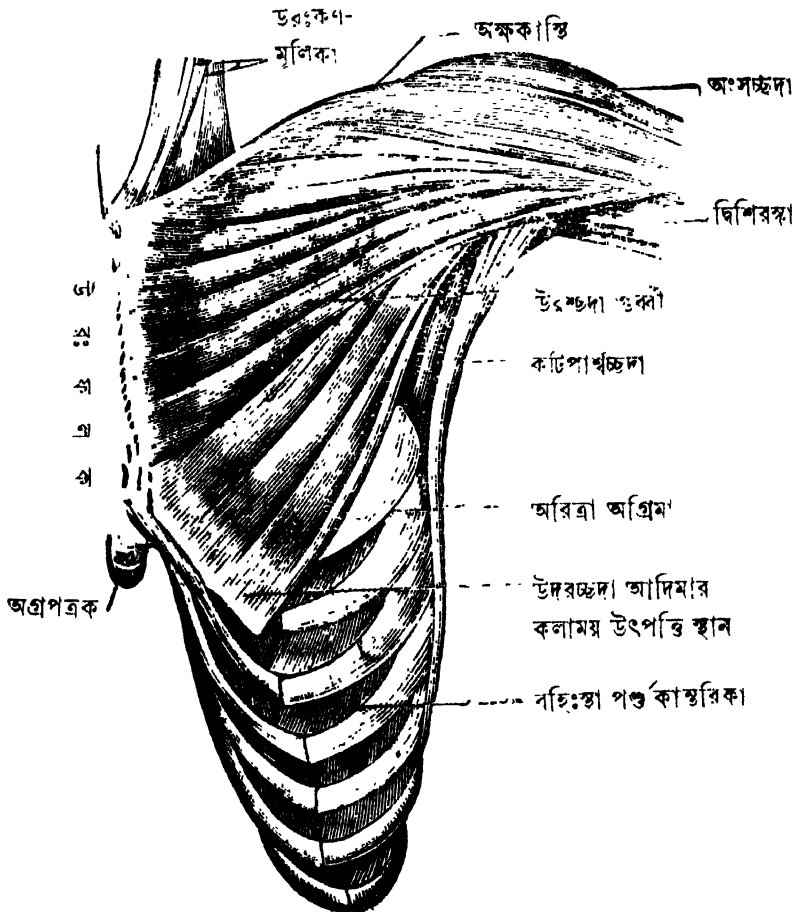
পর্শুকান্তরিকা নাম্নী ক্ষীণকায়, সরু ও দীর্ঘ পেশীগুলি দ্বাদশটী পর্শুকার অন্তরালে অবস্থিত। বক্ষঃ-পঞ্জরের প্রত্যেক দিকে এগারটী করিয়া বহিঃস্থা এবং এগারটী করিয়া অন্তঃস্থা—মোট বাইশটী করিয়া চুয়াল্লিশটী পর্শুকান্তরিকা পেশী আছে। তন্মধ্যে—

বহিঃস্থা পর্শুকান্তরিকা (Intercostal external) গুলি সমস্ত পর্শুকার অধোধারা হইতে উদ্ভূত হইয়া তন্নিম্নবর্ত্তী পর্শুকার উর্দ্ধধারায় সম্বদ্ধ (৫৭ ও ৬০ চিত্র)। উহাদিগের তন্তুগুলি সম্মুখের দিকে বক্রভাবে অবস্থিত।

অন্তঃস্থা পর্শুকান্তরিকা (Intercostal internal) সমস্ত পর্শুকার অধোধারাস্থ পরিখার অন্তঃস্তট ও উপপর্শুকা হইতে উদ্ভূত হইয়া নিম্নস্থিত পর্শুকার ও উপপর্শুকার উর্দ্ধধারায় সংবদ্ধ (৬০ চিত্র)। ইহাদিগের তন্তুগুলি পশ্চাদ্দিকে বক্রভাবে অবস্থিত। বহিঃস্থা ও অন্তঃস্থা পর্শুকান্তরিকা পেশী সমূহের অন্তরালে অবস্থিত পর্শুকানুগা নাম্নী পরিখায় ঐ নামের সিরা, ধমনী ও নাড়ী দেখা যায়। উহাদিগের দ্বারা পর্শুকান্তরিকা পেশী সমূহের পোষণ ও প্রচেষ্টন সম্পাদিত হইয়া থাকে। উরঃপঞ্জর সমূহকে ধারণ করা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কালে চলনশীল পর্শুকা ও উপপর্শুকা সমূহকে সংযমিত করা এই সকল পেশীর কার্য্য। কেহ কেহ বলেন—শ্বাসগ্রহণ কালে বহিঃস্থা পেশী সকল পর্শুকা-গুলিকে উর্দ্ধ দিকে ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত করে এবং শ্বাসত্যাগ কালে অন্তঃস্থা পেশী সকল পর্শুকাগুলিকে ঈষৎ অবনত করে।

উরস্ত্রিকোণিকা (Transversus thoracis) নাম্নী একটী পেশী ত্রিকোণ আকারে উরঃফলকের পশ্চাতে উভয় দিকে অবস্থিত এবং উহার নিম্নার্দ্ধ হইতে উদ্ভূত। উহা মধ্যরেখার উভয় দিকে তির্য্যগ্ ভাবে বিস্তৃত হইয়া দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত উপপর্শুকার পৃষ্ঠে পাঁচটী অগ্রভাগের দ্বারা সংবদ্ধ। এই পেশী প্রশ্বাসত্যাগ কালে উপপর্শুকাযুক্ত উরঃফলককে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করে। পর্শুকানুগা নাড়ী সমূহের দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

মহাপ্রাচীরা (Diaphragm) নাম্নী বিশাল সর্প-ফণার ন্যায় বক্র ও বিস্তৃত পেশী উরোগুহার ভূমিস্বরূপ বা উদরগুহার আচ্ছাদন স্বরূপ এবং মধ্যকোষ্ঠে অবস্থিত (৫৯চিত্র)। ইহা উর্দ্ধ দিকে কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অধোদিকে বাটীর ভিতর দিকের মত, কিন্তু মধ্যস্থলে সমতল প্রায়। উহার পরিধির সমস্ত অংশ ও মূলভাগ মাংসময় এবং উহার মধ্যভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকার বা ত্রিপত্রাকার ও দৃঢ় কলাময়। উহার নিজের পরিধিভাগ ও মূলদ্বয় উদ্ভব স্থান এবং কলাময় মধ্যভাগ নিবেশ স্থান—ইহাই বৈচিত্র্য। আর পরিধি ও মূলদ্বয়কে সঙ্কুচিত করিয়া এই পেশী মধ্যভাগ ও পরিধিকে বলপূর্ব্বক অধোদিকে আকর্ষণ করে—ইহাই উহার কার্য্যকৌশল।

এই পেশীর পরিধি সম্মুখ ভাগে উরঃফলকের নিম্নস্থিত অগ্রপত্র নামক তরুণাস্থিতে এবং উহার উভয় পার্শ্বে ছয়খানি বা সাতখানি নিম্নস্থ পর্শুকা ও উহাদিগের উপপর্শুকাগুলিতে সংবদ্ধ। উহার মূলদ্বয় মাংসস্নায়ুবহুল এবং পশ্চাৎ দিকে দুই তিনখানি অগ্রিম কটিকশেরুকার পিণ্ডে সংবদ্ধ। তন্মধ্যে বামমূল ক্ষীণকায় ও হ্রস্ব এবং প্রথম দুইখানি কটিকশেরুকায় সংলগ্ন; আর দক্ষিণ মূল স্থূল ও দীর্ঘ এবং তিনখানি কটি-কশেরুকায় সংলগ্ন। মূলদ্বয়ের প্রত্যেক দিকে দুইটী করিয়া দৃঢ় স্নায়ুসূত্রময় তোরণ আছে; উহারাও মহাপ্রাচীরা পেশীর উদ্ভব স্থান। তন্মধ্যে পৃষ্ঠবংশ সংলগ্ন অন্তঃসীমা অন্তস্তোরণ এবং বহিঃসীমা বহিস্তোরণ। অন্তস্তোরণ অগ্রিম কটি-কশেরুকার পিণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া বাহুপ্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার ভিতর দিয়া দীর্ঘা কটিলম্বিনী পেশী নির্গত হয়। বহিস্তোরণ পূর্ব্বোক্ত বাহুপ্রবর্দ্ধন হইতে উদ্ভূত হইয়া দ্বাদশ পর্শুকার শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ভিতর দিয়া কটিচতুরস্রা পেশী এবং ঈড়া ও পিঙ্গলা নাম্নী মহানাড়ীর একটা (বামে ঈড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা) নির্গত হইয়া থাকে।

এই পেশীর পশ্চিম দিকে তিনটী ছিদ্র আছে। যথা—কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মহাসিরা ছিদ্র। ইহার ভিতর দিয়া অধরা মহাসিরা বক্ষে প্রবেশ করে। মধ্যরেখার উর্দ্ধ-ভাগে <u>অন্ননাল বিবর</u>। ইহার ভিতর দিয়া অন্ননলিকা আমাশয়ে প্রবেশ করে। অধোদিকে মহাধমনী ছিদ্র ইহার ভিতর দিয়া মহাধমনী উদর-গুহায় প্রবেশ করে। প্রথম ছিদ্রপথে অনুকোষ্ঠিকা নাম্নী নাড়ীর শাখা অথবা মহাসিরার অনুগমন করিয়া থাকে।

৩৯ চিত্র

মহাপ্রাচীরা পেশী
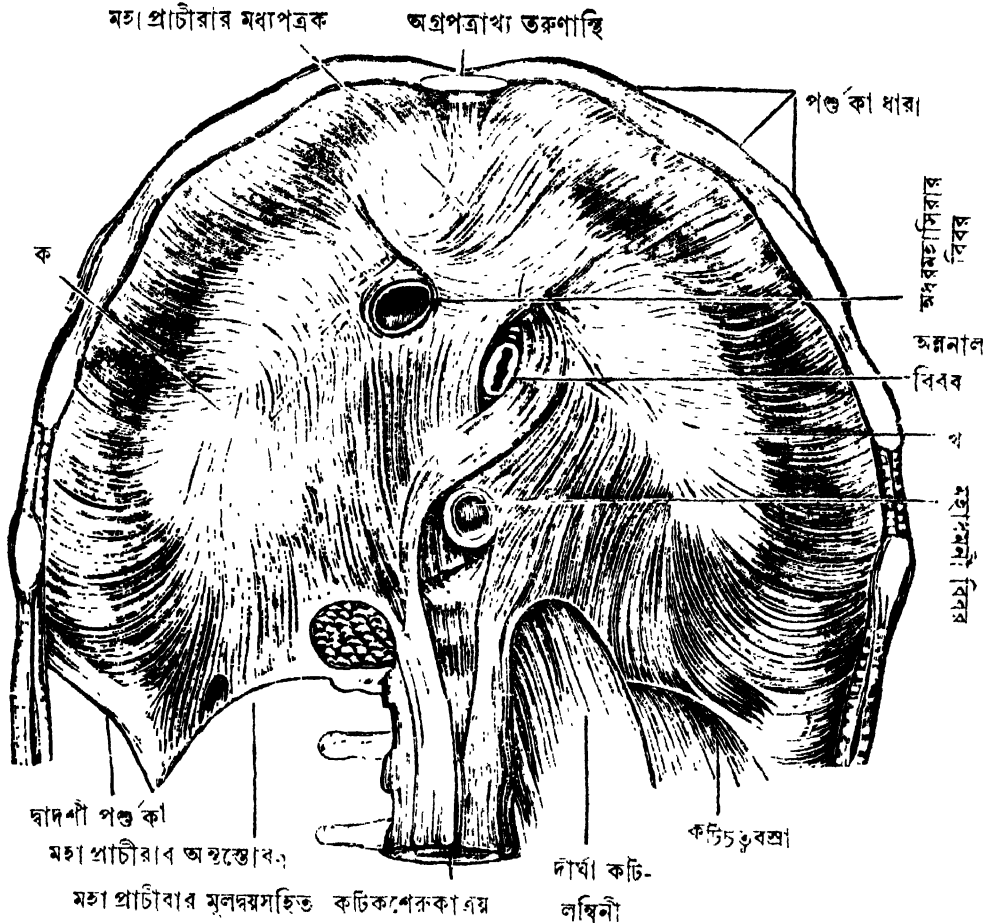
[ক—মহাপ্রাচীরার দক্ষিণাংশ। খ—মহাপ্রাচীরার বামাংশ]

তৃতীয় ছিদ্রপথে দক্ষিণা পুরোবংশিকা সিরা ও রসকুল্যা প্রণালী মহাধমনীর অনুগমন করিয়া থাকে। মণিপুরিকা নাম্নী নাড়ী সমূহ এবং বাম পুরোবংশিকা সিরা, মহাপ্রাচীরা পেশীর মূলদ্বয় ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া থাকে। মহাছিদ্রের চতুর্দ্দিকে পেশীর দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য সাঁড়াশীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট পেশীতন্তু সকল বিদ্যমান।

মহাপ্রাচীরা পেশী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্রষ্টব্য। ইহার ঊর্দ্ধতলের উভয় দিকে ফুসফুসধরা-কলার শেষ ভাগদ্বয় সংযুক্ত, মধ্যে পেশীকেন্দ্রস্থিত কলাময় পত্রকে হৃদয়ধর কলাকোষের মূলদেশ সংযুক্ত। উহার অধস্তল উদরধরা নাম্নী কলার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। উহার ক্রোড় দেশে দক্ষিণ দিকে যকৃতের দক্ষিণ পিণ্ড ও অধিবৃক্ক-সহ দক্ষিণ বৃক্কের শিখর দেশ এবং বাম দিকে যকৃতের বাম পিণ্ড, আমাশয়ের স্কন্ধদেশ, প্লীহা ও অধিবৃক্ক-সহ বাম বৃক্কের শিখরদেশ অবস্থিত।

প্রধানতঃ শ্বাসবায়ু আকর্ষণের সাহায্য করাই মহাপ্রাচীরা পেশীর কার্য্য। উহা এইরূপে ঘটিয়া থাকে :—পরিধিমূল

মধ্যকেন্দ্রে সঙ্কুচিত করিয়া এই পেশী নিম্নদিকে অবনত হইলে উরোগুহার আয়তন বর্দ্ধিত হয় এবং সেইজন্য অবকাশ লাভ করায় স্বতঃপ্রবিষ্ট বায়ু দ্বারা ফুস্ফুদ্বয় পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষঃস্থলের অপর পেশীগুলি এই পেশীর সহায় হইয়া থাকে। ইহার অন্যান্য কার্য্য হাঁচি, কাসি, হাস্য, রোদন, জৃম্ভণ, বমন, মল-মূত্র ও গর্ভ ত্যাগ কালে প্রবাহণ বা কুন্থন ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঐ সকল কার্য্যের আরম্ভ কালে দীর্ঘশ্বাস লইতে হয় এবং উদরের পেশীগুলির সাহায্যে ও মহাপ্রাচীরা পেশীর সঙ্কোচের ফলে• ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। দক্ষিণা ও বামা অনুকোষ্ঠিকা নাড়ী এবং পর্শুকানুগা নাড়ী সমূহের পাঁচটী শাখা দ্বারা পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

উদরের পেশী সমূহ

উদরের মধ্যরেখার এক এক পার্শ্বে পাঁচটী করিয়া পেশী আছে। যথা, উদরচ্ছদা—আদিমা, মধ্যমা, ও অন্তিমা ভেদে তিনটী এবং মধ্যরেখা সংলগ্ন দুইটী—উদরদণ্ডিকা ও বস্তি-চূড়িকা। দৃঢ়, শুভ্র ও সক কণ্ডরাযুক্ত উদরের মধ্য রেখাকে উদর সীবনী বা শুভ্ররেখা (Linea Alba) বলা হয়। তন্মধ্যে—

উদরচ্ছদা আদিমা—(Obliqus externus) বহির্ভাগে অবস্থিত, আয়ত এবং মাংসল। ইহা নিম্নস্থিত আটখানি পর্শুকার পৃষ্ঠ হইতে অগ্রিমাবিবরা পেশীর মূলান্তরাল-নিবদ্ধ মাংসল মূল সমূহ দ্বারা উদ্ভূত হইয়া বক্রাকার ও অন্তর্মুখ মাংসতন্তুসমূহ দ্বারা উদরের সম্মুখভাগে ও পার্শ্বভাগে অধোদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। উহা শ্রোণিফলকের জঘনধারার বহিস্তটার্দ্ধে মাংসল ভাগের দ্বারা সংলগ্ন এবং অগ্রপত্র নামক তরুণাস্থিতে, সেবনী-কণ্ডরায়, ভগাস্থির মুণ্ডে ও বস্তিকণ্ঠিকায় কলা ও কণ্ডরাময় ভাগের দ্বারা সংযুক্ত। এই কলাকণ্ডরা সম্মুখভাগে উর্দ্ধদিকে উদরচ্ছদা পূর্ব্বা পেশীর কলাকণ্ডরার সহিত একীভূত হইয়া সম্বদ্ধ। ইহা অধোদিকে ভগাস্থি মুণ্ডের উপকণ্ঠে ত্রিকোণপ্রায় ছিদ্র বেষ্টন করিয়া সংযুক্ত। বাহ্যবঙ্ক্ষণীয় (External Abdominal Ring) নামক এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া পুরুষের ত্বক্কলাবৃত বৃষণবন্ধনী এবং স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়বন্ধনী বাহিরে নির্গত হয়। এই কলাকণ্ডরার অধোধারা জঘনকপালের পুরঃকূট হইতে ভগাস্থিকণ্টক পর্য্যন্ত সংবদ্ধ ও নিম্নদিকে শূন্য। উহাকে বঙ্ক্ষণিকা স্নায়ুরজ্জু (Inguinal Ligament of Poupart) বলা যায়। উহার নিম্নস্থিত ত্রিকোণ ছিদ্রকে বঙ্ক্ষণদরী (Inguinal canal)• বলে। উহার বহিরন্ধ্রের ভিতর দিয়া শ্রোণিপক্ষিণী এবং কটিলম্বিনী দীর্ঘা—পেশীদ্বয় এবং অন্তরন্ধ্রের ভিতর দিয়া পুরঃসক্থিকা নাম্নী নাড়ী এবং ঔর্ব্বী ধমনী ও সিরা নির্গত হইয়াছে।

উদরচ্ছদা আদিমার পশ্চিমধারার অগ্রভাগ বিমুক্ত এবং কটিত্রিকোণের সম্মুখস্থ বাহুস্বরূপ।

উদরচ্ছদা মধ্যমা (Internal oblique) নাম্নী পাতলা ও বিস্তৃত পেশী পূর্ব্বোক্ত পেশীর দ্বারা আচ্ছাদিত। (৫৮ চিত্র) ইহা নিম্নদিকে শ্রোণিফলকের জঘন-ধারার বহিস্তট হইতে ও বঙ্ক্ষণিকা স্নায়ুরজ্জুর পশ্চাদার্দ্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়া, কটিপৃষ্ঠপ্রচ্ছদা নাম্নী গম্ভীরা প্রাবরণীর সহিত একীভূত হয়। ইহার তন্তুগুলি উর্দ্ধ, মধ্য ও অধোদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। উহার এক অংশ নিম্নে বর্ণিত চরম উদরচ্ছদা পেশীর অধোমূলের সহিত একীভূত হইয়া ভগাস্থিমুণ্ডে ও বস্তিকণ্ঠিকায় সংলগ্ন হইয়াছে। উহা দ্বারা বঙ্ক্ষণসুরঙ্গার আচ্ছাদন ভাগ ও পশ্চিম ভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা মধ্যরেখায় উদরসীবনীর দুই স্তরে বিভক্ত কলাকণ্ডরার সহিত সংবদ্ধ হইয়াছে—উহা দ্বারা উদরদণ্ডিকা পেশীর কঞ্চুক নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উহা উর্দ্ধ দিকে অধস্তন উপপর্শুকা চতুষ্টয়ে মাংসল মূল সমূহের দ্বারা সংবদ্ধ হইয়াছে।

উদরচ্ছদা চরমা (Transversalis) উদরের সমস্ত পেশীর মধ্যে গম্ভীরতমা উদরচ্ছাদিনী পেশী। ইহা বঙ্ক্ষণিকা নাম্নী স্নায়ুরজ্জুর পশ্চার্দ্ধভাগ ও শ্রোণিফলকের জঘনধারার অন্তস্তট হইতে উদ্ভূত হইয়া এবং পরে কটিপৃষ্ঠ-প্রচ্ছদা নাম্নী গম্ভীরা প্রাবরণীর সহিত একীভূত হইয়া, প্রায় সরল তন্তুর আকারে চওড়া ভাবে মধ্যরেখার দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা উর্দ্ধদিকে ছয়খানি নিম্ন উপপর্শুকা হইতে মহাপ্রাচীরা পেশীর পরিধিতে প্রবিষ্ট মাংসল মূল সমূহের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। মধ্যরেখার দিকে উহা উদরসীবনী নাম্নী কণ্ডরায় এবং অধোদিকে উহা মধ্যমা উদরচ্ছদার মূলের সহিত একীভূত হইয়া ভগাস্থি মুণ্ডে ও বস্তিকণ্ঠিকায় সংলগ্ন

হইয়াছে। এই পেশীতে ভগাস্থি মুণ্ডের পার্শ্বে অন্তর্বঙ্ক্ষণীয় (Internal Abdominal Ring) নামে একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া পুরুষের বৃষণবন্ধনী এবং স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়বন্ধনী বঙ্ক্ষণসুরঙ্গায় প্রবেশ করে।

এই বঙ্ক্ষণসুরঙ্গা (Inguinal Cannal) ঊর্দ্ধ দিকে বহিঃসীমায় বহির্বঙ্ক্ষণীয় ছিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধোদিকে তির্য্যগ্ ভাবে বঙ্ক্ষণীয় স্নায়ুরজ্জুর অনুক্রমে অন্তর্বঙ্ক্ষণীয় ছিদ্র পর্য্যন্ত মধ্যরেখার দিকে

(৬০ চিত্র)

গভীর উদরপেশী সমূহ।
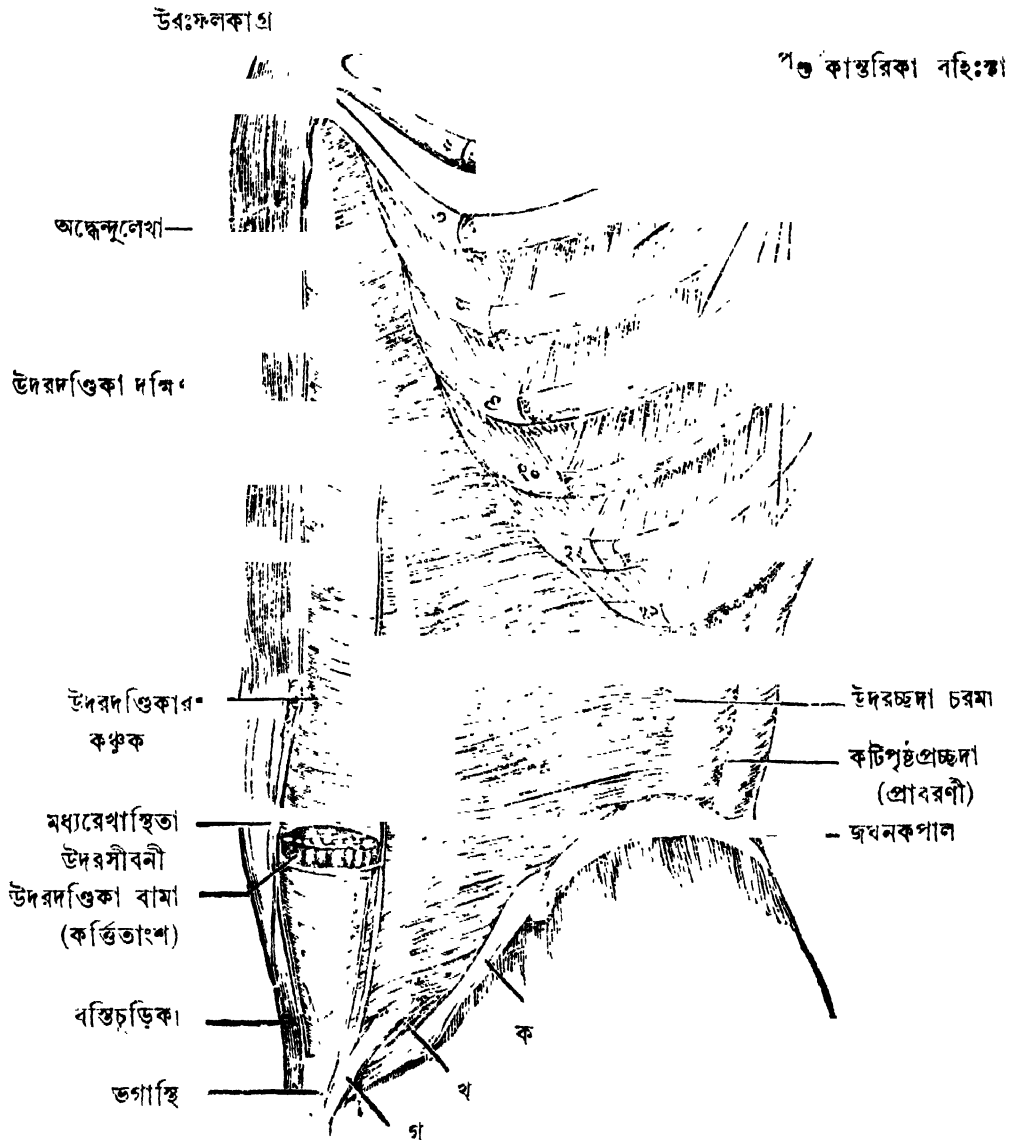
[৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২ অঙ্ক পর্শুকা ও উপপর্শুকার সন্ধান সূচক। তাহাদের অন্তরালে পর্শুকান্তরিকা অন্তঃস্থা পেশী সমূহ অংশতঃ দেখা যাইতেছে]

বিস্তৃত। এই সুরঙ্গার পশ্চিমভাগ আদিমা উদরচ্ছদা দ্বারা, সম্মুখভাগ চরমা উদরচ্ছদা দ্বারা, ছদিভাগ (ছাদ) মধ্যমা উদরচ্ছদার অধোধারা দ্বারা এবং ভূমিভাগ বঙ্ক্ষণিকা স্নায়ুরজ্জু দ্বারা নির্ম্মিত। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে এই সুরঙ্গার ভিতর দিয়া দ্বিগুণীভূত অন্ত্র অণ্ডকোষে অবতরণ করিয়া থাকে।

ফলকোষকর্ষণী (Cremaster muscle) নাম্নী সরু সূত্রগুচ্ছাকার পেশী আদিমা উদরচ্ছদা পেশীর কতকগুলি মাংসতন্তু লইয়া গঠিত। উহা এক এক দিকে বৃষণবন্ধনীর অনুক্রমে সূত্রময় পাশের আকারে ফলকোষে নামিয়াছে। ফলকোষকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা উহার কার্য্য। উহার প্রচেষ্টনী নাড়ীর নাম উপবৃষণিকা।

এই প্রসঙ্গে চরমা উদরচ্ছদা পেশীর অভ্যন্তঃ আচ্ছাদনী উদরান্তশ্ছদা কলা (Transversalis দ্রষ্টব্য। উহা মেদঃস্তর দ্বারা 'উদর্য্যা' নাম্নী হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়া শেষে কটিবংশের উভয়দিকে স্তরে মিশিয়া গিয়াছে। এই কলা ঊর্দ্ধদিকে মহাপ্রাচীরা পেশীর তলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং নিম্নদিকে শ্রোণিগুহান্তবর্ত্তীয়া কলার সহিত মিলিত।

উদরচ্ছদা পেশী সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ ৬১নং চিত্রে দেখান গিয়াছে।

উদরচ্ছদা পেশীদিগের কার্য্য সাধারণতঃ উদরস্থিত আশয় সমূহের ধারণ করা এবং স্বদেহসঙ্কোচ দ্বারা উহাদিগকে প্রপীড়ন করা। ইহা ভিন্ন মহাপ্রাচীরা পেশীকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শ্বাসবায়ু নির্গত করা এবং নিরুদ্ধশ্বাস বাহির মলমূত্র ত্যাগাদি কার্য্যের জন্য প্রবাহণ বা কুন্থন করাও উহাদিগের কার্য্য। শ্বাসত্যাগ কার্য্যে সহায়তা করে বলিয়া হাঁচি, কাসি, হাইতোলা, হাস্য করা প্রভৃতি কার্য্যেও উহাদিগের সহকারিতা স্পষ্ট বুঝা যায়।

উদরচ্ছদা তিনটী পেশীই 'অধরৌরসী' নাম্নী নাড়ী সমূহের শাখা দ্বারা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। শেষ দুইটীতে প্রথমা অনুকটিকা নাড়ীর শাখাও বর্ত্তমান।

চিত্র ৬১

উদরের পেশী সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ।

(অনুপ্রস্থ ছেদে দর্শিত।)

মধ্যরেখা ও তাহার উভয়দিকে উদরদণ্ডিকা পেশাদ্বয়
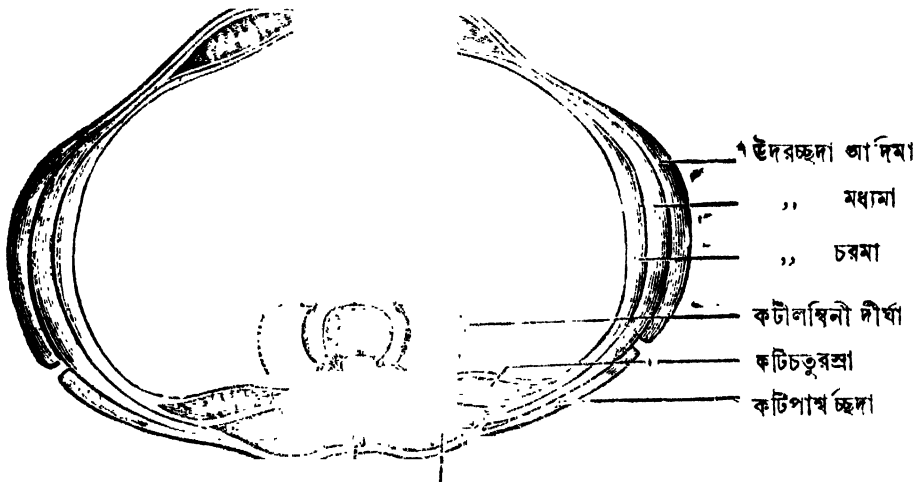
উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominis) নাম্নী দীর্ঘ ও মাংসল পেশী (৬০।৬১ চিত্র) মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে এক একটী করিয়া দণ্ডাকারে অবস্থিত। উহা উদরস্থ কাচ কালে উদরসেবনীর পার্শ্বে দণ্ডবৎ অবস্থিত থাকে বলিয়া ঐরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা নিম্নদিকে ভগাস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থান হইতে দুইটী কণ্ডরা দ্বারা উদ্ভূত হয়। পরে ঊর্দ্ধদিকে গিয়া মধ্যরেখাস্থ উদরসেবনী কণ্ডরার এক এক পার্শ্বে এবং ঊর্দ্ধদিকে পর্শুকা-তোরণের অদ্ধাংশে সংসক্ত। মধ্যমা উদরচ্ছদা পেশীর কলাকণ্ডরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হইয়া ঐ পেশীর কঞ্চুক স্বরূপ হইয়া থাকে। এই কঞ্চুকের মাঝে মাঝে 'অর্দ্ধেন্দুলেখা' নাম্নী তিনটী রেখা দেখা যায়। উহারা অনুপ্রস্থ ভাবে অবস্থিত, প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকার ও স্নায়ুসূত্রময়। আর এই উদরদণ্ডিকা পেশীর কঞ্চুক মধ্যে, উহার নিম্নাঙ্কের সম্মুখ ভাগে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বস্তিচূড়িকা (Pyramidalis) নামে একটী ক্ষুদ্র পেশী আছে। উহা ভগাস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থল হইতে উদ্ভূত হইয়া উদরসেবনীতে সংবদ্ধ হইয়াছে।

উদরদণ্ডিকার কার্য্য এবং প্রচেষ্টনী নাড়ী উদরচ্ছদা পেশীগুলির ন্যায়। বিশেষতঃ উহা সঙ্কুচিত হইয়া মধ্য শরীরকে সম্মুখের দিকে ধনুর ন্যায় নত করে। পেটে শূল ব্যথাদি হইলে উহা দণ্ডাকারে মধ্যরেখার উভয় দিকে শক্ত হইয়া উঠে। উদরসেবনী নাম্নী কণ্ডরাকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা বস্তিচূড়িকা পেশীর কার্য্য। উহার প্রচেষ্টনী নাড়ী দ্বাদশী উরসী নাড়ীর শাখা।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে কটিপার্শ্বে পৃষ্ঠের ও উদরের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার অবকাশের নাম 'কটিত্রিকোণ' (Lumbar Triangle of Petit)। উহার সম্মুখ সীমা আদিমা উদরচ্ছদার পশ্চিম ধারা, পশ্চিম সীমা কটিপার্শ্বচ্ছদার পার্শ্বের ধারা। ঐ দুই ধারা অধঃসীমাস্থিত শ্রোণিফলকের জঘনচূড়া প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া ত্রিকোণ নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহার ভূমি অভ্যন্তর ভাগে উদরচ্ছদা মধ্যমা এবং বাহ্যাবরণ ত্বক্‌ সহিত প্রাবরণী। এই ত্রিকোণে করাগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ক এবং বৃহদন্ত্রের অংশ পরীক্ষা করা যায়।

শ্রোণিচক্রের অভ্যন্তরস্থ পেশী।

শ্রোণিচক্রের প্রত্যেক পার্শ্বে পাঁচটী করিয়া পেশী আছে। উহারা শ্রোণিচক্রের অভ্যন্তরাচ্ছাদনী মাংসধরা কলা দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ কলার নাম শ্রোণিগুহান্তরীয়া (Pelvic fascia)। উহা উপরদিকে উদরান্তশ্ছদা কলার সহিত এবং নিম্নদিকে বস্তিগুহান্তরীয়া কলার সহিত মিলিত। উহার ঊর্দ্ধসীমা কটিবংশের সম্মুখভাগে জঘনধারাদ্বয়ে এবং অধঃসীমা বস্তিকণ্ঠিকায় ও ত্রিকাস্থির ঊর্দ্ধধারায় সংবদ্ধ। এইরূপে বিস্তৃত থাকিয়া ঐ কলা জঘনোদরের অন্তঃস্থিত শ্রোণিপক্ষিণী পেশীদ্বয়কে, পৃষ্ঠবংশের সম্মুখস্থ কটিলম্বিনী পেশীকে এবং কটিবংশের সম্মুখভাগকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। উহা বস্তিকণ্ঠিকার উভয়পার্শ্বে শ্রোণিগুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহ্যা অধিশ্রোণিকা নাম্নী স্থূল ধমনী ও সিরাকে ধারণ করে। ঐ কলা বঙ্ক্ষণ প্রদেশে বঙ্ক্ষণদরীর ভূমিভূত হইয়া উরুকঞ্চুকার সহিত মিলিত হয়।

শ্রোণিপক্ষিণী (Iliacus) নাম্নী মাংসল ও আয়ত পেশী (৫৬ চিত্র) শ্রোণিগুহার পক্ষভাগ পূরণ করিয়া থাকে। এই পেশী জঘনোদর, জঘনচূড়া, ত্রিকাস্থি পক্ষের একদেশ এবং কটিজঘনিকা ও ত্রিকজঘনিকা নাম্নী স্নায়ুদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়া দীর্ঘা কটিলম্বিনী পেশীর কণ্ডরার সহিত মিলিতমূল হইয়া যায়। পরে বঙ্ক্ষণিকা স্নায়ুরজ্জুর অধঃস্থিত বঙ্ক্ষণদরীর ভিতর দিয়া নির্গত হইয়া, উর্বস্থির লঘুশিখরকে সংবদ্ধ হয়। মধ্যকায়কে অবনমিত করা বা উরুকে ঊর্দ্ধ দিকে উত্তোলন করা এই পেশীর কার্য্য। ঔর্ব্বী নাম্নী নাড়ী দ্বারা উহা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

শ্রোণিগবাক্ষিণী অন্তঃস্থা (Obturator Internus) নাম্নী মাংসল পেশী শ্রোণিগবাক্ষ বিবরের অভ্যন্তর পরিধি এবং উহার আচ্ছাদনী কলা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উহা অংশতঃ কুকুন্দরকূটের অন্তঃপ্রদেশে সংলগ্ন হইয়া কুকুন্দরদ্বারের ভিতর দিয়া অধোদিকে যাইয়া উর্ব্বস্থির মহাশিখরকে সম্বদ্ধ হইয়াছে। এই পেশী বস্তিগুহার সম্মুখের প্রাচীর স্বরূপ। উর্ব্বস্থিকে বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করা উহার কার্য্য। পঞ্চমী অনুকটিকা এবং প্রথমা ও দ্বিতীয়া অনুত্রিকা নাড়ীর দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

গুড়িকা (Pyriformis) নাম্নী করিগুণ্ডাকার পেশী (৫৬ চিত্র) ত্রিকাস্থির সম্মুখ ভাগ হইতে তিনটী মূলের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া শ্রোণিফলকের গৃধ্রসীদ্বারের পরিধিস্থিত গুর্ব্বী ককুন্দরসংযোজনী স্নায়ুর সহিত সংসক্ত-মূল হয়। পরে গৃধ্রসীদ্বার পথে নির্গত হইয়া উর্বস্থির মহা-শিখরকে সংবদ্ধ হয়। এই পেশী উর্বস্থিকে বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করে এবং পরে বর্ণিত পেশীদ্বয় সহ ভূমিকে ধারণ করিয়া থাকে। প্রথমা ও দ্বিতীয়া অনুত্রিকা নাড়ী দ্বারা উহা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

পায়ুধারণী (Levator Ani) পেশী (৬১ চিত্র) হাতের অঙ্গুলির ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং পায়ুর এক এক পার্শ্বে অবস্থিত। উহা অপর দিকের সনামীয় পেশীর সহিত মধ্যরেখায় মিলিত হইয়া অঙ্গুলির ন্যায় আকারে পায়ু, বস্তি ও উপস্থমূল ধারণ করিয়া থাকে।

এই পেশী ভগাস্থির পশ্চাদ্দেশ, কুকুন্দর-কণ্টক ও বস্তিগুহান্তরীয়া কলা হইতে উদ্গত হইয়া ও পায়ুর চারিদিকে এবং স্ত্রীলোকদিগের যোনিরও চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া মলাধার-সেবনীতে ও অনুত্রিকাস্থির অগ্রভাগে সংলগ্ন হয়। গুহ্য, উপস্থ ও বস্তি ধারণ করা এবং পায়ুসংকোচনী পেশীর সহায়তায় পায়ুকর্ষণ করা এই পেশীর কার্য্য। চতুর্থী অনু-ত্রিকা নাড়ী এবং গুদোপস্থিকা নাড়ীর শাখাদ্বয়ের দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

অনুত্রিকিণী (Coccygeus) পেশী পূর্ব্বোক্ত পেশীর সহকারিণী এবং পশ্চাদ্বর্ত্তিনী। এই পেশী শ্রোণিফলকের কুকুন্দরকণ্টক, ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকা-স্থির সন্ধিস্থান এবং ত্রিককুকুন্দরিকা লঘ্বী নাম্নী স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া অনুত্রিকাস্থির সম্মুখ ভাগে ও এক এক দিকে ত্রিকাস্থির মূলে সম্বদ্ধ। ইহা পশ্চাদ্ভাগে অনুত্রিকা-স্থিকে ধারণ এবং বস্তিগুহদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। চতুর্থী ও পঞ্চমী অনুত্রিকা নাড়ীর শাখা সকলের দ্বারা ইহা প্রচেষ্টিত হয়।

শ্রোণিচক্রের অভ্যন্তরে এক এক দিকে পাঁচটী করিয়া পেশীর বিষয় বলা হইল। উহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনটী উরুবন্ধনের জন্য বহির্নির্গত। শেষ দুইটী বাহ্য গুদ-সংকোচনী নাম্নী পেশীর সহিত মিলিত হইয়া বস্তিগুহাদ্বারের নিম্নদিকের আচ্ছাদন স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে বস্তিগুহার অভ্যন্তর ভাগের আচ্ছাদনী বস্তিগুহান্তরীয়া কলা (Endopelvic part of Pelvic fascia) দ্রষ্টব্য। উহা উর্দ্ধ দিকে বস্তিকণ্ঠিকা নাম্নী রেখায় এবং নিম্নদিকে বস্তিগুহাদ্বারের চতুর্দ্দিকে সংসক্ত। বাহ্য, মধ্য ও আভ্যন্তর ভেদে উহার তিনটী ভাগ। তন্মধ্যে বাহ্যভাগ এক এক পার্শ্বে শোণিগবাক্ষিণী অন্তঃস্থা নাম্নী পেশীকে আচ্ছাদন করিয়া অধোদিকে প্রসৃত হয় এবং কুকুন্দরাস্থির পিণ্ডপৃষ্ঠে সংসক্ত হইয়া 'অন্ত-কুকুন্দরিকা' নাম্নী সুরঙ্গা রচনা করিয়া থাকে। এই সুরঙ্গা গুদোপস্থিকা নাম্নী নাড়ী, সিরা ও ধমনী ধারণের জন্য। এই বাহ্য ভাগেই বস্তিগুহাদ্বারের আচ্ছাদনী ত্রিকোণ-প্রাবরণী নাম্নী কলার উত্তরস্তর সংসক্ত হইয়া থাকে। মধ্যভাগ দুইটী স্তরের দ্বারা পায়ুধারণী পেশীদ্বয়কে আচ্ছাদন ও ধারণ করিয়া থাকে। আভ্যন্তর ভাগ পায়ু, বস্তি, পৌরুষগ্রন্থি এবং শুক্রধারিকাদ্বয়কে বেষ্টন পূর্ব্বক ধারণ করে।

পূর্ব্বোক্ত পেশীগুলি দ্বারা আচ্ছাদিত বস্তিগুহাদ্বারের চতুষ্কোণ তলদেশকে **মূলাধারপীঠ** বা **মূলাধার চতুরস্র** (Perineum or Perenial quadrangle) বলে। উহার নিম্নলিখিত সীমাগুলি অস্থি ও স্নায়ু নির্ম্মিত। যথা, সম্মুখ সীমা—ভগাস্থি সন্ধানের নিম্ন ও প্রায় ত্রিকোণাকার; ইহার নাম ভগতোরণ। উহার এক এক পার্শ্বসীমা—ভগাস্থি ও কুকুন্দরাস্থির পরস্পর সংসক্ত নিম্ন-শৃঙ্গদ্বয়, কুকুন্দরপিণ্ড এবং ত্রিককুকুন্দরিকা গুর্ব্বী নাম্নী স্নায়ুরজ্জু। পশ্চিমসীমা—অনুত্রিকাগ্র। লৌকিক দৃষ্টিতে মলাধারপীঠের ত্বক্ মাংসনির্ম্মিত সীমা—সম্মুখদিকে পুরুষের অণ্ডকোষ ও স্ত্রীলোকের যোনি, উভয়দিকে বঙ্ক্ষণদ্বয় এবং পশ্চাতে নিতম্বদ্বয়।

বর্ণনা সৌকর্য্যার্থ এই মলাধার-চতুরস্রকে কুকুন্দর-পিণ্ডদ্বয়ের সংযোজনী কল্পিত রেখা দ্বারা ত্রিকোণদ্বয়ে বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে সম্মুখস্থ ত্রিকোণের নাম ঔপস্থিক ত্রিকোণ (Urogenital Triangle)। এই ত্রিকোণ স্ত্রীপুরুষের উপস্থ ধারণ করিয়া থাকে। পশ্চাতের ত্রিকোণের নাম পায়বা ত্রিকোণ (Anal Triangle)। ইহা পায়ু ধারণ করিয়া থাকে। পায়ু ও উপস্থের মধ্যে যে স্বাভাবিক সামস্থী রেখা থাকে

(৬২ চিত্র)

শিশ্ন-গুদ-মূলাধারস্থানের পেশী সমূহ
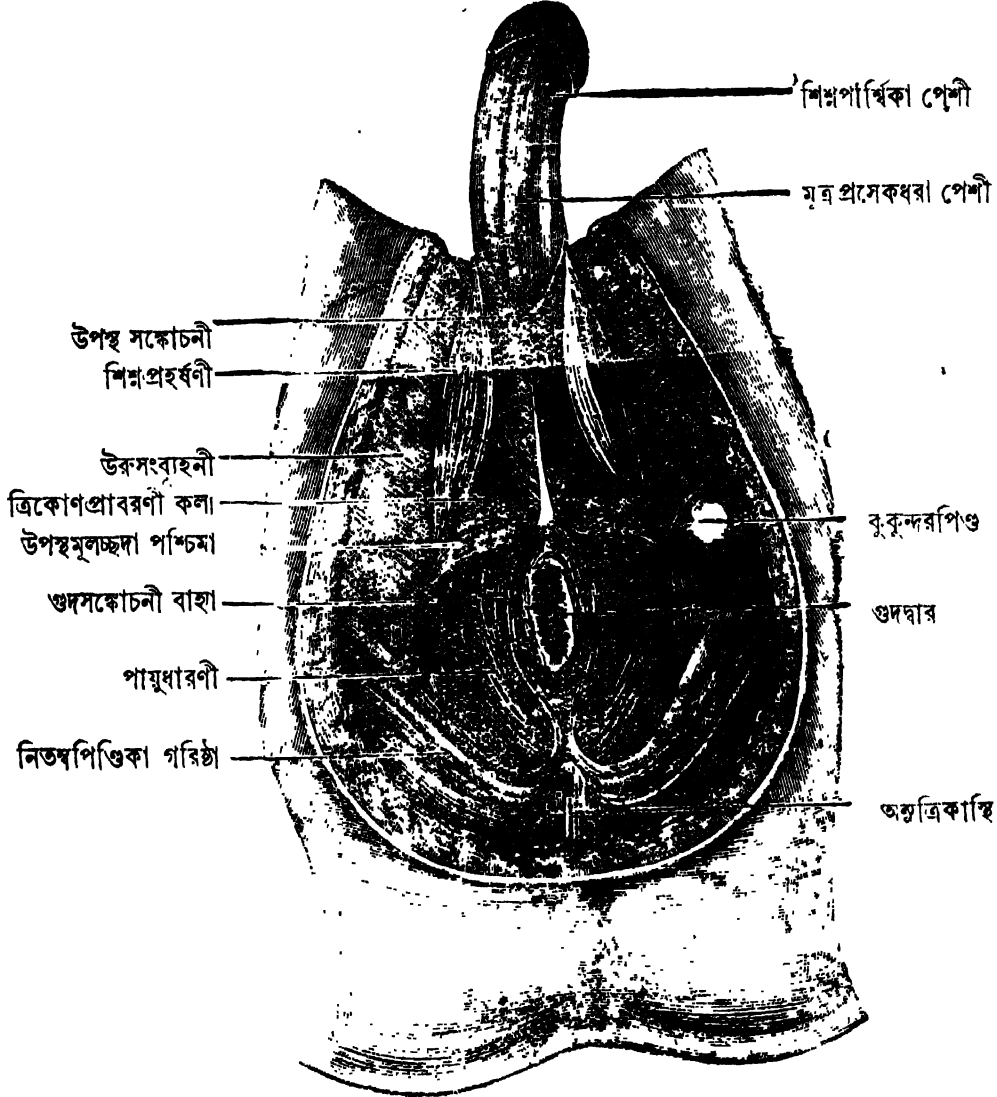
দেখা যায়, উহার নাম মূলাধার সেবনী বা সেবনী (Perineal Raphe)। উহার ঊর্দ্ধস্থিত সঙ্কোচক গুরা সেবনী-সূত্রিকা নামে অভিহিত।

এই প্রসঙ্গে ভগন্দর রোগের আয়তন গুদকৌকুন্দর খাত (Ischio-rectal fossa) সম্বন্ধে কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা উচিত। উহা গুহ্যদেশের এক এক দিকে ত্রিকোণ গর্ত্তের ন্যায় এবং ভিতরে কলা দ্বারা আবৃত ও মেদঃপূর্ণ। উহার মধ্যরেখাভিমুখী সীমা গুদসঙ্কোচনী বাহ্যা নাম্নী পেশী এবং গুদবেষ্টনা কলা। পার্শ্বসীমা কুকুন্দরপিণ্ড এবং বস্তিগুহ্যা-ন্তরীয়া কলা। পশ্চিম সীমা ত্রিবকুকুন্দরিকা গুর্ব্বী নাম্নী স্নায়ুরজ্জু এবং নিতম্বপিণ্ডিকা গুরু নাম্নী পেশী। এই খাতে গুদোপস্থিকা নাম্নী সিরা ও ধমনী থাকে। কুকুন্দরপিণ্ডের ক্রোড়দেশে স্নায়ুময় সুরঙ্গায় গুদোপস্থিকা নাড়ী, ধমনী ও সিরা অবস্থিতি করে।

মূলাধার চতুরস্রের পেশী সমূহ।

মূলাধার চতুরস্রের সম্মুখার্দ্ধ ঔপস্থিক-ত্রিকোণে সাতটী এবং পশ্চিমার্দ্ধ পায়ব্যত্রিকোণে দুইটী পেশী আছে। তন্মধ্যে ঔপস্থিক-ত্রিকোণে -**উপস্থ-সঙ্কোচনী** (Bulbo-cavernosus) নাম্নী উপস্থপার্শ্বস্থিত দুইটী পেশী (৬২ চিত্র) শিশ্নমূলের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত এবং সেবনীসূত্রিকায় পরস্পর সংসক্ত হইয়া শিশ্নমূল বেষ্টন করিয়া থাকে। মূত্রত্যাগের পরে মূত্রনলীর সঙ্কোচ করাই উহাদিগের কার্য্য—ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত পেশীদ্বয় স্ত্রীলোকের যোনিদ্বার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া ঐরূপ যোনিসঙ্কোচন কার্য্য করিয়া থাকে। গুদোপস্থিকা নাড়ীর শাখাদ্বয় দ্বারা উহারা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

শিশ্নপ্রহর্ষিণী (Ischio-Cavarnosus, নাম্নী দুইটী পেশী (৬২ চিত্র) কুকুন্দরাস্থিপিণ্ডের নিম্নস্থিত শৃঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুরুষের শিশ্নমূলের উভয়দিকে সংবদ্ধ। উহারা ক্ষুদ্রতর আকারে স্ত্রীলোকের ভগশিশ্নিকার উভয়দিকে ভগশীর্ষকে সংসক্ত। নামের দ্বারা উহাদের কার্য্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে উহাদের প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

উপস্থমূলচ্ছদ অগ্রিমা ও পশ্চিমা

(Transversus Pereneii and Profundus) দুইটী পেশীর (৬২ চিত্র) মধ্যে অগ্রিমা উপরের দিকে অবস্থিত। উহা কুকুন্দরপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া গুহ্যদ্বারের সম্মুখস্থ সেবনীতে সম্বদ্ধ। আর পশ্চিমা পেশী গম্ভীরা এবং কুকুন্দরাস্থির নিম্নস্থিত শৃঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রভাগে উপস্থমূলে মধ্যরেখাগত সেবনীকণ্ডরায় সংসক্ত। এই দুইটী পেশীর মধ্যে যে নাড়ী ও সিরাদিধরা স্তরদ্বয়যুক্ত ত্রিকোণপ্রাবরণী নাম্নী কলা আছে, তাহার বিষয় নিম্নে বলা যাইবে। সেবনী-সংবদ্ধ অন্যান্য পেশী-দিগের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ সেবনীকে উর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করাই উহাদের কার্য্য। গুদোপস্থিকা নাড়ীদ্বয়ের শাখা সমূহ দ্বারা উহারা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

মূত্রদ্বার সঙ্কোচনী (Sphincter Urethrae membranacae) নাম্নী পেশী মূত্রস্রোতের কলাময় ভাগের উভয়দিকে সংবদ্ধ। উহার বাহ্যমূল এক এক দিকে কুকুন্দরাস্থির অধর শৃঙ্গে সংসক্ত। নামের দ্বারাই উহার ক্রিয়ার বিষয় বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

এই প্রসঙ্গে ত্রিকোণপ্রাবরণী নাম্নী (৬২ চিত্র) ঔপস্থিক ত্রিকোণের আচ্ছাদনী কলার বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। উহা সাধারণী গম্ভীর প্রাবরণীর অংশভূত এবং স্তরদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া পশ্চিমা উপস্থমূলচ্ছদা পেশীকে ধারণ করিয়া থাকে। উহার অন্তরালে গম্ভীরা উপস্থ-পৃষ্ঠিকা নাম্নী সিরা ও নাড়ী, মূত্রস্রোতের কলাময় ভাগ, মূত্রদ্বারসঙ্কোচনী পেশী, গুদোপস্থিকা নাম্নী মূত্রস্রোতোগামিনী সূক্ষ্ম সিরা, ধমনী ও গ্রন্থি সমূহ দ্রষ্টব্য। এই কলার উত্তর স্তর বস্তিগুহ্যান্তরীয়া কলার বাহ্যভাগের সহিত উভয় পার্শ্বে মিলিত।

এক্ষণে পায়ব্য ত্রিকোণের দুইটি পেশীর বিষয় বলা হইতেছে। উহাদের নাম—**গুদসঙ্কোচনী বাহ্যা ও অন্তঃস্থা** (Sphincter Ani externus and internus) (৬২ চিত্র)। তন্মধ্যে বাহ্যা গুদৌষ্ঠের উভয় পার্শ্বে অঙ্গুলির আকারে অবস্থিত। উহা পশ্চাদ্ভাগে অনুত্রিকাগ্র হইতে উদ্ভূত হইয়া ও গুহ্যদেশের উভয়দিকে বিস্তৃত থাকিয়া, সেবনী-সূত্রিকায় সংবদ্ধ। উহার ত্বকের নিম্নস্থিত অংশকে কেহ কেহ গুদত্বক্‌সঙ্কোচনী নাম্নী পৃথক্ পেশী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

গুদসঙ্কোচনী অন্তঃস্থা পেশী পূর্ব্বোক্ত পেশীর দুই অঙ্গুলি উপরে গুহ্যদেশের নিম্নাংশ বেষ্টন করিয়া চক্রাকারে অবস্থিত। উহা স্বতন্ত্র মাংসতন্তুবহুল এবং বিশেষভাবে গুহ্যদেশকে সংবৃত করিয়া থাকে।

নামের দ্বারাই উহাদের কার্য্যের বিষয় বুঝা যায়। নিয়ত সঙ্কুচিত থাকাই উহাদের বিশেষত্ব। বাহ্যা পেশীর প্রচেষ্টনী নাড়ী গুদোপস্থিকা নাড়ীর শাখাদ্বয়; আর গুহ্য দেশের প্রচেষ্টনী নাড়ীই অন্তঃস্থার প্রচেষ্টনী।

গুদবর্ণন প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদকারগণ বর্ণিত গুদবলিত্রয়ের বিষয় বিস্তারিতরূপে বলা যাইবে।

এই পর্য্যন্ত মধ্যশরীরের একশত এগারটী পেশীর বিষয় বলা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

উদ্ধ্বশাখার পেশী সমূহ।

অক্ষকাস্থির সহিত সংযুক্ত অংসফলকের নাম অংসচক্র। অংসচক্র দৃঢ় স্নায়ু সমূহ দ্বারা উভয় অস্থির মধ্যে পরস্পর এবং প্রগণ্ডাস্থির সহিত সংযুক্ত। অংসচক্র সহিত সমগ্র বাহুর **উর্দ্ধ শাখা** সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; যেহেতু, অংসচক্রের সহিত বাহুর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং অংসপেশী সমূহের বহুলভাবে বাহুস্থিত পেশীতে অনুপ্রবেশ ও প্রগণ্ডাস্থিতে নিবেশ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পৃষ্ঠের দশটী পেশী উর্দ্ধশাখার পেশীর মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল পেশী উর্দ্ধশাখার পেশীর সহিত গণনা করা হয় নাই, কারণ উহাদের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং উহারা প্রধানতঃ মধ্যকায়কে আশ্রয় করিয়া আছে। কেবল প্রধান অংসপেশীগুলি এই প্রসঙ্গে গণনা করা হইয়াছে, কারণ উহাদিগের বিষয় পূর্ব্বে বলা হয় নাই এবং উহারা প্রধানতঃ বাহুকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই হেতু, এক এক উর্দ্ধশাখায় ৫৯টী পেশী দেখা যাইলেও গণনা কালে প্রত্যেক শাখায় দশটী পেশী বর্জ্জন করিয়া পেশীর সংখ্যা ৪৯টী অর্থাৎ উভয় শাখায় ৯৮টী ধরা হইয়াছে।

বর্ণনার সুবিধার জন্য পূর্ব্বোক্ত ৫৯টী পেশীকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

উর্দ্ধশাখা ও পৃষ্ঠের সংযোজনী, চারিটী, উর্দ্ধশাখা ও বক্ষের সংযোজনী চারিটী। অংস ও গ্রীবার সংযোজনী দুইটী। অংস ও বাহুর সংযোজনী সাতটী। প্রগণ্ডে তিনটী, প্রকোষ্ঠে কুড়িটী, করে উনিশটী।

(১) তন্মধ্যে উর্দ্ধশাখার সহিত পৃষ্ঠের সংযোজনী চারিটী পেশী যথা—পৃষ্ঠচ্ছদা, কটিপার্শ্বচ্ছদা, অংসপ্রকর্ষণী গুর্ব্বী ও লঘ্বী। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী বাহু ও পৃষ্ঠ সংযোজনী এবং শেষের দুইটী অংস ও পৃষ্ঠ সংযোজনী। পৃষ্ঠ-পেশী বর্ণন প্রসঙ্গে উহাদিগের বিষয় বলা হইয়াছে।

(২) উর্দ্ধশাখার সহিত বক্ষঃস্থলের সংযোজনী চারিটী পেশী যথা—উরশ্ছদা গুর্ব্বী ও লঘ্বী, অক্ষকাধরা, অগ্রিমারিত্রা। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী বক্ষঃস্থল ও বাহুর সংযোজনী, তৃতীয়টী বক্ষঃ ও অক্ষকাস্থির সংযোজনী এবং চতুর্থটী বক্ষঃ ও অংসফলকের সংযোজনী। বক্ষঃস্থলের পেশী বর্ণন প্রসঙ্গে উহাদিগের বিষয় বলা হইয়াছে।

(৩) গ্রীবা ও অংস সংযোজনী দুইটী পেশী, যথা অংসোন্নমনী ও অংসকণ্ঠিকা। উহারা যথাক্রমে সম্মুখ দিকে ও পশ্চাদ্দিকে অংসফলককে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া ধারণ করিয়া রাখে। গ্রীবাপেশী প্রসঙ্গে উহাদের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত দশটী পেশী এইস্থলে উর্দ্ধশাখার পেশী সমষ্টির মধ্যে ধরা হইবে না।

প্রধান অংসপেশী সমূহ।

সাতটী পেশী অংস ও বাহুর সংযোজন করে। যথা—

অংসচ্ছদা (বা অংসপিণ্ডিকা)—(Deltoid) নাম্নী বাহুমূলচ্ছাদিনী স্থূল ও মাংসল পেশী (৬৩ চিত্র) বাহুসন্ধি আবৃত করিয়া অবস্থিত। উহা বাহুকঞ্চুক' নাম্নী দৃঢ় প্রাবরণী দ্বারা রক্ষিত। এই পেশী অক্ষকাস্থির পার্শ্বিক ভাগের অর্দ্ধাংশ এবং অংসফলকের কূট ও প্রাচীর হইতে উদ্ভূত এবং তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তৃত হইয়া স্থূল কণ্ডরাময় মূলের দ্বারা প্রগণ্ডাস্থির মধ্যনলকের পার্শ্বে সম্বদ্ধ। মধ্যকায়ের সহিত সমকোণ করিয়া বাহু উন্নত করা এবং সামান্য পরিমাণে নিম্নদিকে আকর্ষণ করা এই পেশীর কার্য্য। পঞ্চমী ও ষষ্ঠী অনুগ্রীবিকা নাড়ীর অনুকক্ষা নাম্নী নাড়ী দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

অংসান্তরিকা (Subscapularis) নাম্নী পেশী (৫৮ চিত্র) অংসফলকের অংসকপালিকার উদর হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রগণ্ডাস্থির লঘুপিণ্ডকে সম্বদ্ধ হয়। প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড মধ্যরেখার দিকে ও পৃষ্ঠের দিকে বিবর্ত্তন করা ইহার কার্য্য। 'অন্বংসিকা' নাড়ী ইহার প্রচেষ্টনী।

(৬৩ চিত্র)

অংস-প্রগণ্ডীয় পেশী সমূহ।
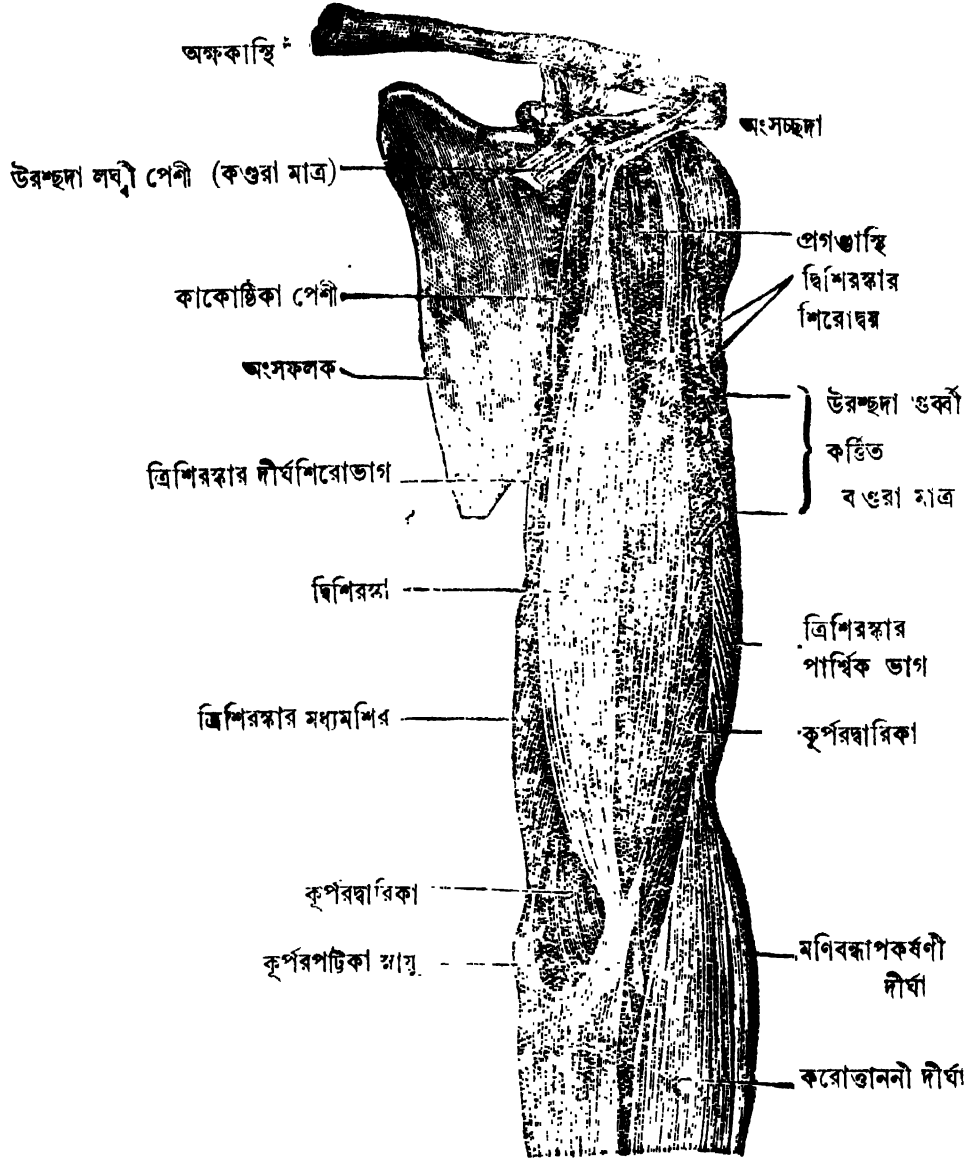
অংসপৃষ্ঠিকা উত্তরা (Supraspinatus) ও **অধরা** (Infraspinatus) নাম্নী দুইটী পেশী যথাক্রমে অংসফলকের উর্দ্ধদেশে ও নিম্নদেশে অবস্থিত (৬৪ চিত্র) উহারা অংসকপালিকার পৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রগণ্ডাস্থির মহাপিণ্ডকে সম্বন্ধ। তন্মধ্যে প্রথমটী বাহু উত্তোলন করে, দ্বিতীয়টী বাহুকে বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করে। অধ্যাংসিকা নাম্নী নাড়ী উভয়ের প্রচেষ্টনী।

অংসাধরিকা গুর্বী ও লঘ্বী (Teres Major and Minor) নাম্নী দুইটী পেশী অংসফলকের কক্ষানুগাধারার উত্তরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রগণ্ডাস্থির মহাপিণ্ডকে সংবদ্ধ (৬৪ চিত্র)। প্রগণ্ডাস্থিকে বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করা এবং পৃষ্ঠের দিকে আকর্ষণ করা এই পেশীর কার্য্য। প্রথমার প্রচেষ্টনী নাড়ী অন্বংসিকা এবং দ্বিতীয়ার পঞ্চমী অনুগ্রীবিকা।

কাকোষ্ঠিকা (Coraco-brachialis) নাম্নী পেশী অংসফলকের তুণ্ড হইতে উদ্ভূত প্রগণ্ডাস্থির মধ্যনলকের অন্তঃসীমায় সংবদ্ধ (৬৩ চিত্র)। উহা বাহুকে সম্মুখদিকে বিবর্ত্তিত এবং বক্ষের দিকে আকর্ষণ করে। পেশী-ত্বগস্তিকা বাহবী নাম্নী নাড়ী দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

(৬৪

অংস-বাহু-পৃষ্ঠগ পেশী সমূহ
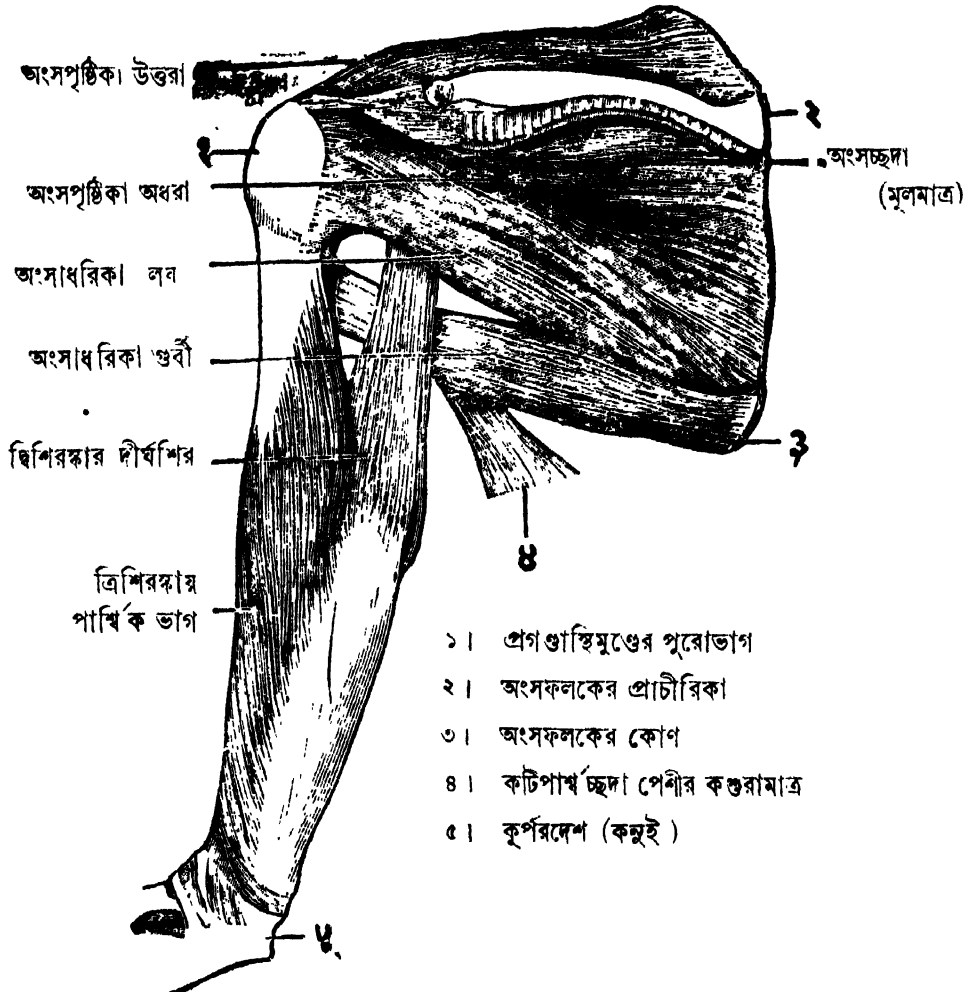
কক্ষাদরী।

এই প্রসঙ্গে কক্ষান্তঃস্থিত মন্দিরচূড়াকার গহ্বর কক্ষাদরী বা কক্ষাকুহরের বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। উহার শীর্ষদেশ গ্রীবামূলের দিকে এবং অক্ষকাস্থি, অংসফলক ও প্রথমা পর্শুকার অন্তরালে অবস্থিত। কক্ষাধরা নাম্নী ধমনী ও সিরা এবং কক্ষানুগা নাম্নী নাড়ী-প্রবেণী উহার ভিতর দিয়া গমন করিয়া থাকে। উহার তলদেশ ত্রিকোণাকার, উরঃপার্শ্বের দিকে বিস্তৃত এবং বাহু পার্শ্বে ক্ষুদ্র কোণাকারে অবস্থিত। উহা কক্ষপ্রচ্ছদা নাম্নী গম্ভীরা প্রাবরণী দ্বারা আবৃত। উহার সম্মুখের প্রাচীর উরশ্ছদা নাম্নী দুইটী পেশী দ্বারা নির্ম্মিত; পশ্চিম প্রাচীর অংসান্তরিকা, অংসাধরিকা ও কটিপার্শ্বচ্ছদা সংজ্ঞক পেশী-ত্রয়ের দ্বারা নির্ম্মিত। উহার অন্তঃসীমায় প্রথম চারিখানি পর্শুকা এবং তদন্তরালস্থ পেশী সমূহ ও অগ্রিমারিত্রা পেশী দেখা যায়। আর বহিঃসীমায় প্রগণ্ডাস্থির ঊর্দ্ধভাগ এবং দ্বিশিরস্কা ও কাকোষ্ঠিকা পেশী দেখা যায়।

কক্ষাদরীতে দ্রষ্টব্য—কক্ষাধরা নাম্নী সিরা ও ধমনী, শাখা প্রশাখা সহিত কক্ষানুগা নাড়ী-প্রবেণী, বহু লসীকা গ্রন্থি এবং উহাদের অন্তরাল পূরণকারী মেদোরাশি।

প্রগণ্ডীয় পেশী সমূহ।

প্রগণ্ডীয় পেশী তিনটী। যথা—

দ্বিশিরস্কা বাহবী (Biceps Brachialis) নাম্নী পেশী প্রগণ্ডের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত এবং দুইটী মূল দ্বারা উদ্ভূত (৬৩।৬৫ চিত্র)। আয়ুর্ব্বেদকারগণ ইহাকে বাহুপিণ্ডিকা নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার দৃঢ় কণ্ডরাময়ী দীর্ঘশিখা অংসফলকের অংসকূটশিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া, অংসোদূখলিক নামক স্নায়ুকোষ ভেদ করিয়া অধোদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। হ্রস্বশিখা অংসতুণ্ড হইতে কাকোষ্ঠিকা পেশীর সহিত একযোগে উদ্ভূত হইয়া, বাহু মধ্যে দীর্ঘ শিখার অনুবর্ত্তন করে। উভয় শিখা ক্রমে কূর্পর পর্য্যন্ত মাংসলীভূত ও মিলিত হইয়া একটী কণ্ডরাস্ত দ্বারা বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের সম্মুখস্থ অর্ব্বুদ নামক উৎসেধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তির্য্যগ্ভাবে অবস্থিত ও দুই অঙ্গুলি আয়ত কূর্পরপট্টিকা নাম্নী স্নায়ুময়ী প্রাবরণী দ্বারা উহা ঐ স্থানে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। বাহবী নাম্নী ধমনী ও উহার অগ্রশাখা উক্ত প্রাবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। কূর্পরসন্ধির উপর বাহু সঙ্কুচিত করা এই পেশীর কার্য্য। পঞ্চমী ও ষষ্ঠী অনুগ্রীবিকা নাড়ী, পেশীত্বগন্তিকা বাহবী নাম্নী নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া এই পেশীকে চেষ্টাশীল করে।

কূর্পর বাহিকা (Brachialis) নাম্নী মাংসলা পেশী দ্বিশিরস্কার পশ্চাতের অন্তঃসীমায় অবস্থিত (৬৭ চিত্র)। উহা প্রগণ্ডাস্থির নিম্নার্দ্ধের সম্মুখ ভাগ হইতে উদ্ভূত হইয়া, পরে কূর্পরসন্ধিকে আচ্ছাদিত করিয়া অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চঞ্চু-প্রবর্দ্ধনে সংবদ্ধ হয়। উহার কার্য্য পূর্ব্ববৎ। বহির্বাহুকা ও পেশীত্বগন্তিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

ত্রিশিরস্কা (Triceps Brachii) নাম্নী দীর্ঘ ও মাংসল পেশী প্রগণ্ডাস্থির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত (৬৭ চিত্র)। উহার তিনটী মাংসল মস্তক আছে। তন্মধ্যে উহার দুই পার্শ্বের দুইটী মস্তক প্রগণ্ডাস্থির মধ্যনলকের পৃষ্ঠস্থ সীতার উভয় তট হইতে উদ্ভূত। আর মধ্যস্থিত দীর্ঘতম মস্তক অংসফলকের অংসপীঠের নিম্ন প্রদেশ হইতে উদ্ভূত। উহারা বাহুপৃষ্ঠে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এক হইয়াছে এবং কলাকণ্ডরা দ্বারা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূর্পরকূটপৃষ্ঠে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাহুকে প্রসারণ করিয়া কূর্পরসন্ধিতে সরল করা এই পেশীর কার্য্য। বহির্বাহুকা নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

প্রকোষ্ঠীয় পেশী সমূহ।

সম্মুখে আটটী ও পশ্চাদ্ভাগে বারটী—মোট কুড়িটী পেশী এক এক প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। সম্মুখস্থ আটটী পেশীর মধ্যে পাঁচটী উত্তানা ও তিনটী গম্ভীরা। পশ্চাদ্ভাগের বারটী পেশীর মধ্যে সাতটী উত্তানা এবং পাঁচটী গম্ভীরা। যথা—

(প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ উত্তান পেশী সমূহ)

করবিবর্ত্তনী দীর্ঘা (Pronator Teres) নাম্নী পেশী (৬৫ চিত্র) প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তস্থিত আন্তরার্ব্বুদ হইতে ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনের অন্তঃ

(৬৫ চিত্র)

বাম প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ উত্তান পেশী সমূহ।
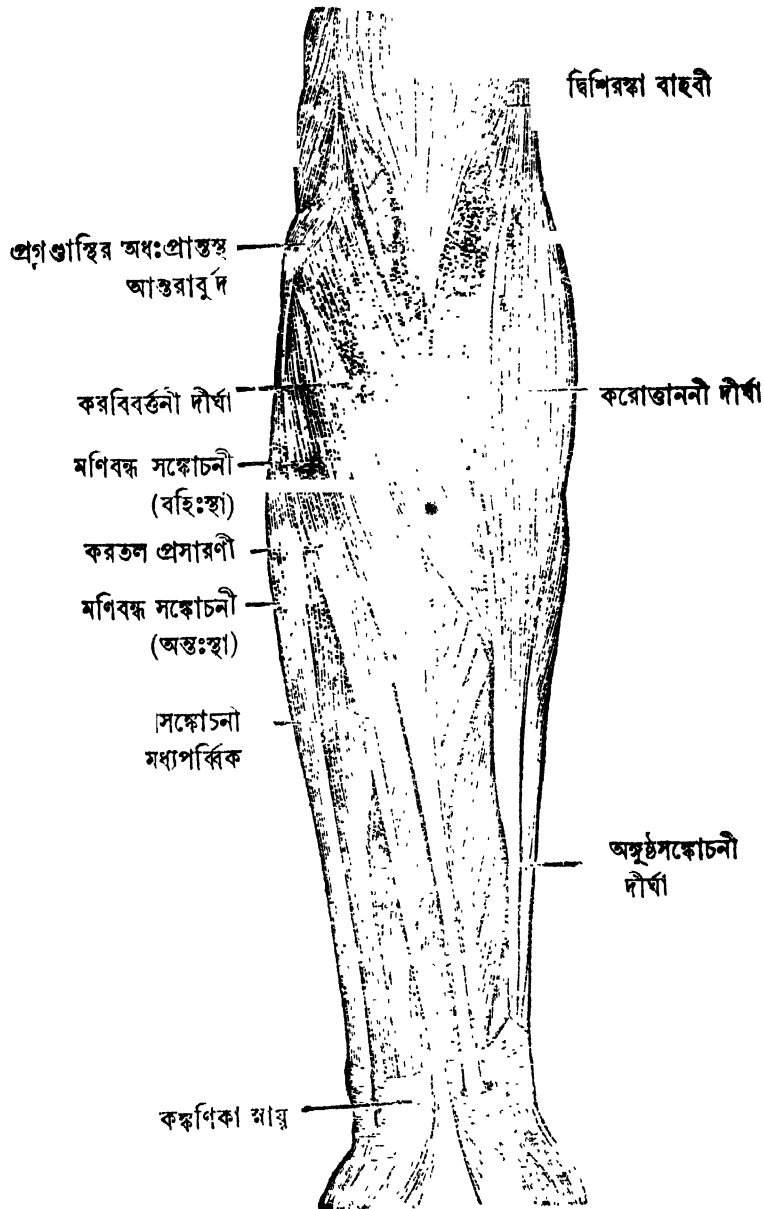
সীমা হইতে দুইটী মূলের দ্বারা উদ্ভূত ও তির্য্যগ্‌ ভাবে বিস্তৃত হইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মধ্যভাগে পশ্চাদ্দিকে সংবদ্ধ। হস্তের বিবর্ত্তন করিয়া করপৃষ্ঠকে সম্মুখে আনা উহার কার্য্য। উহার মূলদ্বয়ের অন্তরালে প্রবিষ্ট মধ্যকোষ্ঠিকা নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

মণিবন্ধ সঙ্কোচনী বহিঃস্থা। (Flexor Carpi Radialis) নাম্নী পেশী (৬৫ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর অন্তঃসীমায় অবস্থিত। উহা প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তস্থিত আন্তরার্ব্বুদ হইতে পাঁচটী পেশীর সাধারণ কণ্ডরা-মূলের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া তর্জ্জনীমূলশলাকার মূলের সম্মুখ

(৬৬ চিত্র)

বাম প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ গম্ভীর পেশী সমূহ।
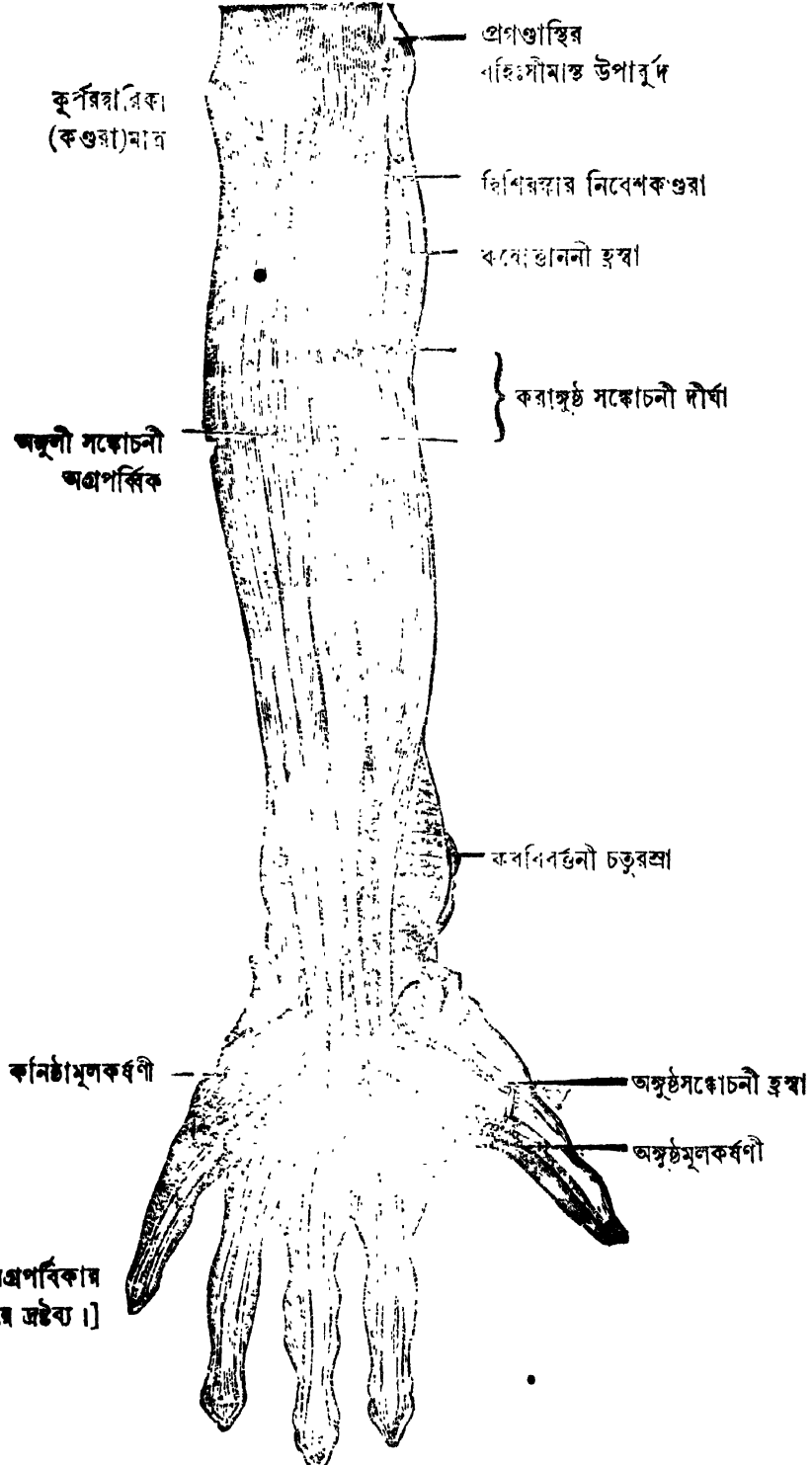
ভাগে সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

করতল প্রসারণী (Palmaris Longus) নাম্নী সরু ও লম্বা পেশী (৬৫ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর অন্তঃসীমায় অবস্থিত। উহার প্রভবস্থান পূর্ব্ববৎ এবং নিবেশস্থান কঙ্কণিকা স্নায়ু ও করতলিকা স্নায়ু নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়।

মণিবন্ধ সঙ্কোচনী অন্তঃস্থা (Flexor Carpi Ulnaris) নাম্নী দীর্ঘ মাংসলা পেশী (৬৫ চিত্র) প্রকোষ্ঠের চরম অন্তঃসীমায় অবস্থিত। উহা একটী মূলের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায় উদ্ভূত এবং অন্য মূলের দ্বারা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূর্পরকূটের অন্তঃসীমা হইতে ও ঊর্দ্ধপ্রান্তের পশ্চিম ধারার্দ্ধ হইতে উদ্ভূত। অঙ্কুশক ও বর্ত্তুলক নামক দুইখানি কূর্চ্চাস্থি, পঞ্চম মূলশলাকা ও কঙ্কণিকা স্নায়ু উহার নিবেশ স্থান। নামের দ্বারাই ইহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী অন্তঃপ্রকোষ্ঠিকা।

অঙ্গুলীসঙ্কোচনী মধ্যপর্ব্বিকা (Flexor Sublimis Digitorum) নাম্নী স্থূল পেশী (৬৫ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশী চতুষ্টয়ের দ্বারা আবৃত। ইহা তিনটী মূলের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটী মূল পূর্ব্বোক্ত পেশী চতুষ্টয়ের মূলের সহিত মিলিত হইয়া প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্ত হইতে উদ্ভূত। অপর মূলদ্বয় অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ও বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধ প্রান্ত হইতে উদ্ভূত। এই তিনটী মূল-মিলিত হইয়া পেশীর মধ্যভাগে এক হইলেও শেষে উহা পুনরায় চারিটী কণ্ডরায় বিভক্ত হয়। এই সকল কণ্ডরার নিবেশ স্থান চারিটী অঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব গুলির উভয় পার্শ্ব। ঐ সকল কণ্ডরাকে ভেদ করিয়া অঙ্গুলী সঙ্কোচনী অগ্রপর্ব্বিকার কণ্ডরাগুলি অঙ্গুলিচতুষ্টয়ের অগ্রপর্ব্বে সংলগ্ন হয়। অঙ্গুলি চতুষ্টয়কে মধ্যপর্ব্বে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত করা এই পেশীর কার্য্য। মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী ইহার প্রচেষ্টনী।

(প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ গম্ভীর পেশী সমূহ)

অঙ্গুলীসঙ্কোচনী অগ্রপর্ব্বিকা—(Flexor Profundus Digitorum) নাম্নী স্থূলমূলা পেশী (৬৬ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী পেশীর দ্বারা আবৃত এবং প্রকোষ্ঠের অন্তঃসীমায় অবস্থিত। উহা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনের মূলদেশ ও মধ্য নলকের সম্মুখ ত্রিচতুর্থাংশ এবং প্রকোষ্ঠান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত হইয়া পরে কণ্ডরা চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে। এই কণ্ডরাগুলি অঙ্গুলীসঙ্কোচনী মধ্যপর্ব্বিকা পেশীর কণ্ডরা চতুষ্টয়কে ভেদ করিয়া ঐ অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের অগ্রপর্ব্বগুলিতে সম্বদ্ধ। এই পেশীর কার্য্য অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব আকর্ষণ করিয়া অঙ্গুলিসঙ্কোচন করা। অন্তঃপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী এবং অগ্রিম প্রকোষ্ঠান্তরালা নাড়ীর মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাম্নী শাখা দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

অঙ্গুলী সঙ্কোচনী দীর্ঘা (Flexor Pollicis Longus) নাম্নী পেশী (৬৫ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর সহকারিণী এবং প্রকোষ্ঠের বহিঃসীমায় অবস্থিত। উহা বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উত্তরার্দ্ধের সম্মুখভাগ ও প্রকোষ্ঠান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত হইয়া অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব্বের মূলে দীর্ঘ কণ্ডরা দ্বারা সম্বদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। উহার প্রচেষ্টনী নাড়ী মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ীর অগ্রিম প্রকোষ্ঠান্তরালা নাম্নী শাখা।

করবিবর্ত্তনী চতুরস্রা (Pronator Quadratus) নামে আয়ত, হ্রস্ব, চতুষ্কোণাকার ও গভীরতম পেশী (৬৬ চিত্র) প্রকোষ্ঠের অধঃপ্রান্তের সম্মুখ ভাগে অনুপ্রস্থভাবে আয়ত এবং উভয় প্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তে তির্য্যগ্ ভাবে সংবদ্ধ। উহার কার্য্য করপৃষ্ঠকে সম্মুখে আনয়ন করা। মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ীর অগ্রিমা প্রকোষ্ঠান্তরালা নাম্নী শাখা উহার প্রচেষ্টনী।

(প্রকোষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগের উত্তান পেশী সমূহ)

করোত্তাননী দীর্ঘা (Brachio-radialis) নাম্নী পেশী (৬৫ চিত্র) মধ্যে স্থূল ও মাংসল এবং 'মাকু'র ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। এই পেশী প্রকোষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ হইতে উদ্ভূত হইলেও উহার বহিঃসীমাতেই স্ফুটতর। উহা প্রগণ্ডাস্থির বাহ্যার্ব্বুদ হইতে উদ্ভূত হইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির বহির্দ্দিকের মূলে দীর্ঘ কণ্ডরা দ্বারা সম্বদ্ধ। উহার কার্য্য করতলকে উত্তান করা। তদ্ব্যতীত কূর্পরদ্বারিকা পেশীর সহায়তায় উহা বাহুকে সঙ্কুচিত করিয়াও থাকে। বহিঃ-প্রকোষ্ঠিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

(৬৭ চিত্র)

প্রকোষ্ঠ পশ্চিমা পেশী।
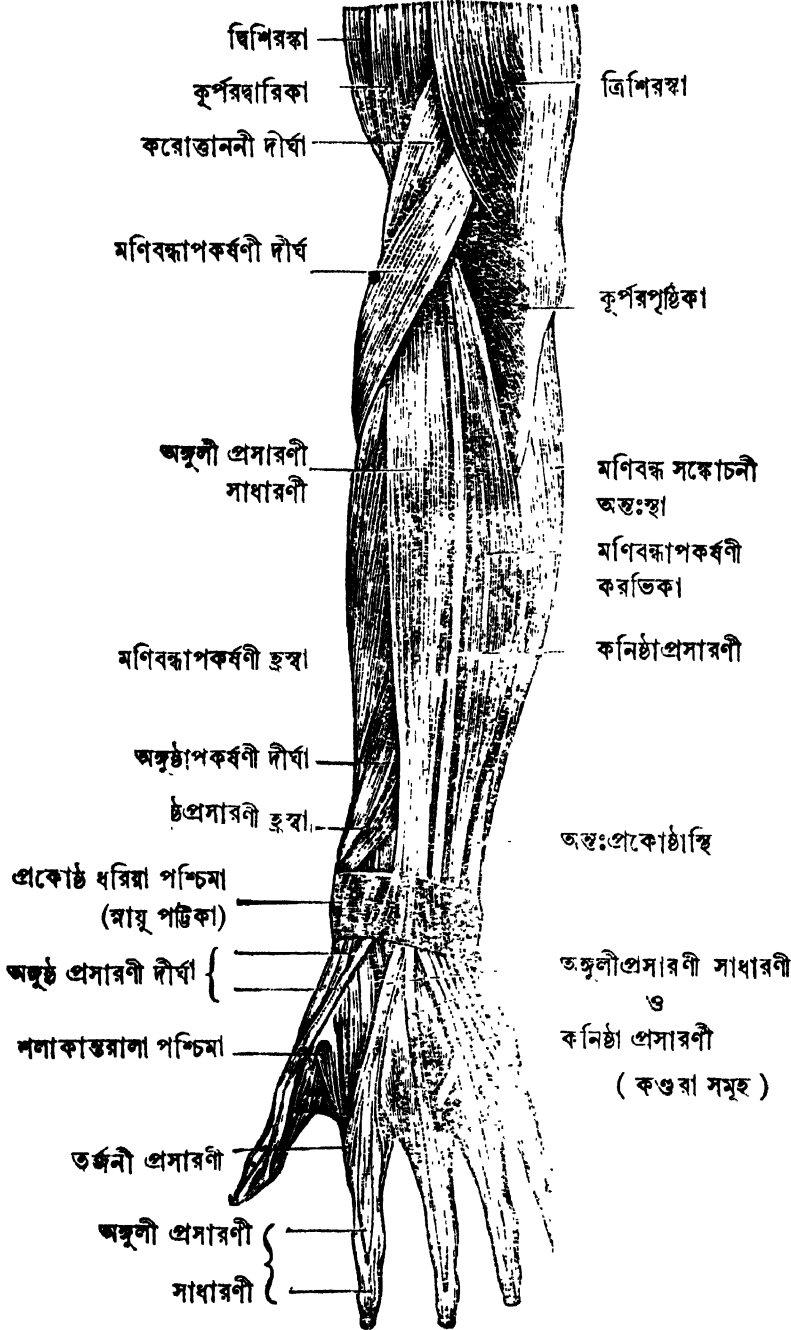
মণিবন্ধাপকর্ষণী দীর্ঘা ও হ্রস্বা (Extensor Carpi Radialis Longus and Extensor Carpi Radialis Brevis) নাম্নী দুইটী পেশী (৬৭ চিত্র) প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তীয় বাহ্যার্ব্বদ ও বহিঃস্থা কূর্পরসন্ধিবন্ধনী স্নায়ু হইতে একই কণ্ডরামূলের দ্বারা উদ্ভূত। তন্মধ্যে দীর্ঘা পেশীর নিবেশস্থান তর্জ্জনী-মূলশলাকার মূলদেশে আর হ্রস্বা পেশীর মধ্যমা মূলশলাকার মূলে দ্রষ্টব্য। মণিবন্ধকে পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষণ করা উভয় পেশীরই কার্য্য।

বহিঃপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী দীর্ঘা পেশীর এবং প্রকোষ্ঠান্তরালা পশ্চিমা নাড়ী হ্রস্বা পেশীর প্রচেষ্টনী।

অঙ্গুলী প্রসারণী সাধারণী (Extensor Digitorum Communis) নাম্নী পেশী (৬৭ চিত্র) প্রকোষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগের পেশী সমূহের মধ্যবর্ত্তিনী। উহা প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তীয় বাহ্যার্ব্বুদ ও বহিঃস্থা কূর্পর-সন্ধিবন্ধনী স্নায়ু হইতে সাধারণ কণ্ডরামূলের দ্বারা উদ্ভূত এবং মণিবন্ধের ঊর্দ্ধে চারিটী কণ্ডরায় বিভক্ত হইয়া অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের অগ্র ও মধ্য পর্ব্বগুলির পৃষ্ঠে সম্বদ্ধ। ঐ সকল কণ্ডরা অঙ্গুলিসন্ধির পৃষ্ঠগত স্নায়ুবন্ধনীর কার্য্য করিয়া থাকে, ইহাই উহাদের কার্য্যের বিশেষত্ব। অপর কার্য্য নামের দ্বারাই বুঝা যায়। প্রকোষ্ঠান্তরালা পশ্চিমা নাড়ী দ্বারা উহারা প্রচেষ্টিত হয়।

কনিষ্ঠাপ্রসারণী (Extensor Digiti Quinti Proprius) নাম্নী সরু পেশী (৬৭ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর সহচরী, পূর্ব্ববৎ মূলের দ্বারা উদ্ভূত এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্য ও অগ্রপর্ব্বের পৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত পেশীর কনিষ্ঠাঙ্গুলিগত কণ্ডরার সহিত মিলিত হইয়া সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

মণিবন্ধাপকর্ষণী করভিকা (Extensor Carpi Ulnaris) নাম্নী স্থূল ও মাংসল পেশী (৬৭ চিত্র) প্রগণ্ডাস্থির আন্তরার্ব্বুদের উপকণ্ঠ ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির

(৬৮ চিত্র)

দক্ষিণ করতলিকা স্নায়ু ও কণ্ডরা সমূহ।
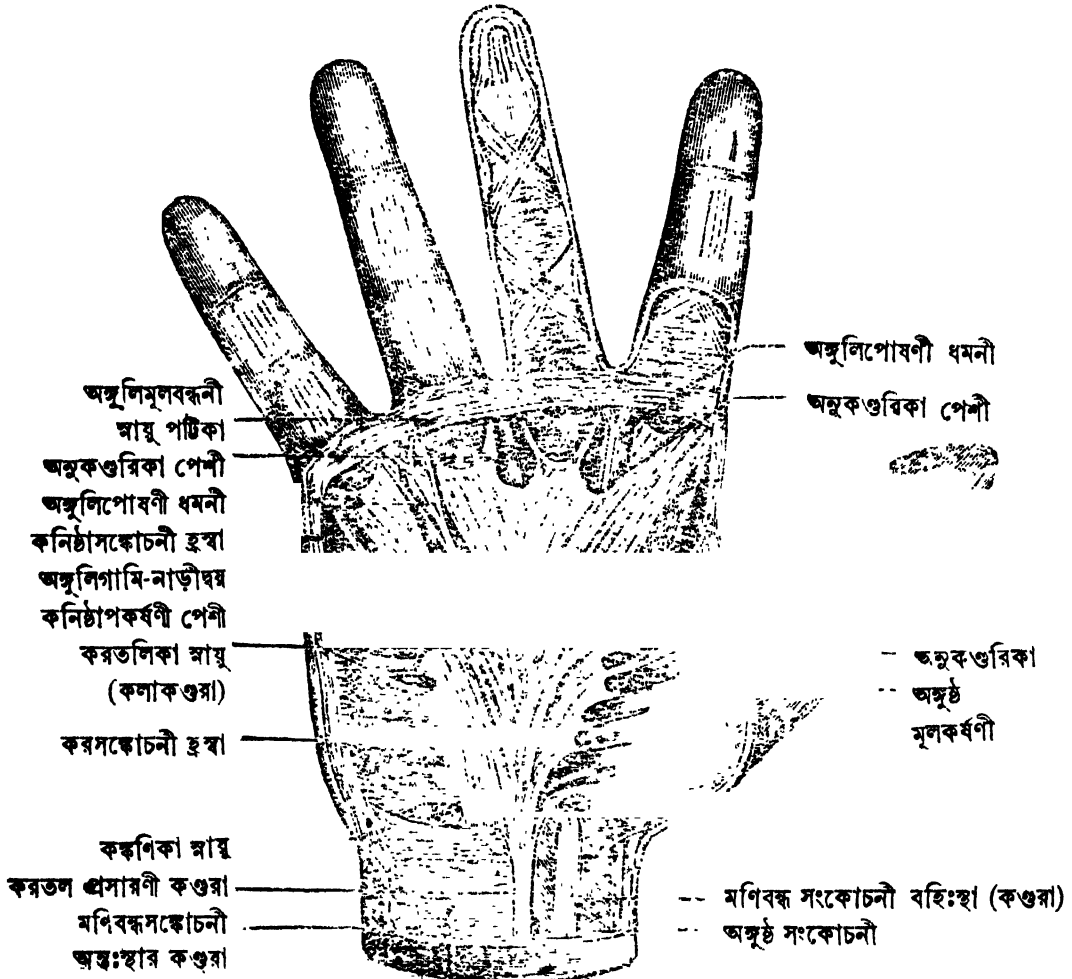
মধ্যনলকের পশ্চিম ধারার্দ্ধ হইতে উদ্ভূত উহা অন্তর্মণিকের পশ্চাদ্ভাগস্থ খাতের ভিতর দিয়া মণিবন্ধের অধোভাগে যাইয়া কনিষ্ঠামূলশলাকার মূলে সংবদ্ধ। নামের দ্বারা উহার কার্য্য বুঝা যায়। মণিবন্ধকে মধ্যরেখার দিকে আকর্ষণ করাও উহার অন্যতম কার্য্য। প্রকোষ্ঠান্তরালা পশ্চিমা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

কূর্পরপৃষ্ঠিকা (Anconeus) নাম্নী পেশী (৬৭ চিত্র) হ্রস্ব ও প্রায় ত্রিকোণ। উহা প্রগণ্ডাস্থির বাহ্যার্ব্বুদ হইতে উদ্ভূত হইয়া অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূর্পরকূটের পৃষ্ঠে এবং সামান্যভাবে মধ্যনলকের পৃষ্ঠে তির্য্যগ্ সম্বদ্ধ। উহা ত্রিশিরস্কা পেশীর সহকারিণীরূপে কূর্পরসন্ধির প্রসারণ করিয়া থাকে। বহির্বাহুকা নাড়ীর শাখা উহার প্রচেষ্টনী।

(প্রকোষ্ঠের পশ্চিমস্থ গভীর পেশী সমূহ।)

করোত্তাননী হ্রস্বা (Supinator) নাম্নী পেশী (৬৬ চিত্র) প্রগণ্ডাস্থির বাহ্যার্ব্বুদ, কূর্পরসন্ধিবন্ধনী মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ু ও বহিঃপার্শ্বিকা স্নায়ু এবং কূর্পরকূটের বহির্ধারা হইতে উদ্ভূত ও তির্য্যগ্‌ভাবে প্রসৃত হইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির গ্রীবায় সংবদ্ধ হইয়াছে। উহা প্রকোষ্ঠাস্থিকে বহির্দিকে বিবর্ত্তিত করিয়া হস্তকে অল্প উত্তান করিয়া থাকে। উহার প্রচেষ্টনী প্রকোষ্ঠান্তরালা পশ্চিমা নাড়ী, পেশী ভেদ করিয়া প্রসৃত হইয়াছে, ইহাই বিশেষত্ব।

অঙ্গুষ্ঠাপকর্ষণী দীর্ঘা (Abductor Pollicis Longus) নাম্নী বহুমাংসলা পেশী (৬৭ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশী দ্বারা আচ্ছাদিত এবং প্রকোষ্ঠাস্থির মধ্যনলকের পশ্চাদ্ভাগ ও প্রকোষ্ঠান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত। উহা মণিবন্ধের উর্দ্ধে কণ্ডরারূপে পরিণত হইয়া অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার মূলে সংবদ্ধ। অঙ্গুষ্ঠকে বহির্দ্দিকে আকর্ষণ করা উহার কার্য্য। প্রকোষ্ঠান্তরালা পশ্চিমা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

অঙ্গুষ্ঠপ্রসারণী হ্রস্বা (Extensor Pollicis Brevis) নাম্নী পেশী (৬৭ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর ক্রোড়দেশে অবস্থিত উহা বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মধ্যনলকের পশ্চাদ্ভাগ ও প্রকোষ্ঠান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত হইয়া অঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বমূলে সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রসারণী দীর্ঘা (Extensor Pollicis Longus) নাম্নী পেশী (৬৭ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর অন্তঃসীমায় অবস্থিত। উহা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মধ্যনলকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে উদ্ভূত হইয়া অঙ্গুষ্ঠের অগ্রিম পর্ব্বমূলে সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

তর্জ্জনী প্রসারণী (Extensor Indicis Proprius) নাম্নী সরু ও লম্বা পেশী (৬৭ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায় উদ্ভূত হইয়া তর্জ্জনীর মধ্যম ও পশ্চিম পর্ব্বে সংবদ্ধ। উহা অঙ্গুলীপ্রসারণী পেশীর তর্জ্জনীতে আগত কণ্ডরার সহচরী। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

মণিবন্ধস্থ স্নায়ুপট্টিকা।

এই প্রসঙ্গেই মণিবন্ধস্থিত স্নায়ুপট্টিকাত্রয়ের বিষয় বলা যাইতেছে।

মণিবন্ধ সম্পর্কে প্রসৃত কণ্ডরা, সিরা, ধমনী, নাড়ী ও কণ্ডরানুগা শ্লেষ্মধরা কলা সমূহের সন্ধারণী তিনটী স্নায়ুপট্টিকা দেখা যায়। উহাদিগকে গভীরা প্রকোষ্ঠপ্রাবরণীর ঘনীভূত বিভাগ বলা যাইতে পারে। উহাদের নাম যথা—প্রকোষ্ঠাধরীয়া অগ্রিমা, প্রকোষ্ঠাধরীয়া পশ্চিমা ও কঙ্কণিকা। তন্মধ্যে —

প্রকোষ্ঠাধরীয়া অগ্রিমা (Volar Carpal Ligament) নাম্নী উত্তানা স্নায়ুপট্টিকা (৬৯ চিত্র) প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তে মণিবন্ধের সম্মুখ ভাগে ও উপরে অনুপ্রস্থ ভাবে সংবদ্ধ। উহা অঙ্গুলী সঙ্কোচনী প্রভৃতি পেশীর কণ্ডরা সমূহকে ধারণ করিয়া থাকে।

প্রকোষ্ঠাধরীয়া পশ্চিমা (Dorsal Carpal Ligament) নাম্নী উত্তানা স্নায়ুপট্টিকা (৬৭ চিত্র) প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের পশ্চাদ্ভাগে অনুপ্রস্থ ভাবে সংবদ্ধ। উহার শাখা সমূহ বর্ত্তুলক ও উপলক নামক দুইটী কূর্চ্চাস্থির পৃষ্ঠে সম্বদ্ধ। উহা প্রসারণী নাম্নী পেশী সমূহের কণ্ডরা ধারণ করিয়া থাকে। এই দুইটী স্নায়ুপট্টিকা উত্তানা।

কঙ্কণিকা (Transverse Carpal Ligament) নাম্নী গভীর স্নায়ুপট্টিকা (৬৫।৬৮ চিত্র) কূর্চ্চাস্থিগুলির সম্মুখ-

(৬৯ চিত্র)

বাম করতলস্থ পেশী সমুহ।
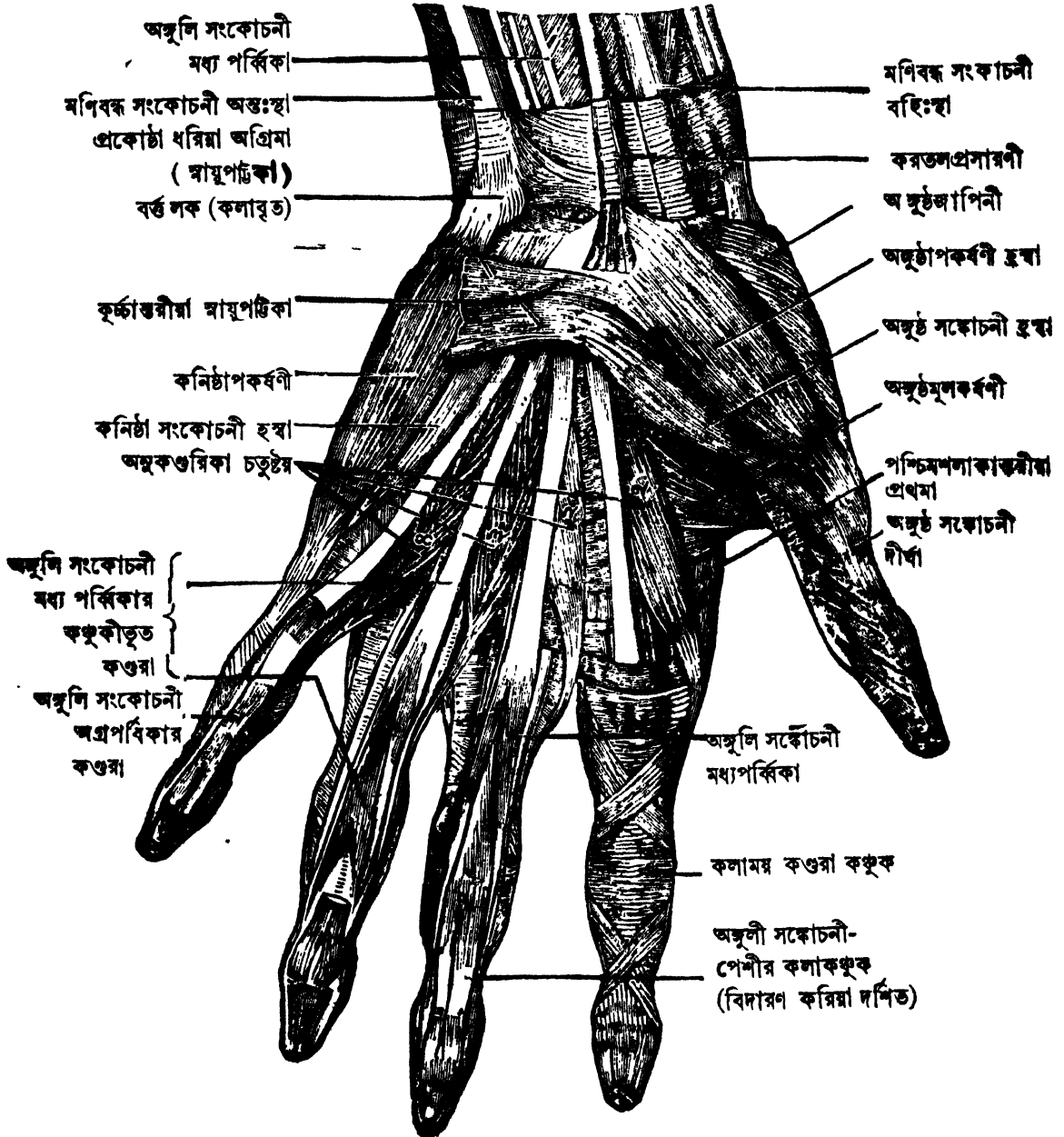
ভাগে মণিবন্ধের চারিদিকে কঙ্কণের ন্যায় বিস্তৃত। উহার অন্তঃসীমা ফণধর ও বর্ত্তুলকে এবং বহিঃসীমা নৌনিভ ও পর্য্যাণকে সংবদ্ধ। উহা কূর্চ্চাস্থিসংঘাতে নির্ম্মিত কোরোদর স্থান আচ্ছাদন করিয়া কণ্ডরা-সুরঙ্গা রচনা করিয়া থাকে। এই সুরঙ্গার ভিতর দিয়া অঙ্গুলিসঙ্কোচনী পেশীদ্বয়ের আটটী কণ্ডরা, দীর্ঘা অঙ্গুষ্ঠসঙ্কোচনীর কণ্ডরা এবং মধ্যপ্রকোষ্টিকা নাম্নী নাড়ী করতলে প্রসৃত হয়। মণিবন্ধসঙ্কোচনী বহিঃস্থার কণ্ডরা কঙ্কণিকা স্নায়ুকে ভেদ করিয়া পর্য্যাণক অস্থির মধ্যবর্ত্তিনী সীতায় বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কঙ্কণিকার সম্মুখ তল আশ্রয় করিয়া অন্তঃপ্রকোষ্টিকা নাম্নী সিরা,

ধমনী ও নাড়ী এবং অন্তঃপ্রকোষ্ঠিকা ও মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ীদ্বয়ের ত্বক্‌গস্তিকা শাখা প্রসৃত হইয়া থাকে। করতল-প্রসারণী দীর্ঘা ও মণিবন্ধসঙ্কোচনী অন্তঃস্থা পেশীর কণ্ডরা এই স্নায়ুপট্টিকায় সংযুক্ত। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির ক্ষুদ্র পেশী সমূহও এই কঙ্কণিকা হইতে উদ্ভূত এবং পরে বর্ণিত করতলিকা নাম্নী প্রাবরণীর সহিত সংসক্ত। ঐ সকল কণ্ডরার সঞ্চলন সৌকর্য্যার্থ কণ্ডরানুগা নাম্নী কঞ্চুকাকার শ্লেষ্মধরা কলা উহাদিগের অনুগমন করিয়া থাকে।

কর-পেশী সমূহ।

করে উনিশটী পেশী আছে। যথা—করতলে অঙ্গুষ্ঠ-মূলের চতুর্দ্দিকে চারিটী ও কনিষ্ঠামূলের চতুর্দ্দিকে চারিটী—মোট আটটী। অঙ্গুলীমূলশলাকা সমূহের অন্তরালে অগ্রিমা সাতটী ও পশ্চিমা চারিটী—মোট এগারটী।

প্রসারণী পেশী সমূহের করপৃষ্ঠে প্রসৃত কণ্ডরা-প্রতান সর্পফণার আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়া অঙ্গুলিসন্ধি সমূহকে দৃঢ় করিয়া রাখে। এই স্থানে মাংসল পেশী নাই।

করতলে সমস্ত করপেশীর ধারণার্থ এবং করতলীয় সমস্ত সিরা ধমনী প্রভৃতির রক্ষার্থ সুদৃঢ় প্রাবরণী **করতলিকা** (Palmer apponeurosis) স্নায়ু (৬৬ চিত্র) লক্ষ্য করা আবশ্যক। উহার মূলভাগ কঙ্কণিকা স্নায়ুতে ও করতল প্রসারণী দীর্ঘা পেশীর কণ্ডরান্তে সংবদ্ধ। এই স্নায়ু প্রায় সমগ্র করতল আচ্ছাদন করে এবং মধ্যে দৃঢ় ত্রিকোণাকার অংশে ও উভয় পার্শ্বে দৃঢ় শাখাদ্বয়ে বিভক্ত। পাঁচটী অঙ্গুলির মূলগত পাঁচটী শাখা উহার চরম বিভাগ। উহার অঙ্গুলিমূলগত অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্নায়ু-প্রতান দ্বারা পরস্পর সংসক্ত। উহারা অঙ্গুলি সঙ্কোচনী পেশীসমূহের কণ্ডরান্ত গুলিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠ মূলগত পেশী সমূহ

অঙ্গুষ্ঠাকর্ষণী হ্রস্বা (Abductor Pollicis Brevis) নাম্নী হ্রস্ব ও মাংসল পেশী (৬৭ চিত্র) নৌনিভ ও পর্য্যাণকের মূলদেশ হইতে ও কঙ্কণিকা স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া অঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বমূলে সংবদ্ধ। উহা অঙ্গুষ্ঠকে বহির্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

অঙ্গুষ্ঠ জাপিনী (Opponens Pollicis) নাম্নী পেশী (৬৭ চিত্র) অঙ্গুষ্ঠ মূলের বহিঃ সীমায় অবস্থিত। উহা পর্য্যাণক অস্থির সম্মুখ ভাগ ও কঙ্কণিকা স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার বহিঃসীমায় সংবদ্ধ। উহা অঙ্গুষ্ঠের সঙ্কোচন ও আকর্ষণ করিয়া জপকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে। উহার প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

অঙ্গুষ্ঠ সঙ্কোচনী হ্রস্বা (Flexer Pollicis Brevis) নাম্নী পেশী (৬৮।৬৯ চিত্র) কঙ্কণিকা স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া চণকাস্থিযুক্ত দুইটী কণ্ডরা দ্বারা অঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বের উভয় পার্শ্বে সম্বদ্ধ।

অঙ্গুষ্ঠমূলকর্ষণী (Adductor Pollicis) নাম্নী পেশী (৬৯ চিত্র) দুই ভাগে বিভক্ত। উহা মধ্যকূট নামক কূর্চ্চাস্থি, তর্জ্জনী ও মধ্যমার মূলশলাকাদ্বয়ের মূলপার্শ্ব এবং কঙ্কণিকা স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া চণকাস্থিযুক্ত কণ্ডরা দ্বারা অঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বের অন্তঃসীমায় সম্বদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। অন্তঃপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

এই চারিটী পেশী অঙ্গুষ্ঠমূলের সম্মুখ ভাগে সুপরিস্ফুট মাংসপিণ্ড রচনা করিয়া থাকে। উহার নাম অঙ্গুষ্ঠপিণ্ডিকা।

কনিষ্ঠামূলগত পেশী সমূহ।

করভসঙ্কোচনী (Palmaris Brevis) নাম্নী পেশী (৬৮ চিত্র) করতলের অন্তঃসীমার (করভদেশে) অবস্থিত। উহা কঙ্কণিকা ও করতলিকা স্নায়ুদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়া মণিবন্ধের অধঃস্থিত ত্বকে সম্বদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। অন্তঃপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

কনিষ্ঠাপকর্ষণী (Abductor Digiti Quinti) নাম্নী পেশী (৬৯ চিত্র) বর্ত্তুলক নামক কূর্চ্চাস্থি ও মণিবন্ধসঙ্কোচনী অন্তঃস্থার কণ্ডরা হইতে সম্ভূত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির পশ্চিমপর্ব্বমূলে সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

কনিষ্ঠা সঙ্কোচনী (Flexor Digiti Quinti Brevis) নাম্নী পেশী (৬৯ চিত্র) কণধর নামক

কূর্চ্চাস্থির কণাগ্র ও কঙ্কণিকা স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির পশ্চিম পর্ব্বমূলে পূর্ব্বোক্ত পেশীসহ সম্বদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

কনিষ্ঠামূলকর্ষণী (Opponens Digiti Quinti) নাম্নী পেশী (৬৬ চিত্র) পূর্ব্ববৎ উদ্ভূত এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলশলাকার অন্তঃসীমায় সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। উহার প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

এই চারিটী পেশী কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে করভপিণ্ডিকা নামক পেশী সঙ্ঘাত রচনা করিয়া থাকে। কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে সম্মুখ দিকে আকর্ষণ করিলে উহা স্পষ্ট দেখা যায়।

অঙ্গুলীমূলশলাকার অন্তরালস্থ পেশী সমূহ।

অঙ্গুলীমূলশলাকার অন্তরালে এগারটী পেশী আছে। যথা—চারিটী অনুকণ্ডরিকা, তিনটী শলাকান্তরীয়া অগ্রিমা ও চারিটী শলাকান্তরীয়া পশ্চিমা। তন্মধ্যে—

অনুকণ্ডরিকা (Lumbricales) নামে জলৌকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট চারিটী সরু ও দীর্ঘ পেশী (৬৯ চিত্র) করতলে অঙ্গুলীসঙ্কোচনী অগ্রপর্ব্বিকা পেশীর কণ্ডরা চতুষ্টয় হইতে উদ্ভূত। উহারা অঙ্গুলীমূল আশ্রয় করিয়া করপৃষ্ঠে যাইয়া অঙ্গুলীপ্রসারণী সাধারণী পেশীর কণ্ডরায় সম্বদ্ধ। অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের পশ্চিম নলকগুলিকে আকর্ষণ করা উহাদিগের কার্য্য। অন্তঃপ্রকোষ্ঠিকা ও মধ্যপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ীর শাখা সমূহ দ্বারা উহা চেষ্টাশীল হয়।

অগ্রিমা শলাকান্তরীয়া (Planter Inter-ossei) নাম্নী তিনটী পেশী অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অপর চারিটী অঙ্গুলির মূলশলাকাগুলির অন্তরালত্রয়ে অবস্থিত। উহারা মধ্যমা ব্যতীত অপর অঙ্গুলি ত্রয়ের মূলশলাকার পার্শ্ব হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই সেই অঙ্গুলির পশ্চিমপর্ব্বমূলে সংবদ্ধ। অঙ্গুলি সকলকে একত্রিত করাই উহাদের কার্য্য। অন্তঃপ্রকোষ্ঠিকা নাড়ী উহাদিগের প্রচেষ্টনী।

পশ্চিমা শলাকান্তরীয়া (Dorsal Inter-ossei) নাম্নী শরপুঙ্খের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট চারিটী পেশী পাঁচটী অঙ্গুলির মূলশলাকার পার্শ্ব হইতে উদ্ভূত। উহাদিগের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া মূল উভয় পার্শ্বস্থ মূলশলাকাদ্বয়ে সম্বদ্ধ। উহাদিগের নিবেশ কণ্ডরা এইরূপে সম্বদ্ধ; যথা, মধ্যমাঙ্গুলির পশ্চিম নলকের উভয় দিকে দুইটী। তর্জ্জনীর ও অনামিকার বহিঃসীমা ও অন্তঃসীমায় দুইটী। অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের বিস্ফারণ করা উহাদিগের কার্য্য। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

ঊর্দ্ধ শাখার পেশী সমূহের বর্ণনা এই স্থানে সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

অধঃশাখার পেশী সমূহ।

এক এক অধঃশাখায় ৫৮ আটান্নটী করিয়া পেশী আছে। স্থান-প্রাধান্যে উহাদিগকে পাঁচটী প্রদেশে বিভক্ত করা যায়। যথা, জঘনোদরীয় পেশী দুইটী। নিতম্বীয় নয়টী। ঔর্ব্বী পনরটী। জঙ্ঘাগত তেরটী। পাদগত উনিশটী।

তন্মধ্যে জঘনোদরীয় দুইটী পেশী এবং বস্তিগুহান্তর হইতে উদ্ভূত হইয়া নিতম্বমূলগত দুইটী পেশী প্রধানতঃ শ্রোণিচক্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেইজন্য এই চারিটী পেশীর গণনা মধ্যকায়ের পেশীর মধ্যে করা হইয়াছে। (ইহাদের নাম—শ্রোণিপক্ষিণী, কটিলম্বিনী দীর্ঘা, শ্রোণিগবাক্ষিণী অন্তঃস্থা ও গুণ্ডিকা) সুতরাং ঐ চারিটী বাদ দিয়া প্রত্যেক অধঃশাখার পেশীর সমষ্টি ৫৪ চুয়ান্নটী ধরিতে হইবে।

এই সমস্ত পেশী সুদৃঢ় বাহ্য প্রাবরণী ও আন্তর প্রাবরণীর দ্বারা আচ্ছাদিত। তন্মধ্যে আন্তর প্রাবরণীর জঘন, উরু ও নিতম্ব আচ্ছাদক দৃঢ় কঞ্চুকাকর ভাগ **উরুকঞ্চুকা** নামে প্রসিদ্ধ (৭০ চিত্র)। উহা ঊর্দ্ধ সীমায় ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থিতে, বহিঃপার্শ্বে জঘনধারায়, সম্মুখভাগে বঙ্ক্ষণিকা স্নায়ুরজ্জুতে ও ভগাস্থির উত্তরশৃঙ্গে এবং

(৭০ চিত্র)

কটি, নিতম্ব ও উদর পার্শ্বস্থ উত্তান পেশী সমূহ
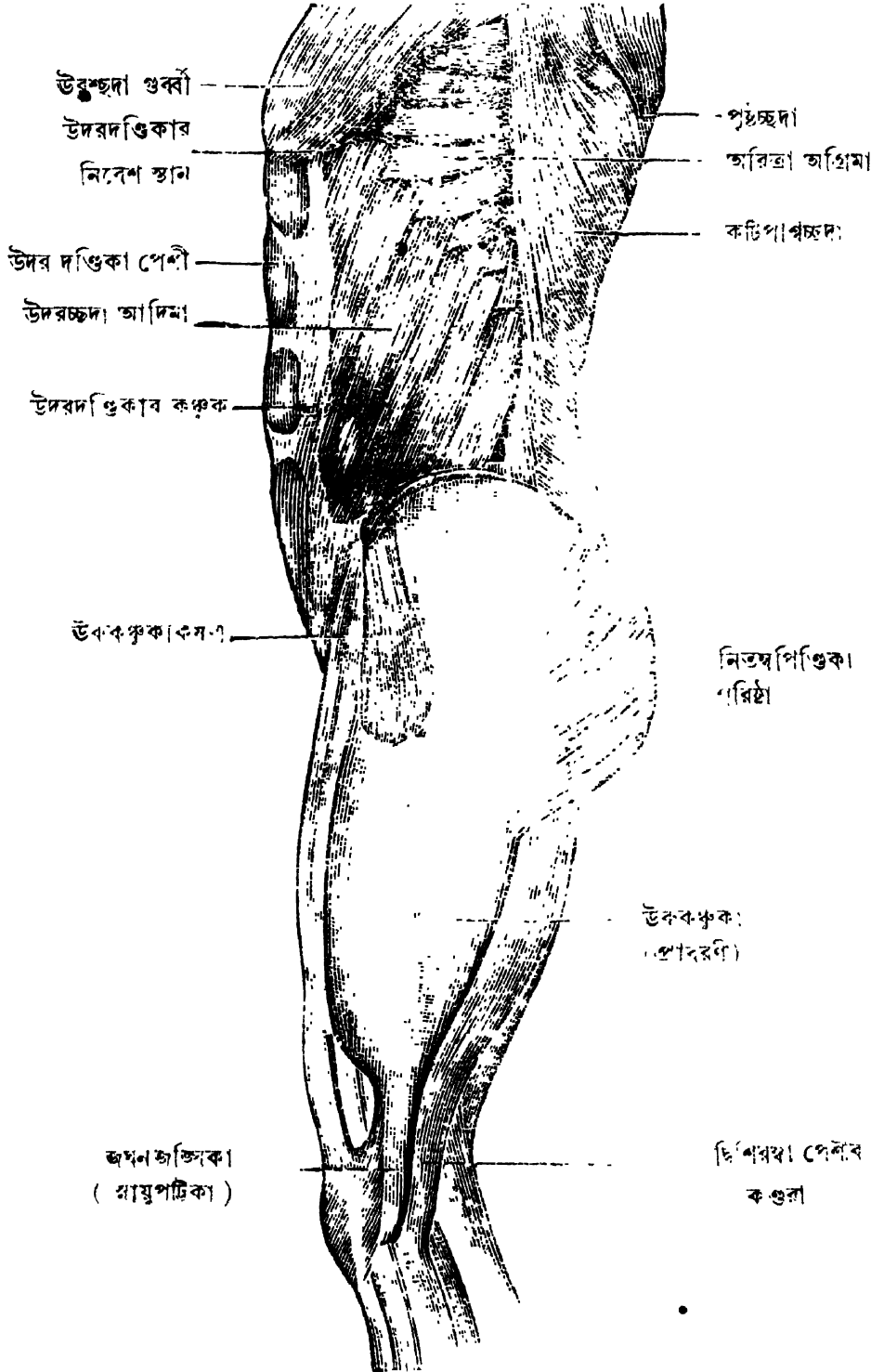
অন্তঃপার্শ্বে শ্রোণিগবাক্ষের সম্মুখের পরিধিতে, কুকুন্দর-পিণ্ড ও ত্রিককুকুন্দরিক স্নায়ুরজ্জুতে সম্বদ্ধ। ইহা উরু ও নিতম্বের পেশী সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া অধঃসীমায় জানুসন্ধির চতুর্দ্দিকে সংসক্ত। জঙ্ঘাচ্ছাদনী প্রাবরণী অধোদিক হইতে উহার সহিত ঐস্থানে মিলিত হইয়াছে। উরুকঞ্চুকার নিতম্বাচ্ছাদন ভাগ কচিৎ নিতম্বপ্রাবরণী নামে কথিত হইয়া থাকে। পরে বর্ণিত উরুকঞ্চুকাকর্ষণী পেশী উরুকঞ্চুকাকে বহিঃসীমায় আকর্ষণ ও ধারণ করিয়া থাকে। এই কঞ্চুকার সম্মুখভাগে একটী ঠকারাকৃতি বৃহৎ ছিদ্র আছে। উহার নাম **অনুবঙ্ক্ষণিক ছিদ্র**। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দীর্ঘোত্তানা নাম্নী স্থূল সিরা উরুতে প্রবেশ করিয়া থাকে। উরুকঞ্চুকার পশ্চাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট ও পেশ্যন্তরালে অবস্থিত দুইটী স্থূল কলা আছে। উহারা উর্দ্ধাস্থির পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রাকারিকা নাম্নী চতুর্ভুজ রেখায় সংসক্ত।

কটিলম্বিনী দীর্ঘা ও শ্রোণিপক্ষিণী নাম্নী জঘনোদরীয় দুইটী পেশীর বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নিতম্বের পেশী সমূহ।

নিতম্বপিণ্ডিকা গরিষ্ঠা (Gluteus Maximus) নাম্নী স্থূল, মাংসল ও তালবৃন্তের ন্যায় আয়ত পেশী (৭০।৭১ চিত্র) প্রধানতঃ নিতম্ব নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উহা শ্রোণিফলকের জঘনপৃষ্ঠধারা হইতে, ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থির পার্শ্বদ্বয় হইতে এবং ত্রিককুকুন্দরিকা স্নায়ুর সন্নিহিত মাংসধরা কলা হইতে বিশাল, আয়ত ও মাংসল মূলসমূহ দ্বারা উদ্ভূত হয়। পরে ক্রমশঃ দৃঢ়, স্থূল ও আয়ত কণ্ডরায় পরিণত হইয়া উর্দ্ধাস্থিপৃষ্ঠে প্রাকারিকা নাম্নী রেখার পশ্চাতে সংসক্ত হয়। উহা উরুকঞ্চুকা প্রাবরণীর সহিত কিঞ্চিৎ সংলগ্ন। উহার কণ্ডরা উর্দ্ধাস্থির মহাশিখরক পার্শ্বে শ্লেষ্মধর কলাপুটের উপর বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পেশীর কার্য্য তিন প্রকার। প্রথমতঃ—উর্দ্ধাস্থিকে প্রসারিত ও বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করা; দ্বিতীয়তঃ—দণ্ডাকারে অবস্থিত পুরুষের সক্থিকে মধ্যকায়ের অনুক্রমে ঋজুভাবে ধারণ করা; তৃতীয়তঃ—সম্মুখভাগে অবনত হইয়া অবস্থিত পুরুষের শ্রোণি আকর্ষণ করিয়া শরীরকে সবল করা। অধরা জাঘনী নাম্নী নাড়ী ইহার প্রচেষ্টনী।

নিতম্বপিণ্ডিকা মধ্যমা (Gluteus Medius) নাম্নী পেশী (৭১ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং উহার দ্বারা অনেকাংশে আবৃত। এই পেশী জঘনকপালের পৃষ্ঠ ধারাদ্বয় হইতে ও সন্নিহিত মাংসধরা কলা হইতে প্রশস্ত মাংসল মূল সমূহ দ্বারা উদ্ভূত হয়। পরে ক্রমশঃ কণ্ডরার আকার ধারণ করিয়া উর্দ্ধাস্থির মহাশিখরক-পৃষ্ঠে সংসক্ত হইয়া থাকে। উহার কণ্ডরা মহাশিখরকের উপকণ্ঠে শ্লেষ্মধর কলাপুটের ব্যবধানে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উর্দ্ধাস্থিকে বিবর্ত্তিত করা এবং শরীরকে ঋজুভাবে ধারণ করা এই পেশীর কার্য্য। উত্তরা জাঘনী নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

নিতম্বপিণ্ডিকা লঘিষ্ঠা (Gluteus Minimus) নাম্নী পেশী (৭১ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীদ্বয়ের দ্বারা আবৃত এবং উহাদিগের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, কিন্তু স্বল্পায়তন। উহা জঘনপৃষ্ঠ হইতে উদ্ভূত হইয়া উর্দ্ধাস্থির মহাশিখরকের সম্মুখভাগে সম্বদ্ধ। উহার কার্য্য ও প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

শুণ্ডিকা (Pyriformis) নাম্নী হস্তিশুণ্ডাকার ক্ষুদ্র পেশী (৭২ চিত্র) গরিষ্ঠা নিতম্বপিণ্ডিকা পেশীর দ্বারা আচ্ছাদিত। এই পেশীর বিষয় মধ্যকায়ে বলা হইয়াছে এবং মধ্যকায়ের পেশীর মধ্যে উহার গণনা করা হইয়াছে।

শ্রোণিগবাক্ষিণী অন্তঃস্থা (Obturator Internus) নাম্নী পেশী (৭১ চিত্র) পরে বর্ণিত যমলাখ্য পেশীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। উহার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং পূর্ব্বে উহার গণনাও করা হইয়াছে।

যমলা নাম্নী পেশী দুইটী—**উত্তরা ও অধরা** (Gemellius—Superior and Inferior) (৭২ চিত্র)। উহারা দেখিতে যমজ ভগিনীর ন্যায়। উহারা শ্রোণিফলকের কুকুন্দরপিণ্ড ও কণ্টক হইতে পর পর উদ্ভূত হয় এবং অন্তঃস্থা শ্রোণিগবাক্ষিণী পেশীর উর্দ্ধ ও অধঃপ্রদেশের সহিত সম্মিলিতপ্রায় হইয়া, উর্দ্ধাস্থির মহাশিখরে সম্বদ্ধ হইয়াছে। উর্দ্ধাস্থিকে বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করা উহাদিগের কার্য্য। পঞ্চমী অনুকটিকা এবং প্রথমা ও দ্বিতীয়া অনুত্রিকা নাড়ীর দ্বারা এই পেশী চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।

(৭১ চিত্র)

সক্থির পশ্চিমস্থ উত্তান পেশীসমূহ।
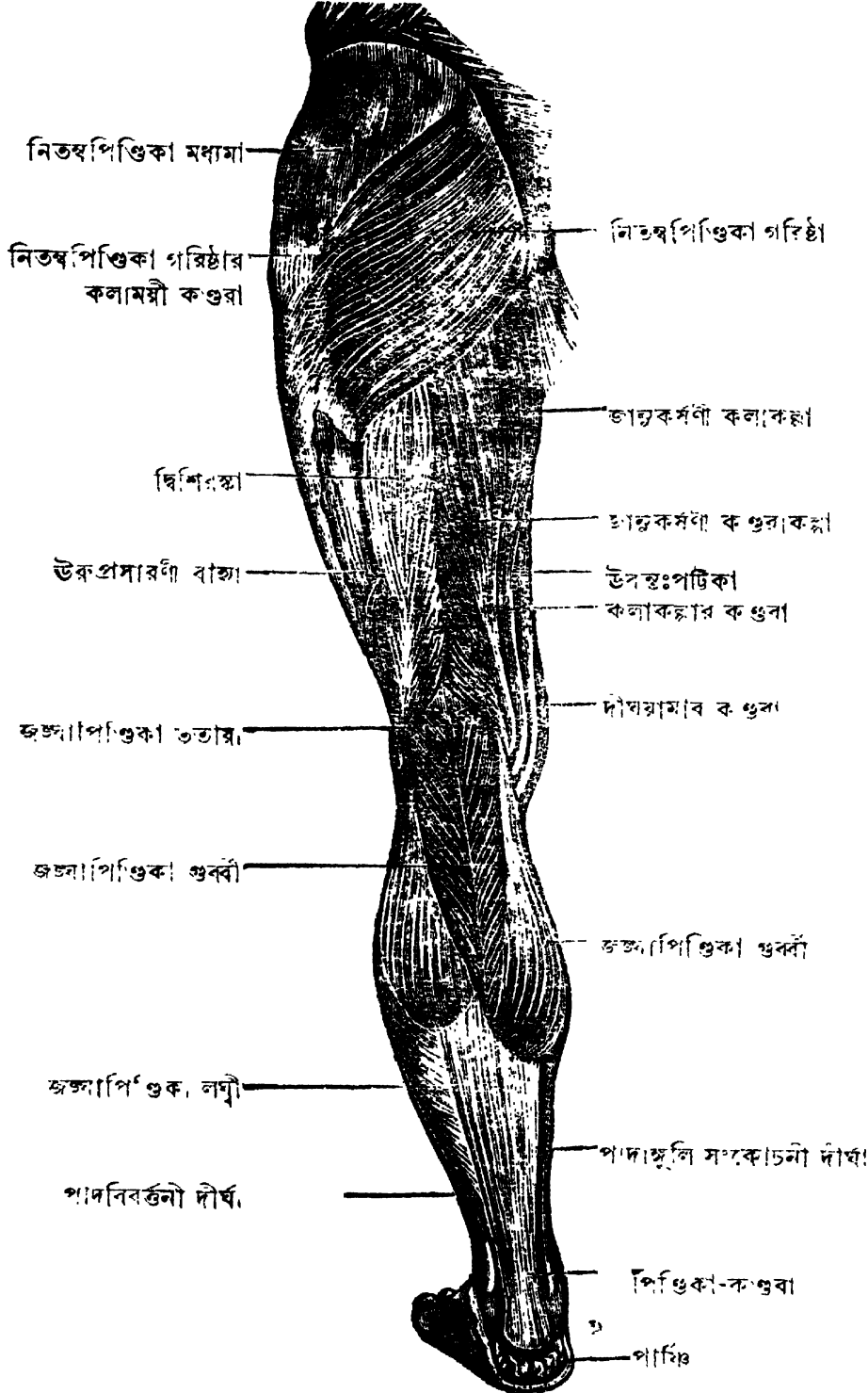
উরুচতুরস্রা (Quadratus Femoris) নাম্নী হ্রস্ব ও মাংসল পেশী (৭২ চিত্র) প্রায় চতুষ্কোণ উহা শ্রোণিফলকের কুকুন্দরপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া উর্ব্বস্থির মহাশিখরকমূলের পৃষ্ঠে আড় ভাবে সম্বদ্ধ। উর্ব্বস্থিকে বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করা উহার কার্য্য। পঞ্চমী অনুকটিকা ও প্রথমা অনুত্রিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

শ্রোণিগবাক্ষিণী বহিঃস্থা (Obturator Externus) নাম্নী ত্রিকোণপ্রায় পেশী (৬৯ চিত্র) শ্রোণিফলকের সম্মুখ ভাগ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। উহা শ্রোণিগবাক্ষের পরিধির বহির্দ্দেশ হইতে ও গবাক্ষ-প্রাবরণী কলা হইতে উদ্ভূত হইয়া উর্ব্বস্থির মহাশিখরক-পৃষ্ঠস্থ কোটরে সম্বদ্ধ। উহার কার্য্য পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়। বঙ্ক্ষণিকা নাম্নী নাড়ী উহার।

(৭২ চিত্র)

নিতম্ব ও উরুর পশ্চিমস্থ গম্ভীর পেশীসমূহ।
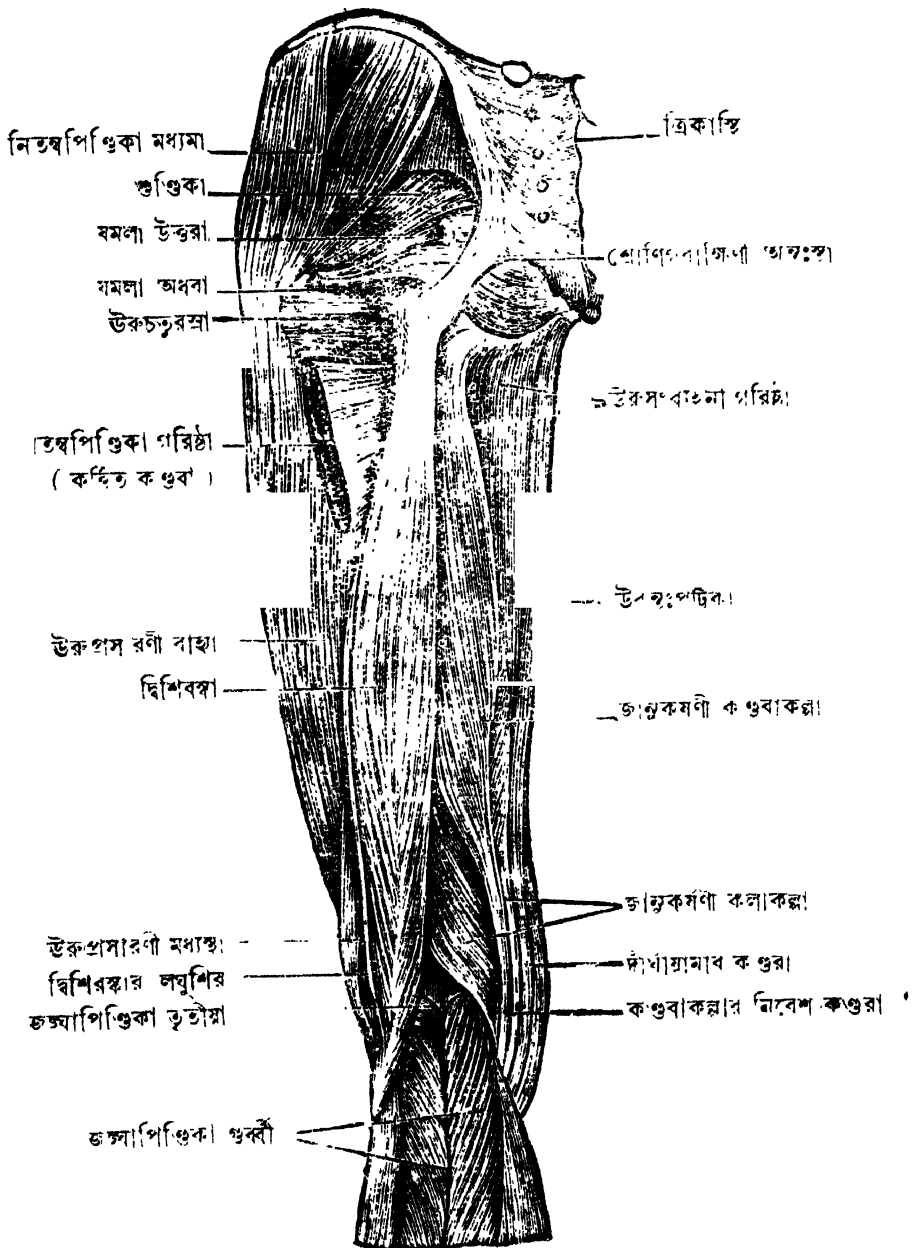
উরুপেশী সমূহ।

উরুদেশের পনরটী পেশী তিন ভাগে বিভক্ত। সাতটী অগ্রিমা, পাঁচটী অন্তঃসীমস্থা এবং তিনটী পশ্চিমা।

তন্মধ্যে অগ্রিমা উরুপেশী যথা—

উরু কঞ্চুকাকর্ষণী (Tensor Vaginae Femoris) নাম্নী পাতলা ও মাংসলা পেশী (৭০ চিত্র) শ্রোণিফলকের জঘনধারা এবং সম্মুখোর্দ্ধ জঘনকূট হইতে উদ্ভূত হইয়া উরুকঞ্চুকা নাম্নী প্রাবরণীতে তির্য্যগ্ ভাবে সম্বদ্ধ। উরু প্রসারণ কালে শিথিলীভূত উরুকঞ্চুকাকে আকর্ষণ করা উহার কার্য্য। উত্তরা জাঘনী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

দীর্ঘায়ামা (Sartorius) নাম্নী পাতলা পেশী

(৭০ চিত্র)

জঘন ও উরুসম্মুখস্থ পেশী সমূহ।
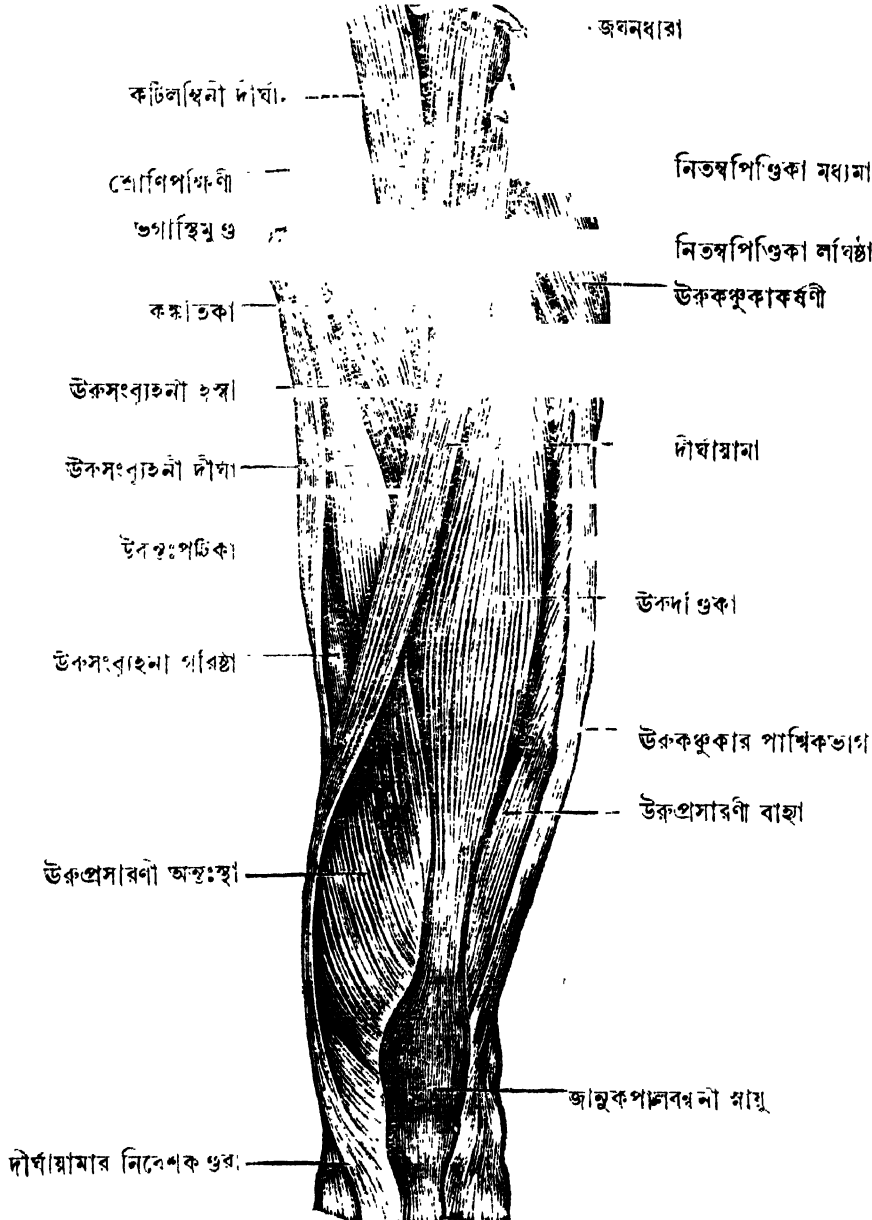
(৭৩ চিত্র) শরীরের সমস্ত পেশীর মধ্যে দীর্ঘতম। উহা শ্রোণিফলকের সম্মুখোর্দ্ধ জঘনকূট ও তন্নিম্নস্থিত খাত হইতে উদ্ভূত হইয়া ও তির্য্যগ্ ভাবে যাইয়া জঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের অন্তঃসীমায় সংসক্ত। ঊরুকে বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করা এবং জঙ্ঘাকে তির্য্যগ্ ভাবে আকর্ষণ করা উহার কার্য্য। অগ্রিমা ঔর্ব্বী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

ঊরুদণ্ডিকা (Rectus Femois) নাম্নী স্থূলমধ্যা ও বহুমাংসলা পেশী (৭৩ চিত্র) ঊরুর মধ্যস্থলে সম্মুখভাগে অবস্থিত। উহা শ্রোণিফলকের সম্মুখাধর জঘনকূট হইতে ও বঙ্ক্ষণোদূখলের ঊর্দ্ধ পরিধি হইতে দুইটী কণ্ডরাময় মূলের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া, জানুকপালিকার বহির্দ্ধারায় ঊরুপিণ্ডিকাসাধারণী কণ্ডরা দ্বারা সম্বদ্ধ। জঙ্ঘাকে প্রসারিত করা উহার কার্য্য। অগ্রিমা ঔর্ব্বী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

ঊরুপ্রসারণী বাহ্যা (Vastus Externus) নাম্নী পেশী (৭২ চিত্র) ঊরুপ্রসারণী পেশী সমূহের মধ্যে স্থূলতম। উহা ঊরুর সম্মুখ ভাগে বহিঃসীমায় দেখা যায়। উহা ঊর্ব্বস্থির মহাশিখরকের অগ্রিম ধারা ও প্রাকারিকা নাম্নী রেখা হইতে উদ্ভূত হইয়া জানুকপালিকার বহিৰ্দ্ধারায় ঊরুপিণ্ডিকাসাধারণী কণ্ডরা দ্বারা সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। অগ্রিমা ঔর্ব্বী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

ঊরুপ্রসারণী অন্তঃস্থা (Vastus Externus) নাম্নী পেশী (৭৩ চিত্র) ঊর্ব্বস্থির অগ্রিম শিখরান্তরালা রেখা হইতে ও প্রাকারিকা নাম্নী চতুর্ভুজ রেখার অন্তঃসীমাস্থিত ভুজদ্বয় হইতে উদ্ভূত। পরে উহা ঊরুসংব্যূহনী গরিষ্ঠা নাম্নী পেশীর কিয়দংশের সহিত মিলিত হইয়া জানুকপালিকার বহির্দ্ধারায় ঊরুপিণ্ডিকাসাধারণী কণ্ডরা দ্বারা সংবদ্ধ। উহার কার্য্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ঊরুপ্রসারণী মধ্যস্থা (Vastus Medius) নাম্নী পেশী (৭২ চিত্র) বহিঃস্থা ও অন্তঃস্থা ঊরুপ্রসারণী পেশীদ্বয়ের মধ্যস্থলে সম্মুখভাগে অবস্থিত এবং ঊরুদণ্ডিকা পেশী দ্বারা আচ্ছাদিত। উহা ঊর্ব্বস্থি-নলকের উত্তরার্দ্ধের সম্মুখ ভাগ হইতে উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায় ঊরুপিণ্ডিকাসাধারণী কণ্ডরা দ্বারা সংবদ্ধ। উহার কার্য্যাদি পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়।

'ঊরুপ্রসারণী' সংজ্ঞক পেশাচতুষ্টয়ের নিবেশ-কণ্ডরাগুলি মিলিত হইয়া একটী সাধারণ কণ্ডরা রচনা করে। উহাকে ঊরুপিণ্ডিকা কণ্ডরা বলা যায়। কেহ কেহ জানুকপালবন্ধনী নাম্নী স্নায়ুরজ্জুকেও জঙ্ঘাস্থির সম্মুখভাগে সংসক্ত ঊরুপ্রসারণী পেশীদিগের কণ্ডরা হইতে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহাদের মতে জানুকপালিকা এই স্থূল কণ্ডরার মধ্যস্থ সুবৃহৎ চণকাস্থি (Sesamoid Bone) মাত্র। (জানুসন্ধি চিত্র দেখ)।

জানুকোষকর্ষণী (Articulares Genu or Subcrureus) নাম্নী পাতলা ও গভীর পেশী ঊর্ব্বস্থি-নলকের নিম্নার্দ্ধের সম্মুখ ভাগের অধঃ প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া জানুসন্ধিকোষের শীর্ষভাগে সংবদ্ধ। জানুপ্রসারণ হেতু শিথিলীভূত সন্ধিকোষকে ঊর্দ্ধদিগকে আকর্ষণ করিয়া উত্তোলন করা উহার কার্য্য। অগ্রিমা ঔর্ব্বী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

অন্তঃসীমাস্থ ঊরুপেশী সমূহ।

ঊর্ব্বন্তঃ পট্টিকা (Gracilis) নাম্নী স্বল্পমাংসলা দীর্ঘপেশী (৭২ চিত্র) ঊরুর অন্তঃসীমায় অবস্থিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তান। উহা ভগাস্থিসন্ধানের পার্শ্ব হইতে উদ্ভূত হইয়া জানুসন্ধি উল্লঙ্ঘন করিয়া জঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের অন্তঃসীমায় দর্ব্বায়ামা পেশীর কণ্ডরার সহিত মিলিত হইয়া সংসক্ত। জঙ্ঘাকে সঙ্কুচিত করা এবং ভিতরদিকে বিবর্ত্তিত করা উহার কার্য্য। বঙ্ক্ষণিকা নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

কঙ্কতিকা (Pectineus) নাম্নী পেশী কতকটা চিরুণীর ন্যায় (৭৩ চিত্র) আয়ত, চতুষ্কোণ ও হ্রস্ব। উহা শ্রোণিফলকের 'বস্তিকণ্ঠিকা' রেখা হইতে উদ্ভূত হইয়া তির্য্যগ্ গতিতে ঊর্ব্বস্থিপৃষ্ঠে লঘুশিখরকের নিম্নে সংসক্ত। ঊরুদ্বয়কে একত্র করা এবং ঊর্ব্বস্থির বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তন করা উহার কার্য্য। অনুবঙ্ক্ষণিকা ও অগ্রিমা ঔর্ব্বী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

ঊরুসংব্যূহনী দীর্ঘা (Adductor Longus) নাম্নী ত্রিকোণাকার, আয়ত ও মাংসল পেশী (৭৩ চিত্র) ভগাস্থির সম্মুখ ভাগ হইতে কণ্ডরাময় মূলের দ্বারা উদ্ভূত ও ক্রমে আয়ত হইয়া ঊর্ব্বস্থিপৃষ্ঠে প্রাকারিকা নাম্নী রেখার মধ্যভাগে সম্বদ্ধ। ঊর্ব্বস্থিকে

মধ্যরেখার দিকে আকর্ষণ করা, এবং বঙ্ক্ষণসন্ধি সঙ্কোচন ও উর্ব্বস্থির বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তন করা উহার কার্য্য। বঙ্ক্ষণিকা নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

উরুসংব্যূহনী হ্রস্বা (Adductur Brevis) নাম্নী পেশী (৭৩ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং উহার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। উহা ভগাস্থির মুণ্ড ও অধর শৃঙ্গ হইতে কণ্ডরামূলের দ্বারা উদ্ভূত ও ক্রমশঃ মাংসল হইয়া উর্ব্বস্থির প্রাকারিকা রেখার উর্দ্ধভাগে সংবদ্ধ। উহার কার্য্যাদি পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়। এই পেশীকে ভেদ করিয়া গম্ভীরোরুকা নাম্নী ধমনীর একটী বা দুইটী শাখা নির্গত হইয়া থাকে। উহার কার্য্য ও প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

উরুসংব্যূহনী গরিষ্ঠা (Adductor Magnus) নাম্নী বিশাল, আয়ত ও মাংসল পেশী (৭৩ চিত্র) প্রায় ত্রিকোণ এবং পূর্ব্বোক্ত পেশীদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে ও অধোদিকে অবস্থিত। উহা শ্রোণিগবাক্ষের পরিধি ও কুকুন্দরপিণ্ড হইতে কণ্ডরামূলের দ্বারা উদ্ভূত এবং ক্রমে মাংসল ও আয়ত হইয়া উর্ব্বস্থির পৃষ্ঠে প্রায় সমগ্র প্রাকারিকা রেখায় ও তদধঃপ্রান্তস্থ আন্তর উপার্ব্বুদে সম্বদ্ধ। এই পেশীতে চারিটি ছিদ্র দেখা যায়। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধতন তিনটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া গম্ভীরোরুকা ধমনীর তিনটী শাখা পশ্চাতে গমন করিয়া থাকে। অধস্তন ছিদ্র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উহার ভিতর দিয়া ঔর্ব্বী ধমনী ও সিরা নির্গত হইয়া থাকে। উরুদ্বয়কে একত্রিত করা উহার কার্য্য। মহাগৃধ্রসী ও বঙ্ক্ষণিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

উরুর পশ্চাদ্ভাগের পেশী সমূহ।

দ্বিশিরস্কা ঔর্ব্বী (Biceps Femoris) নাম্নী স্থূল ও মাংসল পেশী (৭১।৭২ চিত্র) উরুর পশ্চাদ্ভাগে পিণ্ডিকাকারে অবস্থিত। এইজন্য উহার প্রাচীন নাম উরুপিণ্ডিকা। উহার কণ্ডরাময় দুইটী শীর্ষ বা শিখা আছে। তন্মধ্যে দীর্ঘ শিখা শ্রোণিফলকের কুকুন্দরপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া জানুকর্ষণী কণ্ডরাকল্পা পেশীর মূলের সহিত মিলিত হয়। হ্রস্ব শিখা প্রাকারিকা রেখার বহিস্তট ও পেশান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত। উভয় শিখা উরুর মধ্যপৃষ্ঠে একীভূত হইয়া অনুজঙ্ঘাস্থির বহিঃসীমায় সংবদ্ধ। জঙ্ঘাকে সঙ্কুচিত ও বহির্দ্দিকে বিবর্ত্তিত করা উহার কার্য্য। মহাগৃধ্রসী নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

জানুকর্ষণী কণ্ডরাকল্পা (Semi-tendinosus) নাম্নী স্বল্পমাংসলা দীর্ঘা পেশী (৭১ চিত্র) শ্রোণিফলকের কুকুন্দরপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া জঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধ প্রান্তের অন্তঃসীমায় সংবদ্ধ। এই পেশীর নিবেশ-কণ্ডরা স্নায়ুময় শাখাসমূহ দ্বারা জানুসন্ধিবন্ধনী স্নায়ুজালকে দৃঢ় করিয়া থাকে। জঙ্ঘাকে সঙ্কুচিত এবং মধ্যরেখার দিকে বিবর্ত্তিত করা উহার কার্য্য। মহাগৃধ্রসী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

জানুকর্ষণী কলাকল্পা (Semi-Membranosus) নাম্নী পেশী (৭১ চিত্র) উরুপৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত পেশীর অন্তঃসীমায় অবস্থিত এবং ইহার উদ্ভব ও নিবেশ পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়। উহা দৃঢ় কলাময় মূল দ্বারা উদ্ভূত বলিয়া কলাকল্পা নামে আখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত পেশীর নিবেশ কণ্ডরার ন্যায় এই পেশীর নিবেশ-কণ্ডরার স্নায়ুময় শাখা সমূহ জানুসন্ধিবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য প্রসারিত হয়। তন্মধ্যে একটী শাখা জানুসন্ধির পশ্চাতে তির্য্যগ্‌ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া জঙ্ঘাপশ্চমা নাম্নী সিরা ও ধমনীকে আবৃত করিয়া রাখে। কার্য্যাদি ও প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়।

জঙ্ঘাগত পেশী সমূহ।

জঙ্ঘায় তেরটী পেশী আছে। উহারা জঙ্ঘাস্থিদ্বয় ও উহাদের অন্তরালে অবস্থিত কলা দ্বারা এইরূপে বিভক্ত—অগ্রিমা চারিটী, পশ্চিমা সাতটী, বহিঃপার্শ্বগতা দুইটী। জঙ্ঘাস্থির সম্মুখ ধারায় ও অন্তঃপার্শ্বে কোন পেশী নাই বলিয়া ত্বকের অধোভাগে অস্থির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এই সকল পেশীর মধ্যে—

জঙ্ঘাপুরোগা (Tibialis Anterior)—নাম্নী মাংসলা পেশী (৭৪ চিত্র) জঙ্ঘার বহিঃপার্শ্বে ও সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। উহা জঙ্ঘাস্থির বহিঃকন্দ ও মধ্যনলকের বহিঃপার্শ্ব এবং জঙ্ঘান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত। এই পেশীটী মধ্যভাগে স্থূলমাংসল ও শেষে কণ্ডরাময় হইয়া পদতলে অন্তঃকোণক নামক কূর্চাস্থিতে ও পদাঙ্গুষ্ঠের মূল-

(৭৪ চিত্র)

জঙ্ঘার সম্মুখ ও পার্শ্বস্থ পেশী সমুহ
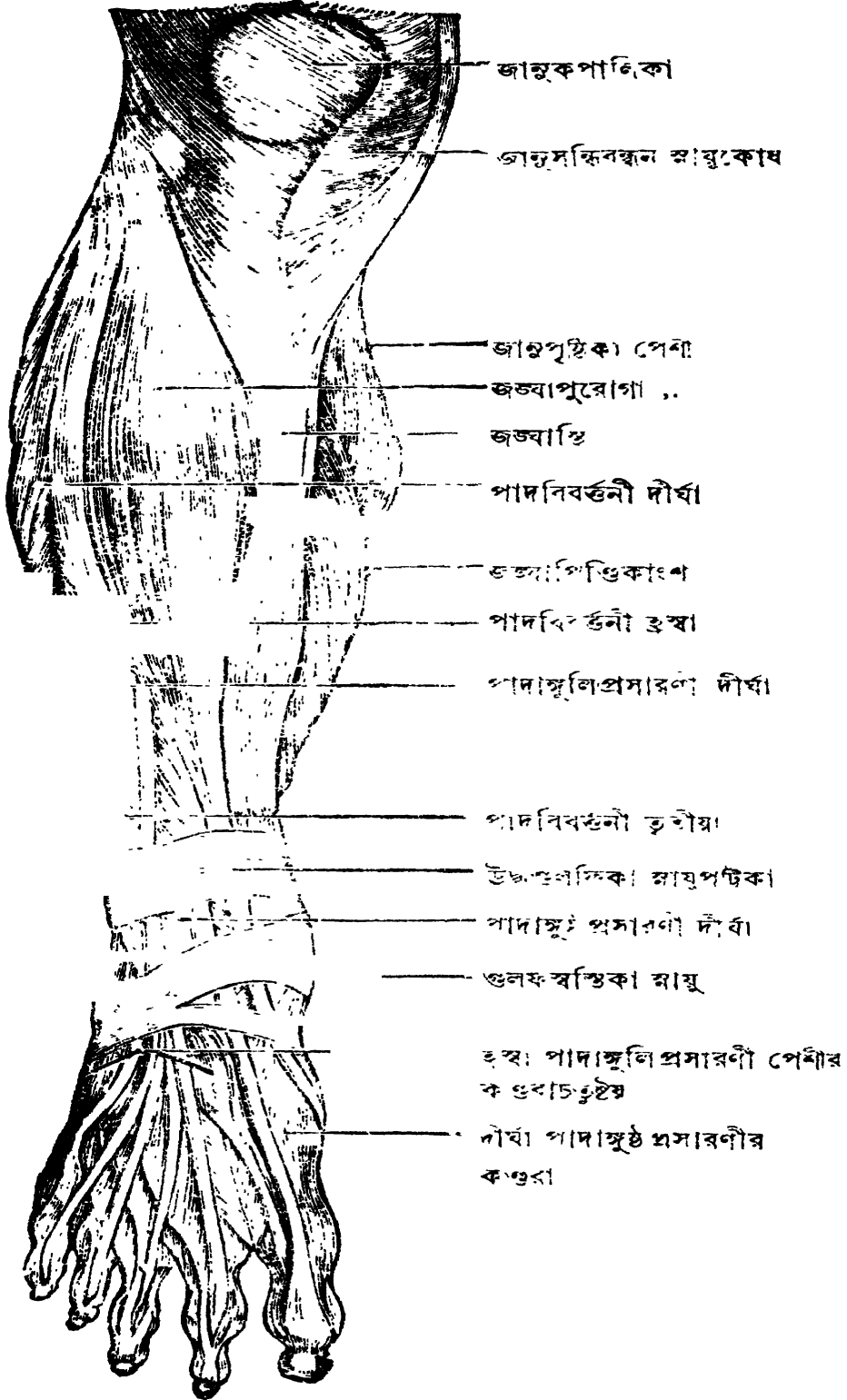
শলাকা মূলে তির্য্যগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট। এইরূপ নিবেশের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধগুল্‌ফিকা ও গুল্‌ফস্বস্তিকা নাম্নী পরে বর্ণিত স্নায়ুপটিকাদ্বয়ের অধঃস্থিত অন্তঃসুরঙ্গার ভিতর দিয়া উহার কণ্ডরা পদতলের অভিমুখে প্রসৃত হইয়াছে। পদকে ভিতরদিকে বিবর্ত্তিত করা ও গুল্‌ফসন্ধির সঙ্কোচন করা এই পেশীর কার্য্য। পুরোজঙ্ঘিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রসারণী দীর্ঘা (Extensor Hallucis Longus) নাম্নী পেশী (৭৪ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর দ্বারা আচ্ছাদিত। উহা অনুজঙ্ঘাস্থির মধ্যভাগ ও জঙ্ঘান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত। এই পেশীর শেষাদ্ধ কণ্ডরাময়ী—উহা পূর্ব্বোক্ত স্নায়ুপটিকাদ্বয়ের অধঃস্থিত মধ্যসুরঙ্গা পথে নির্গত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রিম পর্ব্বপৃষ্ঠে সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

পাদাঙ্গুলি প্রসারণী দীর্ঘা—(Extensor Digitorum Longus) নাম্নী পেশী (৭৪ চিত্র) জঙ্ঘাস্থির বহিঃকন্দ, অনুজঙ্ঘাস্থির মধ্যনলক এবং জঙ্ঘান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত। উহা পূর্ব্বকথিত স্নায়ুপটিকাদ্বয়ের অধঃস্থিত বহিঃসুরঙ্গা পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং পাদপৃষ্ঠে চারিটী কণ্ডরায় বিভক্ত হইয়া পাদাঙ্গুলি চতুষ্টয়ের অগ্রিম ও মধ্যম পর্ব্বগুলির পৃষ্ঠে নিবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

পাদবিবর্ত্তনী তৃতীয়া।—(Peroneus Tertius) নাম্নী পেশী (৭৪ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর সহিত মিলিতমূল হইয়া জঙ্ঘার বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত। উহা অনুজঙ্ঘাস্থির নিম্নচতুর্থাংশের বহিস্তল ও জঙ্ঘান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত পেশীর সহিত পূর্ব্ববৎ সুরঙ্গাপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মলশলাকা মূলে কণ্ডরাগ্র দ্বারা সংবদ্ধ হয়। চরণকে বিবর্ত্তিত করা বা গুল্‌ফসন্ধিকে সঙ্কুচিত করা উহার কার্য্য। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

জঙ্ঘাপশ্চিমা পেশী সাতটী জঙ্ঘান্তরালা কলার পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত। তন্মধ্যে পিণ্ডিকা নাম্নী তিনটী পেশী উত্তান এবং অপর চারিটী গভীর। যথা—

জঙ্ঘাপিণ্ডিকা গুর্ব্বী (Gastrocnemius) নাম্নী স্থূল ও মাংসলা পেশী (৭১।৭২ চিত্র) প্রধানতঃ জঙ্ঘাপিণ্ডিকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উহা দুইটী মূলের দ্বারা ঊর্ব্বস্থির মহার্ব্বুদদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধারণী পিণ্ডিকা-কণ্ডরা দ্বারা পার্ষ্ণিমূলের পৃষ্ঠে সন্নিবিষ্ট। পার্ষ্ণিমূলকে আকর্ষণ করা উহার কার্য্য। অধিজঙ্ঘিকা নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

জঙ্ঘাপিণ্ডিকা লঘ্বী (Soleus) নাম্নী স্বল্পমাংসলা পেশী (৭১ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশী দ্বারা আচ্ছাদিত। উহা অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্ত ও মধ্যনলকের ঊর্দ্ধাংশ এবং জঙ্ঘাস্থিকাণ্ডের পৃষ্ঠস্থ তিরশ্চীন রেখা হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধারণী পিণ্ডিকা-কণ্ডরা দ্বারা পার্ষ্ণিমূলের পৃষ্ঠে সন্নিবিষ্ট। উহার কার্য্য পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়। অধিজঙ্ঘিকা ও অনুজঙ্ঘিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

জঙ্ঘাপিণ্ডিকা তৃতীয়া (Plantaris) নাম্নী দীর্ঘ ও কণ্ডরাবহুল পেশী (৭১ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীর সহকারিণী। উহা ঊর্ব্বস্থির বাহ্য মহার্ব্বুদের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ সাধারণী কণ্ডরার সহিত মিলিত। উহার কার্য্য পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায়। অধিজঙ্ঘিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

এই তিনটী পেশী জঙ্ঘাপিণ্ডিকা বা পিণ্ডিকা নামে কথিত।

জঙ্ঘার পশ্চিমস্থ গভীর পেশী সমূহ।

জানুপৃষ্ঠিকা (Popletius) নাম্নী স্বল্পমাংসল ত্রিকোণপ্রায় পেশী (৭৪ চিত্র) জানুসন্ধিপৃষ্ঠে তির্য্যগ্‌ভাবে বর্ত্তমান। উহা ঊর্ব্বস্থির বাহ্য মহার্ব্বুদের পার্শ্ব ও স্বনামিকা স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া জঙ্ঘাস্থির মধ্যনলকের পৃষ্ঠে তিরশ্চীন রেখার ঊর্দ্ধে সংলগ্ন। জঙ্ঘাস্থির কিঞ্চিৎ অন্তর্ব্বিবর্ত্তনের সহিত জানুসন্ধিকে সঙ্কুচিত করা উহার কার্য্য। অধিজঙ্ঘিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

পাদাঙ্গুষ্ঠ সঙ্কোচনী দীর্ঘা—(Flexor Hallucis Longus) নাম্নী পেশী (৭৬ চিত্র) জঙ্ঘাপৃষ্ঠের অন্তঃসীমায় অবস্থিত। উহা অনুজঙ্ঘাস্থির মধ্যনলকের পৃষ্ঠদেশ ও জঙ্ঘান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ কণ্ডরারূপে পরিণত হয়। পরে জঙ্ঘাস্থির অন্তর্গুল্‌ফের পশ্চিমস্থ সীতার ভিতর দিয়া যাইয়া, বক্ষ্যমাণ অন্তর্গুল্‌ফিকা নাম্নী স্নায়ুপটিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া

থাকে। অনন্তর পার্ষ্ণি ও কূর্চ্চশির নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের সীতার ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া ও পদতল অতিক্রম করিয়া পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রিম পর্ব্বমূলে সংবদ্ধ হয়। নামের দ্বারা উহার কার্য্য বুঝা যায়। অনুজঙ্ঘিকা নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

পাদাঙ্গুলি সঙ্কোচনী দীর্ঘা—(Flexor Digitorum Longus) নাম্নী পেশী (৭৬ চিত্র) জঙ্ঘাস্থির পৃষ্ঠে অবস্থিত এবং উহার মধ্যনলকের পৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্ভূত। উহার কণ্ডরা জঙ্ঘানুগা পেশীর কণ্ডরার সহচরী হইয়া অন্তর্গুল্ফের পশ্চাতে অবস্থিত সীতার ভিতর দিয়া প্রসৃত এবং পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায় স্নায়ুপট্টিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। অনন্তর পদতলে পূর্ব্বোক্ত পেশীকে তির্য্যগ্‌ভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা কণ্ডরাচতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়। উহার কণ্ডরা-মুখগুলি পাদাঙ্গুলি সঙ্কোচনী পেশীর কণ্ডরাচতুষ্টয় ভেদ করিয়া পাদাঙ্গুলি চতুষ্টয়ের অগ্রিম পর্ব্বমূলে সংবদ্ধ নামের দ্বারাই এই পেশীর কার্য্য বুঝা যায়। অনুজঙ্ঘিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

জঙ্ঘানুগা (Tibialis Posterior) নাম্নী পেশী (৭৭ চিত্র) পূর্ব্বোক্ত পেশীদ্বয়ের মধ্যে গভীর ভাবে অবস্থিত, মাংসল এবং শরপুঙ্খের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। উহা দুইটী মূলের দ্বারা জঙ্ঘাস্থির কাণ্ডপৃষ্ঠ ও অনুজঙ্ঘাস্থির কাণ্ডান্তরাল হইতে উদ্ভূত। উক্ত মূলদ্বয়ের অন্তরালের ভিতর দিয়া অগ্রজঙ্ঘিকা নাম্নী সিরা ও ধমনী পেশীর সম্মুখ ভাগে নির্গত হইয়াছে। এই দুইটী মূল মিলিত হইয়া নিম্নে কিয়দ্দূর যাইলে পরে আর একটী মূল জঙ্ঘান্তরালা কলা হইতে উদ্ভূত হইয়া উহার সহিত মিলিত হয়। উহা শেষে কণ্ডরা রূপে পরিণত হয় এবং ঐ কণ্ডরা অন্তর্গুল্ফের পশ্চাদ্ভাগস্থ সীতার ভিতর দিয়া প্রসৃত এবং পূর্ব্ববৎ স্নায়ুপট্টিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া নৌনিভ ও অন্তঃকোণক নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ে সংবদ্ধ হয়। ঐ কণ্ডরার কয়েকটী শাখা অপর দুইটী কোণকাস্থি, পার্ষ্ণি, ঘনাস্থি এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মূলশলাকার মূলে সংবদ্ধ হয়। এই পেশীর কার্য্য পদতল আকর্ষণ ও পদের অন্তর্বিবর্ত্তন। তদ্ব্যতীত উহা পদের অন্তঃসীমাকে শরীরের ভার গ্রহণের সুবিধার জন্য ধনুর ন্যায় বক্রাকারে ধারণ করিয়া রাখে। অনুজঙ্ঘিকা নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

জঙ্ঘার বহিঃসীমাস্থিত পেশীদ্বয়।

পাদবিবর্ত্তনী দীর্ঘা (Peroneus Longus) নাম্নী পেশী (৭৮ চিত্র) অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্ত ও মধ্যনলকের পার্শ্ব হইতে উদ্ভূত। উহা জঙ্ঘান্তরালা কলায় প্রতিবদ্ধমূল হইয়া বহির্গুল্ফের পশ্চিমস্থ সীতা ও ঘন নামক কূর্চ্চাস্থির সীতার ভিতর দিয়া যাইয়া এবং পাদতলকে তির্য্যগ্‌ভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তঃকোণকে ও অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার মূলে সংবদ্ধ হইয়াছে। পাদতল সংকোচন ও পদকে বহির্দিকে বিবর্ত্তন করা উহার কার্য্য। পুরোজঙ্ঘিকা উত্তানা নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

পাদবিবর্ত্তনী হ্রস্বা (Peroneus Brevis) নাম্নী সরু পেশী (৭৮ চিত্র) অনুজঙ্ঘাস্থির কাণ্ডের বহিস্তল হইতে উদ্ভূত ও পূর্ব্বোক্ত পেশীর ন্যায় সীতাপথে প্রসৃত হইয়া পাদকনিষ্ঠমূলশলাকার মূলপৃষ্ঠে সংবদ্ধ। এই পেশীর কার্য্য পাদতলের সঙ্কোচন এবং ঈষৎ বহির্বিবর্ত্তন। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

এই প্রসঙ্গে গম্ভীর প্রাবরণীর ঘনীভূত ভাগ স্বরূপ তিনটী স্নায়ুপট্টিকা দ্রষ্টব্য। উহারা জঙ্ঘার সম্মুখস্থ এবং অন্তঃসীমা ও বহিঃসীমাস্থিত কণ্ডরা সমূহকে ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের নাম—ঊর্দ্ধগুল্ফিকা, গুল্ফস্বস্তিকা ও অন্তর্গুল্ফিকা। তন্মধ্যে প্রথমা গুল্ফের উর্দ্ধে জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তদ্বয়ে অনুপ্রস্থভাবে সম্বদ্ধ। উহা পূর্ব্বকথিত জঙ্ঘার সম্মুখস্থ পেশী কণ্ডরাগুলিকে আচ্ছাদন করিয়া সুরঙ্গা রচনা করে। ঐ সুরঙ্গার মধ্যে প্রত্যেক কণ্ডরার জন্য এক একটী খাজ এই স্নায়ুপট্টিকার এক এক অংশ দ্বারা রচিত হয়। ঐ সকল খাঁজের ভিতর প্রত্যেক কণ্ডরার বেষ্টনীভূত এক একটী দীর্ঘাকার শ্লেষ্মধর কলাময় কোষ আছে। গুল্ফস্বস্তিকা নাম্নী দ্বিতীয়া স্নায়ুপট্টিকা স্বস্তিক বা সাঁড়াশীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং গুল্ফসন্ধির সম্মুখে ও বহির্ভাগে সংসক্ত। উহা পূর্ব্বোক্ত পেশী সমূহের কণ্ডরা এবং সিরা, ধমনী ও নাড়ী সমূহকে সম্মুখভাগে পূর্ব্বোক্তরূপে ধারণ করিয়া থাকে। অন্তর্গুল্ফিকা নাম্নী তৃতীয়া স্নায়ুপট্টিকা পার্ষ্ণি ও গুল্ফের অন্তরালে সংসক্ত। উহাও অধঃস্থিত অস্থিভূমিকে পূর্ব্ববৎ সুরঙ্গা সমূহে বিভক্ত করে। ঐ সকল

সুরঙ্গার ভিতর দিয়া দীর্ঘা পাদাঙ্গুষ্ঠ সঙ্কোচনী, পাদাঙ্গুলি সঙ্কোচনী ও জঙ্ঘানুগা—এই পেশীত্রয়ের কণ্ডরান্ত সমূহ এবং পশ্চিম জঙ্ঘিকা নাম্নী সিরা, ধমনী ও নাড়ী প্রসৃত হইয়া থাকে।

পাদ-পেশী সমূহ।

পদে উনিশটী পেশী আছে। পাদপৃষ্ঠে একটী এবং পাদতলে চারিটী স্তরে আঠারটী। তন্মধ্যে পাদপৃষ্ঠে—

পাদাঙ্গুলি প্রসারণী হ্রস্বা (Extensor Digitorum Brevis) নাম্নী পেশী (৭৪ চিত্র) দীর্ঘা পাদাঙ্গুলিপ্রসারণী পেশীর কণ্ডরা সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত। উহা পার্ষ্ণি নামক কূর্চ্চাস্থির সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ এবং পার্ষ্ণি ও কূর্চ্চশির নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের বাহ্য বন্ধনী স্নায়ু হইতে উদ্ভূত ও কণ্ডরান্ত দ্বারা পাদপৃষ্ঠে তির্য্যগ ভাবে প্রসৃত হইয়া তথায় চারিটী কণ্ডরায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল কণ্ডরার প্রথমটী অঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বপৃষ্ঠে সম্বদ্ধ। অপর তিনটী পাদাঙ্গুলি প্রসারণী দীর্ঘার তিনটী কণ্ডরায় সম্বদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। পুরোজঙ্ঘিকা নাড়ী দ্বারা এই পেশী প্রচেষ্টিত হয়।

(৭৫ চিত্র)

পাদতলে প্রথমস্তরস্থ পেশী সমূহ।
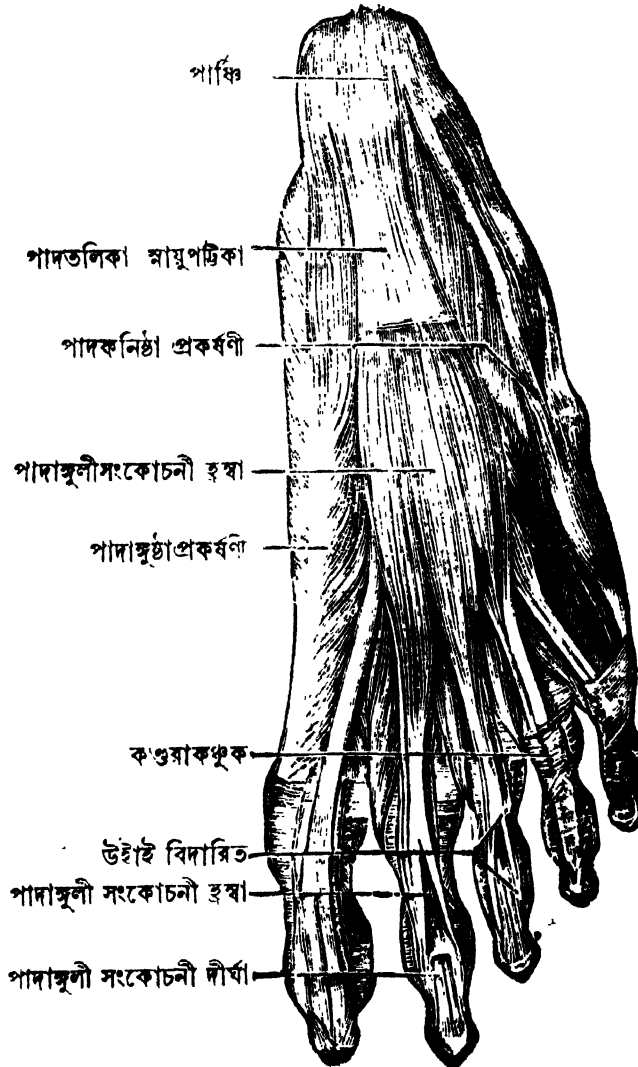
পাদতলস্থ সমস্ত পেশী পাদতলিকা নাম্নী গম্ভীরা প্রাবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রাবরণী পাষ্ণি'র আন্তরার্ব্বুদে সম্বদ্ধমূল এবং তিনটী শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে মধ্যমা শাখা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়, মূলে রজ্জুর ন্যায় ও অগ্রভাগে পত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। উহা পাঁচটী প্রশাখা দ্বারা পাঁচটী অঙ্গুলির মূলে সংসক্ত। উভয় পার্শ্বস্থিত শাখা দুইটী পাদপার্শ্বস্থ পেশীসমূহকে রক্ষা করিয়া থাকে এবং পাদপৃষ্ঠিকানাম্নী গম্ভীর প্রাবরণীর সহিত মিলিত হয়।

পাদতলে প্রথম স্তরে তিনটী পেশী আছে। যথা—

পাদাঙ্গুষ্ঠাপকর্ষণী (Abductur Hallucis) নাম্নী পেশী (৭৫ চিত্র) পদের অন্তঃসীমায় অবস্থিত এবং শরপুঙ্খের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। উহা পাষ্ণি'র আন্তরার্ব্বুদ, আন্তরী বলয়িকা নাম্নী স্নায়ু ও পাদতলিকা নাম্নী প্রাবরণী হইতে উদ্ভূত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বের অন্তঃসীমায় সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। আন্তরী পাদতলীয়া নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

পাদাঙ্গুলি-সঙ্কোচনী হ্রস্বা (Flexor Digitourm Brevis) নাম্নী মধ্যভাগে স্থূল ও মাংসল পেশী পাদতল মধ্যে পাদতলিকা প্রাবরণীর সহিত সংসক্ত হইয়া অবস্থিত। উহা কণ্ডরাসূত্র দ্বারা পাষ্ণি'তলের সম্মুখ ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া চারিটী কণ্ডরা দ্বারা পাদাঙ্গুলি চতুষ্টয়ের মধ্যপর্ব্বে সম্বদ্ধ। পাদাঙ্গুলিসঙ্কোচনী দীর্ঘা পেশীর কণ্ডরা সকল ঐ কণ্ডরাগুলিকে ভেদ করিয়া প্রসৃত হইয়া থাকে। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

পাদকনিষ্ঠাপকর্ষণী (Abductor Minimi Digiti) নাম্নী পাতলা ও স্বল্প মাংসলা পেশী (৭১ চিত্র) পাদতলের বহিঃসীমায় অবস্থিত। উহা পাষ্ণি'মূলের পার্শ্ব ও পাদতলিকা প্রাবরণী হইতে উদ্ভূত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির পশ্চিম পার্শ্বে সংবদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। বাহ্যা পাদতলীয়া নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

পদতলে দ্বিতীয় স্তরে দুই প্রকারে পাঁচটী পেশী আছে। যথা—

পাদতল চতুরস্রা (Quadratus Plantae) নাম্নী মাংসলা পেশী (৭৬ চিত্র) বিষম চতুষ্কোণ। উহা পাষ্ণি'-তল হইতে দুইটী মূলের দ্বারা এবং দীর্ঘপাদতলিকা নাম্নী স্নায়ু হইতে একটী মূলের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া দীর্ঘা পাদাঙ্গুলী সঙ্কোচনী পেশীর কণ্ডরায় সম্বদ্ধ। উহার কার্য্য দীর্ঘা পাদাঙ্গুলি সঙ্কোচনী পেশী কর্ত্তৃক পাদাঙ্গুলি সমূহের তির্য্যক্ আকর্ষণকে সরল আকর্ষণে পরিণত করা। বাহ্যা পাদ-তলীয়া নাম্নী নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

অনুকণ্ডরিকা (Lumbricales) নাম্নী পেশী চতুষ্টয় (৭৬ চিত্র) জলৌকার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। উহারা দীর্ঘা পাদাঙ্গুলি সঙ্কোচনী পেশীর চারিটী কণ্ডরাস্ত হইতে উদ্ভূত হয়। পরে ঐ সকল কণ্ডরা পাদাঙ্গুলিমূল সমূহকে তির্য্যগ্‌ভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়া পাদাঙ্গুলি প্রসারণী দীর্ঘার কণ্ডরাগুলির সহিত মিলিত হইয়া চারিটী পাদাঙ্গুলীর পশ্চিম পর্ব্বের পৃষ্ঠে সংবদ্ধ হয়। পাদাঙ্গুলি সমূহের পশ্চিম পর্ব্বগুলিকে আকর্ষণ করা এবং অঙ্গুলি সঙ্কোচন কালে প্রসারণী পেশী সমূহের কণ্ডরাস্তগুলি শিথিল করা এই পেশী চতুষ্টয়ের কার্য্য। আন্তরী পাদতলীয়া নাড়ী দুইটীর শাখাসমূহ দ্বারা এই পেশী চারিটী প্রচেষ্টিত হইয়া থাকে।

পাদতলে তৃতীয় স্তরে তিনটী পেশী আছে। যথা—

পাদাঙ্গুষ্ঠ সঙ্কোচনী হ্রস্বা (Flexor Hallucis Brevis) নাম্নী শরপুঙ্খের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পেশী (৭৬ চিত্র) পাদাঙ্গুষ্ঠের অনুক্রমে অবস্থিত। উহা ঘন ও বাহ্যকোণক নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয় এবং জঙ্ঘানুগা পেশীর কণ্ডরা হইতে উদ্ভূত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বের পার্শ্বদ্বয়ে দুইটী কণ্ডরা দ্বারা সংবদ্ধ। এই দুইটী কণ্ডরার একটী পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রকর্ষণী পেশীর কণ্ডরার সহিত মিলিত; অপরটী পাদাঙ্গুষ্ঠাপকর্ষণীর কণ্ডরার সহিত মিলিত। নামের দ্বারাই এই পেশীর কার্য্য বুঝা যায়। আন্তরী পাদতলীয়া নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রকর্ষণী (Adductor Hallucis) নাম্নী হ্রস্বাকারা পেশী (৭৭ চিত্র) দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একভাগ অন্যভাগের অপেক্ষা দীর্ঘ ও বক্রাকার। উহা মধ্যস্থ মূলশলাকাত্রয়ের মূল হইতে ও পাদবিবর্ত্তনী দীর্ঘা পেশীর কণ্ডরাকঞ্চুক হইতে উদ্ভূত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের পশ্চিম পর্ব্বের বহিঃপার্শ্বে সংবদ্ধ। অপর ভাগ হ্রস্ব এবং মূলশলাকাগ্র বন্ধনী স্নায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়া চারিটী পাদাঙ্গুলীর মূলে অনুপ্রস্থ ভাবে সংসক্ত। পাদাঙ্গুষ্ঠকে মধ্যরেখার দিকে

(৭৬ চিত্র)

পাদতলে দ্বিতীয়স্তরস্থ পেশী সমূহ

আকর্ষণ করা উহার কার্য্য। বাহ্য পাদতলীয় নাড়ী উহার প্রচেষ্টনী।

কনিষ্ঠা সঙ্কোচনী হ্রস্বা (Flexor Minimi Digiti Brevis) নাম্নী পেশী (৭৭ চিত্র) কনিষ্ঠামূলশলাকার মূল হইতে উদ্ভূত হইয়া পাদকনিষ্ঠার পশ্চিম পর্ব্বমূলে সম্বদ্ধ। নামের দ্বারাই উহার কার্য্য বুঝা যায়। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

পাদতলে চতুর্থস্তরে শলাকান্তরীয়া নাম্নী সাতটী পেশী আছে। তন্মধ্যে চারিটী উত্তরা এবং তিনটী অধরা। যথা—

অধরা শলাকান্তরীয়া (Planter Inter-ossei) নাম্নী ক্ষুদ্র পেশী তিনটী পাদতলের অভিমুখে চারিটী মূলশলাকার অন্তরালে অবস্থিত। উহারা কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলিত্রয়ের মূলশলাকার আন্তর পার্শ্ব হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই সেই অঙ্গুলির পশ্চিম নলকের অন্তঃ পার্শ্বে সম্বদ্ধ। কনিষ্ঠাঙ্গুলিত্রয়কে মধ্য রেখার দিকে আকর্ষণ করা উহাদিগের কার্য্য। বাহ্য পাদতলীয় নাড়ী দ্বারা উহারা প্রচেষ্টিত হইয়া থাকে।

(৭৭ চিত্র)

পাদতলে তৃতীয়স্তরস্থ পেশী সমূহ
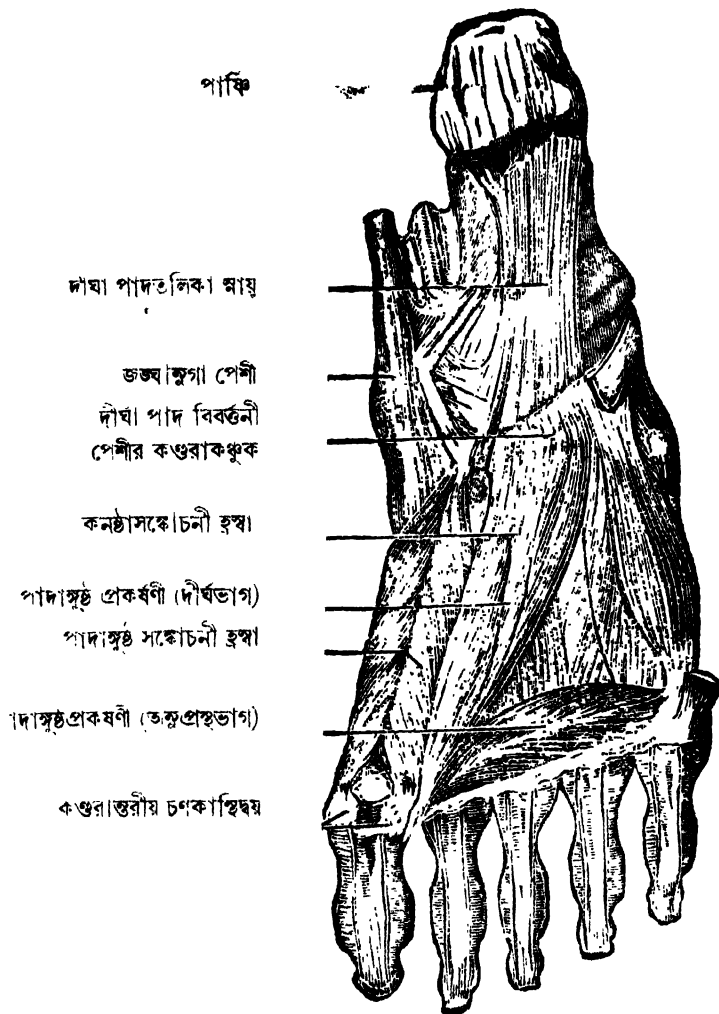
উত্তরা শলাকান্তরীয়া (Dorsal Interossei) নাম্নী চারিটী ক্ষুদ্র পেশী পাদপৃষ্ঠের অভিমুখে পাঁচটী মূলশলাকার অন্তরালে অবস্থিত। উহাদের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া মূল দুইপার্শ্বের দুইটী মূলশলাকায় সংসক্ত। এইজন্য এই পেশীর এক একটী অংশের মাংসতন্তুগুলি শরপুঙ্খাকারে বিন্যস্ত দেখা যায়। ইহারা অগ্রে কণ্ডরাময় হইয়া নিম্নলিখিতরূপে সন্নিবিষ্ট হয়:—যথা, তর্জ্জনীর পশ্চিম পর্ব্ব পার্শ্বে দুইটী; মধ্যমা ও অনামিকার পশ্চিম পর্ব্বের আস্তর পার্শ্বে একটী করিয়া দুইটী। উহাদিগের কার্য্য পাদাঙ্গুলি চতুষ্টয়কে আকর্ষণ করা (মধ্যরেখা হইতে দূরে লইয়া যাওয়া)। প্রচেষ্টনী নাড়ী পূর্ব্ববৎ।

"কর্কশং কীকশং যেন মাংসলীভূয় শোভতে।
বলমূলং ক্রিয়ামূলং পেশীজালং তদীরিতম্॥"

[অনুবাদ:—কর্কশ (কুরূপ) অস্থিকঙ্কাল যাহা দ্বারা মাংসলীভূত হইয়া শোভাযুক্ত হয়, যাহা বলের এবং সমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার মূল,—সেই পেশীজাল বর্ণিত হইল।]

পেশী খণ্ড সমাপ্ত।